ভারতের নির্বাচন কমিশন

নির্বাচন সদন, অশোক রোড, নতুন দিল্লি - ১১০০০১

সংস্করণ - ২

सत्यमेव जयते

প্রিসাইডিং অফিসারদের জন্য নির্দেশ পুস্তিকা ২০২৩

ভারতের নির্বাচন কমিশন

নির্বাচন সদন, অশোক রোড, নতুন দিল্লি - ১১০০০১

"কোনো ভোটার যেন বাদ না পড়ে"

ডকুমেন্ট নং: ৩২৪.৬ ইপিএস:এইচ বি:০০৯:২০২৩

सत्यमेव जयते

প্রিসাইডিং অফিসারদের জন্য নির্দেশ পুস্তিকা ২০২৩

ভারতের নির্বাচন কমিশন

নির্বাচন সদন, অশোকা রোড, নতুন দিল্লি - ১১০০০১

"কোনো ভোটার যেন বাদ না পড়ে"

"নির্বাচনকে সর্বাঙ্গীন, অবারিত, অংশগ্রহণমূলক, নিরাপদ ও প্রলোভনমুক্ত করা"

(এই নথিটি ই সি আই ওয়েবসাইট https://eci.gov.in -এও পাওয়া যাবে)

ডকুমেন্ট নং: ৩২৪.৬. ইপিএস:এইচ বি:০০৯:২০২৩

সংশোধনী ও শুদ্ধিপত্র

সংশোধনী				শুদ্ধিপত্র		
ক্রমিক	তারিখ	বিষয়		ক্রমিক	তারিখ	বিষয়

সংক্ষিপ্তরূপ ও আদ্যক্ষরসমষ্টি	
AC	Assembly Constituency
AIS	Additional Information Sheet
AERO	Assistant Electoral Registration Officer
ASD	Absentee, Shifted and Dead
BEL	Bharat Electronics Limited
BLO	Booth Level Officer
BU	Ballot Unit
ECI	Election Commission of India
ERO	Electoral Registration Officer
CAPF	Central Armed Police Force
CSV	Classified Service Voter
CU	Control Unit
DEO	District Election Officer
ECIL	Electronic Corporation of India Limited
EPIC	Elector's Photo Identity Card
EVM	Electronic Voting Machine
MO	Micro Observer
NOTA	None Of The Above
PC	Parliamentary Constituency
PER	Photo Electoral Roll
PO1	First Polling Officer
PO2	Second Polling Officer
PO3	Third Polling Officer
PPS	Pink Paper Seal
PrO	Presiding Officer
PS	Polling Station
PV	Proxy Voter
RO	Returning Officer
SO	Sector Officer
VAB	Voter Assistance Booth
VIP List	Very Important Persons List
VIS	Voter Information Slip
VVPAT	Voter Verifiable Paper Audit Trail

সূচিপত্র

ভাগ - ১ : অধ্যায়সমূহ		
অধ্যায়-০১	**প্রারম্ভিক**	**পৃষ্ঠা নং**
১.১	সূচনা	২
১.২	আইনসম্পত বিধানসমূহ	২
১.৩	ভোট গ্রহণকারী দল	২
১.৪	ভোট গ্রহণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	২
১.৫	ডাক ভোটপত্র বা পোস্টাল ব্যালট-এর জন্য দরখাস্ত	৩
১.৬	ভোট গ্রহণের সামগ্রী	৩
১.৭	ই ভি এম এবং ভিভিপ্যাট যন্ত্রের পরীক্ষা	৩
১.৮	ভোট গ্রহণ সামগ্রী মিলিয়ে দেখে নেওয়া	৪
১.৯	সচিত্র নির্বাচক তালিকা	৫
১.১০	একক নির্বাচনে পোলিং অফিসারদের দায়িত্ব ও কর্তব্য	৬
১.১১	যুগপৎ অনুষ্ঠিত নির্বাচনে পোলিং অফিসারদের দায়িত্ব ও কর্তব্য	৮
১.১২	প্রিসাইডিং অফিসারের দায়িত্ব ও কর্তব্য	৯
১.১৩	ভোটগ্রহণ সমাপ্তি	১১
১.১৪	সেক্টর অফিসার	১২
১.১৫	ভোটার সহায়ক বুথ	১২
অধ্যায়-০২	**ভোটগ্রহণ কেন্দ্র স্থাপন ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা**	**পৃষ্ঠা নং**
২.১	ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে পৌঁছানো	১৩
২.২	পোলিং অফিসার অনুপস্থিত হলে	১৩
২.৩	একক নির্বাচনের জন্য ভোটগ্রহণ কেন্দ্র স্থাপন	১৩
২.৪	যুগপৎ অনুষ্ঠিত নির্বাচনের জন্য ভোটগ্রহণ কেন্দ্র স্থাপন	১৪
২.৫	যুগপৎ অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ভোটদান পদ্ধতি	১৫
২.৬	অন্যান্য সতর্কতামুলক ব্যবস্থা	১৬
২.৭	বিজ্ঞপ্তি প্রদর্শন	১৬
২.৮	যেসব ব্যক্তির ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রবেশাধিকার রয়েছে	১৭
২.৯	পোলিং এজেন্ট নিয়োগপত্র দান ও নিয়োগ বাতিল করা	১৮
২.১০	পোলিং এজেন্ট হিসেবে নিয়োগের যোগ্যতামান	১৮
২.১১	পোলিং এজেন্ট কর্তৃক নিয়োগপত্র প্রদর্শন	১৮
২.১২	পোলিং এজেন্টদের উপস্থিতি	১৯
২.১৩	পোলিং এজেন্টদের জন্য পাস	১৯
২.১৪	ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভিতরে পোলিং এজেন্টদের বসার ব্যবস্থা	১৯
২.১৫	ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভিতরে ধূমপান নিষিদ্ধ	২০

২.১৬		ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধি, আলোকচিত্রী ও ভিডিওচিত্র গ্রাহকদের জন্য সুবিধা	২০
২.১৭		আলোকচিত্র / ভিডিওচিত্র	২০
২.১৮		ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ওয়েবকাস্টিং-এর ব্যবহার	২১
২.১৯		কমিশন কর্তৃত নিযুক্ত অবজার্ভার বা পর্যবেক্ষকদের জন্য সুবিধা	২২
২.২০		মাইক্রো অবজার্ভার	২২
২.২১		ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের অভ্যন্তরে ব্যাজ ইত্যাদি পরিধান	২৩
২.২২		ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে নিরাপত্তা ব্যবস্থা	২৪
অধ্যায়-০৩		**ই ভি এম এবং ভিভিপ্যাট স্থাপন ও সেগুলির প্রস্তুতি**	**পৃষ্ঠা নং**
৩.১		ই ভি এম এবং ভিভিপ্যাট পরিচিতি	২৬
	৩.১.১	বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্র (ই ভি এম)	২৬
	৩.১.২	ভোটার ভেরিফায়েবল পেপার অডিট ট্রেইল (ভিভিপ্যাট)	২৯
৩.২		মহড়া ভোটের পূর্বে ই ভি এম এবং ভিভিপ্যাট স্থাপন ও মহড়া ভোট পরিচালনা	৩০
	৩.২.১	মহড়া ভোটের পূর্বে বি ইউ, সি ইউ এবং ভিভিপ্যাটের মধ্যে সংযোগ স্থাপন	৩০
৩.৩		মহড়া ভোট পরিচালনা	৩২
	৩.৩.৪	মহড়া ভোটগ্রহণ শুরুর পূর্বে ই ভি এম এবং ভিভিপ্যাটের 'ক্লিয়ারিং' অর্থাৎ সেখানে যে কোনো তথ্য অন্তর্ভূক্ত নেই সে বিষয়টি প্রদর্শন	৩২
	৩.৩.৫	মহড়া ভোটগ্রহণের সময় যে পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে	৩৩
৩.৪		মহড়া ভোট সম্পূর্ণ হবার পরে এবং প্রকৃত ভোটগ্রহণ শুরুর পূর্বে কন্ট্রোল ইউনিট ও ভিভিপ্যাট সিল করা	৩৫
	৩.৪.১	সবুজ কাগজের সিল, স্পেশ্যাল ট্যাগ ও অ্যাড্রেস ট্যাগ দিয়ে নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের (সি ইউ) ফলাফল শাখা বন্ধ করা	৩৫
	৩.৪.২	প্রকৃত ভোটগ্রহণের জন্য ই ভি এম ও ভিভিপ্যাট প্রস্তুত	৩৭
	৩.৪.৩	ই ভি এম পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মহড়া ভোট গ্রহণ	৩৭
	৩.৪.৪	সংকেটজনক ত্রুটি	৩৮
	৩.৪.৫	পেপার সিলের হিসাব	৩৮
৩.৫		বৈদ্যুতিন ভোটিং মেশিন (ই ভি এম) এবং ভোটার ভেরিফায়েবল পেপার অডিট ট্রেইল (ভিভিপ্যাট) চলানোর সময় কী কী করবেন না	৩৮
৩.৬		ভোটগ্রহণকারী দলগুলির প্রতি ভোটের দিন ই ভি এম / ভিভিপ্যাট বিষয়ে নির্দেশ	৪০
৩.৭		প্রকৃত ভোটগ্রহণ চলাকালীন বা তার পূর্বে ই ভি এম / ভিভিপ্যাট পরিবর্তন	৪১
অধ্যায়-০৪		**ভোটগ্রহণ পদ্ধতি**	**পৃষ্ঠা নং**
৪.১		ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভিতরে ও তার চারপাশে নির্বাচনী আইন বলবৎকরণ	৪২
৪.২		ভোটগ্রহণের সূচনা	৪৩

৪.৩		নির্বাচকের পরিচিতি যাচাই ও চ্যালেঞ্জের ক্ষেত্রে অনুসৃত পদ্ধতি	৪৫
	৪.৩.১	নির্বাচকের পরিচিতি যাচাই করা	৪৫
	৪.৩.২	যেসব অনুপস্থিত ভোটারকে পোস্টাল ব্যালট প্রদান করা হয়েছিল	৪৭
	৪.৩.৩	মৃত, অনুপস্থিত ও অভিযুক্ত ভুয়ো ভোটারদের তালিকা	৪৭
	৪.৩.৪	তালিকায় লেখার ভুল বা ছাপার ভুল উপেক্ষা করতে হবে	৪৭
	৪.৩.৫	ভোটদাতার নামের তালিকাভুক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা যাবে না	৪৭
৪.৪		ভোটদানের অনুমতি দেওয়ার আগে নির্বাচকের স্বাক্ষর/টিপসই গ্রহণ ও অমোচনীয় কালি প্রয়োগ	৪৭
	৪.৪.১	ভোটদাতার বাম তর্জনী পরীক্ষা করা ও অমোচনীয় কালি প্রয়োগ	৪৭
	৪.৪.২	নতুন করে নির্বাচন (পুনর্নির্বাচন)/বাতিল বা স্থগিত হয়ে যাওয়া নির্বাচনের ক্ষেত্রে অমোচনীয় কালির প্রয়োগ	৪৮
	৪.৪.৩	যদি ভোটদাতার বাম হাতের তর্জনী না থাকে সেক্ষেত্রে অমোচনীয় কালির প্রয়োগ	৪৮
	৪.৪.৪	ভোটার রেজিস্টারে ভোটদাতার নির্বাচক তালিকার ক্রমিক নম্বরের নথিভুক্তিকরণ	৪৮
	৪.৪.৫	নির্বাচকের স্বাক্ষরের সংজ্ঞা	৪৯
	৪.৪.৬	নির্বাচকের টিপসই	৪৯
	৪.৪.৭	ভোটার রেজিস্টারে দৃষ্টিশক্তিহীন বা অশক্ত বা কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ভোটদাতার স্বাক্ষর/টিপসই	৫০
	৪.৪.৮	নির্বাচককে ভোটার স্লিপ প্রদান	৫০
৪.৫		ভোট নথিভুক্ত করা ও ভোটদানের প্রণালী	৫০
	৪.৫.১	ভোটদান নথিভুক্ত করা	৫০
	৪.৫.২	নির্বাচকদের ভোটদান করতে অনুমতি দেওয়া	৫১
	৪.৫.৩	ভোটদানের প্রণালী	৫১
	৪.৫.৪	বিভিন্ন সময়ে গৃহীত ভোটসংখ্যা মিলিয়ে দেখা	৫২
	৪.৫.৫	ভোটগ্রহণ চলাকালীন ভোটদান কক্ষে প্রিসাইডিং অফিসারের প্রবেশাধিকার	৫২
৪.৬		ভোটগ্রহণ চলাকালীন বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্র ও ভিভিপ্যাট ব্যবহারের জন্য অনুসরণীয় পদ্ধতি	৫২
	৪.৬.১	ভোটগ্রহণ চলাকালীন ইউনিট পরিবর্তন	৫২
	৪.৬.২	ই ভি এম / ভিভিপ্যাট পরিবর্তনের জন্য প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে হবে	৫৪
	৪.৬.৩	প্রিসাইডিং অফিসারের প্রতিবেদন সংগ্রহ	৫৪
অধ্যায়-০৫		**বিশেষ ক্ষেত্রগুলি**	**পৃষ্ঠা নং**
৫.১		ভোটদান পদ্ধতি মান্য করতে অস্বীকার করা	৫৫
৫.২		অন্ধ ও অশক্ত ভোটদাতাদের ভোটদান	৫৫
৫.৩		যেসব ভোটদাতা ভোট দান না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন	৫৬

৫.৪		নির্বাচন কার্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীদের ভোটদান	৫৬
	৫.৪.৫	ইলেকশন ডিউটি শংসাপত্র প্রদর্শন করে ভোটদান	৫৭
৫.৫		প্রতিনিধি (প্রক্সি) মারফত ভোটদান	৫৭
৫.৬		টেন্ডার ভোট	৫৮
	৫.৬.৪	টেন্ডার ভোটপত্রের হিসাব	৫৮
	৫.৬.৫	যে ভোটদাতাদের টেন্ডার ভোটপত্র প্রদান করা হয়েছে তার বিবরণী	৫৮
৫.৭		চ্যালেঞ্জ ভোট	৫৯
	৫.৭.২	কোনো ভোটদাতার পরিচিতি চ্যালেঞ্জ করা	৫৯
	৫.৭.৩	চ্যালেঞ্জ ফি	৫৯
	৫.৭.৪	সংক্ষিপ্ত তদন্ত	৫৯
	৫.৭.৫	চ্যালেঞ্জ ফি ফেরত বা বাজেয়াপ্তকরণ	৫৯
৫.৮		যে ব্যক্তিকে আপনি যোগ্যতাসূচক বয়সের থেকে অনেক কম বয়সী বলে মনে করেন	৬০
৫.৯		পরীক্ষামূলক ভোট বা টেস্ট ভোট	৬০
অধ্যায়-০৬		**দাঙ্গা, বুথ দখল ইত্যাদি কারণে ভোটগ্রহণ মুলতুবি/বন্ধ**	**পৃষ্ঠা নং**
৬.১		দাঙ্গা ইত্যাদি কারণে ভোটগ্রহণ মুলতুবি	৬১
৬.২		স্থগিত থাকা ভোটগ্রহণ সম্পন্ন করা	৬১
৬.৩		ই ভি এম খারাপ হয়ে যাওয়া, বুথ দখল ইত্যাদি কারণে ভোটগ্রহণ বন্ধ থাকা	৬২
৬.৪		বুথ দখলের ক্ষেত্রে ভোটযন্ত্র বন্ধকরণ	৬২
অধ্যায়-০৭		**ভোট গ্রহণের সমাপ্তি**	**পৃষ্ঠা নং**
৭.১		শেষ মুহূর্তে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে উপস্থিত ব্যক্তিদের ভোটদান	৬৩
৭.২		ভোট গ্রহণের সমাপ্তি	৬৩
৭.৩		গৃহীত ভোটের হিসাব	৬৪
	৭.৩.১	গৃহীত ভোটের হিসাব প্রস্তুত করা	৬৪
	৭.৩.২	গৃহীত ভোটের হিসাবের প্রত্যয়িত প্রতিলিপি পোলিং এজেন্টদের সরবরাহ করা	৬৫
	৭.৩.৩	ভোট গ্রহণের শেষে যে ঘোষণা করতে হবে	৬৫
৭.৪		ভোট গ্রহণের শেষে ই ভি এম এবং ভিভিপ্যাট সিল করা	৬৫
৭.৫		নির্বাচনী কাগজপত্র সিল করা	৬৬
	৭.৫.১	নির্বাচনী কাগজপত্র প্যাকেটে ভরে সিল করা	৬৬
	৭.৫.২	সংবিধিবদ্ধ, অ-সংবিধিবদ্ধ মোড়কগুলি ও নির্বাচনী জিনিসপত্র প্যাকেটে ভরা	৬৭
	৭.৫.৩	মোড়ক বা কভারগুলি সিল কলা	৬৮
৭.৬		ডায়েরি প্রস্তুত করা এবং ভোটযন্ত্র, ভিভিপ্যাট ও নির্বাচনী কাগজপত্র সংগ্রহ কেন্দ্রে জমা দেওয়া	৬৯

	৭.৬.১	ডায়েরি প্রস্তুত করা	৬৯
	৭.৬.২	ই ভি এম, ভিভিপ্যাট ও নির্বাচনী কাজগপত্র রিটার্নিং অফিসারের কাছে প্রেরণ করা	৬৯
অধ্যায়-০৮		**দুর্নীতিমূলক কাজকর্ম এবং নির্বাচনী অপরাধসমূহ**	**পৃষ্ঠা নং**
৮.১		ভোটের প্রচারে নিষেধাজ্ঞা	৭০
৮.২		ভোটদাতাদের ভোট দিতে বাধা দেওয়া	৭০
৮.৩		ভোটারদের যাতায়াতের জন্য বেআইনিভাবে গাড়ি ভাড়া করা	৭০
৮.৪		ভোটগ্রহণ কেন্দ্র থেকে ভোট যন্ত্র এবং / বা অন্যান্য নির্বাচনী সামগ্রী অপসারণ একটি অপরাধ	৭০
৮.৫		বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ব্যক্তিদের অপসারণ	৭১
৮.৬		নির্বাচনী আধিকারিকদের সরকারি কর্তব্য লঙ্ঘন	৭১
৮.৭		ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের কাছাকাছি বা অভ্যন্তরে অস্ত্রসহ প্রবেশ নিষেধ	৭১
৮.৮		নাম ভাঁড়ানোর ঘটনা	৭১
৮.৯		বুথ দখলের অপরাধ	৭১
অধ্যায়-০৯		**প্রিসাইডিং অফিসার / পোলিং অফিসারদের করণীয় কাজগুলি এক ঝলকে**	**পৃষ্ঠা নং**
	৯. ক	সাধারণ ভুলভ্রান্তি	৭৬
	৯. খ	কী কারবেন আর কী করবেন না	৭৬
	৯. খ. ১	ভিভিপ্যাট ব্যবহারের ক্ষেত্রে যা করবেন আর যা করবেন না	৭৬
	৯.খ. ২	ভিভিপ্যাট ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে যা করবেন আর যা করবেন না	৭৭
		ভাগ-২ : অনুবন্ধসমূহ	
অনুবন্ধ-১		১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের উদ্ধৃতাংশ	৭৯
অনুবন্ধ-২		১৯৬১ সালের নির্বাচন পরিচালনা নিয়মাবলির উদ্ধৃতাংশ	৮৬
অনুবন্ধ-৩		ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের জন্য ভোটসামগ্রীর তালিকা	৯৬
অনুবন্ধ-৪		মার্কড কপি হিসাবে ব্যবহৃত হবে এমন তালিকা সংক্রান্ত শংসাপত্র	৯৯
অনুবন্ধ-৫		প্রিসাইডিং অফিসারের প্রতিবেদন বা রিপোর্ট	১০০
অনুবন্ধ-৬		প্রিসাইডিং অফিসারের ঘোষণা	১০৬
অনুবন্ধ-৭		প্রিসাইডিং অফিসারের ডায়েরি	১১২
অনুবন্ধ-৮		১৭গ নিদর্শ	১১৫
অনুবন্ধ-৯		বিভিন্ন পর্যায়ে প্রিসাইডিং অফিসার যেসমস্ত কাজ সম্পন্ন করবেন তার রূপরেখা	১১৮
অনুবন্ধ-১০		প্রিসাইডিং অফিসারের জন্য চেক মেমো	১২২
অনুবন্ধ-১১		পোলিং এজেন্ট / রিলিভিং এজেন্টদের যাতায়াতের শিট	১২৪
অনুবন্ধ-১২		প্রবেশপত্রের নমুনা	১২৫

অনুবন্ধ-১৩	পোলিং এজেন্টদের প্রদত্ত প্রবেশপত্রের হিসাব	১২৬
অনুবন্ধ-১৪	অনুপস্থিত/স্থানান্তরিত/মৃতের তালিকায় (এ এস ডি তালিকা) নাম রয়েছে এমন নির্বাচকের বয়স সম্পর্কিত ঘোষণাপত্রের নিদর্শ	১২৭
অনুবন্ধ-১৫	নির্বাচকের বয়স সম্পর্কিত ঘোষণাপত্রের নিদর্শ	১২৮
অনুবন্ধ-১৬	নির্ধারিত বয়সের চেয়ে কমবয়সী নির্বাচক সংক্রান্ত তালিকা	১২৯
অনুবন্ধ-১৭	৪৯ এম এ নিয়মের অধীনে ঘোষণা	১৩০
অনুবন্ধ-১৮	অন্ধ ও অশক্ত নির্বাচকের সঙ্গীর ঘোষণা	১৩১
অনুবন্ধ-১৯	রসিদ বই	১৩২
অনুবন্ধ-২০	থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের নিকট অভিযোগপত্র	১৩৩
অনুবন্ধ-২১	ভোট চলাকালীন সি ইউ - বি ইউ - ভিভিপ্যাট অচল হলে / ত্রুটি দেখা দিলে তার নিরসন করা ত্রুটি নিরসনের জন্য ভোটকর্মীদের প্রস্তুত করা - পরামর্শসমূহ	১৩৪
অনুবন্ধ-২২	নিদর্শ এম ২১-ভোট শেষে নির্বাচন সংক্রান্ত রেকর্ড ও ভোটসামগ্রী ফেরত দেওয়ার রসিদ	১৩৫
অনুবন্ধ-২৩	ভোটদান কক্ষ-ব্যালটিং ইউনিটগুলির পরিমাপ ও বিন্যাস একদিকে-ওয়েব ক্যামেরার সামনে	১৩৭

ভোটগ্রহণ সম্পর্কিত কর্তব্যের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

প্রশিক্ষণ চলাকালীন

- আইনসমূহ, বিধানাবলি এবং ভারতের নির্বাচন কমিশনের সাম্প্রতিক নির্দেশগুলি সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিবহাল হওয়া
- ইভিএম / ভিভিপ্যাট কীভাবে কাজ করে তা ভালোভাবে বুঝে নেওয়া
- পোস্টাল ব্যালট বা ই ডি সি-র জন্য আবেদন, যদি দরকার হয়
- নানাবিধ বিধিবদ্ধ ও অ-বিধিবদ্ধ নির্দশগুলি কীভাবে পূরণ করতে হবে

বণ্টন কেন্দ্রে

- তালিকা (অনুবন্ধ-৩) অনুযায়ী ভোটগ্রহণের উপকরণসমূহ এবং ইভিএম / ভিভিপ্যাট যন্ত্র দেওয়া
- যেসব উপকরণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ: টেন্ডার ব্যালট পেপার, ব্রেইল ব্যালট শিট, ভোটারদের নিবন্ধবহি (নিদর্শে ১৭ক), নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপি, ১৭গ নিদর্শ, প্রিসাইডিং অফিসারের ডায়েরি, ট্যাগ, সিল, এ এস ডি-সি এস ভি তালিকা, প্রার্থীদের নমুনা স্বাক্ষর, গ্রিন পেপার সিল, পিংক পেপার সিল, কালো খাম, সেলো টেপ
- আগে থেকে আবেদন করা থাকলে পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিন বা ই ডি সি সংগ্রহ করুন

ভোটগ্রহণের পূর্বে

- ভোটগ্রহণ কেন্দ্র সাজানো
- ইভিএম এবং ভিভিপ্যাট-এ মহড়া ভোট সম্পন্ন করা
- কন্ট্রোল ইউনিটে প্রদর্শিত ফলাফলের সঙ্গে ভিভিপ্যাটের মহড়া ভোটের চিরকুটগুলি মিলিয়ে দেখা
- কন্ট্রোল ইউনিট থেকে মহড়া ভোটের ফলাফল মুছে ফেলা এবং ভিভিপ্যাট ড্রপ বক্স থেকে মহড়া ভোটের চিরকুটগুলি সরিয়ে ফেলা
- ভিভিপ্যাটের মহড়া ভোটের চিরকুটগুলির পিছনে স্ট্যাম্প লাগানোর পর কালো খামে ভরে পিংক পেপার সিল দিয়ে বন্ধ করা

ভোট চলাকালীন

- ভোটের গোপনীয়তা রক্ষার বিষয়ে প্রার্থীদের/পোলিং এজেন্টদের সংক্ষেপে বোঝানো
- ভোট শুরুর ঘোষণাপত্র উচ্চস্বরে পড়ে শোনানো এবং প্রার্থী/পোলিং এজেন্টদের স্বাক্ষর গ্রহণ
- ১৭ক নিদর্শে সব লিখনগুলি নথিভুক্ত করা, ইভিএম/ভিভিপ্যাট যন্ত্রের যথাযথ পরিচালনা
- প্রথম ভোটদাতা স্বাক্ষর করার পূর্বে প্রথম পোলিং অফিসার ও প্রিসাইডিং অফিসার কর্তৃক ১৭ক নিদর্শে শংসাপত্র নথিভুক্ত করা
- মাঝে মাঝে ১৭ক নিদর্শের সঙ্গে মোট ভোট মিলিয়ে নেওয়া এবং রিটার্নিং অফিসরকে ভোটগ্রহণের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করা
- প্রিসাইডিং অফিসারের ডায়েরিতে ঘটনাবলি নথিভুক্ত করা

ভোটগ্রহণের শেষ পর্যায়

- ভোটগ্রহণ বন্ধ হবার সময়ে লাইনে বা সারিতে দাঁড়ানো ভোটারদের নম্বর সংবলিত চিরকুট প্রদান
- লাইনে দাঁড়ানো সকল ভোটারদের ভোট দেওয়া হয়ে গেলে ক্লোজ বোতামটিতে চাপ দিন
- ভিভিপ্যাটের পাওয়ার প্যাক খুলে ফেলুন
- নির্দিষ্ট বহনকারী বক্সে ইভিএম / ভিভিপ্যাট যন্ত্রটিকে সিল করুন
- বিধিবদ্ধ ও অবিধিবদ্ধ নিদর্শগুলিকে সিল করা
- ১৭গ নিদর্শের ১ নং অংশে সমস্ত পোলিং এজেন্টদের স্বাক্ষর নিন এবং ঐ নিদর্শের প্রত্যয়িত প্রতিলিপি সমস্ত পোলিং এজেন্টদের দিন
- সমস্ত নির্বাচনী উপকরণ জমা দেবার জন্য নিরাপত্তা কনভয়ের সঙ্গে যাত্রা করুন এবং গ্রহণ কেন্দ্রে (রিসিপ্ট সেন্টার) সবকিছু জমা দিন

মহড়া ভোট পরিচালনা

ভোটগ্রহণ কেন্দ্র সাজানো

- প্রিসাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার ও পোলিং এজেন্টদের বসার ব্যবস্থা
- ভোটদানের সময় যেন গোপনীয়তা লঙ্ঘিত না হয় এবং কেউ যেন ভোটদান কক্ষের ভেতরে কী হচ্ছে তা দেখতে না পান

ভোটদান কক্ষ সাজানো

- ভোটদান কক্ষের উপর থেকে সরাসরি আলো যেন না পড়ে
- জানালা দিয়ে সরাসরি যেন আলো প্রবেশ না করে
- ব্যালটিং ইউনিটটিকে যাতে ভালো করে দেখা যায় সেজন্য বুথের ভিতরে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা থাকবে

ই ভি এম/ ভিভিপ্যাট সজানো

- ভোটদান কক্ষের ভেতরে ব্যলট ইউনিট ও ভিভিপ্যাট থাকবে। প্রথম ব্যালট ইউনিটের বাঁদিকে ভিভিপ্যাট বসাতে হবে
- তারগুলো অপ্রকাশ্য বা লুকোনো থাকবে না, আবার ভোটদাতাদের হাত বা পায়ের সঙ্গে যে জড়িয়ে না যায়
- কন্ট্রোল ইউনিটটি তৃতীয় পোলিং অফিসারের কাছে থাকবে
- সঠিক পিন ও কানার খোড দিয়ে সংযোজক তারগুলিকে যুক্ত করতে হবে

মহড়া ভোট

- কন্ট্রোল ইউনিটের ক্লিয়ার বোতামটি টিপুন, এই বোতাম টিপলে সব প্রার্থীর পাশে ০ (শূন্য) লেখাটি ফুটে উঠবে
- উপস্থিত পোলিং এজেন্টদের দেখান যে ভোটদান কক্ষের ভিভিপ্যাট ড্রপ বক্সটি খালি
- প্রতিটি অনাবৃত বোতামের জন্য একটি করে অন্তত পক্ষে মোট ৫০টি ভোট পড়া চাই
- প্রথমে ক্লোজ বোতামে এবং তারপরে রেজাল্ট বোতামে চাপ দিন
- ভিভিপ্যাটের চিরকুট খোপটিকে খালি করুন
- কন্ট্রোল ইউনিটের ফলাফল এবং ভিভিপ্যাটের চিরকুটগুলি মিলিয়ে নিন
- কন্ট্রোল ইউনিটের ক্লিয়ার বোতামটি টিপুন
- মহড়া ভোট শংসাপত্রে স্বাক্ষর করুন

যন্ত্রগুলিকে সিল করা

- কন্ট্রোল ইউনিটটিকে সবুজ কাগজের সিল দিয়ে সিল করুন। কাগজের সিলের ওপর প্রিসাইডিং অফিসার ও পোলিং এজেন্টদের সই করতে হবে
- কাগজের সিলগুলির সঠিক হিসেব রাখুন
- কন্ট্রোল ইউনিটের ভেতরের ঢাকনাটিকে স্পেশ্যাল ট্যাগ দিয়ে সিল করুন
- অ্যাড্রেস ট্যাগ ও গ্রিন পেপার সিল দিয়ে রেজাল্ট সেকশনের বাইরের ঢাকনাটিকে সিল করুন
- অ্যাড্রেস ট্যাগ দিয়ে ভিভিপ্যাটের চিরকুট রাখার ড্রপ বক্সটি সিল করুন

মহড়া ভোট ফ্লো চার্ট

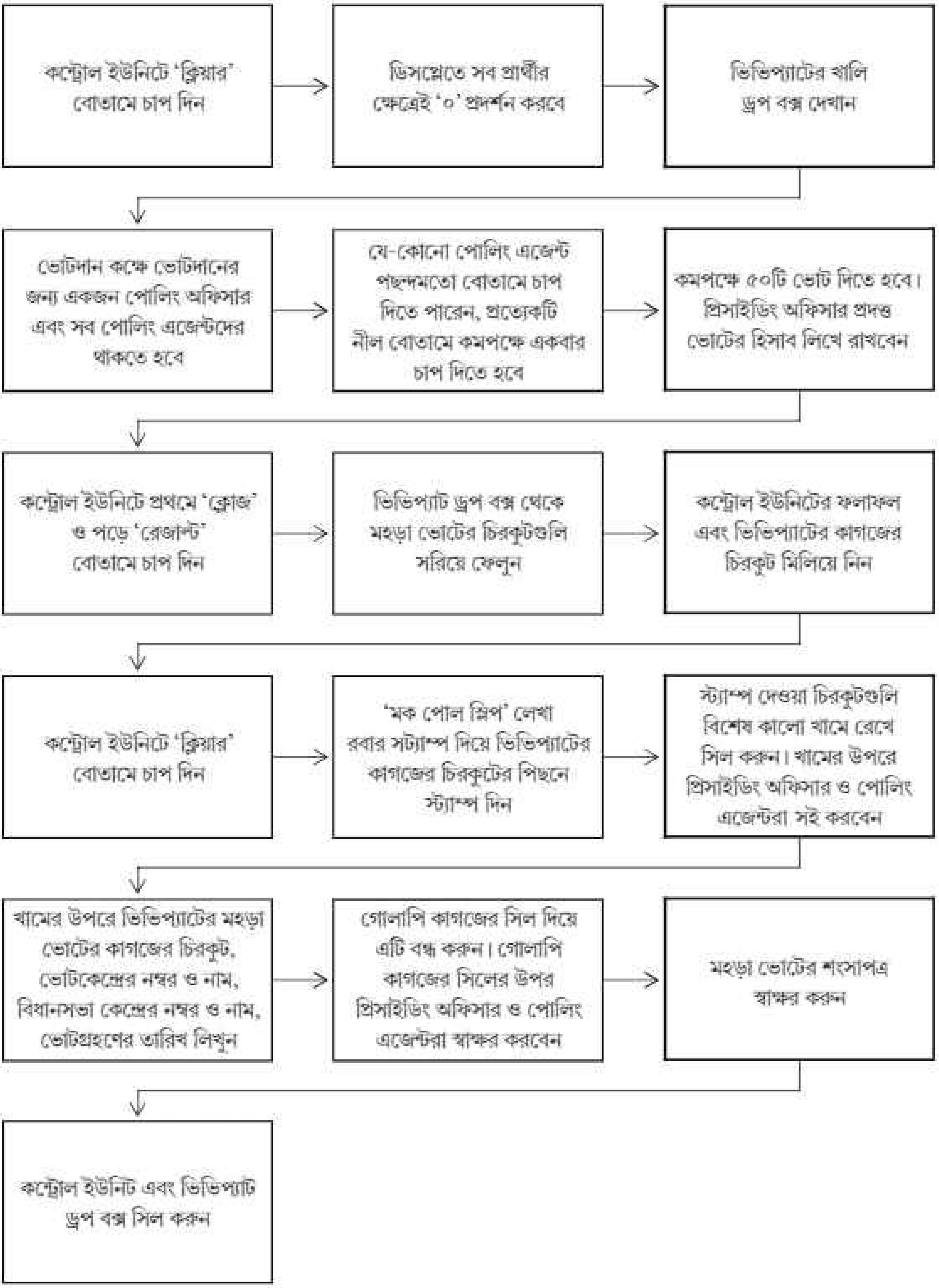
কন্ট্রোল ইউনিটে 'ক্লিয়ার' বোতামে চাপ দিন
ডিসপ্লেতে সব প্রার্থীর ক্ষেত্রেই '০' প্রদর্শন করবে
ভিভিপ্যাটের খালি ড্রপ বক্স দেখান
ভোটদান কক্ষে ভোটদানের জন্য একজন পোলিং অফিসার এবং সব পোলিং এজেন্টদের থাকতে হবে
যে-কোনো পোলিং এজেন্ট পছন্দমতো বোতামে চাপ দিতে পারেন, প্রত্যেকটি নীল বোতামে কমপক্ষে একবার চাপ দিতে হবে
কমপক্ষে ৫০টি ভোট দিতে হবে। প্রিসাইডিং অফিসার প্রদত্ত ভোটের হিসাব লিখে রাখবেন
কন্ট্রোল ইউনিটে প্রথমে 'ক্লোজ' ও পড়ে 'রেজাল্ট' বোতামে চাপ দিন
ভিভিপ্যাট ড্রপ বক্স থেকে মহড়া ভোটের চিরকুটগুলি সরিয়ে ফেলুন
কন্ট্রোল ইউনিটের ফলাফল এবং ভিভিপ্যাটের কাগজের চিরকুট মিলিয়ে নিন
কন্ট্রোল ইউনিটে 'ক্লিয়ার' বোতামে চাপ দিন
'মক পোল স্লিপ' লেখা রবার সট্যাম্প দিয়ে ভিভিপ্যাটের কাগজের চিরকুটের পিছনে স্ট্যাম্প দিন
স্ট্যাম্প দেওয়া চিরকুটগুলি বিশেষ কালো খামে রেখে সিল করুন। খামের উপরে প্রিসাইডিং অফিসার ও পোলিং এজেন্টরা সই করবেন
খামের উপরে ভিভিপ্যাটের মহড়া ভোটের কাগজের চিরকুট, ভোটকেন্দ্রের নম্বর ও নাম, বিধানসভা কেন্দ্রের নম্বর ও নাম, ভোটগ্রহণের তারিখ লিখুন
গোলাপি কাগজের সিল দিয়ে এটি বন্ধ করুন। গোলাপি কাগজের সিলের উপর প্রিসাইডিং অফিসার ও পোলিং এজেন্টরা স্বাক্ষর করবেন
মহড়া ভোটের শংসাপত্র স্বাক্ষর করুন
কন্ট্রোল ইউনিট এবং ভিভিপ্যাট ড্রপ বক্স সিল করুন

বিশেষ পরিস্থিতি এবং তার মোকাবিলা

ভিভিপ্যাট চিরকুটে ভুল মুদ্রণ

ব্যালট ইউনিটে বোতাম টেপার পর ভিভিপ্যাট চিরকুটের মুদ্রণ ভুল হলে ভোটার নালিশ করতে পারেন

- ৪৯ এম এ আইনে এই ধরনের পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সংস্থান আছে।
- নির্বাচককে দিয়ে লিখিত ঘোষণা স্বাক্ষর করাতে হবে।
- প্রিসাইডিং অফিসার ১৭ক নিদর্শে দ্বিতীয়বার সংশ্লিষ্ট নির্বাচক সম্পর্কিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করবেন।
- প্রিসাইডিং অফিসার ও পোলিং এজেন্টদের উপস্থিতিতে নির্বাচককে পরীক্ষামূলকভাবে ভোট দেবার সুযোগ দিতে হবে এবং চিরকুটটিকে লক্ষ করে দেখতে হবে।
- যদি অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হয়, ভোটগ্রহণ বন্ধ করুন এবং রিটার্নিং অফিসারকে জানান।
- যদি অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয়, ১৭ক নিদর্শে, যে প্রার্থীকে পরীক্ষামূলকভাবে ভোট দেওয়া হয়, তাঁর ক্রমিক সংখ্যা ও নাম উল্লেখ করুন।
- ১৭ক নিদর্শের প্রথম অংশে উক্ত পরীক্ষামূলক ভোটের বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে হবে।

ত্রুটিপূর্ণ ই ভি এম/ ভিভিপ্যাট

কন্ট্রোল ইউনিট, ব্যালট ইউনিট, ভিভিপ্যাট খারাপ হয়ে যেতে পারে এবং মেরামতের প্রয়োজন হতে পারে

- যদি কন্ট্রোল ইউনিট / ব্যালট ইউনিট (সি ইউ / বি ইউ) ঠিকমতো কাজ না করে তাহলে সি ইউ, বি ইউ এবং ভিভিপ্যাট সবকটি পাল্টে নিয়ে নোটাসহ প্রত্যেক প্রার্থীর জন্য একটি করে ভোট দিয়ে মহড়া ভোট অনুষ্ঠিত করুন এবং মহড়া ভোটের যাবতীয় পদ্ধতি অনুসরণ করুন।

এ এস ডি তালিকার ভোটার

বাড়ি-বাড়ি করা সমীক্ষার প্রাপ্ত তথ্য থেকে নির্বাচনী নিবন্ধীকরণ আধিকারিক / রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক অনুপস্থিত, স্থানান্তরিত বা মৃত ভোটারের (এ এস ডি) তালিকা প্রস্তুত করা হয়

- ভোটার এপিক অথবা মান্যতাপ্রাপ্ত সচিত্র নথি পেশ করবেন এবং প্রিসাইডিং অফিসার নিজে সেটি যাচাই করে দেখবেন।
- নির্বাচক নিবন্ধে (১৭ক নিদর্শে) স্বাক্ষর ছাড়াও টিপসই গ্রহণ করা হবে।
- প্রিসাইডিং অফিসার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নথি রাখবেন এবং নির্বাচনের শেষে এ এস ডি তালিকা থেকে ভোটদানে অনুমতিপ্রাপ্ত নির্বাচকদের বিষয়ে শংসাপত্র প্রদান করবেন।

অসরকারি পরিচয়জ্ঞাপক চিরকুটধারী ভোটার

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা এজেন্ট কোনো ভোটদাতাকে অসরকারি পরিচয়জ্ঞাপক চিরকুট দিতে পারেন

- যদি অসরকারি পরিচয়জ্ঞাপক চিরকুটে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নাম এবং/অথবা দল এবং/অথবা প্রতীকচিহ্ন থাকে তাহলে সংশ্লিষ্ট পোলিং এজেন্টকে এধরনের বিধিভঙ্গ রুখতে নির্দেশ দেবেন।
- নিরক্ষর ভোটদাতার ক্ষেত্রে প্রথম পোলিং আধিকারিক নির্বাচকের ক্রমিক সংখ্যা পড়ে শোনাবেন এবং নির্বাচককে নিজের নাম বলতে বলে সত্যতা যাচাই করবেন।
- জাল ভোটার ধরা পড়লে সেই ব্যক্তিকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে হবে।
- বেশি সংখ্যক মহিলা নির্বাচক, বিশেষত 'পর্দানসিন' (বোরখা পরিহিত) মহিলা থাকলে একজন মহিলা পোলিং আধিকারিক একটি পৃথক আবৃত স্থানে উপরিউক্ত দায়িত্ব পালন করবেন।

আপত্তি বা চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে এমন ভোট (চ্যালেঞ্জ ভোট)

পোলিং এজেন্টরা প্রিসাইডিং অফিসারের কাছে ২ টাকা জমা রেখে কোনো ভোটদাতার পরিচিতির ব্যাপারে আপত্তি বা চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেন

- প্রিসাইডিং অফিসার তৎক্ষণাৎ ঐ আপত্তির বিষয়টি খুঁটিয়ে অনুসন্ধান করবেন।
- তাৎক্ষণিক অনুসন্ধানের পর যদি দেখা যায় যে ঐ আপত্তি অমূলক তাহলে ভোটারকে ভোট দিতে দেওয়া হবে।
- যদি আপত্তির সারবত্তা থাকে তাহলে ঐ ভোটারকে ভোট দিতে দেওয়া হবে না এবং একটি লিখিত অভিযোগপত্র সহ তাঁকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে হবে।

নির্বাচকের বয়স সংক্রান্ত ঘোষণাপত্র

প্রিসাইডিং অফিসার যদি কোনো নির্বাচককে যোগত্যা নির্ণায়ক বয়সের তুলনায় যথেষ্ট কম বয়সী বলে মনে করেন

- নির্বাচকের পরিচয় সম্পর্কে নিজে নিশ্চিত হোন।
- নির্বাচক তালিকায় উল্লেখিত সালের ১ জানুয়ারি/১ এপ্রিল/১ জুলাই/১ অক্টোবর অনুযায়ী তাঁর বয়স কত ছিলো সে সম্পর্কে যথাযথ বয়ানে একটি ঘোষণাপত্র দিন। এই বিষয়ে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার ব্যাপারে তাঁকে অবগত করুন।
- যেসব ভোটার এই ঘোষণাপত্র দিয়েছেন, কম বয়সী নির্বাচক সম্পর্কিত তালিকার অনুবন্ধের অংশ-১ ও অংশ-২ তে তাঁদের একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।

যে নির্বাচক ভোট দেবেন না বলে স্থির করেছেন

১৭ক নিদর্শে কোনো ভোটারের বিবরণ নথিভুক্ত হবার পর ও সেখানে তাঁর স্বাক্ষর/টিপছাপ দেওয়ার পর তিনি যদি তাঁর ভোট দিতে না চান তবে তাঁকে ভোট দিতে জোর বা বাধ্য করা যাবে না

- ভোটারদের রেজিস্টার বা নিবন্ধখাতায় 'ভোট দিতে অস্বীকার করেছেন' এই মন্তব্য লিখুন এবং ঐ মন্তব্যের নিচে প্রিসাইডিং অফিসারকে স্বাক্ষর করতে হবে।
- ৪৯ নিয়মের অধীনে ১৭গ নিদর্শের অংশ-১ -এর ৩ নং দফায় 'ভোট না দিয়ে চলে গেছেন' বা 'ভোট দিতে অস্বীকার করেছেন' কথাটি লিখতে হবে।
- যদি কন্ট্রোল ইউনিটের ব্যালট বোতামে চাপ দেওয়া হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে পরের ভোটদাতাকে সরাসরি ভোট দিতে যাওয়ার নির্দেশ দিতে হবে।

টেন্ডার ভোট

এমন হতে পারে যে, একজন ব্যক্তি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে নিজেকে একজন নির্দিষ্ট ভোটদাতা বলে দাবি করে ভোট দিতে চান এবং দেখা যায় যে অন্য কোনো ব্যক্তি ইতিমধ্যেই তাঁর হয়ে ভোট দিয়ে গেছেন

- আগন্তুক ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট নির্বাচক কিনা সেই পরিচিতির সম্পর্কে নিশ্চিত হোন।
- সুনিশ্চিত হলে, ওই ব্যক্তিকেই ভি এম-এর পরিবর্তে টেন্ডার ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট দিতে দেবেন।
- কতগুলি টেন্ডার ব্যালট পেপার দিয়েছেন তার হিসাব রাখুন।
- ১৭খ নিদর্শে এই ধরনের নির্বাচকদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করবেন।

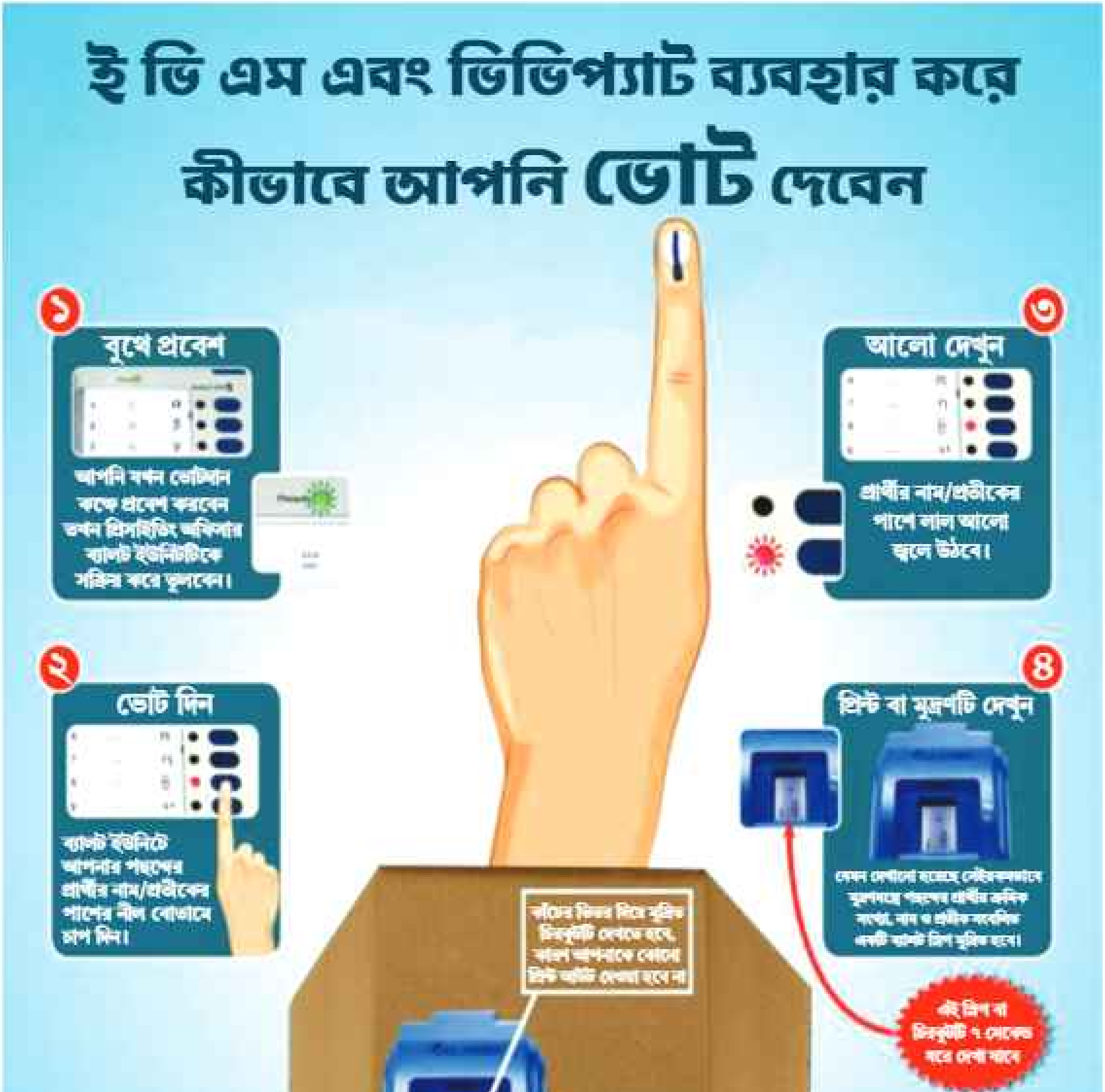
ই ভি এম এবং ভিভিপ্যাট ব্যবহার করে
কীভাবে আপনি ভোট দেবেন
১
বুথে প্রবেশ
আপনি যখন ভোটদান কক্ষে প্রবেশ করবেন তখন প্রিসাইডিং অফিসার ব্যালট ইউনিটটিকে সক্রিয় করে তুলবেন।
২
ভোট দিন
ব্যালট ইউনিটে আপনার পছন্দের প্রার্থীর নাম/প্রতীকের পাশের নীল বোতামে চাপ দিন।
৩
আলো দেখুন
প্রার্থীর নাম/প্রতীকের পাশে লাল আলো জ্বলে উঠবে।
৪
প্রিন্ট বা মুদ্রণটি দেখুন
যেমন দেখানো হয়েছে সেইরকমভাবে মুদ্রণযন্ত্রে পছন্দের প্রার্থীর ক্রমিক সংখ্যা, নাম ও প্রতীক সম্বলিত একটি ব্যালট স্লিপ মুদ্রিত হবে।
কাঁচের ভিতর দিয়ে মুদ্রিত চিরকুটটি দেখতে হবে, কারণ আপনাকে কোনো প্রিন্ট আউট দেওয়া হবে না
এই স্লিপ বা চিরকুটটি ৭ সেকেন্ড ধরে দেখা যাবে
মন্তব্য
যদি আপনি ব্যালট স্লিপটি দেখতে না পান এবং জোরে বিপ্ শব্দ শুনতে না পান তাহলে প্রিসাইডিং অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন
ELECTION COMMISSION OF INDIA
URL : https://eci.nic.in

অংশ - ১
অধ্যায়সমূহ

অধ্যায় - ১
প্রারম্ভিক

১.১ ভূমিকা

(১) প্রিসাইডিং অফিসার হিসাবে আপনাকে যে সমস্ত দায়িত্ব প্রতিপালন করতে হবে সেগুলি সম্পর্কে যথাসম্ভব সুষ্ঠুভাবে তথ্য ও সহায়তা দেওয়া এই নির্দেশিকার লক্ষ্য। অবশ্য এটা মনে রাখতে হবে যে এই নির্দেশিকা নির্বাচন পরিচালনার কাজের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যাবতীয় বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ সংকলন নয় এবং নির্বাচনী বিধির বিভিন্ন সংস্থানের বিকল্প হিসাবে এটিকে গণ্য করা যাবে না। সুতরাং, আপনি প্রয়োজনমত **অনুবন্ধ ১ এবং** ২-তে উল্লিখিত আইনি সংস্থানগুলিরই কেবল উল্লেখ করবেন।

(২) আপনি ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধি আইনের ২৬ ধারায় বিধৃত সংস্থান অনুসারে প্রিসাইডিং অফিসার হিসাবে নিযুক্ত হয়েছেন। এছাড়া, ওই আইনের ২৮ক ধারায় বিধৃত সংস্থানসমূহ অনুসারে যে কোনো নির্বাচন পরিচালনা করার জন্য অন্যান্য আধিকারিক সমেত আপনি ওই নির্বাচনের বিজ্ঞাপ্তি জারি হওয়ার তারিখ থেকে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হওয়ার তারিখ পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিযুক্ত কর্মী হিসাবে গণ্য হবেন। তদনুসারে, এভাবে নিযুক্ত আধিকারিকেরা ওই কালপর্বে নির্বাচন কমিশনের নিয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাবধান ও নির্দেশের অধীনে থাকবেন। প্রিসাইডিং অফিসার হিসাবে আপনি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আধিকারিক। আপনার দায়িত্বাধীন ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের অভ্যন্তরে সংঘটিত সমস্ত কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ আইনগত অধিকার আপনার রয়েছে। একইসঙ্গে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের অভ্যন্তরে সংঘটিত সমস্ত কাজকর্মের যাবতীয় দায়িত্বও আপনার। আপনার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সুনিশ্চিত করা আপনার প্রাথমিক কর্তব্য ও দায়িত্ব।

এই কারণে নির্বাচন পরিচালনা সম্পর্কিত আইন ও পদ্ধতি এবং কমিশনের প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন নির্দেশ সম্পর্কে আপনার সম্যক অবহিত থাকা প্রয়োজন। তাঁর দায়িত্বে থাকা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের অন্যান্য সকল পোলিং আধিকারিক ও পোলিং এজেন্টদের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক রেখে প্রিসাইডিং অফিসার (পি আর ও) ঐ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করবেন। আপনি নির্দেশিকাগুলি কঠোরভাবে মেনে চলবেন এবং ভারতের নির্বাচন কমিশনের নির্দেশসমূহ অনুযায়ী কাজ করবেন। আপনি প্রশিক্ষণের সবকটি ক্লাসে উপস্থিত থাকবেন এবং সেক্টর অফিসার/জোনাল অফিসার/এ আর ও/ আর ও -র ফোন নম্বর সংগ্রহ করে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন।

(৩) প্রতিটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রেই এখন বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্র (ই ভি এম) এবং ভোটার ভেরিফায়েবল পেপার অডিট ট্রেল (ভিভিপ্যাট) ব্যবহৃত হয়। প্রিসাইডিং অফিসার হিসাবে বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্র ও ভিভিপ্যাটের মাধ্যমে নির্বাচন পরিচালনার জন্য নির্ধারিত নিয়মাবলি ও প্রণালী সংক্রান্ত সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনাকে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ পরিচালনা সম্পর্কিত প্রতিটি পদক্ষেপ সম্বন্ধে এবং ই ভি এম ও ভিভিপ্যাটের সম্বন্ধেও আপনার সম্যক পরিচিতি থাকা প্রয়োজন। ভিভিপ্যাটের সাহায্যে ভোটদানের পদ্ধতি বিষয়েও আপনাকে জানতে হবে। ই ভি এম ও ভিভিপ্যাটের ব্যবহার সম্পর্কে প্রত্যক্ষ প্রশিক্ষণ থাকা প্রয়োজন। সামান্য ভুল বা ত্রুটি অথবা আইন বা নিয়মাবলির ত্রুটিপূর্ণ প্রয়োগ অথবা ই ভি এম ও ভিভিপ্যাট সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যপ্রণালী সম্পর্কে অসম্পূর্ণ জ্ঞান থাকা আপনার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়াকে বিঘ্নিত করতে পারে।

১.২ আইনসম্মত সংস্থানসমূহ

প্রিসাইডিং অফিসার হিসাবে আপনার দায়িত্বের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত আইনি সংস্থানসমূহ **১ অনুবন্ধ এবং ২ অনুবন্ধে** মুদ্রিত হয়েছে।

১.৩ ভোটগ্রহণকারী দল

ভোটগ্রহণকারী দলে সাধারণত প্রিসাইডিং অফিসার ও তিনজন পোলিং অফিসার থাকেন। ভোটগ্রহণকারী দলের কর্মীদের নিয়োগ করার সময় কোনো অনিবার্য কারণে আপনি প্রিসাইডিং অফিসারের দায়িত্বপালনে অপারগ হলে আপনার জেলা নির্বাচন আধিকারিক/রিটার্নিং অফিসার ভোটগ্রহণকারী দলের পোলিং অফিসারদের মধ্যে একজনকে প্রিসাইডিং অফিসারের কর্তব্য পালন করার প্রাধিকারও অর্পণ করবেন। যুগপৎ নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভোটগ্রহণকারী দলটি প্রিসাইডিং অফিসার এবং ৫ জন পোলিং অফিসার নিয়ে গঠিত হবে।

১.৪ ভোটগ্রহণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ

(১) জেলা নির্বাচন আধিকারিক/রিটার্নিং অফিসার আপনার ও পোলিং অফিসারদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবেন। আপনি ও পোলিং অফিসারগণ প্রিসাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসারদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সবরকম সংশয় নিরসন করে নেবেন।

(২) প্রশিক্ষণ ক্লাস/অনুশীলনগুলিকে হালকাভাবে নেবেন না। এমনকি আপনি প্রিসাইডিং অফিসার বা পোলিং অফিসার হিসাবে আগে যদি কোনো নির্বাচনে কাজ করে থাকেন যেখানে ই ভি এম ও ভিভিপ্যাট-এর সাহায্যে ভোটগ্রহণ করা হয়েছিল, তাহলেও অবশ্যই সমস্ত প্রশিক্ষণ ক্লাস/অনুশীলনে যোগ দেবেন, কারণ প্রশিক্ষণ ক্লাস/অনুশীলনে ভিভিপ্যাট সম্পর্কে এবং নতুন কোনো তথ্য/নির্দেশ/আইনের সংস্থান সম্পর্কে আপনি বিস্তারিত জানতে পারবেন। নির্বাচন সংক্রান্ত আইন ও পদ্ধতিসমূহ বিভিন্ন সময়ে সংশোধিত হয়ে থাকে এবং আইন, নিয়মাবলি, নির্দেশাবলি ইত্যাদির সর্বশেষ সম্পর্কে আপনার অবহিত থাকা অবশ্যই প্রয়োজন। এমনকি আইন ও কার্যপদ্ধতির বিশেষ কোনো পরিবর্তন না হলেও আপনার স্মৃতিকে ঝালিয়ে নেওয়া সবসময়ই প্রয়োজন। প্রশিক্ষণ ক্লাস শেষ হওয়ার আগেই আপনাকে ই ভি এম ও ভিভিপ্যাট-এর ব্যবহার, সবুজ কাগজের সিল লাগানো, স্পেশ্যাল ট্যাগ, অন্যান্য সামগ্রী সিল করার পদ্ধতি এবং ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ব্যবহৃত বিভিন্ন বিধিবদ্ধ ও অ-বিধিবদ্ধ শংসাপত্র সম্পর্কে অভ্যস্ত হয়ে নিতে হবে।

দ্রষ্টব্য :
- প্রশিক্ষণ পর্বের শেষে প্রিসাইডিং অফিসারকে অবশ্যই পরীক্ষায় হাজির হতে হবে।
- তিনি অবশ্যই বিভিন্ন ধরনের নির্বাচন সামগ্রীর সঙ্গে পরিচিত হয়ে নেবেন।
- তিনি অবশ্যই মহড়া ভোট শংসাপত্র পূরণ করবেন।

১.৫ ডাক ভোটপত্র বা পোস্টাল ব্যালটের জন্য আবেদন

(১) আপনি এবং আপনার পোলিং অফিসাররা যেখানে আপনাদের নিয়োগ করা হয়েছে, সেই একই নির্বাচন কেন্দ্রের বা অন্য কোনো নির্বাচন কেন্দ্রের নির্বাচক হতে পারেন। জেলা নির্বাচন আধিকারিক/রিটার্নিং অফিসার, প্রিসাইডিং অফিসার হিসাবে আপনাকে দুই প্রস্থ নিয়োগপত্র দেবেন এবং এই নিয়োগপত্রের সঙ্গে যথেষ্ট সংখ্যক ১২ এবং ১২ ক নির্দশ পাঠাবেন যাতে আপনি ও পোলিং অফিসাররা ডাক ভোটপত্র এবং নির্বাচনী কৃত্য শংসাপত্রের (ইলেকশন ডিউটি সার্টিফিকেট) জন্য আবেদন করতে পারেন। যদি আপনাদের মধ্যে কেউ আপনাদের দায়িত্বে থাকা ঐ একই নির্বাচন কেন্দ্রের নির্বাচক হন, তাহলে লোকসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রে তিনি রিটার্নিং অফিসারের কাছে ১২ ক নির্দশের মাধ্যমে নির্বাচনী কৃত্য শংসাপত্র চেয়ে আবেদন করতে পারেন। যদি কেউ যে নির্বাচন কেন্দ্রে নির্বাচনী দায়িত্ব পালনের জন্য নিযুক্ত হয়েছেন, সেই কেন্দ্র ব্যতীত অন্য কোনো নির্বাচন কেন্দ্রের নির্বাচক হন, তাহলে তিনি ১২ নিদর্শের মাধ্যমে ডাক ভোটপত্র চেয়ে আবেদন করবেন। প্রশিক্ষণ ক্লাসগুলিতে এ সংক্রান্ত ব্যবস্থা করা হবে। মনে রাখতে হবে, ডাক ভোটপত্র একবার আপনার কাছে পাঠানো হয়ে গেলে, কোনো কারণে আপনাকে নির্বাচনী দায়িত্ব না দেওয়া হলেও আপনাকে ডাক ভোটপত্রের মাধ্যমেই ভোট দিতে হবে।

(২) প্রশিক্ষণ ক্লাস চলাকালীন জেলা নির্বাচন আধিকারিক জেলার সবকটি বিধানসভা নির্বাচন ক্ষেত্রের নির্বাচক তালিকার একটি করে কপি দেবেন যাতে আপনি নির্বাচক তালিকায় নিজের ক্রমিক সংখ্যা সংক্রান্ত বিবরণ লিখে নিতে পারেন এবং পোস্টাল ব্যালট পেপারের আবেদন করার সময় আপনি এই বিবরণ পেশ করতে পারেন। আপনার নির্বাচক সংক্রান্ত বিবরণ পেতে পারেন ভোটার সার্ভিসেস পোর্টাল অথবা ভোটার হেল্পলাইন অ্যাপের মাধ্যমে।

১.৬ ভোটগ্রহণের সামগ্রী

ভোটগ্রহণের আগের দিন বা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে যাওয়ার দিন আপনাকে যাবতীয় নির্বাচনী সামগ্রী সরবরাহ করা হবে, যার তালিকা ৩ অনুবন্ধে দেওয়া হয়েছে। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে রওনা হওয়ার আগে আপনাকে যে যাবতীয় সামগ্রী দেওয়া হয়েছে, সে বিষয়ে নিশ্চিত হোন।

১.৭ ইভিএম ও ভিভিপ্যাট যন্ত্রের পরীক্ষা

(১) আপনার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের জন্য নির্ধারিত নিয়ন্ত্রণ ইউনিট (সি ইউ), ভোটপত্র ইউনিট (বি ইউ) ও ভিভিপ্যাটটিই যে আপনাকে দেওয়া হয়েছে, তা দেখে নিন। ওই ইউনিটগুলির সঙ্গে অ্যাড্রেস ট্যাগ লাগানো থাকবে, রিটার্নিং অফিসার ঐ ট্যাগে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের নম্বর ও নাম লিখে দিয়েছেন — সেগুলি দেখেই এটা যাচাই করা যাবে।

(২) নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের 'ক্যান্ডিডেট সেট সেকশন' ঠিকঠাক সিল করা আছে এবং সেখানে অ্যাড্রেস ট্যাগ ভালোভাবে আটকানো আছে কিনা দেখে নিন। এছাড়াও, নিয়ন্ত্রণ ইউনিটে যে গোলাপি কাগজের সিল অটুট আছে তা পরীক্ষা করে নিন।

(৩) নিয়ন্ত্রণ ইউনিটে (সি ইউ) যে ব্যাটারিটি বসানো আছে, তা ভালোভাবে কাজ করছে কিনা দেখে নিতে হবে। পিছনের কক্ষে যে পাওয়ার সুইচ আছে তা অন করে এটা যাচাই করে নেওয়া যাবে। **যাচাই করার পর পাওয়ার সুইচ অবশ্যই অফ করতে হবে।**

(৪) এটি সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন যে ভোটগ্রহণকারী দল যেন কোন অবস্থাতেই ভোটসামগ্রী বিতরণ কেন্দ্রে এবং ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে মহড়া ভোটের আগে **ভিভিপ্যাট পরীক্ষা না করে**। কেননা তাদের যে ভিভিপ্যাট দেওয়া হয়েছে, সেটি মিলিয়ে ও পরীক্ষা করে দেওয়া হয়েছে।

(৫) যাচাই করে নিন যে আপনাকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোটপত্র ইউনিট সরবরাহ করা হয়েছে এবং সেগুলির প্রত্যেকটির ভোটপত্র আচ্ছাদনীর (ব্যালট পেপার স্ক্রিন) নিচে ভোটপত্র যথাযথভাবে আটকানো আছে। আপনাকে কতগুলি ভোটপত্র ইউনিট দেওয়া হবে তা আপনার নির্বাচন কেন্দ্রে কতজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, তার উপর নির্ভর করবে।

(৬) এম ৩ ই ভি এম-এর ভোটপত্র ইউনিটে থাম্ব চাকা (Thumb Wheel) সুইচ দেখে নিন

থাম্ব চাকা সুইচটি ব্যালট ইউনিটের উপরের ডানদিকে রয়েছে। খেয়াল রাখতে হবে যে, এম ৩ ই ভি এম-এ নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের সঙ্গে ২৪টি ব্যালট ইউনিট সংযুক্ত করা হয়। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা ৩ থেকে ১৬-র মধ্যে হলে (নোটা সহ) একটিমাত্র ব্যালট ইউনিট ব্যবহৃত হবে এবং খোপ দিয়ে দেখা যাবে যে রিটার্নিং অফিসার ব্যালট ইউনিটের উপরের ডানদিকের থাম্ব চাকার সুইচটি ব্যালট ইউনিটের ১ নম্বর ঘরে স্থাপন করেছেন। যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা ১৭ থেকে ৩২ (নোটা সহ)-র মধ্যে, সেখানে আপনাকে দুটি ব্যালট ইউনিট দেওয়া হবে। প্রথম ব্যালট ইউনিটে থাম্বচাকাটি '০১' নং অবস্থানে রাখা থাকবে এবং ব্যালট পেপারে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নামের তালিকায় ১ থেকে ১৬ নং পর্যন্ত ক্রমিক সংখ্যায় প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নাম থাকবে। দ্বিতীয় ব্যালট ইউনিটটিতে দেখা যাবে ব্যালট পেপারের দ্বিতীয় পৃষ্ঠা যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নামের তালিকায় ১৭ থেকে শুরু করে (এবং নোটা সহ ৩২ অবধি) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নাম থাকবে এবং ওই ইউনিটে থাম্ব চাকাটি থাকবে '০২' নম্বর ঘরে। অনুরূপভাবে, যদি তিনটি ব্যালট ইউনিট দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা নোটা সহ ৩৩ থেকে ৪৮ - এর মধ্যে হবে। তৃতীয় ব্যালট ইউনিটে ব্যালট পেপারে ৩৩ নম্বর থেকে শুরু করে (নোটা সহ ৪৮ নম্বর অবধি) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নাম থাকবে এবং ওই ইউনিটে থাম্ব চাকাটি থাকবে '০৩' নম্বর ঘরে। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা যদি ৪৯ থেকে ৬৪-র মধ্যে হয় (নোটাসহ), তাহলে চারটি ব্যালট ইউনিট ব্যবহৃত হবে। চতুর্থ ব্যালট ইউনিটের ব্যালট পেপারে ৪৯ থেকে ৬৪ পর্যন্ত ক্রমাঙ্কযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নাম দেখা যাবে (নোটা সহ) এবং এক্ষেত্রে থাম্ব চাকাটির অবস্থান থাকবে '০৪' নম্বর ঘরে। পাঁচটি ব্যালট ইউনিট ব্যবহৃত হলে, পঞ্চম ব্যালট ইউনিটে প্রদর্শিত প্রার্থীর ক্রমিক সংখ্যা হবে ৬৫ থেকে ৮০ অবধি (নোটা সহ) এবং এক্ষেত্রে থাম্ব চাকাটির অবস্থান থাকবে '০৫' নম্বর ঘরে। এইভাবে, যদি ২৪টি ব্যালট ইউনিট যোগ করার প্রয়োজন হয়, সেক্ষেত্রে ২৪তম ব্যালট ইউনিটে ৩৬৯ থেকে শুরু করে ৩৮৪ অবধি (নোটা সহ) প্রার্থীর সংখ্যা দেখা যাবে। ব্যালট ইউনিটে থাম্ব চাকার অবস্থান হবে '২৪' নম্বর ঘরে।

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা (নোটা সহ)	নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের সঙ্গে সংযুক্ত ব্যালট ইউনিটের সংখ্যা	থাম্বহুইলের অবস্থান
০৩-১৬	১	০১
১৭-৩২	২	০২
৩৩-৪৮	৩	০৩
......	......	......
৩৬৯-৩৮৪	২৪	২৪

(৭) থাম্বহুইল সুইচটি সঠিক অবস্থানে রাখার ক্ষেত্রে কোনো গরমিল দেখা গেলে বিষয়টি তৎক্ষণাৎ সেক্টর ম্যাজিস্ট্রেট/রিটার্নিং অফিসারকে জানাবেন। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই আপনি বা আপনার পোলিং অফিসাররা এটি নিয়ে অযথা বেশি নাড়াচাড়া করবেন না।

(৮) এই বিষয়গুলি সুনিশ্চিত করতে হবে যে, ভোটপত্র ইউনিটে আটকানো ভোটপত্রগুলি সঠিকভাবে বিন্যস্ত আছে এবং প্রত্যেক প্রার্থীর নাম ও প্রতীক তাঁর জন্য নির্দিষ্ট বাতি ও বোতামের সঙ্গে একই সরলরেখায় আছে এবং ভোটপত্রে যে সব মোটা রেখা দিয়ে প্রার্থীদের সারিগুলি পৃথক করা হয়েছে সেগুলি ভোটপত্র ইউনিটের মোটা দাগের সারিগুলির সঙ্গে একই সরলরেখায় আছে।

(৯) প্রার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট নীল বোতাম, যেগুলি খোলা অবস্থায় রয়েছে এবং যেগুলি ভোটপত্র ইউনিটে দেখা যাচ্ছে, সেগুলির সংখ্যা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের সংখ্যার সমান কিনা এবং যদি কোনো অবশিষ্ট বোতাম থাকে, তাহলে সেগুলি ঢেকে রাখা হয়েছে কিনা দেখে নিন।

(১০) প্রত্যেক ভোটপত্র ইউনিট দু'জায়গায় অর্থাৎ ডানদিকে উপরে ও ডানদিকে নিচে রিটার্নিং অফিসারের সিল দিয়ে যথাযথভাবে সিল করা ও সুরক্ষিত করা হয়েছে কিনা এবং অ্যাড্রেস ট্যাগ ঐ জায়গায় শক্তভাবে আটকান আছে কিনা তা দেখে নিন।

১.৮ ভোটগ্রহণের সামগ্রী মিলিয়ে দেখে নেওয়া

(১) কিট ব্যাগে অমোচনীয় কালির ১০ সিসি-র দুটি বড় শিশি ও ব্রাশ দেওয়া হয়েছে কিনা এবং প্রত্যেকটি শিশিতে যথেষ্ট পরিমাণ কালি আছে কিনা তা দেখে নিন, কারণ প্রত্যেক ভোটদাতার বাম হাতের তর্জনীতে নখের গোড়া থেকে আঙুলের প্রথম গাঁট পর্যন্ত এই কালির দাগ লাগাতে হবে।

(২) যেসকল ভোটার স্বাক্ষর করতে পারেন না, তাঁদের টিপছাপ নেওয়ার জন্য যে স্ট্যাম্প প্যাডগুলি ব্যবহৃত হবে, সেগুলি যাতে শুষ্ক না থাকে তা দেখে নিন।

(৩) নির্বাচক তালিকার প্রাসঙ্গিক অংশের তিনটি প্রতিলিপিই (যুগ্ম নির্বাচনের ক্ষেত্রে পাঁচটি প্রতিলিপি) পূর্ণাঙ্গ এবং সর্বাংশে একইরকম কিনা, বিশেষত নির্বাচক তালিকার যে প্রাসঙ্গিক অংশ আপনাকে দেওয়া হয়েছে, তা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রটি যে অঞ্চলের জন্য স্থাপিত হয়েছে সেই অঞ্চলের জন্য কিনা এবং সেটি সব দিক থেকে সম্পূর্ণ কিনা তা দেখে নিন;

(৪) তালিকার প্রতিটি কার্যনির্বাহক প্রতিলিপির সমস্ত পাতা ক্রমিক সংখ্যা ১ থেকে শুরু করে ক্রমান্বয়ে রয়েছে;

(৫) ভোটদাতাদের মুদ্রিত ক্রমিক নম্বরগুলি কালি দিয়ে সংশোধন করা হয়নি এবং কোনো নতুন নম্বরও পরিবর্তে দেওয়া হয়নি;

(৬) নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপিতে (নির্বাচক তালিকার যে প্রতিলিপিটি ভোট দিতে অনুমতি প্রাপ্ত নির্বাচকদের নামে দাগ দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হবে) ডাক ভোটপত্র ইস্যু করা (যেমন- 'পি বি', 'ই ডি সি'), ছাড়া অন্য কোনো মন্তব্য লেখা থাকবে না। মূল তালিকার সংযোজনীতে কোনো বিয়োজন থাকলে সেই নামটি বাদ গেছে তা বোঝানোর জন্য পুনমুদ্রিত মূল তালিকায় সংশ্লিষ্ট ভোটদাতার বিবরণ সংক্রান্ত খোপে সেই বিবরণের উপরে স্পষ্টাক্ষরে প্রযোজ্যমত আড়াআড়িভাবে "DELETED" (সংশোধন পর্বে বাতিল করার ক্ষেত্রে) এই শব্দটির উল্লেখ থাকতে হবে, নতুবা "DELETED-2" লেখা থাকবে (চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর ধারাবাহিক কালপর্বে বাতিল করার ক্ষেত্রে)।

(৭) নির্বাচক তালিকা একজন অতিরিক্ত নির্বাচন নিবন্ধন আধিকারিক (এ ই আর ও) এবং আরো একজন আধিকারিক কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়েছে;

(৮) চিহ্নিত প্রতিলিপি হিসাবে ব্যবহার্য নির্বাচক তালিকার উপরে রিটার্নিং অফিসার/অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক কালিতে স্বাক্ষরিত একটি শংসাপত্র লাগানো রয়েছে। **(সংযোজনী-৪)**

(৯) ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে নির্বাচকদের পরিচিতি নিশ্চিত করার সুবিধার জন্য নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপির সঙ্গে যদি কোনো অনুপস্থিত, স্থানান্তরিত ও মৃত নির্বাচক থেকে থাকেন, তাঁদের নামের তালিকা দেওয়া হয়েছে কিনা তা দেখে নিন।

(১০) দেখে নিন যে, আপনার উপর যে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে সেটি যে নির্বাচনক্ষেত্রে অবস্থিত আপনাকে সরবরাহ করা টেন্ডার ভোটপত্রগুলি সেই নির্বাচন কেন্দ্রের জন্যই নির্দিষ্ট এবং সেগুলি কোনোভাবেই ত্রুটিপূর্ণ নয়। সেগুলির ক্রমিক সংখ্যা আপনাকে দেওয়া বিবরণের সঙ্গে মিলছে কিনা, তাও আপনি যাচাই করে নেবেন।

(১১) কোনো ভোটযন্ত্র বা ভোটগ্রহণের সামগ্রী ত্রুটিপূর্ণ দেখলে প্রয়োজনীয় প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিষয়টি আপনি অবিলম্বে ভোটযন্ত্র/ভোটগ্রহণের সামগ্রী প্রদানের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক অথবা রিটার্নিং অফিসারের গোচরে আনবেন।

(১২) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের এবং তাঁদের এজেন্টদের নমুনা স্বাক্ষরগুলির ফটোকপি আপনাকে দেওয়া হয়েছে কিনা তাও দেখে নিন। এতে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে উপস্থিত পোলিং এজেন্টদের নিয়োগপত্রে প্রার্থী বা তাঁর নির্বাচনী এজেন্ট-এর যে স্বাক্ষর থাকবে তার যথার্থতা প্রমাণে আপনার সহায়তা হবে।

(১৩) পূর্বোল্লেখিত তথ্যাদি ছাড়াও দেখে নিন যে, নির্বাচনী প্রস্তুতির সময় ভুলত্রুটি সংশোধন এবং কন্ট্রোল ইউনিট, ভোটপত্র ইউনিট ও ভিভিপ্যাট-এর বৈকল্য/ত্রুটি সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য নির্বাচনী আধিকারিকদের যে সমাধানমূলক নির্দেশাবলী **(সংযোজনী-২০)** দেওয়া হয়ে থাকে, তার দু'কপি আপনাকে দেওয়া হয়েছে এবং **সংযোজনী**-৩-এ ভোটগ্রহণ সামগ্রীর যে তালিকা দেওয়া আছে তদনুযায়ী আপনার বুথের জন্য ভোটগ্রহণ সামগ্রী দেওয়া হয়েছে।

১.৯ সচিত্র নির্বাচক তালিকা

(১) আপনার কাছে আপনার নির্বাচনক্ষেত্রের সাম্প্রতিকতম সচিত্র ভোটার তালিকা (পি ই আর) থাকবে। সমস্ত তথ্য ছাড়াও সচিত্র নির্বাচক তালিকায় সমস্ত ভোটদাতার ছবি থাকে। এতে ভোটগ্রহণের দিন ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোটদাতার পরিচয় পরীক্ষার পদ্ধতি সহজসাধ্য হয়েছে।

(২) কমিশনের বর্তমান নির্দেশানুযায়ী সর্বশেষ খসড়া/চূড়ান্ত তালিকায় চিহ্নিত সবকটি অবলুপ্তি ও সংশোধন সহ সর্বশেষ তালিকা প্রকাশের তারিখ থেকে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ পর্যন্ত (যেক্ষেত্রে নির্বাচন হওয়ার কথা আছে) কালানুক্রমিকভাবে চূড়ান্ত তালিকায় সর্বশেষ নামের পর থেকে পরপর ক্রমাঙ্ক অনুযায়ী সংশোধন/ধারাবাহিক হালনাগাদ করার সময় যেসব নাম যোগ করা হয়েছে তা উল্লিখিত হবে।

(৩) সংশোধন/ধারাবাহিক হালনাগাদ করার সময় নির্দেশ ৮-এর ভিত্তিতে যেসব নাম সংশোধন/পরিবর্তন করা হয়েছে, যেসব নাম যে পরিবর্তিত ও প্রতিস্থাপিত হয়েছে তা বোঝানোর জন্য, একত্রিত তালিকাতেই বর্তমান নামের বদলে সেই নামগুলি # চিহ্ন (সংক্ষিপ্ত সংশোধনের সময় সংশোধনের ক্ষেত্রে) অথবা #2 চিহ্ন (চূড়ান্ত প্রকাশের পর

ধারাবাহিক হালনাগাদ করার সময় সংশোধনের ক্ষেত্রে) দ্বারা উল্লিখিত হবে। নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপির একটি নমুনা নীচে দেখানো হলো —

নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপির নমুনা

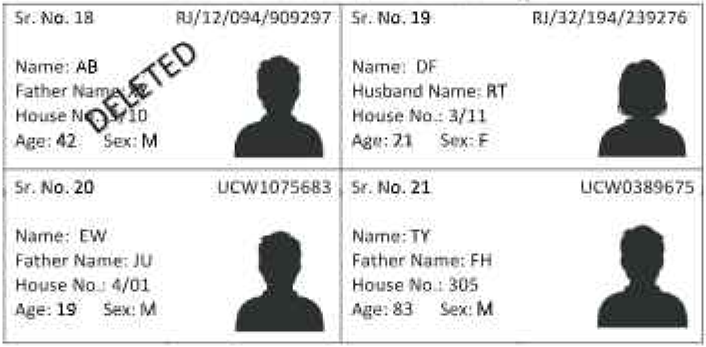

(৪) কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে নির্বাচকের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য এপিক (ই পি আই সি) ব্যবহার করা হয়। যাইহোক, এপিক না থাকলে, কমিশন প্রতিটি নির্বাচনের জন্য যেমন যেমন নির্দেশ দেবে সেই অনুযায়ী অন্য কোনো একটি বিকল্প নথি দ্বারা নির্বাচকের পরিচিতি নির্ধারণের জন্য একটি পৃথক আদেশনামা জারি করা হবে।

(৫) ভোটদাতার পরিচিতি যাচাই করার জন্য এপিক পরীক্ষা করে দেখার সময় যদি কোনো ভোটদাতা অপর কোনো বিধানসভা নির্বাচন কেন্দ্রের নির্বাচক নিবন্ধন আধিকারিকের কাছ থেকে পাওয়া এপিক-ও দেখান, তাহলে সেই এপিক-ও গ্রাহ্য হবে তবে, সংশ্লিষ্ট ভোটদাতা যে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোট দেওয়ার জন্য এসেছেন, সেখানকার নির্বাচক তালিকার উক্ত ভোটদাতার নাম আছে কিনা তা দেখে নিতে হবে। কিন্তু এইসব ক্ষেত্রে, ভোটদাতার বাম হাতের তর্জনীতে কোনো অমোচনীয় কালির দাগ আছে কিনা, খুব ভালোভাবে তা পরীক্ষা করে সুনিশ্চিত হতে হবে যে উক্ত নির্বাচক একাধিক জায়গায় ভোট দেননি, এবং ভোটদাতার বাম হাতের তর্জনীতে সঠিকভাবে অমোচনীয় কালিপ্রয়োগ করে তাঁকে ভোট দেওয়ার অনুমতি দিতে হবে।

(৬) নির্বাচন কমিশন নির্দেশ দিয়েছেন যে, ভোটগ্রহণকেন্দ্রে ভোটদানের সময় বিদেশে বসবাসকারী কোনও ভারতীয় নির্বাচকের পরিচিতি কেবল ঐ নির্বাচকের বাসস্থানের ঠিকানা সম্বলিত তাঁর মূল ভারতীয় পাসপোর্ট-এর মাধ্যমেই নির্ধারণ করা যাবে।

১.১০ একক নির্বাচনে পোলিং অফিসারদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

(১) প্রথম পোলিং অফিসার

প্রথম পোলিং অফিসারের কাছে নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপি থাকবে এবং তিনি নির্বাচকদের শনাক্তকরণের দায়িত্বে থাকবেন। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রবেশ করে নির্বাচক সরাসরি প্রথম পোলিং অফিসারের কাছে চলে যাবেন। তিনি নির্বাচকের পরিচয় সম্পর্কে নিঃসংশয় হবেন। প্রত্যেকটি নির্বাচনের সময় কমিশন নির্বাচকদের পরিচিতি যাচাই সম্পর্কে আদেশনামা জারি করে। প্রিসাইডিং অফিসার সেই আদেশনামাটি ভালভাবে পড়বেন। নির্বাচকদের এপিক অথবা কমিশন কর্তৃক নির্দিষ্ট অন্য কোন পরিচয়পত্র দেখাতে হবে। যখন ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে কোনো ভোটদাতাকে ভোটদানের অনুমতি দেওয়া হবে, তখন সচিত্র নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপিতে সেই ভোটদাতার বিবরণ সম্বলিত খোপে লাল কালি দিয়ে আড়াআড়িভাবে একটি দাগ দিতে হবে। এছাড়া, পুরুষ ও মহিলা ভোটারদের সংখ্যা যাতে সহজে যাচাই ও গণনা করা যায়, সেজন্য মহিলা ভোটারদেৰ ক্রমিক নম্বরটিতে একটি গোল চিহ্ন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটারদের ক্ষেত্রে তাঁদের ক্রমিক নম্বরের পাশে একটি স্টার বা তারা চিহ্ন এঁকে দিতে হবে। এছাড়াও, পরিসংখ্যান নিদর্শ পূরণ করাও প্রথম পোলিং অফিসারের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

(২) দ্বিতীয় পোলিং অফিসার

- দ্বিতীয় পোলিং অফিসার অমোচনীয় কালির দায়িত্বে থাকবেন। প্রথম পোলিং অফিসার কর্তৃক ভোটদাতার পরিচয় শনাক্ত হওয়ার পর প্রথমে তিনি ভোটদাতার বামহস্তের তর্জনীতে আগে থেকেই অমোচনীয় কালির কোনো চিহ্ন আছে কিনা যাচাই করে নেবেন এবং তারপর ভোটদাতার বামহস্তের তর্জনীতে অমোচনীয়

কালির একটি চিহ্ন দেবেন। ভোটদাতার বামহস্তের তর্জনীর নখের মাথা থেকে বামহস্তের তর্জনীর প্রথম গাঁট পর্যন্ত একটানা একটি রেখা হিসাবে অমোচনীয় কালি একটি ব্রাশ-এর সাহায্যে (যা দেওয়া থাকবে) লাগাতে হবে, যেমনটি নীচের ছবিতে দেখানো হয়েছে —

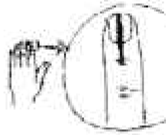

- দ্বিতীয় পোলিং অফিসার ১৭ক নিদর্শে নির্বাচক নিবন্ধবহি বা ভোটার রেজিস্টারেরও দায়িত্বে থাকবেন। যেসব ভোটদাতার পরিচিতির বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে ও যাঁরা ঐ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোট দিয়েছেন উক্ত রেজিস্টারে তাঁদের যথাযথ হিসাব রক্ষার জন্য তিনি দায়বদ্ধ থাকবেন। নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপিতে উল্লিখিত নির্বাচকের ক্রমিক নম্বর (নাম নয়) ভোটার রেজিস্টারের ২ নং সারি বা কলমে (নিদর্শ ১৭ক) নথিবদ্ধ করতে হবে। কোনো ভোটদাতাকে ভোটদানের অনুমতি দেওয়ার পূর্বে ঐ রেজিস্টারে তাঁর স্বাক্ষর বা টিপসই নিতে হবে। **৪ নং অধ্যায়ে** বিবৃত পদ্ধতি অনুসারে ভোটার রেজিস্টারে ভোটদাতার বিষয়ে তথ্যাদি নথিবদ্ধ করার পর প্রত্যেক ভোটদাতাকে দ্বিতীয় পোলিং অফিসার ভোটার স্লিপ দেবেন। এটাও নিশ্চিত করতে হবে যে, ঐ ভোটদাতা ভোটগ্রহণ কেন্দ্র থেকে প্রস্থান করার আগে যেন যথেষ্ট সময় অতিবাহিত হয় যাতে অমোচনীয় কালির সাহায্যে যে চিহ্নটি দেওয়া হয়েছিল তা ইতিমধ্যেই শুকিয়ে যায়। এই উদ্দেশ্যে অমোচনীয় কালির চিহ্ন দিয়ে দেওয়ার পরই ভোটার রেজিস্টারে স্বাক্ষর বা টিপসই নেওয়া যেতে পারে।
- যদি কোনো নির্বাচক ভোটার রেজিস্টারে তাঁর স্বাক্ষর বা টিপসই দিতে অস্বীকার করেন, তাহলে তাঁকে ভোটদানের অনুমতি দেওয়া হবে না এবং ভোটার রেজিস্টারের 'মন্তব্য' সূচক সারি বা কলামে 'ভোটদানে অস্বীকৃত' এই কথাটি লিখতে হবে। এই লেখার নীচে প্রিসাইডিং অফিসারকে স্বাক্ষর করতে হবে। তবে, ১৭ক নং নিদর্শে ভোটার রেজিস্টারের ২ নং সারি বা কলামে নির্বাচকের ক্রমিক নম্বর নথিবদ্ধ করা এবং ৪৯০ নিয়মের উপ-নিয়ম (১) অনুসারে নির্বাচক সেখানে স্বাক্ষর বা টিপসই দেওয়ার পর যদি কোনো ভোটার ভোট না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে, ১৭ক নিদর্শে নির্বাচকের তথ্যাদির পাশে 'ভোটদানে অস্বীকৃত/ভোট না দিয়েই চলে গেছেন' এই মন্তব্য আপনাকে লিখতে হবে এবং এই মন্তব্যের পাশে নির্বাচককে স্বাক্ষর করতে হবে বা টিপসই দিতে হবে। এরকম ঘটনার ক্ষেত্রে, ভোটার রেজিস্টারের ১ নং সারি বা কলামে (১৭ ক নিদর্শ) সেই নির্বাচক বা পরবর্তী কোনো নির্বাচকের ক্রমিক নম্বরে কোনো পরিবর্তন করতে হবে না।

(৩) **তৃতীয় পোলিং অফিসার**

- তৃতীয় পোলিং অফিসার ভোটগ্রহণ যন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ (কন্ট্রোল) ইউনিটের দায়িত্বে থাকবেন। দ্বিতীয় পোলিং অফিসার যে টেবিলে বসবেন তিনিও ঐ একই টেবিলে বসবেন। তৃতীয় পোলিং অফিসার ভোটদাতাকে দ্বিতীয় পোলিং অফিসারের ইস্যু করা ভোটার স্লিপের ভিত্তিতে এবং কঠোরভাবে ঐ স্লিপের ধারাবাহিক সংখ্যা অনুসারে ভোটদান কক্ষের দিকে অগ্রসর হওয়ার অনুমতি দেবেন। কন্ট্রোল ইউনিটের ভারপ্রাপ্ত পোলিং অফিসার কন্ট্রোল ইউনিটের ব্যালটের বোতাম চাপ দেওয়ার পূর্বে অবশ্যই নির্বাচকের আঙুলে অমোচনীয় কালির দাগটি ঠিক আছে কিনা তা দেখে নেবেন। তিনি **৪নং অধ্যায়ে** বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা পদ্ধতি অনুসারে ভোটদান কক্ষে রক্ষিত ভোটপত্র ইউনিট(গুলি)কে নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের 'ব্যালট' চিহ্নিত বোতামটিতে চাপ দিয়ে চালু করবেন। ভোটদাতাকে ভোটদান কক্ষে যাওয়ার অনুমতি প্রদানের পূর্বে ভোটদাতার বাম হস্তের তর্জনীতে একটি সুস্পষ্ট অমোচনীয় কালির চিহ্ন আছে কিনা সেটিও তৃতীয় পোলিং অফিসার পরীক্ষা করে নেবেন। (অমোচনীয় কালির দাগ উঠে গেলে তর্জনীতে আবার কালির চিহ্ন দিয়ে দিতে হবে)।
- যেক্ষেত্রে কোনো ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের জন্য নির্দিষ্ট ভোটদাতার সংখ্যা কম, সেক্ষেত্রে তৃতীয় পোলিং অফিসারের দায়িত্ব প্রিসাইডিং অফিসারই পালন করবেন এবং এর ফলে কম সংখ্যক কর্মীর সাহায্যে পোলিং (ভোটগ্রহণকারী) দলগুলি গঠন করা যাবে।

(৪) কোনও বিশেষ জেলা/নির্বাচনক্ষেত্রে ভোটকর্মীর সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় কম হলে একজন প্রিসাইডিং অফিসার ও সাধারণ নিয়ম হিসেবে তিনজনের পরিবর্তে দু'জন পোলিং অফিসার নিয়ে ভোটকর্মী দল গঠন করা যেতে পারে।

সেক্ষেত্রে প্রথম পোলিং অফিসার ভোটদাতাকে শনাক্ত করার পর ভোটদাতার আঙুলে অমোচনীয় কালি লাগাবেন। দ্বিতীয় পোলিং অফিসার নিদর্শ-১৭ক (নির্বাচক নিবন্ধবহি)-এ তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা ও সেখানে নির্বাচকের স্বাক্ষর/টিপসই নেওয়া ছাড়াও কন্ট্রোল ইউনিটের দায়িত্ব সামলাবেন। এক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে যে, যেক্ষেত্রে দুজন পোলিং অফিসার থাকবেন সেক্ষেত্রে ভোটার স্লিপের নম্বর প্রস্তুত না করলেও চলবে। পরিবর্তে, দ্বিতীয় পোলিং অফিসার নিয়ন্ত্রণ ইউনিট চালু করবেন এবং নির্বাচক নিবন্ধবহি (নিদর্শ-১৭)-তে পর পর যেভাবে নির্বাচকদের স্বাক্ষর নেওয়া হবে সেভাবে তাদের ভোট দেওয়ার জন্য ভোটদান কক্ষের দিকে পাঠাবেন। এসব ক্ষেত্রে ভোটদানকেন্দ্রে ভোটার স্লিপ প্রস্তুত করবার প্রয়োজন নেই। এছাড়াও, যেসব ক্ষেত্রে পোলিং অফিসারের সংখ্যা মাত্র দুজন থাকবে, সেক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের আগে থাকতেই তা লিখিতভাবে জানিয়ে দিতে হবে। দুজন পোলিং অফিসার কোন কোন দায়িত্ব-কর্তব্য সামলাবেন তাও প্রার্থীদের কাছে ব্যাখ্যা করতে হবে।

(৫) যদি কোনো ভোটার ''ভোটদানে অস্বীকৃত'' হন অথবা ''ভোট না দিয়েই চলে যান'' এবং যদি ব্যালট ইউনিটে ভোটদানের জন্য কন্ট্রোল ইউনিটের ''ব্যালট'' বোতামে ইতিমধ্যেই চাপ দেওয়া হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে কন্ট্রোল ইউনিটের দায়িত্বে থাকা প্রিসাইডিং অফিসার/তৃতীয় পোলিং অফিসার সরাসরি পরবর্তী ভোটারকে ভোটদানের জন্য ভোটদান কক্ষে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেবেন।

(৬) আবার যদি কোনো ক্ষেত্রে ব্যালট ইউনিটে ভোটদানের জন্য কন্ট্রোল ইউনিটের ''ব্যালট'' বোতামে ইতিমধ্যেই চাপ দেওয়া হয়ে গিয়ে থাকে এবং সর্বশেষ ভোটার ভোটদানে অস্বীকৃত হন, তাহলে কন্ট্রোল ইউনিটের দায়িত্বে থাকা প্রিসাইডিং অফিসার/তৃতীয় পোলিং কন্ট্রোল ইউনিটের পিছনের খোপে থাকা ''পাওয়ার'' সুইচটি ''অফ'' অবস্থানে আনবেন ও কন্ট্রোল ইউনিটের থেকে ভিভিপ্যাটের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেবেন। কন্ট্রোল ইউনিটের থেকে ভিভিপ্যাট ও ব্যালট ইউনিটের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার পর 'পাওয়ার' সুইচটি পুনরায় 'অন' অবস্থানে আনতে হবে। এবার ''ব্যস্ত'' সূচক আলোটি নিভে যাবে এবং ভোটগ্রহণ সমাপ্তির জন্য ''সমাপ্তি'' সূচক বোতামটি চালু হবে।

১.১১ যুগপৎ অনুষ্ঠিত নির্বাচনে পোলিং অফিসারদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

(১) প্রথম পোলিং অফিসার

ইনি নির্বাচকদের শনাক্ত করবেন এবং নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপির দায়িত্বে থাকবেন।

(২) দ্বিতীয় পোলিং অফিসার

ইনি অমোচনীয় কালি এবং নির্বাচক নিবন্ধের দায়িত্বে থাকবেন।

(৩) তৃতীয় পোলিং অফিসার

ইনি ভোটার স্লিপের দায়িত্বে থাকবেন।

(৪) চতুর্থ পোলিং অফিসার

ইনি লোকসভা নির্বাচনে ব্যবহার্য নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের দায়িত্ব থাকবেন।

(৫) পঞ্চম পোলিং অফিসার

ইনি রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনের ব্যবহার্য নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের দায়িত্বে থাকবেন।

(৬) চতুর্থ ও পঞ্চম পোলিং অফিসারের গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যসমূহ

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, চতুর্থ ও পঞ্চম পোলিং অফিসারদের খুব সহজ কাজ দেওয়া হয়েছে। বিপরীতভাবে বলা যায় যে, যুগপৎ অনুষ্ঠিত নির্বাচনের সফলতা তাঁদের সতর্কতার উপরেই নির্ভর করে। 'ব্যালট' বোতামে চাপ দিয়ে ভোটযন্ত্র চালু করাই তাঁদের একমাত্র কাজ নয়, ভোটার স্লিপে প্রদত্ত ক্রমানুযায়ী প্রত্যেক নির্বাচক তাঁর পালা এলে ভোট দিতে পারছেন কিনা তা সুনিশ্চিত করাও তাঁদের কাজ। যখন তাঁরা কোনো নির্বাচককে ভোট দিতে যাওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন, তখন তিনি নির্দিষ্ট ভোটদান কক্ষে গিয়ে ভোট দিচ্ছেন কি না সে বিষয়েও তাঁদের সর্বদা নজর রাখতে হবে। যদি কোনো নির্বাচক, ভোটদানের অনুমতি পাওয়ার পরে, অজ্ঞাতবশত বা অন্য কোনো কারণে কোথায় যেতে হবে বা এরপর কী করতে হবে তা বুঝে উঠতে না পারেন তবে তিনি যাতে সঠিক পদ্ধতি মেনে ভোট দেন তা এই দুই পোলিং অফিসারকেই সুনিশ্চিত করতে হবে। বিশেষত ভোটগ্রহণের প্রথম দিকে যখন স্বাভাবিকভাবেই ভিড় বেশি থাকে, তখন তাঁরা নিজেদের শান্ত রেখে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া নির্বিঘ্নে চলছে কি না তা দেখবেন। যখনই সাময়িক বিরতি পাবেন এবং যেভাবেই হোক ভোটগ্রহণের সময় এক ঘণ্টা পর তাঁরা নির্বাচক নিবন্ধ ও দুটি নিয়ন্ত্রণ ইউনিটে প্রদর্শিত মোট ভোটার সংখ্যার সঙ্গে তখন পর্যন্ত প্রদত্ত মোট ভোটসংখ্যা মিলিয়ে দেখবেন।

১.১২ প্রিসাইডিং অফিসারের দায়িত্ব ও কর্তব্য

প্রিসাইডিং অফিসার হিসাবে আপনার উপরেই ভোটকেন্দ্রের সামগ্রিক দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবে। আপনার দায়িত্ব হল ঃ

(১) প্রতিটি প্রশিক্ষণ ক্লাসে উপস্থিত থাকা।

(২) কমিশনের যাবতীয় প্রাসঙ্গিক নির্দেশাবলি হাতের কাছে রাখা।

(৩) ভিভিপ্যাট সহ ই ভি এম-এর মাধ্যমে ভোটগ্রহণের ব্যাপারে সাম্প্রতিকতম যেসব নিয়ম ও পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে সেগুলি সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে নিন।

(৪) ভি ভি প্যাট সহ ই ভি এম-এর মাধ্যমে ভোটগ্রহণের পদ্ধতি এবং সেখানে থাকা বিভিন্ন বোতাম ও সুইচের ব্যবহার বিষয়ে ভালোভাবে জেনে নিন।

(৫) ভোটগ্রহণ সামগ্রী সংগ্রহ করার সময় **সংযোজনী-৩**-এ উল্লেখিত সামগ্রীর সঙ্গে প্রদত্ত তালিকা অনুযায়ী সমস্ত উপকরণ আপনাকে দেওয়া হয়েছে কিনা সে ব্যাপারে সুনিশ্চিত হয়ে নিন।

(৬) নির্দেশ অনুযায়ী ভোটগ্রহণকেন্দ্র স্থাপন করুন। ভিভিপ্যাট ও ভোটদান ইউনিটগুলিকে সংশ্লিষ্ট ভোটদান কক্ষে স্থাপন করুন। বিশেষত ভোটদানের গোপনীয়তা বজায় রাখা, ভোটারদের লাইন নিয়ন্ত্রণ, ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়াকে বাইরের অনভিপ্রেত কোনো হস্তক্ষেপের হাত থেকে সুরক্ষিত রাখা ইত্যাদির স্বার্থে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র সঠিকভাবে স্থাপন করার জন্য কোথায় কী রাখতে হয় সে ব্যাপারে আপনার একটি স্বচ্ছ ধারণা থাকা প্রয়োজন। বিতরণ কেন্দ্রে আসার পর আপনি এটিও দেখে নেবেন যে আপনার ভোটগ্রহণকেন্দ্রের জন্য সি এ পি এফ বা পুলিশি ব্যবস্থা রয়েছে কিনা। মাইক্রো অবজার্ভার আছেন কিনা এবং ভোটগ্রহণকেন্দ্রে ডিজিটাল ক্যামেরা/ওয়েব কাস্টিং-এর সুবিধা রয়েছে কিনা সে ব্যাপারেও সতর্ক থাকবেন।

(৭) ভোটপত্র ইউনিট বা নিয়ন্ত্রণ ইউনিট বা ভিভিপ্যাটকে কোনো অবস্থাতেই মাটিতে রাখা যাবে না। এগুলিকে অবশ্যই টেবিলের ওপরে রাখতে হবে; ভোটপত্র ইউনিট ও ভিভিপ্যাটগুলিকে সংশ্লিষ্ট ইউনিটের সঙ্গে সংযুক্ত করুন।

(৮) ভোটগ্রহণ শুরু করার জন্য নির্ধারিত সময়ের আগে উপস্থিত প্রার্থীদের/এজেন্টদের দেখিয়ে দিন যে ভোটগ্রহণ যন্ত্রটি খালি এবং তাতে কোনো ভোট নেই।

(৯) ভিভিপ্যাট সহ ই ভি এম টি যে সম্পূর্ণ সচল অবস্থায় রয়েছে তা সুনিশ্চিত করার জন্য ও পোলিং এজেন্টদেরকে দেখানোর জন্য মহড়া ভোটগ্রহণের ব্যবস্থা করুন এবং প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সপক্ষে পোলিং এজেন্টদের যদৃচ্ছভাবে কয়েকটি ভোট দিতে বলুন। কন্ট্রোল ইউনিটের ফলাফল ও ভিভিপ্যাট-এর কাগজের স্লিপের সংখ্যা মিলিয়ে দেখুন। কমিশনের সর্বশেষ নির্দেশানুযায়ী, মহড়া ভোটে অন্তত্তপক্ষে ৫০টি ভোট দিতে হবে এবং **নোটা সহ** প্রত্যেক প্রার্থীর সপক্ষে অন্তত একটি ভোট দিতে হবে।

(১০) কন্ট্রোল ইউনিট থেকে মহড়া ভোটের ফলাফল মুছে দিন ও ভিভিপ্যাট ড্রপবাক্স থেকে মহড়া ভোটের কাগজের স্লিপগুলি সরিয়ে ফেলুন। মহড়া ভোটের শংসাপত্র প্রস্তুত করুন। **(সংযোজনী-৫-এর অংশ-১)**

(১১) আপনার পরিষ্কারভাবে জেনে রাখা প্রয়োজন যে কমিশনের নির্দেশানুযায়ী, কোনো ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে যদি মহড়া ভোট না হয়ে থাকে, তাহলে সেই ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে কোনো নির্বাচন হবে না।

(১২) মনে রাখতে হবে যে, এই মহড়া ভোটে দেওয়া সব ভোট ভোটগ্রহণ যন্ত্রের কন্ট্রোল ইউনিট থেকে মুছে ফেলতে হবে যাতে ভোটগ্রহণ যন্ত্রের মেমরিতে মহড়া ভোটের কোনো তথ্য থেকে না যায় এবং ভিভিপ্যাট ড্রপবাক্স থেকে কাগজের স্লিপগুলি সরিয়ে ফেলতে হবে যাতে মহড়া ভোটের পরে ভিভিপ্যাট ড্রপবাক্সটি খালি থাকে।

(১৩) প্রথম ভোটার ১৭ক নিদর্শে (ভোটার রেজিস্টার) স্বাক্ষর করার পূর্বে, প্রথম পোলিং অফিসার প্রিসাইডিং অফিসারের অনুমতি নিয়ে ১৭ক নিদর্শে কালি দিয়ে লিখবেন যে, **'কন্ট্রোল ইউনিট সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষা করা হয়েছে ও সেটি শূন্য রয়েছে।'**

(১৪) **লোকসভা নির্বাচনের নিয়ন্ত্রণ ইউনিটে** লাগানো **সবুজ কাগজের সিলে** ওই সময় ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে উপস্থিত শুধুমাত্র লোকসভা নির্বাচনে দাঁড়ানো প্রার্থীরা বা তাঁদের এজেন্টরা, এবং **বিধানসভা নির্বাচনের নিয়ন্ত্রণ ইউনিটে** লাগানো **সবুজ কাগজের সিলে** বিধানসভা নির্বাচনে দাঁড়ানো প্রার্থীরা বা তাঁদের এজেন্টরা স্বাক্ষর করছেন কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হোন।

(১৫) উপস্থিত পোলিং এজেন্ট ও অন্যান্য ব্যক্তিদের দেখান যে, নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপিতে (নির্বাচক তালিকার যে প্রতিলিপি ভোটদানের অনুমতিপ্রাপ্ত নির্বাচকদের নাম 'চিহ্নিত' করার জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে) পোস্টাল ব্যালট পেপার প্রদান সংক্রান্ত বিষয় ছাড়া অন্য কোনো মন্তব্য লেখা নেই।

(১৬) যে ভোটদান কক্ষের অভ্যন্তরে ভোটপত্র ইউনিট ও ভিভিপ্যাট রাখা আছে, সেই ইউনিটটি যে নির্বাচনের জন্য ব্যবহৃত হবে সেটি সুস্পষ্টভাবে দেখানোর জন্য কক্ষের বাইরে যথাযথ পোস্টার সেঁটে ভোটদান কক্ষটি সঠিকভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে কিনা তা দেখে নিন।

(১৭) ভোটপত্র ইউনিট ও ভিভিপ্যাটগুলিকে সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য যে কেব্‌ল ব্যবহৃত হবে সেই কেব্‌লগুলিকে এমনভাবে রাখুন যাতে প্রত্যেকে কেব্‌লটিকে দেখতে পায়, তবে নির্বাচনকেন্দ্রের ভিতরে চলাফেরার সময় ভোটদানকারীকে সেগুলি ডিঙ্গিয়ে যেতে না হয় এবং সংযোগকারী কেব্‌লটির সম্পূর্ণ অংশই যাতে সকলে দেখতে পান ও কোনো অংশ যাতে লুকানো না থাকে তা সুনিশ্চিত করুন। সম্পূর্ণ কেব্‌লটি যাতে ভোটকক্ষে আলগাভাবে পড়ে না থাকে, সে ব্যাপারটিও সুনিশ্চিত করুন। সম্পূর্ণ কেবলটি যাতে ভোটকক্ষে আলাগাভাবে পড়ে না থাকে, সে ব্যাপারটিও সুনিশ্চিত করতে হবে। ব্যালট ইউনিট ও ভিভিপ্যাটের সংযোগকারী তারগুলিকে আধ ইঞ্চি চওড়া স্বচ্ছ আঠা লাগানো টেপ দিয়ে টেবিলের পায়ার সঙ্গে এমনভাবে আটকে দিন যাতে ঝুলন্ত তারের বোঝায় ব্যালট ইউনিট ও ভিভিপ্যাটের সংযোগকারী সুইচটি সুরক্ষিত থাকে।

(১৮) ভোটগ্রহণ শুরু হবার যথেষ্ট আগেই ভোটকর্মীদের সকল সদস্য নিজের নির্দিষ্ট স্থানে রয়েছেন এবং নির্ধারিত সময়ে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়ার শুরুর জন্য সমস্ত জিনিসপত্র ও নথি হাতের কাছেই তৈরি আছে সে বিষয়ে সুনিশ্চিত হোন।

(১৯) ভোটগ্রহণকারীদলের কোনো সদস্য বা কোনো পোলিং এজেন্ট যাতে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের অভ্যন্তরে এদিক-ওদিক অকারণ ঘোরাঘুরি না করেন এবং তাঁদেরকে নির্দিষ্ট আসনে বসতে বলুন।

(২০) ভোট শুরুর নির্ধারিত সময়েই প্রকৃত ভোটগ্রহণ শুরু করুন। ভোটগ্রহণ শুরুর আগে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে উপস্থিত প্রার্থী বা তাঁদের এজেন্ট এবং পোলিং অফিসারদের ভোটদানের গোপনীয়তা রক্ষার বিষয়টি বুঝিয়ে বলতে হবে। ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ১২৮ ধারার সংস্থানগুলি তাঁদের পড়ে শোনাতে হবে এবং এ বিষয়ে তাঁদের অবহিত করতে হবে।

(২১) ভোটগ্রহণকেন্দ্রে উপস্থিত সকল ব্যক্তিকে ঘোষণাপত্রটি জোরে জোরে পড়ে শোনান ও ঐ ঘোষণাপত্রটিতে স্বাক্ষর করুন এবং ঐ ঘোষণাপত্রটিতে উপস্থিতি ও স্বাক্ষর করতে ইচ্ছুক এমন সকল পোলিং এজেন্টের স্বাক্ষর নিন। যদি কোনো পোলিং এজেন্ট স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করেন, তাহলে ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর নেই এমন পোলিং এজেন্টদের নাম প্রিসাইডিং অফিসার নথিবদ্ধ করবেন এবং ভোটগ্রহণযন্ত্র, নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপি ও ভোটার রেজিস্টারের প্রদর্শন বিষয়ে একটি নির্দিষ্ট নিদর্শে একটি ঘোষণাপত্র প্রস্তুত করবেন এবং সেখানে প্রার্থী বা পোলিং এজেন্টদের স্বাক্ষর করাবেন **(সংযোজনী-৬)**।

(২২) ভোটগ্রহণ চলাকালীন ভোটদাতাদের গতিবিধির উপর নজর রাখুন এবং কোনো ভোটদাতা যাতে ভোট না দিয়ে চলে যান, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখুন এবং যখন যেমন ঘটবে, সেইমত প্রিসাইডিং অফিসারের ডায়েরিতে প্রাসঙ্গিক ঘটনাবলির বিবরণ নথিবদ্ধ করতে থাকুন **(সংযোজনী-৭)**।

(২৩) ভোট চলাকালীন প্রথম ঘন্টায় যখন ভোটগ্রহণ সাধারণত দ্রুত গতিতে চলছে, তখন ভোটগ্রহণকারীদলের কোনো সদস্য তাঁর জন্য নির্ধারিত কাজে যাতে কোনো রকম গাফিলতি না দেখান সেদিকে নজর রাখুন।

(২৪) ভোটদাতারা তাঁদের ভোটার স্লিপের ক্রমানুযায়ী ভোট দিয়েছেন কি না সে বিষয়ে সুনিশ্চিত হবার জন্য মাঝেমাঝে নিয়ন্ত্রণ ইউনিটে গৃহীত মোট ভোট সংখ্যা মিলিয়ে দেখে নিন।

(২৫) যুগপৎ অনুষ্ঠিত নির্বাচনে, লোকসভা নির্বাচন কেন্দ্রের প্রার্থীদের পোলিং এজেন্টদের লোকসভা নির্বাচনের জন্য ১৭গ নিদর্শের প্রতিলিপিসমূহ **(সংযোজনী-৮)** এবং বিধানসভা নির্বাচন কেন্দ্রের প্রার্থীদের পোলিং এজেন্টদের বিধানসভা নির্বাচনের জন্য ১৭গ নিদর্শের প্রতিলিপিসমূহ **(সংযোজনী-৮)** দেওয়া হয়েছে কিনা সে বিষয়ে সুনিশ্চিত হন।

(২৬) নির্বাচকরা যে ভোটপত্র ইউনিটে কোনোরকম কারচুপি করেননি সে বিষয়ে সুনিশ্চিত হবার জন্য নির্দিষ্ট সময় অন্তর ব্যালট ইউনিট ও ভিভিপ্যাট পরীক্ষা করুন। ১৯৬১ সালের নির্বাচন পরিচালনা নিয়মাবলির ৪৯ম নিয়মানুযায়ী এরকম ক্ষেত্রে আপনার ভোটদানকক্ষে প্রবেশের অধিকার আছে এবং ব্যালট ইউনিটে যাতে কোনোরকম কারচুপি বা হস্তক্ষেপ করা না হয় ও ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া যাতে অবাধে ও নিয়মমাফিক চলতে পারে তা সুনিশ্চিত করতে এরকম ক্ষেত্রে প্রয়োজনমত ব্যবস্থা নেওয়ার অধিকার আপনার রয়েছে। তবে, খেয়াল রাখবেন যে ভোটদানকক্ষে কখনোই একা প্রবেশ করবেন না। ভোটগ্রহণকেন্দ্রে উপস্থিত একজন বা দুজন বা ততোধিক পোলিং এজেন্টকে আপনি আপনার সঙ্গে ভোটদানকক্ষে প্রবেশের অনুমতি দেবেন ও তাঁদের সঙ্গে নিজে ঢুকবেন।

(২৭) ভোটগ্রহণকেন্দ্রে নির্বাচন পরিচালনার কাজ যাতে শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে সেজন্য কৌশল ও বিচক্ষণতার প্রয়োজন আছে ঠিকই, কিন্তু একইসঙ্গে আপনাকে দৃঢ় ও নিরপেক্ষ থাকতে হবে। **যদি ভোটগ্রহণকেন্দ্রে কোনো ঘটনা ঘটে যা আপনি নথিবদ্ধ করেননি, কিন্তু অন্য কোনো সূত্র থেকে তা জানা যায়, তাহলে কমিশন সে ব্যাপারটি গুরুত্বের সঙ্গে দেখতে পারে ও আপনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে।**

(২৮) যদি কোনো কারণে ভোটগ্রহণ শুরু করতে বিলম্বও হয়ে থাকে, তাহলেও নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়েই ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া সমাপ্ত করুন। তবে, ভোটগ্রহণ সমাপ্তির নির্ধারিত সময়ে ভোটগ্রহণকেন্দ্রে উপস্থিত সকল ভোটারকে ভোটদানের অনুমতি দিতে হবে, তাতে যদি ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া বেশিক্ষণ ধরে চালাতেও হয়, তাহলেও তা করতে হবে। ভোটগ্রহণ সমাপ্তির নির্ধারিত সময়ের পর আর কেউ যাতে লাইনে এসে না দাঁড়ান তা সুনিশ্চিত করতে হবে। এজন্য লাইনে দাঁড়ানো সর্বশেষ ব্যক্তি থেকে শুরু করে লাইনে দাঁড়ানো সকল ভোটারকে আপনার স্বাক্ষরিত নম্বর দেওয়া স্লিপ বিতরণ করতে হবে। সব নির্বাচকের ভোট দেওয়া শেষ হয়ে গেলে, যখন আর কেউ বাকি নেই, তখন পোলিং অফিসার সর্বশেষ স্বাক্ষরটি নথিভুক্ত করার পর তারিখ ও সময় উল্লেখ করে একটি লাল দাগ টানবেন। লাইনে দাঁড়ানো সব ভোটারদের ভোট দেওয়া হয়ে গেলে কন্ট্রোল ইউনিটের 'ক্লোজ' বোতামটিতে চাপ দেবেন। **ভোটগ্রহণ সমাপ্তির নির্ধারিত সময়ের ১৫ মিনিট আগে আপনি ভোটগ্রহণ সমাপ্তির নির্ধারিত সময় উচ্চস্বরে ঘোষণা করে জানিয়ে দেবেন।**

(২৯) খেয়াল রাখবেন যে, ভোটগ্রহণ সমাপ্তির পর ১৭গ নিদর্শের অংশ-১-এ **(সংশোধনী-৮)** আপনাকে একটি 'প্রদত্ত ভোটের হিসাব' প্রস্তুত করতে হবে এবং ওই নিদর্শের নির্ধারিত সারি বা কলামে পোলিং এজেন্টদের দিয়ে স্বাক্ষর করাতে হবে। ভোটগ্রহণকেন্দ্রে উপস্থিত প্রত্যেক প্রার্থীর পোলিং এজেন্টকে এই 'প্রদত্ত ভোটের হিসাব'-এর প্রামাণীকৃত প্রতিলিপিসমূহ প্রদান করতে হবে। আপনি যে প্রার্থীদের পোলিং এজেন্টদের এই প্রতিলিপি দিয়েছেন, তা জানিয়ে কমিশন কর্তৃক নির্দিষ্ট নিদর্শে একটি ঘোষণা করবেন।

(৩০) ভোটগ্রহণ সমাপ্তির পর ভিভিপ্যাট সহ ভোটগ্রহণযন্ত্র ও নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্র নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী সিল ও সুরক্ষিত করতে হবে। আপনার সিল ছাড়াও ভোটগ্রহণকেন্দ্রে উপস্থিত প্রার্থী বা তাঁদের পোলিং এজেন্টরা চাইলে ভিভিপ্যাট ও ভোটগ্রহনযন্ত্র এবং নির্বাচন সংক্রান্ত কাগজপত্রের উপর তাঁদের সিল লাগাতে পারেন। ভিভিপ্যাট ও ভোটগ্রহণযন্ত্র এবং নির্বাচন সংক্রান্ত কাগজপত্র সিল ও সুরক্ষিত করার ব্যাপারে যেসমস্ত প্রাসঙ্গিক নির্দেশ রয়েছে আপনি সেগুলি সঠিকভাবে মেনে চলবেন যাতে কোনো ভুলভ্রান্তি না হয়।

(৩১) যথোপযুক্ত রসিদের বিনিময়ে ভিভিপ্যাট ও ভোটগ্রহণযন্ত্র এবং নির্বাচন সংক্রান্ত কাগজপত্র সংগ্রহের দায়িত্বে থাকা আধিকারিকদের হাতে সেগুলি পৌঁছে দেওয়া আপনার ব্যক্তিগত দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

(৩২) নির্বাচনের বিভিন্ন পর্যায়ে আপনার দায়িত্ব-কর্তব্যগুলি আপনি যাতে এক নজরে দেখে নিতে পারেন সেজন্য আপনার সুবিধার্থে **সংযোজনী**-৯-এ পাঁচটি বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে।

(৩৩) চেক মেমো নির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিধিবদ্ধ নিয়ম আপনি যে যথাযথভাবে পুরণ করেছেন তা সুনিশ্চিত করার জন্য নির্বাচন কমিশন আপনার জন্য একটি চেক মেমো প্রস্তুত করেছেন, যেটি **সংযোজনী**-১০-এ দেওয়া আছে। উক্ত চেক মেমোটি আপনি সযত্নে রক্ষা করবেন।

(৩৪) আপনি আপনার মোবাইল ফোন নীরব বা সাইলেন্ট মোডে সঙ্গে রাখতে পারেন।

১.১৩ ভোটগ্রহণ সমাপ্তি

(১) নির্ধারিত ভোটগ্রহণপ্রণালী অনুযায়ী ভোটগ্রহণের জন্য নির্ধারিত সময়ের শেষে যথাযথভাবে ভোটগ্রহণ সমাপ্ত হয়েছে কিনা তা প্রিসাইডিং অফিসার সুনিশ্চিত করবেন। উক্ত প্রণালীতে শেষ ভোটদাতা ভোট দেবার পরে তিনি নিয়ন্ত্রণ (কন্ট্রোল) ইউনিটগুলোর 'ক্লোজ' বোতামে চাপ দেবেন। নির্ধারিত নিদর্শগুলি যত্নসহকারে যথাযথভাবে পুরণ করার পরে তিনি কন্ট্রোল ইউনিট সুইচ অফ্ করবেন এবং ভিভিপ্যাট ব্যালট ও কন্ট্রোল ইউনিট থেকে বিচ্ছিন্ন করবেন এবং এগুলি সংশ্লিষ্ট বহনকারী বাক্সে রেখে সিল করে দেবেন। **সংযোজনী-৫-এর অংশ-৩ অনুসারে** এ ব্যাপারে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে হবে।

(২) ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পর প্রিসাইডিং অফিসার পোলিং এজেন্টদের উপস্থিতিতে ভিভিপ্যাট থেকে পাওয়ার প্যাক (ব্যাটারি) খুলে নেবেন। ভিভিপ্যাট থেকে পাওয়ার প্যাক (ব্যাটারি) খুলে নেওয়ার পরই পোলিং এজেন্টদের উপস্থিতিতে ভিভিপ্যাট-এর বহনকারী বাক্স সিল করে দেওয়া হবে। নির্ধারিত পদ্ধতি মেনে ওই খুলে **নেওয়া পাওয়ার প্যাক রিসেপশন সেন্টারে জমা দিতে হবে।** (ই ভি এম ম্যানুয়ালের সর্বশেষ সংস্করণটি দেখুন)

(৩) যুগপৎ অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ক্ষেত্রে কাগজপত্র আলাদা করে প্রস্তুত ও সিল করতে হবে। যুগপৎ অনুষ্ঠিত নির্বাচনে সব কটি ইউনিটের বহনকারী বাক্সের বাইরে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনগুলির পরিচয়জ্ঞাপক স্টিকার স্পষ্টভাবে সেঁটে দেওয়া হয়েছে কি না তা প্রিসাইডিং অফিসার সুনিশ্চিত করবেন। তিনি এ বিষয়েও সুনিশ্চিত হবেন যে ভোটপত্র ইউনিট, নিয়ন্ত্রণ ইউনিট ও ভিভিপ্যাটগুলি নির্বাচনের পরিচয়জ্ঞাপক লেবেল দিয়ে দৃঢ়ভাবে সাঁটা স্ব স্ব বহনকারী বাক্সে রাখা হয়েছে। এরপর তিনি সংশ্লিষ্ট বহনকারী বাক্সগুলিতে যথাযথভাবে পূরণ করা অ্যাড্রেস ট্যাগ সেঁটে দেবেন।

(৪) প্রিসাইডিং অফিসার সমস্ত সিল করা ইউনিট ও নির্বাচনী নথি সংগ্রহ কেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসারকে হস্তান্তরিত করবেন।

১.১৪ সেক্টর অফিসার

(১) সেক্টর অফিসার (এস ও), প্রিসাইডিং অফিসার (পি আর ও) ও রিটার্নিং অফিসারের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে কাজ করেন। সেক্টর অফিসারের কাছ থেকে প্রিসাইডিং অফিসার প্রয়োজনমত অতিরিক্ত নির্বাচনী সামগ্রী, ই ভি এম, ভিভিপ্যাট, পাওয়ার প্যাক ইত্যাদি পেতে পারেন।

(২) প্রতি দু'ঘণ্টা অন্তর প্রিসাইডিং অফিসার ভোটদান সংক্রান্ত প্রতিবেদন এস ও -কে পাঠাবেন এবং নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপিতে যেসমস্ত দুর্বল শ্রেণীর বাসিন্দা/সম্প্রদায়কে টিকচিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করা আছে সেই শ্রেণীভুক্ত ভোটারদের সংখ্যার ব্যাপারেও তিনি এস ও -কে তথ্য দেবেন।

(৩) প্রিসাইডিং অফিসারের প্রতিবেদনের **(সংযোজনী-৫)** অংশ-৪ ও অংশ-৫ সেক্টর অফিসার সংগ্রহ করবেন। সেক্টর অফিসার উক্ত প্রতিবেদনগুলি রিটার্নিং অফিসারকে জমা দেবেন।

১.১৫ ভোটার সহায়ক বুথ

(১) পোলিং বুথের সংখ্যা যাই হোক না কেন, প্রতিটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র/ভবন প্রাঙ্গণে ভোটদাতা সহায়তা বুথ থাকবে। এর লক্ষ্য হল, ভোটারকে তাঁর ভোটগ্রহণকেন্দ্র ও ভোটার তালিকায় তাঁর ক্রমিক নম্বর খুঁজে পেতে সাহায্য করা। এজন্য অংশভিত্তিক বর্ণানুক্রমিক নির্বাচক তালিকা প্রস্তুত করা হয়। এই তালিকা প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে অংশের মধ্যে ভাগ অনুযায়ী বর্ণানুক্রমিক নির্বাচকের নামের তালিকা ভাঙা হবে না।

(২) ইংরেজি ভাষাতেই এই বর্ণানুক্রমিক তালিকা প্রস্তুত করা বাঞ্ছনীয়। যেখানে একটি বা দুটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র থাকবে সেখানে পৃথক কোনও দল বা ভোটদাতা সহায়তা বুথ গঠনের প্রয়োজন নেই। এসব ক্ষেত্রে প্রিসাইডিং অফিসারকে (নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপি ছাড়াও) অ্যালফাবেটিক্যাল রোল লোকেটর সরবরাহ করা হবে যাতে করে তিনি সহজেই ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের নির্বাচকদের শনাক্ত করতে পারেন। এ ধরনের প্রত্যেক ভোটার সহায়তা বুথ পরিচালনার জন্য রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক আধিকারিকগণ নিয়োজিত হবেন। কেবল ভোটের দিনের জন্যই তাঁদের নিয়োগ করা হবে। ভোটদাতা সহায়তা বুথে সেই কর্মীদের বসবার ব্যবস্থাও করতে হবে।

(৩) 'ভোটদাতা সহায়তা বুথ' লেখা সাইনবোর্ড এমনভাবে ঝোলাতে হবে যাতে তা ভোটগ্রহণকেন্দ্রমুখী ভোটারদের সহজেই চোখে পড়ে। ভোটাদাতা সহায়তা বুথের কর্মীরা সাহায্যপ্রার্থী প্রত্যেক ভোটারকে তাঁর পোলিং বুথ নম্বর ও নির্বাচক তালিকায় তাঁর ক্রমিক নম্বর জানিয়ে সাহায্য করবেন।

অধ্যায় - ২
ভোটগ্রহণ কেন্দ্র স্থাপন ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা

২.১ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে আগমন

ভোটগ্রহণের আগের দিনই ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে চলে আসতে হবে এবং সেখানেই রাত্রি বাস করতে হবে। আপনি কোনোমতেই বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্র এবং ভিভিপ্যাট মেশিনটি খুলবেন না। উপরন্তু সেখানে কোনো স্থানীয় লোকের আতিথ্য গ্রহণ করবেন না।

২.২ পোলিং অফিসার অনুপস্থিত হলে

আপনার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের জন্য নিযুক্ত কোনো পোলিং অফিসার যদি অনুপস্থিত থাকেন তাহলে আপনি তাঁর পরিবর্তে ঐ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে উপস্থিত অন্য যে কোনো ব্যক্তিকে পোলিং অফিসার হিসাবে নিযুক্ত করতে পারেন এবং জেলা নির্বাচন আধিকারিককে বিষয়টি জানাতে হবে। তবে ঐ ব্যক্তির ঐ নির্বাচনে কোনো প্রার্থীর পক্ষে নিযুক্ত হওয়া বা অন্য কোনোভাবে কোনো প্রার্থীর হয়ে কাজ করা চলবে না।

২.৩ একক নির্বাচনের জন্য ভোটগ্রহণ কেন্দ্র স্থাপন

(১) যে স্থানে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র স্থাপিত হওয়ার কথা সেখানে পৌঁছানোর পর এই কাজের জন্য প্রস্তাবিত ভোটগ্রহণ কেন্দ্রটি পরিদর্শন করুন ও ভোটগ্রহণ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা করুন। যদি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র ইতিমধ্যেই স্থাপিত হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে সেটাই ভালভাবে দেখে নিন। (একক নির্বাচনে ৩ জন পোলিং অফিসার নিয়ে ভোটগ্রহণকারী দল গঠিত হলে আদর্শ ভোটগ্রহণ কেন্দ্র কেমন হবে সেজন্য একটি মডেল ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের নক্সা নিচে দেওয়া হলো)। প্রয়োজন হলে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের সামান্য অদলবদল আপনি করে নিতে পারেন, কিন্তু নিশ্চিত হয়ে নেবেন যে

- ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের বাইরে ভোটদাতাদের দাঁড়ানোর যথেষ্ট জায়গা রয়েছে।
- মহিলা ও পুরুষদের দাঁড়ানোর জন্য যথাসম্ভব পৃথক জায়গা রয়েছে।
- ভোটদাতাদের প্রবেশ ও প্রস্থানের পৃথক ব্যবস্থা রয়েছে।
- এমনকি যে কক্ষে ভোটগ্রহণ করা হচ্ছে সেই কক্ষে যদি একটিই দরজা থাকে তাহলে দরজার মাঝখানে বাঁশ ও দড়ি ব্যবহার করে পৃথক প্রবেশ ও প্রস্থানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

(২) ভোটদান কক্ষের মধ্যে যেন বেশি ওয়াট যুক্ত উজ্জ্বল বাল্ব/টিউব লাইট ভোটদান কক্ষের ঠিক সম্মুখে/উপরে যেন রাখার

ভোটের দিন : ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের নক্সা

ব্যবস্থা না করা হয় (যেহেতু ভিভিপ্যাট অতিরিক্ত আলোর জন্য ত্রুটিপূর্ণভাবে কাজ করতে পারে বা এরর মোডে চলে আসতে পারে।) ভোটদান কক্ষের অবস্থান যেন এমন হয় যে —

- ভোটদান কক্ষের মধ্যে যেন পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা থাকে।

- ভোটদান কক্ষের ঠিক সম্মুখে যেন সরাসরি কোনো আলো রাখার ব্যবস্থা না করা হয়।
- ভোটের গোপনীয়তা যেন কোন অবস্থায় লঙ্ঘিত না হয়, এবং
- জানালা বা দরজার সামনে ভোটদানকক্ষ স্থাপন করা যাবে না

(৩) ভোটদান কক্ষটি এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রবেশ করার সময় থেকে বেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত ভোটদাতাদের স্বচ্ছন্দ / স্বাভাবিক অগ্রগতি যেন বজায় থাকে এবং ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভিতরে যেন এলোমেলোভাবে চলাচল করার মতো পরিস্থিতির উদ্ভব না হয়;

(৪) পোলিং অফিসারদের বসার ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যাতে তাঁরা কোনোমতেই ভোটদাতার কোনো একটি বিশেষ বোতামে চাপ দিয়ে ভোট দেওয়া দেখতে না পান;

(৫) যে টেবিলে নিয়ন্ত্রণ ইউনিট রাখা হবে, ভোটদান কক্ষ সেখান থেকে যথেষ্ট দূরে অবস্থিত হবে। ভিভিপ্যাট ও নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের সংযোগকারী তারের দৈর্ঘ্য প্রায় ৫ মিটার। সুতরাং ভোটদান কক্ষ যথেষ্ট দূরে স্থাপন করা যাবে। এছাড়া ঐ কেবল এমনভাবে রাখতে হবে যাতে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের মধ্যে এর জন্য ভোটদাতাদের চলাফেরা কোনোভাবেই বাধাপ্রাপ্ত না হয় এবং তাঁরা যাতে সেটি মাড়িয়ে না ফেলেন বা সেটিতে পা না আটকে যায়। আবার, সম্পূর্ণ তার যাতে দেখতে পাওয়া যায় এবং কোনোভাবেই কাপড়ের নিচে বা টেবিলের নিচে ঢাকা না পড়ে যায় এবং ব্যালটিং ইউনিট, কন্ট্রোল ইউনিট ও ভি ভি প্যাট যথাযথভাবে সংযুক্ত করার পরে সংযোজক তারটি এমনভাবে টেবিলের পায়ার সঙ্গে ১/২ ইঞ্চি চওড়া 'স্বচ্ছ অ্যাডহেসিভ টেপ' দিয়ে এমনভাবে আটকে দিতে হবে যাতে তারটি ঝুলন্ত অবস্থায় না থাকে এবং এই ঝুলন্ত তারের জন্য ব্যালটিং ইউনিট ও ভিভিপ্যাটের সংযোজক সুইচটি প্রভাবিত না হয়। ভোটদান কক্ষের ভিতরে ব্যালটিং ইউনিট ও ভিভিপ্যাট বসানোর সময় অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যে ভোটদানের গোপনীয়তা যেন কিছুতেই লঙ্ঘিত না হয়। প্রথম ব্যালটিং ইউনিটের বাঁদিকে ভিভিপ্যাটটিকে রাখতে হবে।

(৬) ভোটদান কক্ষটি গ্রে রঙের অস্বচ্ছ ও পুনর্ব্যবহারযোগ্য করোগেটেড প্লাস্টিক শিট (ফ্লেক্স বোর্ড) দিয়ে তৈরি ছিল কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হন। যদি একটিই ব্যালটিং ইউনিট ব্যবহৃত হয় তাহলে ভোটদান কক্ষটিতে তিনটি ভাগ থাকবে এবং সেই প্রত্যেকটি ভাগ ২৪ ইঞ্চি×২৪ ইঞ্চি×৩০ ইঞ্চি (দৈর্ঘ্য×প্রস্থ×উচ্চতা) আকারের হবে। যদি একাধিক ব্যালটিং ইউনিট ব্যবহৃত হয়ে থাকে তবে প্রতিটি অতিরিক্ত ভোটদান ইউনিটের জন্য ভোটদান কক্ষটি চওড়ায় ১২ ইঞ্চি বৃদ্ধি করা যাবে। অতিরিক্ত ব্যালটিং ইউনিট ব্যবহৃত হলে **অনুবন্ধ-২৩**-এ দেখানো কায়দায় তা করতে হবে। ভোটদান কক্ষের ভিতরে ই ভি এম বসানোর সময় এটি অবশ্যই জানালা/দরজা থেকে দূরে রাখতে হবে যাতে ভোটদানের গোপনীয়তা যেন কিছুতেই লঙ্ঘিত না হয়। (প্রসঙ্গ ই ভি এম ও ভি ভি প্যাটের সাম্প্রতিক নির্দেশিকা) এটি অবশ্যই জানালা/দরজা থেকে দূরে রাখতে হবে।

২.৪ যুগপৎ অনুষ্ঠিত নির্বাচনের জন্য ভোটগ্রহণ কেন্দ্র স্থাপন

(১) যুগপৎ অনুষ্ঠিত নির্বাচনের জন্য (অর্থাৎ একসঙ্গে লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনের জন্য) ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে দুটি ই ভি এম ও ভিভিপ্যাটের সেট কীভাবে ব্যবহৃত হবে তার একটি নকশা নিচে দেওয়া হয়েছে। ঐ নকশায় কেবল একটিই দরজা ভোটদাতাদের প্রবেশ ও প্রস্থানের জন্য দেখানো হয়েছে। যাই হোক সেই ঘরে যদি দুটি দরজা থাকে তাহলে প্রবেশ ও প্রস্থানের জন্য পৃথক দরজা ব্যবহার করা যেতে পারে।

ভোটদান কক্ষ — নমুনা রেখাচিত্র

(২) যুগপৎ নির্বাচনের ক্ষেত্রে দুটি পৃথক ভোটদান কক্ষ থাকবে— লোকসভা নির্বাচনের ভোটপত্র ও ভিভিপ্যাট ইউনিট রাখার জন্য একটি এবং বিধানসভা নির্বাচনের ভোটপত্র ও ভিভিপ্যাট ইউনিট রাখার জন্য অপর একটি। প্রতিটি ভোটদান কক্ষের উপর যেখানে যেমন প্রযোজ্য সেভাবে, স্পষ্ট ও বড় হরফে "ভোটদান কক্ষ—লোকসভা নির্বাচন" এবং "ভোটদান কক্ষ—বিধানসভা নির্বাচন" লেখা বিজ্ঞপ্তি সেঁটে দিতে হবে।

(৩) ভোটদাতাদের ভোটদানের গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে এবং সেই কারণে ভোটপত্র ইউনিট ও ভিভিপ্যাট মেশিন ভোটদান কক্ষের ভিতরে রাখতে হবে। ভোটদান কক্ষের তিনদিকে ঢাকা থাকবে। ভোটপত্র ইউনিট ও ভিভিপ্যাট ভোটদান কক্ষের ভিতরে একটি টেবিলের উপর এমনভাবে রাখতে হবে যাতে ভোটদাতাদের ভোট দেওয়ার সময় কোনো অসুবিধা না হয়। যে টেবিলে নিয়ন্ত্রণ ইউনিট ও ভিভিপ্যাট রেখে চালনা করা হবে, ভোটদান কক্ষ ঐ টেবিল থেকে যথেষ্ট দূরে স্থাপন করতে হবে। নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের ও ভিভিপ্যাটের মধ্যে সংযোজক তারটির (কেব্‌ল) দৈর্ঘ্য মোটামুটি পাঁচ মিটার। কেব্‌লটি এমনভাবে রাখতে হবে যাতে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভিতরে এর জন্য ভোটদাতাদের চলাফেরায় কোনো অসুবিধা না হয় এবং তাঁরা যেন কেব্‌লটি মাড়িয়ে না ফেলেন বা এটিতে তাঁদের পা আটকে না যায়। আবার, সম্পূর্ণ কেব্‌লটি যেন দেখতে পাওয়া যায় এবং কাপড় বা টেবিলের তলায় এটি না ঢাকা পড়ে যায়। ভোটদান কক্ষের পিছনদিকে একটি ছিদ্র করে কেব্‌লটি বার করে দিতে হবে। এই ছিদ্রের মাপ এমন হবে যাতে ভোটপত্র ইউনিটের যে অংশ থেকে কেব্‌লটি বেরিয়ে আসছে তা বাইরে থেকে দেখা যায়। তবে এই ছিদ্র এত বেশি প্রশস্ত হবে না যাতে ভোটদানপ্রক্রিয়ার গোপনীয়তা লঙ্ঘিত হয়। ভোটদান কক্ষের ভিতরে ভোটপত্র ও ভিভিপ্যাট বসানোর সময় ভোটদানের গোপনীয়তা যাতে বিঘ্নিত না হয় তা সুনিশ্চিত করতে হবে। ভিভিপ্যাট ইউনিটটি প্রথম ভোটপত্র ইউনিটের বাঁদিকে স্থাপন করতে হবে। এই জন্য এটাও সুনিশ্চিত করতে হবে যাতে ই ভি এম ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের জানালা বা দরজার কাছাকাছি না থাকে। সুনিশ্চিত করতে হবে যে ভিভপ্যাট যেন সরাসরি আলোর নীচে না থাকে।

২.৫ যুগপৎ নির্বাচনে ভোটদান পদ্ধতি

(১) ভোটদাতারা ভোটকেন্দ্রে ঢুকে প্রথমে যাবেন প্রথম পোলিং অফিসারের কাছে। তিনি ভোটদাতাকে ভোটার কার্ড বা নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত বিকল্প নথি দেখে তাঁকে শনাক্ত করবেন।

(২) এরপর ভোটদাতা দ্বিতীয় পোলিং অফিসারের কাছে যাবেন। তিনি প্রথমে ভোটদাতার বামহাতের তর্জনীতে অমোচনীয় কালি দিয়ে চিহ্ন দেবেন এবং ভোটদাতাকে নির্বাচক নিবন্ধে তাঁর স্বাক্ষর বা টিপসই দিতে বলবেন। যদি ভোটদাতা টিপসই দেন, তবে পোলিং অফিসার ভোটদাতাকে তাঁর বুড়ো আঙুলে লেগে থাকা স্ট্যাম্প প্যাডের কালির দাগ টেবিলের উপরে এই উদ্দেশ্যে রাখা এক টুকরো ভিজে কাপড়ের সাহায্যে মুছে ফেলতে বলবেন।

(৩) যখন দ্বিতীয় পোলিং অফিসার ভোটদাতার আঙুলে অমোচনীয় কালি লাগাচ্ছেন এবং নির্বাচক নিবন্ধে স্বাক্ষর বা টিপসই নিচ্ছেন, তখন দ্বিতীয় পোলিং অফিসারের সঙ্গে একই টেবিলে কার্যরত তৃতীয় পোলিং অফিসার একটি সাদা ও আরেকটি গোলাপি কাগজে একই রকম দুটি ভোটার স্লিপ প্রস্তুত করবেন। ভোটদাতার আঙুলে অমোচনীয় কালি ঠিকমতো লাগানো হয়েছে কি না এবং লাগানো কালি যে উঠে যায়নি— তা ভালোভাবে পরীক্ষা করে তৃতীয় পোলিং অফিসার ভোটদাতার হাতে দুটি ভোটার স্লিপই দিয়ে দেবেন।

(৪) **লোকসভা নির্বাচনের জন্য ভোটদান :** দুটি ভোটার স্লিপ হাতে পাওয়ার পর লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে ভোটদানের অধিকারী হয়ে ভোটদাতা যাবেন লোকসভা নির্বাচনের জন্য নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের দায়িত্বে থাকা চতুর্থ পোলিং অফিসারের কাছে। ভোটদাতা সাদা ভোটার স্লিপটি চতুর্থ পোলিং অফিসারের হাতে দেবেন। ঐ ভোটদাতার ভোটদানের পালা যে এসেছে, সে সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে চতুর্থ পোলিং অফিসার তাঁর টেবিলে লোকসভা নির্বাচনের জন্য রাখা নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের ব্যালট বোতামটিতে চাপ দেবেন এবং ভোটদাতাকে লোকসভা নির্বাচনে ভোটদানের জন্য নির্দিষ্ট ভোটদান কক্ষের ভিতরে যেতে বলবেন। সেই সময়েই চতুর্থ পোলিং অফিসার ভোটদাতাকে বলে দেবেন যে লোকসভার জন্য ভোট দেওয়া হয়ে গেলে ভোটদাতা যেন তাঁর গোলাপি রঙের ভোটার স্লিপ নিয়ে বিধানসভা নির্বাচনে ভোট দেওয়ার জন্য পঞ্চম পোলিং অফিসারের কাছে চলে যান। ভোটদাতা তখন লোকসভা নির্বাচনের জন্য নির্দিষ্ট ভোটদান কক্ষে ঢুকে এবং ভিতরে রাখা ব্যালটিং ইউনিটে তাঁর পছন্দের প্রার্থীর নামের পাশের নীল রঙের বোতামে চাপ দিয়ে লোকসভা নির্বাচনের জন্য ভোট দেবেন।

(৫) **বিধানসভা নির্বাচনের জন্য ভোটদান :** লোকসভা নির্বাচনের জন্য ভোটদানের পর ভোটদাতা যেন বিধানসভা নির্বাচনের নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের দায়িত্বে থাকা পঞ্চম পোলিং অফিসারের কাছে যান— তা সুনিশ্চিত করতে হবে। ভোটদাতার কাছ থেকে গোলাপি রঙের স্লিপটি নেওয়ার পর এবং এখন যে ঐ ভোটদাতার ভোটদানের পালা, সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পর পঞ্চম পোলিং অফিসার বিধানসভা নির্বাচনের নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের 'ব্যালট' বোতামে চাপ দিয়ে সেটি চালু করবেন এবং ভোটদাতাকে বিধানসভা নির্বাচনে ভোটদানের উদ্দেশ্যে ভোটদানকক্ষের ভিতরে যেতে ভোটদাতার আঙুলে ঠিকমতো লেগে রয়েছে কিনা, তা দেখে নেবেন।

২.৬ অন্যান্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা

(১) যদি আপনার ভোটকেন্দ্রে খুবি বেশি সংখ্যক পর্দানশীন (বোরখা পরিহিত) মহিলা ভোটদাতা থাকেন, তাহলে যথাযথ গোপনীয়তা, ভদ্রতা, সৌজন্য বজায় রেখে একটি পৃথক ঘেরা জায়গায় একজন মহিলা পোলিং অফিসার কর্তৃক তাদের পরিচয় নির্ধারণ ও বাম হাতের তর্জনীতে অমোচনীয় কালি দেওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে। এই পৃথক জায়গার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ কম খরচে স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত চারপাই বা কাপড় ঘিরে দিয়ে করতে হবে।

(২) যদি একই বাড়িতে একাধিক ভোটগ্রহণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়, তাহলে ভোটদাতাদের পৃথক রাখবার জন্য সন্তোষজনক ব্যবস্থা আপনাকে নিতে হবে এবং বিশৃঙ্খলা এড়িয়ে প্রতিটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের সামনে তাঁদের পৃথক পৃথক স্থানে অপেক্ষা করার ব্যবস্থা করতে হবে।

(৩) ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে তিনটি লাইন থাকবে— একটি পুরুষ ভোটারদের জন্য, একটি মহিলা ভোটারদের জন্য এবং তৃতীয়টি শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী ও প্রবীণ নাগরিকদের জন্য। প্রতি দুইজন মহিলা ভোটার পিছু একজন পুরুষ ভোটারকে ভোট দেওয়ার অনুমতি দেবেন।

(৪) যদি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রটি কোনো ব্যক্তিগত ভবন/প্রতিষ্ঠানে অবস্থিত হয়, তাহলে ঐ ভবন ও তার চতুর্দিকে ১০০ মিটার ব্যাসার্ধ পর্যন্ত এলাকা আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকবে। মালিকের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কোনো সশস্ত্র বা নিরস্ত্র নজরদার কর্মীকে (চৌকিদার/পাহারাদার বা অন্য কাউকে) ভোটগ্রহণ কেন্দ্র বা তার চতুর্দিকে ২০০ মিটার ব্যাসার্ধ এলাকার মধ্যে থাকতে দেওয়া হবে না। ভোটগ্রহণ কেন্দ্র ও উক্ত চতুস্পার্শ্বস্থ এলাকার নিরাপত্তার ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবেই আপনার নিয়ন্ত্রণাধীন পুলিশের দায়িত্বে থাকবে।

(৫) রাজনৈতিক দলের নেতাদের ছবি, প্রতীক বা নির্বাচন সম্পর্কিত কোনো স্লোগান প্রদর্শন করা চলবে না এবং এরকম কিছু যদি আগে থেকেই সেখানে থেকে থাকে, তাহলে ভোটগ্রহণ শেষ হওয়া পর্যন্ত সেগুলিকে অপসারিত করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(৬) ভোটগ্রহণের দিন ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের অভ্যন্তরে রান্না বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে আগুন জ্বালাতে দেওয়া চলবে না।

২.৭ বিজ্ঞপ্তি প্রদর্শন

(১) প্রত্যেক ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের বাইরে স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করুন—

- বিনির্দিষ্ট ভোট গ্রহণের এলাকা এবং উক্ত ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের আওতাভুক্ত ভোটারদের বিশদ বিবরণ সম্বলিত একটি বিজ্ঞপ্তি
- ৭ ক নিদর্শে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নামের একটি তালিকা।

(২) বিজ্ঞপ্তি ও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নামের তালিকায় ভাষা ও অনুক্রমিক বিন্যাস একই হবে।

(৩) ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের প্রবেশ দ্বারের সামনের বাইরের দেওয়ালে ভোটারদের ভোটদানে সহায়তা পোস্টারগুলি প্রদর্শিত হবে।

(৪) প্রমাণ আকারের কার্ড বোর্ডের তৈরি নকল ব্যালটপত্রে ই ভি এম ব্যালট ইউনিটের একটি ছাপানো নমুনা প্রতিচ্ছবি সহ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তালিকার একটি প্রতিলিপি রেখে ভোটারদের ভোটদানে সহায়তা করা হবে।

(৫) একটি বার্তা প্রদর্শিত হবে— **"আপনি ওয়েব ক্যামেরা/সিসি টিভি-র নজরদারির আওতায় রয়েছেন।"**

২.৮ যেসব ব্যক্তির ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রবেশাধিকার রয়েছে

(১) আপনার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত নির্বাচকরা ছাড়া কেবলমাত্র নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারেন

- পোলিং অফিসারগণ;
- প্রত্যেক প্রার্থী, তাঁর নির্বাচন এজেন্ট এবং একই সময়ে প্রত্যেক প্রার্থীর যথানিয়মে নিযুক্ত একজন পোলিং এজেন্ট;
- কমিশন কর্তৃক প্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রচার মাধ্যমের ব্যক্তিবর্গ;
- নির্বাচন সংক্রান্ত কর্তব্যে নিযুক্ত সরকারি কর্মচারীবৃন্দ, কমিশন কর্তৃক নিযুক্ত পর্যবেক্ষকগণ;
- সমস্যাজনক ক্ষেত্রে/স্পর্শকাতর নির্বাচন কেন্দ্রে মাইক্রো পর্যবেক্ষক/ ভিডিও চিত্রগ্রাহক/ চিত্রগ্রাহক/ ওয়েবকাস্টিং-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীগণ;
- কোনো নির্বাচকের সঙ্গে আসা কোলের শিশু;
- সাহায্য ছাড়া চলতে অক্ষম, এমন কোনো অন্ধ বা অশক্ত নির্বাচকদের সঙ্গে আসা সাহায্যকারী কোনো ব্যক্তি, এবং
- অন্যান্য ব্যক্তি যাঁদের আপনি ভোটদাতাদের শনাক্তকরণের উদ্দেশ্যে ডেকে পাঠাবেন বা যাঁরা নির্বাচন পরিচালনা করতে অন্য কোনোভাবে আপনাকে সাহায্য করবেন।
- রিটার্নিং অফিসারদের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের সচিত্র পরিচয়পত্র প্রদান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাঁরা যদি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে আসেন, প্রয়োজন হলে, তাঁদের আপনি তা দেখাতে বলতে পারেন। একইভাবে প্রার্থীদের নির্বাচন এজেন্টদেরও রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক প্রত্যয়িত সচিত্র—নিয়োগপত্রের প্রতিলিপি দেখাতে বলা যেতে পারে।

(২) আপনাকে মনে রাখতে হবে যে, "নির্বাচন সংক্রান্ত কর্তব্যে নিযুক্ত সরকারি কর্মচারী"-র সংজ্ঞায় সাধারণত পুলিশ অফিসাররা অন্তর্ভুক্ত নন। এই ধরনের অফিসাররা (উর্দি পরিহিত বা সাদা পোশাকে যেভাবেই থাকুন না কেন), সাধারণ নিয়মানুযায়ী ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভিতরে প্রবেশ করতে পারেন না, তবে আপনি আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বা অনুরূপ উদ্দেশ্যে প্রয়োজন মতো কোনো সময় তাঁদের ভিতরে ডাকতে পারেন। কোনো অত্যাবশ্যক কারণ ছাড়া ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে তাঁদের উপস্থিতি অনেক ক্ষেত্রে কোনো কোনো প্রার্থী বা দলের পক্ষ থেকে অভিযোগের কারণ হয়েছে, যেহেতু তাঁরা অভিযোগ করেছেন যে তাঁদের এজেন্টরা অযথা শক্তি প্রদর্শনের ফলে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন।

(৩) একইভাবে কোন নির্বাচক, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা তাঁর নির্বাচনী এজেন্ট বা পোলিং এজেন্টকে নিরাপত্তা রক্ষীসহ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। শুধুমাত্র জেড প্লাস নিরাপত্তাপ্রাপ্ত ব্যক্তি সাদা পোশাকের একজন দেহরক্ষী সহ প্রবেশ করতে পারেন, কিন্তু সেই দেহরক্ষী তাঁর অস্ত্র লুক্কায়িত অবস্থায় রাখবেন।

(৪) আপনাকে এটিও লক্ষ্য রাখতে হবে যে উপরিউক্ত "নির্বাচনী কার্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সরকারি কর্মচারী" উদ্ধৃতিটির মধ্যে কেন্দ্রীয় বা রাজ্যস্তরের মন্ত্রী, রাষ্ট্রমন্ত্রী বা উপমন্ত্রীরা পড়েন না। রাষ্ট্রের ব্যয়ে যে সমস্ত কেন্দ্রীয় বা রাজ্যস্তরের মন্ত্রী, রাষ্ট্রমন্ত্রী বা উপমন্ত্রীর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয় তাঁদের কমিশনের নির্দেশানুযায়ী পোলিং এজেন্ট হিসাবে কাজ করার অনুমতি দেওয়া হয় না।

(৫) বর্তমান স্থায়ী নির্দেশ অনুসারে, মন্ত্রী বা রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে থাকা নিরাপত্তাকর্মীরা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভিতরে প্রবেশ করতে পারবেন না। তাঁরা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের দরজায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে পারবেন, কিন্তু কোনো অবস্থাতেই নির্বাচন পরিচালনার কাজে কোনোরকম হস্তক্ষেপ করবেন না।

(৬) উপরের বর্ণনা অনুযায়ী ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে লোকজনের প্রবেশ অত্যন্ত কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, এর অন্যথা হলে ভিড় বাড়বে এবং পরিণামে গোলমাল ও আইনশৃঙ্খলার সমস্যা দেখা দেবে, নির্বিঘ্নে নির্বাচন পরিচালনার কাজও ব্যাহত হবে।

(৭) ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে কোনো ব্যক্তির উপস্থিতি সম্বন্ধে আপনার কোনো যুক্তিগ্রাহ্য সন্দেহের কারণ ঘটলে তাঁর কাছে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রবেশের জন্য কর্তৃপক্ষের বৈধ অনুমতি পত্র থাকলেও আপনি প্রয়োজনে মনে করলে তাঁর দেহ তল্লাশি করাতে পারেন।

(৮) আপনার কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে আপনি কেবলমাত্র নির্বাচন কমিশনের নির্দেশাবলির প্রতি দায়বদ্ধ থাকবেন।

(৯) স্থানীয় অফিসার বা অন্য কোনো কর্মচারী বা নির্বাচকের শনাক্তকরণ বা নির্বাচন পরিচালনায় অন্যভাবে আপনাকে সাহায্যের জন্য আপনি কোনো সহায়িকা নিয়োগ করে থাকলে সাধারণ অবস্থায় তাঁকে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের প্রবেশ পথের বাইরেই বসাতে হবে। একমাত্র কোনো নির্দিষ্ট ভোটদাতাকে শনাক্তকরণের জন্য বা নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত কোনো কাজে আপনাকে সাহায্য করার জন্য তাঁকে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভিতরে কাউকেই কথাবার্তা বা ইঙ্গিতে ভোটদাতাদের কোনো বিশেষভাবে ভোট দেওয়ার জন্য প্রভাবিত করতে বা প্রভাবিত করার চেষ্টা করতে দেওয়া হবে না।

২.৯ পোলিং এজেন্টদের নিয়োগপত্র দান ও নিয়োগ বাতিল করা

(১) প্রত্যেক প্রার্থী প্রতিটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের জন্য একজন করে পোলিং এজেন্ট ও দুজন করে রিলিভিং এজেন্ট নিয়োগ করতে পারেন। অবশ্য যে কোনো সময় ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভিতরে মাত্র একজন পোলিং এজেন্টই থাকার অনুমতি পাবেন।

(২) প্রার্থী বা তাঁর নির্বাচনী এজেন্ট যে কোনো সময় একজন পোলিং এজেন্টের নিয়োগপত্র বাতিল করতে পারেন। নির্দিষ্ট নিদর্শে প্রার্থী বা তাঁর নির্বাচনী এজেন্ট একজন পোলিং এজেন্টের নিয়োগপত্র বাতিল করতে পারেন। (পোলিং এজেন্টদের হ্যান্ডবুকের সাম্প্রতিক সংস্করণ দেখুন)

(৩) যদি কোনো পোলিং এজেন্টের নিয়োগ বাতিল করা হয় বা ভোটগ্রহণ সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে যদি কোনো পোলিং এজেন্টের মৃত্যু ঘটে প্রার্থী বা তাঁর নির্বাচনী এজেন্ট যে কোনো সময় ভোটগ্রহণ সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে অপর একজন পোলিং এজেন্টকে নিয়োগ করতে পারেন। (পোলিং এজেন্টদের হ্যান্ডবুকের সাম্প্রতিক সংস্করণ দেখুন)

২.১০ পোলিং এজেন্ট হিসেবে নিয়োগের যোগ্যতামান

(১) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের দ্বারা নিযুক্ত পোলিং এজেন্টদের সংশ্লিষ্ট ভোটগ্রহণ কেন্দ্র এলাকারণ সাধারণভাবে বসবাসকারী ও নির্বাচক হতে হবে নাহলে একই বিধানসভা নির্বাচনক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থিত লাগোয়া ভোটগ্রহণ কেন্দ্র এলাকারই সাধারণভাবে বসবাসকারী ও নির্বাচক হতে হবে। কমিশন এখন নিয়মাবলি আরও শিথিল করেছে এবং এখন একই বিধানসভা নির্বাচনক্ষেত্রের যে কোনো ভোটারকে পোলিং এজেন্ট হিসাবে নিয়োগ করা যেতে পারে, যদি ঐ একই ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের থেকে কাউকে পোলিং এজেন্ট হিসাবে নিয়োগ করা সম্ভব না হয়। ঐ পোলিং এজেন্টদের অবশ্যই নিজ নিজ নির্বাচকের সচিত্র পরিচয়পত্র (এপিক) অথবা সরকার বা সরকারি সংস্থার দ্বারা প্রদত্ত পরিচয় বহনকারী শনাক্তকরণ ব্যবস্থা অর্থাৎ আইডেন্টিফিকেশন ডিভাইস থাকতে হবে।

(২) প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী কর্তৃক প্রস্তাবিত পোলিং এজেন্টের নির্বাচকের সচিত্র পরিচয়পত্র (এপিক) যদি না থাকে তা হলে রিটার্নিং অফিসার সংশ্লিষ্ট প্রার্থী বা তাঁর নির্বাচনী এজেন্টের লিখিত অনুরোধক্রমে ঐ নির্বাচককে সচিত্র পরিচয়পত্র দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। সহজ ও দ্রুত পরিচিতি প্রতিষ্ঠার স্বার্থে সমস্ত পোলিং এজেন্ট যাতে ভোটগ্রহণের দিন সচিত্র পরিচয়পত্রটি শরীরে দৃষ্টিগোচরভাবে লাগিয়ে রাখেন তা আপনি সুনিশ্চিত করবেন।

(৩) গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান/গ্রাম পঞ্চায়েত সরপঞ্চ, কাউন্সিলর বা পৌরসভার সদস্যগণ এবং স্থানীয় ব্যক্তিগণকে পোলিং এজেন্ট হিসাবে নিয়োগ করার ব্যাপারে কোনো নিষেধ নেই।

২.১১ পোলিং এজেন্ট কর্তৃক নিয়োগপত্র প্রদর্শন

(১) প্রার্থী বা তাঁর নির্বাচন এজেন্ট ১০ নং নিদর্শে যে নিয়োগপত্র দিয়েছেন প্রত্যেকে পোলিং এজেন্ট সেই নিয়োগপত্র আপনার কাছে পেশ করবেন। এই নিয়োগ আপনার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের জনাই করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখুন। আপনার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের জন্য ঐ পোলিং এজেন্ট নিযুক্ত হয়েছেন সে বিষয়ে নিশ্চিত হবার পর ঐ পোলিং এজেন্ট নিদর্শটি পূরণ করে আপনার উপস্থিতিতে ঘোষণায় স্বাক্ষর করে আপনার হাতে দিলে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে তাঁকে প্রবেশ করতে দেবেন। যে কোনো সময় ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভিতরে কোনো বিশেষ প্রার্থীর একজনের বেশি পোলিং এজেন্ট বা রিলিভিং এজেন্ট যেন উপস্থিত না থাকেন তা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রিসাইডিং অফিসার তাঁদের জন্য এন্ট্রি পাস **(অনুবন্ধ-১২)** ইস্যু করবেন এবং অনুবন্ধ-১৩-য় সংযোজিত বিনির্দিষ্ট ফরম্যাট-এ এইসব এন্ট্রি পাসগুলির হিসাব রেখে দেবেন ও নির্দিষ্ট খামে ভরে সেগুলি অন্যান্য নির্বাচনী সামগ্রীর সঙ্গে রিসিভিং সেন্টারে যাবতীয় নথিপত্র সমেত জমা করে দেবেন। কোনো পোলিং এজেন্ট কর্তৃক ১০নং নিদর্শে আপনাকে দেওয়া নিয়োগপত্র সম্পর্কে আপনার কোনো সন্দেহ দেখা দিলে রিটার্নিং অফিসারের পক্ষ থেকে আপনাকে দেওয়া প্রার্থী বা তাঁর নির্বাচন এজেন্টের নমুনা স্বাক্ষরের সঙ্গেই নিদর্শের স্বাক্ষরটি মিলিয়ে দেখুন।

২.১২ পোলিং এজেন্টদের উপস্থিতি

(১) প্রার্থীদের পোলিং এজেন্টদের ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার অন্তত ৯০ মিনিট আগে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে পৌঁছতে বলা হবে, যাতে আপনার প্রারম্ভিক কাজকর্ম সারার সময় তাঁরা উপস্থিত থাকতে পারেন। প্রারম্ভিক কাজকর্মের কোনো অংশ যদি ইতিমধ্যেই সারা হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে বিলম্বে আগত কোনো ব্যক্তির জন্য সেগুলি প্রথম থেকে করে দেখানোর কোনো প্রয়োজন নেই।

(২) আইনে পোলিং এজেন্ট নিয়োগের কোনো সময়সীমা নির্দিষ্ট করা নেই এবং এমনকি যদি কোনো পোলিং এজেন্ট দেরি করে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে আসেন, তাঁকেও ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের পরবর্তী কাজকর্মে অংশগ্রহণ করতে দিতে হবে।

(৩) প্রত্যেক ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে একজন পোলিং এজেন্ট/রিলিভিং এজেন্টের ঢোকা বা বেরোনোর বিষয়ে একটি 'মুভমেন্ট শীট' ব্যবহার করতে হবে যেখানে পোলিং এজেন্টদের ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ঢোকা এবং বেরোনোর সময় উল্লেখ করে স্বাক্ষর করতে হবে। ভোট সমাপ্ত হলে প্রিসাইডিং অফিসার অন্যান্য নথিপত্র সহ ইভিএম গ্রহণ কেন্দ্রে ঐ শীট জমা করবেন। অনুবন্ধ-১১-তে একটি ঐরূপ পোলিং এজেন্ট/রিলিভিং এজেন্টের নমুনা ''মুভমেন্ট শীট'' দেওয়া হয়েছে।

(৪) আর ও/এ আর ও/প্রধান পুলিশ আধিকারিকগণ/সেক্টর অফিসার/কন্ট্রোল রুম ইত্যাদির ফোন নম্বর প্রত্যেক ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের একটি দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন করতে হবে যাতে যে কোনো সমস্যায় পোলিং এজেন্টরা যথাযথ স্থানে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি জানানোর জন্য ফোন করতে পারেন।

২.১৩ পোলিং এজেন্টদের জন্য পাস

ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে আগত প্রত্যেক পোলিং এজেন্টকে এমন একটি পাস বা প্রবেশপত্র দিন যার সাহায্যে তিনি প্রয়োজন মত ভোটগ্রহণ কেন্দ্র থেকে ঢুকতে বা বেরোতে পারবেন। অবশ্য কোনো পোলিং এজেন্ট যে নির্বাচক তালিকার কপি নিয়ে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের বাইরে যাচ্ছেন না, সে বিষয়ে সুনিশ্চিত হতে হবে। এছাড়া, দুপুর তিনটের পরেও কোন পোলিং এজেন্টকে প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দেওয়া বা এধরনের কারণবশত ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের বাইরে যাবার ও পরে ফিরে আসার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। তবে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একজন প্রার্থীর মাত্র একজন পোলিং এজেন্ট বা তাঁর পরিবর্তকেই ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভিতরে থাকতে দেওয়া যাবে। প্রিসাইডিং অফিসার পোলিং এজেন্টদের ভোটগ্রহণ সম্পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত ই ভি এম সিল করার প্রণালী ও ঘোষণাপত্র স্বাক্ষর ইত্যাদির জন্য ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভিতরে থেকে যাওয়ার ব্যাপারে অবগত করবেন। কমিশনের স্থায়ী নির্দেশ অনুযায়ী, পোলিং এজেন্টরা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভিতরে সেলুলার ফোন, কর্ডলেস ফোন বা ওয়ারলেস সেট ব্যবহার করতে পারবেন না। কোনও অবস্থাতেই কোনো পোলিং এজেন্টকে বাইরে স্লিপ পাঠিয়ে কোন ভোটদাতা ভোট দিয়েছেন বা দেননি তা জানানোর জন্য অনুমতি দেওয়া যাবে না।

২.১৪ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভিতরে পোলিং এজেন্টদের বসার ব্যবস্থা

(১) পোলিং এজেন্টদের বসার ব্যবস্থা এমনভাবে করতে হবে যে যখনই একজন ভোটদাতা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রবেশ করবেন এবং প্রথম পোলিং অফিসার তাকে শনাক্ত করবেন, তখন তাঁরা যেন ঐ ভোটদাতার মুখ দেখতে পান এবং প্রয়োজনে তাঁর পরিচয় চ্যালেঞ্জ করতে পারেন। প্রিসাইডিং অফিসারের টেবিল/তৃতীয় পোলিং অফিসারের টেবিলে রাখা নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের সামগ্রিক পরিচালনা এবং ভোটদাতার প্রিসাইডিং অফিসারের টেবিল/তৃতীয় পোলিং অফিসারের টেবিল থেকে ভোটদান কক্ষে যাওয়া ও ভোট দেওয়ার পর ভোটগ্রহণ কেন্দ্র ত্যাগ করা পর্যন্ত প্রক্রিয়াই যাতে তাঁর দেখতে পান সে ব্যবস্থাও করতে হবে। কিন্তু তাঁদের কখনই এমন জায়গায় বসতে দেওয়া হবে না যেখান থেকে ভোটপত্র ইউনিট ও ভোটদাতা তাঁর পছন্দ অনুসারে কোন বোতামে চাপ দিচ্ছেন তা দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই জন্য আপনি যদি চিহ্নিত ভোটার তালিকার দায়িত্বপ্রাপ্ত পোলিং অফিসারের ঠিক পিছনের দিকে পোলিং এজেন্টদের বসার ব্যবস্থা করেন তাহলে ভালো হয়। দরজার অবস্থানের কারণে কোথাও যদি এই বিষয়টি বাস্তবসম্মত না হয় সেক্ষেত্রে তাঁদের পোলিং অফিসারদের বিপরীতে বসার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

(২) ভোটগ্রহণ কেন্দ্রটি খুব ছোট ও সংকীর্ণ স্থানবিশিষ্ট হলে অথবা সংশ্লিষ্ট নির্বাচন কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা অস্বাভাবিক বেশি হওয়ার কারণে বেশি সংখ্যক পোলিং এজেন্টদের উপস্থিতি ঘটলে, সেক্ষেত্রে পোলিং এজেন্টদের জন্য বসার স্থান সংকুলন করতে পর্যবেক্ষক(দের)-এর উপযুক্ত পরামর্শ ও সম্মতি নিতে হবে। প্রিসাইডিং অফিসার পোলিং এজেন্টদের বসার ব্যবস্থার ব্যাপারে এস ও/আর ও-র সঙ্গে আলোচনা করে নিতে পারেন।

(৩) কমিশনের সর্বশেষ নির্দেশানুসারে প্রার্থীদের পোলিং এজেন্টদের বসবার ব্যবস্থা নিম্নলিখিত অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে করতে হবে।

- স্বীকৃত জাতীয় দলগুলির প্রার্থীবর্গ
- স্বীকৃত রাজ্য দলগুলির প্রার্থীবর্গ
- অন্য রাজ্যের স্বীকৃত রাজ্য দলের সংরক্ষিত প্রতীক ব্যবহারের অনুমতিপ্রাপ্ত প্রার্থীবর্গ
- স্বীকৃতিবিহীন কিন্তু নিবন্ধিত দলের প্রার্থীবর্গ
- নির্দল প্রার্থীবর্গ

২.১৫ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভিতরে ধূমপান নিষিদ্ধ

ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভিতরে ধূমপান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সুতরাং আপনি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের মধ্যে কাউকে ধূমপান করতে অনুমতি দেবেন না।

২.১৬ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধি, আলোকচিত্রী ও ভিডিওচিত্র গ্রাহকদের জন্য সুবিধা

(১) নির্বাচন প্রক্রিয়া চলাকালীন কিছু গুরুতর ঘটনার এবং অতিমাত্রায় স্পর্শকাতর ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলির জন্য ভিডিও চিত্র তোলার যতদূর সম্ভব ব্যবস্থা করার জন্য কমিশন ইতিমধ্যেই নির্দেশ জারি করেছে। মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শ অনুযায়ী কমিশন এখন নির্দেশ দিয়েছে যে, পর্যবেক্ষকের পরামর্শক্রমে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভিতরেও ভিডিওগ্রাফি করা যেতে পারে। তবে, ভিডিওগ্রাফি করার সময় যাতে এর ফলে ভোটের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ণ না হয়, তা সুনিশ্চিত করতে হবে। অর্থাৎ কোনো ভোটদাতার ভোটদানের ভিডিও চিত্র যাতে না তোলা হয়, তা সুনিশ্চিত করতে হবে। যদিও সুশৃঙ্খলভাবে নির্বাচন চালানোর প্রয়োজনে ও ভোটের গোপনীয়তা রক্ষার প্রয়োজনে, প্রচার মাধ্যমের কোনো লোককে বা অননুমোদিত কোনো ব্যক্তিকে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভিতরে ফটো/ভিডিও ফটো তুলতে দেওয়া যাবে না।

(২) শান্তিশৃংখলা রক্ষার সাপেক্ষে কোনো আলোকচিত্রীর ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের বাইরে সারিতে জমায়েত হওয়া ভোটদাতাদের আলোকচিত্র গ্রহণে আপত্তি নেই। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভিতরে কোনো ব্যক্তির প্রকৃত ভোটদান— প্রক্রিয়া বা ভোটকক্ষের ছবি তুলতে পারবেন না। কোনো অবস্থাতেই ভোটযন্ত্রের ভোটপত্র ইউনিটের মাধ্যমে ভোট প্রদানকারী কোনো ভোটদাতার আলোকচিত্র গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হবে না।

(৩) মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক বা রিটার্নিং অফিসার কারোরই, যিনি ভোটদাতা নন বা ভোটগ্রহণের কাজে আপনাকে সাহায্য করার জন্য যাঁর উপস্থিতির কোনোই প্রয়োজন নেই এমন কোনো ব্যক্তিকে আপনার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রবেশ করার জন্য প্রাধিকার প্রদানের ক্ষমতা নেই। রাজ্য সরকারের প্রচার কর্মী সমেত এমন যে কোনো ব্যক্তিকে কমিশনের অনুমতি পত্র ছাড়া ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রবেশ করার জন্য অনুমতি দেওয়া হবে না।

২.১৭ আলোকচিত্র/ভিডিও চিত্র

মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের (২০০৩-এর ৯২২৮ নং দেওয়ানি আপিল- জনক সিং বনাম রাম রাম দাস রাই ও অন্যান্য মামলায় ১১/০১/২০০৫ তারিখের রায়) পরামর্শক্রমে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ডিজিটাল আলোকচিত্র/ভিডিও চিত্র নেওয়ার সূচনা হয়েছিল। কমিশন এখন নির্দেশ দিয়েছে যে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভিতরেও আলোকচিত্র নেওয়া যেতে পারে। নির্বাচন প্রক্রিয়া চলাকালীন যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ভিডিও চিত্র তোলার ব্যবস্থা করার জন্যও কমিশন নির্দেশ জারি করেছে।

(১) তবে, কোনো অবস্থাতেই ভিডিওগ্রাফি করার সময় এর ফলে যেন ভোটের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ণ না হয়, তা সুনিশ্চিত করতে হবে। একমাত্র কমিশন নির্দিষ্টভাবে যেসব ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ছবি তোলার নির্দেশ দিয়েছে সেখানেই এই কাজ করা হবে।

(২) একজন আলোকচিত্রী নিম্নোক্ত বিষয়গুলির ছবি তুলবেন এপিকবিহীন/ই সি আই কর্তৃক অনুমোদিত অন্যান্য সচিত্র পরিচয়পত্রধারী যে সব ভোটাররা আসছেন ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রবেশের অব্যবহিত পরে তাঁদের সকলের আলোকচিত্র/ভিডিও চিত্র সেই ক্রমাংক অনুসারে তুলতে হবে যে ক্রমাংক অনুসারে তাঁদের নাম ১৭ ক নিদর্শে লেখা হচ্ছে। ভোটদান কক্ষের ভিতরে যেন কোনো আলোকচিত্র/ভিডিও চিত্র না নেওয়া সে বিষয়টি প্রিসাইডিং অফিসারকে সুনিশ্চিত করতে হবে।

(৩) অন্যান্য যেসব গুরুতর ঘটনার ফটো/ভিডিও তুলতে হবে

- ভোট গ্রহণ শুরু হওয়ার পূর্বেই ভি এম সিল করা ও মহড়া ভোট গ্রহণ (Mock Poll)।
- ভোটদান কক্ষের অবস্থান। এই ভিডিও ভোট গ্রহণ শুরু হওয়ার পূর্বেই তুলে নিতে হবে।
- পোলিং এজেন্টগণ উপস্থিত আছেন এরকম ছবি।
- এ এস ডি তালিকা অনুযায়ী চ্যালেঞ্জ ভোট/ টেন্ডার ভোট/মিসিং ভোটার-দের ক্ষেত্রে নির্বাচকের ছবি
- ভোট গ্রহণ সমাপ্ত হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট সময়ে বাইরে অপেক্ষারত ভোটারদের সারি ও ঐ সারির শেষ ভোটার।
- প্রার্থীগণ সহ সেক্টর অফিসার, পর্যবেক্ষণ ও আরো অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা বা উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির আগমন
- মহড়া ভোট গ্রহণ ও ভোট গ্রহণ শুরু হওয়ার ছবি তোলা ছাড়াও কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী/পুলিশ কর্মীদের উপস্থিতির প্রমাণস্বরূপ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের বোর্ডের সম্মুখে দণ্ডায়মান নিরাপত্তা কর্মীর ছবি তুলে রাখতে হবে।
- ভোটারদের প্রীতি প্রদর্শনের মতো যদি কোনো চেষ্টা করা হয়।
- ভোটারদের প্রলোভন দেখানো/উৎকোচ প্রদানের মতো যদি কোনো চেষ্টা করা হয়।
- ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ১০০ মিটারের মধ্যে যদি ভোটের প্রচার চালানো হয়।
- ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে নিশ্চিতভাবে যেসব ন্যূনতম সুযোগসুবিধা থাকা উচিত।
- ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে যে কোনো ধরনের বিবাদ বিসম্বাদের মতো ঘটনা।
- ডি ই ও/আর ও কর্তৃক বিনির্দিষ্ট অন্য যে কোনো প্রক্রিয়া বা ঘটনাসমূহ।

(৪) ভোট গ্রহণ সমাপ্ত হওয়ার পর ফটোগ্রাফার/ভিডিওগ্রাফার এই মর্মে একটি ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করবেন "আমি .... নং ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে .... তারিখে সমস্ত ভোটারদের ফটো/ভিডিও তুলেছি এবং আমার ক্যামেরায় এখন মোট .... সংখ্যক ফটো আছে।"

২.১৮ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ওয়েব কাস্টিং ব্যবহার

(১) নির্বাচন পরিচালনার কাজে স্বচ্ছতা ও কর্মদক্ষতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে কমিশন ভোট গ্রহণের দিন নজরদারির কাজে কার্যকরী উপায়ে ওয়েব কাস্টিং ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছে। ওয়েব কাস্টিং-এর উদ্দেশ্য হলো

- ভারতের নির্বাচন কমিশন, মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক, জেলা নির্বাচনী আধিকারিক, রিটার্নিং অফিসার ও কন্ট্রোল রুমের দায়িত্বে থাকা ভিউইং টিম যেন বাস্তব পরিস্থিতি (রিয়্যাল টাইম) অনুসারে নির্বাচনী প্রক্রিয়া পরিদর্শন করতে পারেন।
- নির্বাচনী প্রক্রিয়ার উপরে কার্যকরী উপায়ে নজর রাখা এবং বিঘ্ন সৃষ্টিকারী ও অনিষ্টকারীদের নিরস্ত করা, নির্বাচকগণের মনে আত্মবিশ্বাস জোগানো, নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মধ্যে স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখা।

(২) ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ওয়েব কাস্টিং চলাকালীন ক্যামেরা এমন ভাবে বসাতে হবে যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির যেন স্পষ্ট ছবি দেখা যায়।

- ভোটারদের সারি
- পোলিং অফিসার কর্তৃক ভোটারদের শনাক্তকরণের প্রক্রিয়া
- আঙুলে অমোচনীয় কালি লাগানোর কাজ
- সন্তোষজনকভাবে ভোটারের শনাক্তকরণের প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর প্রিসাইডিং অফিসার কর্তৃক কন্ট্রোল ইউনিট চালু করা।
- ভোট দেওয়ার জন্য ভোটার যখন ভোটদান কক্ষে প্রবেশ করবেন তখন ক্যামেরা কোনো অবস্থাতেই ব্যালট ইউনিটের সম্মুখভাগের ছবি তুলবে না, যাতে ভোটদানের গোপনীয়তা সুরক্ষিত থাকে।

(৩) যাবতীয় স্পর্শকাতর ভোটগ্রহণ কেন্দ্র ও বিপদসংকুল এলাকায় অবস্থিত ভোটগ্রহণ কেন্দ্র বা সহায়ক ভোটগ্রহণ কেন্দ্র সহ মোট ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ন্যূনতম ৫০ শতাংশের, যেটি বেশি হবে, ওয়েব কাস্টিং করতে হবে।

(৪) ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে বড় বড় অক্ষরে একটি বার্তা প্রদর্শিত হবে—"আপনি ওয়েব ক্যামেরা/সিসি টিভি-র নজরদারির আওতায় রয়েছেন।"

(৫) এছাড়াও ওয়েব কাস্টিং-এর জন্য ব্যবহৃত উপরোক্ত কাঠামোয় কোনো রকম বিজ্ঞাপন যেন প্রদর্শিত না হয় সে বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে হবে।

২.১৯ কমিশন কর্তৃক নিযুক্ত পর্যবেক্ষকদের জন্য সুবিধা

(১) কমিশন সাধারণত নির্বাচনে পর্যবেক্ষক নিয়োগ করছেন। তাঁরা হলেন ১৯৫১ সালের জন্য প্রতিনিধিত্ব আইনের ২০ (খ) ধারা বলে কমিশন কর্তৃক নিযুক্ত বিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ।

(২) নির্বাচনের দিন কোনো পর্যবেক্ষক আপনার ভোটগ্রহণকেন্দ্রে পরিদর্শনে যেতে পারেন। এমন হতে পারে যে, তিনি ঐ নির্বাচন কেন্দ্র পরিদর্শনের কাজ আপনার ভোটগ্রহণ কেন্দ্র পরিদর্শনের মাধ্যমেই শুরু করতে পারেন এবং নির্বাচন শুরু হওয়ার আগে আপনি যখন প্রারম্ভিক কাজকর্ম সারছেন তখন হয়তো সেখানে তিনি উপস্থিত থাকতে পারেন। যখন তিনি আপনার ভোটগ্রহণ কেন্দ্র পরিদর্শন করবেন তাঁকে আপনি যথোচিত সৌজন্য ও সম্মান প্রদর্শন করবেন এবং কমিশনকে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য তিনি আপনার কাছ থেকে যেসব তথ্য চাইবেন আপনি তাঁকে সেগুলি জানাবেন। গতানুগতিক তথ্যসমূহের অতিরিক্ত কোনো তথ্য থাকলে তাও আপনি পর্যবেক্ষককে জানাবেন। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের অনুপস্থিত, স্থানান্তরিত ও দু'জায়গায় নাম আছে এমন ভোটদাতার তালিকাও (এ এস ডি তালিকা) আপনি পর্যবেক্ষক বা মাইক্রো অবজার্ভারকে দেবেন। পর্যবেক্ষকদের ইতিমধ্যেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ও এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তিনি শুধু আপনার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোটগ্রহণের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন, কিন্তু আপনাকে কোনো নির্দেশ দেবেন না। অবশ্য তিনি যদি নির্বাচকদের আরো সুবিধাদানের লক্ষ্যে বা আপনার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোট গ্রহণের কাজ আরো মসৃণভাবে করার জন্য কোনো প্রস্তাব দেন তবে আপনি সেই পরামর্শ যথাযথভাবে বিবেচনা করবেন। একইসঙ্গে, আপনার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে আপনি যদি কোনো বিশেষ সমস্যার মুখোমুখি হন বা কোনো অসুবিধা অনুভব করেন, সেক্ষেত্রে আপনি সেগুলি তাঁর গোচরে আনতে পারেন, কারণ তিনি সেই সমস্যা সমাধানের বা সেই অসুবিধা দূরীকরণের জন্য বিষয়টি রিটার্নিং অফিসার বা অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের গোচরে এনে প্রয়োজনীয় প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে আপনাকে সাহায্য করতে পারবেন।

(৩) পর্যবেক্ষকরা কমিশনের দেওয়া ব্যাজ ধারণ করবেন এবং কমিশনের ইস্যু করা নিয়োগপত্র ও প্রাধিকারপত্র সঙ্গে রাখবেন। প্রিসাইডিং অফিসারের ডায়েরির সঙ্গে পিন আঁটা অবস্থায় যে পরিদর্শন শিট দেওয়া থাকবে সেটিতে স্বাক্ষর করার জন্য পর্যবেক্ষকদের অনুরোধ করতে হবে। ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পর আপনি প্রিসাইডিং অফিসারের ডায়েরির সঙ্গে এটিও জমা দেবেন।

২.২০ মাইক্রো অবজার্ভার

(১) এই মাইক্রো অবজার্ভারদের কেন্দ্রীয় সশস্ত্র বাহিনীর পরিপূরক ব্যবস্থা হিসাবে নিয়োগ করা হয় এবং ভোটগ্রহণের দিন তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রসমূহে মোতায়েন করা যেতে পারে। এই মাইক্রো অবজার্ভারগণ সাধারণ পর্যবেক্ষকের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে কাজ করবেন (non-CAPF measures)। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে যদি কোনো নিয়মের ব্যাতিক্রম ঘটে, তা নির্বাচন পর্যবেক্ষকের কাছে লিখিতভাবে জানানো মাইক্রোঅবসার্ভারের দায়িত্ব ও কর্তব্য। মাইক্রো পর্যবেক্ষকরা ভোটগ্রহণ শুরুর অন্তত ৯০ মিনিট আগে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে পৌঁছাবেন ও সেখানে সারাদিন থাকবেন—এটাই প্রত্যাশিত। তাঁকে ভোটগ্রহণের দিন সমস্ত প্রস্তুতি ঠিকঠাক আছে কী না তা বুঝে নিতে হবে এবং তিনি পূর্বমুদ্রিত প্রোফর্মার সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লিখে রাখবেন, যদিও তিনি কোনো অবস্থাতেই প্রিসাইডিং অফিসার বা পোলিং অফিসারের ভূমিকা নেবেন না বা তাঁদের কোনোরকম নির্দেশ দেবেন না। তাঁর দায়িত্ব হলো, নির্বাচন নিরপেক্ষ ও অবাধ হচ্ছে কিনা বা নির্বাচন প্রক্রিয়া কোনোভাবে কলুষিত হচ্ছে কিনা তা লক্ষ করা।

(২) একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভোটগ্রহণ কেন্দ্র (critical polling station) রয়েছে এমন ভবনগুলিতে অবস্থিত ভোটগ্রহণ কেন্দ্রসমূহের সব কটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের জন একজন মাইক্রো অবজার্ভার দায়বদ্ধ থাকবেন। ঐ মাইক্রো অবজার্ভার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলির জন্য তাঁর সময় ভাগ করে দেবেন এবং এক জায়গার সব ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলিতে ঘন ঘন পরিদর্শন করবেন। তিনি পোলিং এজেন্টদের জানিয়ে রাখবেন যে তাঁরা ইচ্ছা করলে যে কোনো বিষয়ে তাঁকে অবগত করতে পারেন।

(৩) ভোটগ্রহণের দিন মাইক্রো অবজার্ভার বিশেষভাবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির দিকে নজর দেবেন;

- মহড়া ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া এবং মহড়া ভোটগ্রহণ শংসাপত্র সই করা, প্রিসাইডিং অফিসারের রিপোর্ট ১ম ভাগ— মহড়া ভোটগ্রহণ শংসাপত্র।
- পোলিং এজেন্টদের উপস্থিতি এবং তাঁদের সম্পর্কে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশাদি অনুসরণ।
- প্রবেশপত্র প্রণালী ও ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রবেশাধিকার মেনে চলা
- নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা অনুযায়ী নির্বাচকদের ঠিকঠাক পরিচয় শনাক্তকরণ
- অনুপস্থিত, স্থানান্তরিত বা দুজায়গায় নাম আছে এমন ভোটদাতাদের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় পদ্ধতি (এ এস ডি তালিকা)
- অমোচনীয় কালি লাগানো
- ১৭ ক নিবন্ধে নির্বাচকদের সম্পর্কে খুঁটিনাটি তথ্য লিখে রাখা
- ভোট গ্রহণের গোপনীয়তা
- ভোট গ্রহণের পূর্বে ও ভোট গ্রহণের সমাপ্তির পর ই ভি এম এবং ভিভিপ্যাট সিল করা
- পোলিং এজেন্টদের আচরণ ও তাঁদের অভিযোগসমূহ, যদি থাকে।
- ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে যদি কোনো নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে, তা নির্বাচন পর্যবেক্ষকের কাছে লিখিতভাবে জানানো মাইক্রো অবজার্ভারের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

(৪) ভোটগ্রহণের সময়ে মাইক্রো অবজার্ভার যদি বোঝেন যে, কোনো কারণে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া কলুষিত হচ্ছে, তাহলে তিনি তৎক্ষণাৎ যে কোনো যোগাযোগ মাধ্যমের সাহায্যে, যেমন ফোন বা ওয়্যারলেস বা অন্য যে কোনো উপায়ে সাধারণ পর্যবেক্ষককে জানাবেন। যদি ভিডিও ক্যামেরা/ডিজিটাল ক্যামেরার ব্যবস্থা না থাকে প্রিসাইডিং অফিসার বা মাইক্রো অবজার্ভার মোবাইল ফোনের (যদি ক্যামেরা যুক্ত হয়) সাহায্যে নিরাপত্তা ব্যবস্থার ফটো তুলে সেই ছবি কন্ট্রোল রুমে পাঠিয়ে দেবেন অথবা তিনি রিসিভিং সেন্টারে এসে ই ভি এম হস্তান্তরের সময় যা ঘটেছে সেই ছবি জমা দেবেন।

(৫) ভোট গ্রহণের সমাপ্তির পর মাইক্রো অবজার্ভার পর্যবেক্ষকের কাছে রিপোর্ট করবেন এবং সারা দিন যা ঘটেছে সে সম্বন্ধে একটি প্রতিবেদন সম্বলিত খাম ব্যক্তিগতভাবে পর্যবেক্ষকের কাছে জমা দেবেন। পর্যবেক্ষক ঐ প্রতিবেদন পড়ে দেখবেন এবং কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন থাকলে তিনি সে বিষয়ে খুঁটিনাটি জানতে মাইক্রো অবজার্ভারকে ডেকে পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন। ঐ প্রতিবেদন এবং ১৭ ক নিদর্শটি খুঁটিয়ে দেখার পর পুনরায় ভোটগ্রহণ বা কর্তব্যচ্যুত কোনো নির্বাচন কর্মীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

(৬) মাইক্রো অবজার্ভার তাঁর মোবাইল ফোন সাইলেন্ট মোডে সঙ্গে রাখতে পারেন যাতে প্রয়োজন হলে তিনি পর্যবেক্ষকের সঙ্গে সমন্বয় সাধনের কাজ করতে পারেন।

২.২১ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের অভ্যন্তরে ব্যাজ ইত্যাদি পরিধান

(১) প্রার্থীদের বা রাজনৈতিক নেতাদের নামাঙ্কিত ব্যাজ, প্রতীক ইত্যাদি এবং তাঁদের ছবি ধারণ করে কোনো ব্যক্তিকে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভিতরে বা তার ১০০ মিটারের মধ্যে থাকার অনুমতি দেওয়া হবে না, কারণ এটি সেই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে প্রচারের সামিল হয়ে দাঁড়াবে।

(২) ভোটগ্রহণের দিন ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভিতরে রাজনৈতিক দলের নাম, প্রতীক বা প্রচার সহ কোন টুপি, শাল ইত্যাদি পরিধান নিষিদ্ধ।

(৩) অবশ্য পোলিং এজেন্টরা তাঁরা যে প্রার্থীর এজেন্ট, তাৎক্ষণিক শনাক্তকরণের সুবিধার জন্য তাঁরা সেই প্রার্থীর নামাঙ্কিত ব্যাজ দেহে ধারণ করতে পারবেন।

২.২২ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে নিরাপত্তা ব্যবস্থা

(১) সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন পরিচালনার জন্য কমিশন নির্বাচন চলাকালীন কেন্দ্রীয় পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করে থাকে। নির্বাচনের সময়ে স্থানীয় রাজ্য পুলিশ (সমস্ত শ্রেণির) এবং কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী ভারতের নির্বাচন কমিশনের অধীনে প্রতিনিযুক্ত হয় এবং সবরকম কাজের জন্য তাদের অধীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রাণাধীনে মোতায়েন থাকে। এই সমস্ত বাহিনীর সাহায্যে নির্বাচন কমিশন নির্বাচন পরিচালনা করে থাকে।

(২) কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, যে সমস্ত ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে সি পি এফ জওয়ানদের নিয়োগ করা হবে, সেখানে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের বাইরে তাঁদের প্রহরার বাহিনী হিসাবে মোতায়েন করা হবে।

(৩) তাঁরা নির্দিষ্টভাবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির প্রতি নজর রাখবেন

- বিশেষ করে নির্বাচন চলাকালীন কোনো অননুমোদিত ব্যক্তি যাতে কোনো সময়েই ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভিতর থাকতে না পারেন।
- পোলিং বুথের ভেতর কোনো নির্বাচক থাকাকালীন নির্বাচন কর্মী অথবা কোনো পোলিং এজেন্ট যেন ভোটদানের চেষ্টা না করেন বা কোনো ভোট না দেন তা সুনিশ্চিত করতে হবে।
- কোনো পোলিং অফিসার যেন কোনো নির্বাচকের সঙ্গে ভোটদান কক্ষে না যান।
- কোনো পোলিং এজেন্ট অথবা পোলিং অফিসার কোনো ভোটারকে যেন কোনোরকম ভীতিপ্রদর্শন অথবা ভীতিপ্রদর্শনের ইঙ্গিত না করেন।
- কোনো অস্ত্রশস্ত্র যেন ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভেতর না নেওয়া হয়।
- নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্যে কোনো নিঃশব্দ রিগিং — এর ঘটনা যেন না ঘটে।

(৪) ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের প্রবেশপথে মোতায়েন থাকা কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনীর জওয়ান যদি ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া উপরোক্তভাবে লঙ্ঘিত হতে দেখেন অথবা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভেতরে অস্বাভাবিক কোনো কিছু ঘটতে দেখেন, তবে তিনি ভোটগ্রহণপ্রক্রিয়ায় কোনোরকম হস্তক্ষেপ না করে ঐ ঘটনাটি তৎক্ষণাৎ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনীর আধিকারিক কিংবা পর্যবেক্ষককে জানাবেন। কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনীর ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক পরবর্তী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বিষয়টি তৎক্ষণাৎ রিটার্নিং অফিসার অথবা পর্যবেক্ষককে লিখিতভাবে জানাবেন।

(৫) একের অধিক ভোটগ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে এমন ভবনে যেখানে কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনীর অর্ধেক সেকশন মোতায়েন করা হয়েছে সেখানে একটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের প্রবেশপথে কর্তব্যরত জওয়ানকে এক ভোটগ্রহণ কেন্দ্র থেকে আর এক ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ঘুরে ঘুরে নজরদারি করার জন্য বলা যেতে পারে, যাতে তিনি সমস্ত ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভেতরে কী ঘটছে তা দেখতে পারেন এবং যদি কোনোরকম অস্বাভাবিক পরিস্থিতি তাঁর নজরে আসে তাহলে তৎক্ষণাৎ ঐ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনীর আধিকারিক অথবা পর্যবেক্ষককে তা জানাতে পারেন।

(৬) রিটার্নিং অফিসার/পর্যবেক্ষক কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনীর কাছ থেকে পাওয়া প্রতিকূল রিপোর্টগুলি পরবর্তী নির্দেশের জন্য কমিশনকে জানাবেন।

(৭) সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, যে কেন্দ্রগুলিতে কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে, কেবলামাত্র সেইসকল ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের প্রবেশপথেই কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনীর জওয়ানকে মোতায়েন করা যাবে। এটাও স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের প্রবেশপথে থাকা কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনীর জওয়ান ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোট দিতে আসা কোনো ভোটদাতার পরিচয় যাচাই করবেন না, যেহেতু এই যাচাইয়ের দায়িত্ব একজন নির্বাচন কর্মীর উপর ন্যস্ত রয়েছে।

(৮) নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনীর কোনো জওয়ানকে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভেতরে রাখা যাবে না।

(৯) ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের মধ্যে কোনো রকম বিশৃঙ্খলা বা গোলযোগের ঘটনা হলে প্রিসাইডিং অফিসার ১৯৫১ সালের জন্য প্রতিনিধিত্ব আইনের ১৩১ ধারা প্রয়োগ করবেন এবং মুক্ত ও অবাধ নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করার মতো কিছু ঘটলে কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনী/রাজ্য পুলিশ বাহিনীকে কাজে লাগাবেন। এই ব্যাপারে প্রিসাইডিং অফিসার ও ভোটগ্রহণ কেন্দ্রেমোতায়েন থাকা কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনী/রাজ্য পুলিশ বাহিনীর মধ্যে যথাযথ সমন্বয় থাকা প্রয়োজন। নির্বাচন প্রক্রিয়া চলাকালীন প্রিসাইডিং অফিসার ও কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনী/রাজ্য পুলিশ বাহিনীর মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় রক্ষার বিষয়টি সম্পর্কে তাঁদের অবগত করার প্রয়োজন আছে। এই সংস্থান সম্পর্কে জেলা নির্বাচন আধিকারিক এবং সি পি/এস পি কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনী/রাজ্য পুলিশ বাহিনীকে অবগত করবেন।

(১০) ভোটগ্রহণ শেষ হলে কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনী ভোট নেওয়া হয়েছে এমন ই ভি এম, ভিভিপ্যাট এবং প্রিসাইডিং অফিসারদের সংগ্রহণ কেন্দ্রে পৌঁছে দেবে। জেলা নির্বাচন আধিকারিক এবং পুলিশ সুপার পর্যবেক্ষকের সঙ্গে আগাম পরামর্শ করে এর খুঁটিনাটি স্থির করবেন।

অধ্যায় - ৩
ই ভি এম এবং ভিভিপ্যাট স্থাপন ও সেগুলির প্রস্তুতি

৩.১ ই ভি এম এবং ভিভিপ্যাট-এর পরিচয়

Control Unit VVPAT Ballot Unit

৩.১.১ বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্র (ই ভি এম) : একটি ই ভি এম-এ দুটি ইউনিট থাকে, যেমন কন্ট্রোল ইউনিট (সি ইউ) এবং ব্যালট ইউনিট (বিইউ).

(১) **ব্যালট ইউনিট (BU) :** ব্যালট ইউনিটে নির্বাচনের বিবরণ, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের ক্রমিক নম্বর, নাম, ছবি ও তাঁদের নিজ নিজ প্রতীক সংবলিত ভোটপত্র বা ব্যালট পেপার প্রদর্শনের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রত্যেক প্রার্থীর নামের পাশে একটি নীল বোতাম রয়েছে। এই নীল বোতামে চাপ দিয়ে ভোটদাতা বা ভোটার তাঁর নিজের পছন্দের প্রার্থীর অনুকূলে ভোট নথিভুক্ত করতে পারে। উক্ত বোতামের পাশাপাশি প্রত্যেক প্রার্থীর জন্য একটি ল্যাম্পও আছে। ভোট নথিভুক্ত হলে এই বাতিটি লাল হয়ে জ্বলে উঠবে। সঙ্গে সঙ্গে একটি বিপ্ শব্দও শোনা যাবে। একটি ব্যালট ইউনিটে ১৬টি বোতাম থাকতে পারে। নোটা সহ সর্বাধিক ৩৮৪ জন প্রার্থীর সংস্থান করতে সর্বাধিক ২৪টি ব্যালট ইউনিট পরপর একসঙ্গে জুড়ে দেওয়া যেতে পারে। যদি চারটির বেশি ব্যালট ইউনিট ব্যবহার করা হয় তবে অবশ্যই ৫ম, ৯ম, ১৩তম, ১৭তম ও ২১তম ব্যালট ইউনিটে পাওয়ার প্যাক ভরতে হবে। প্রতিটি ব্যালট ইউনিটের পিছন দিকে পাওয়ার প্যাক ভরার জায়গা এবং অতিরিক্ত ব্যালট ইউনিটগুলি পরপর জুড়ে দেবার জন্য একটি সংযোগকারী প্রকোষ্ঠ বা কানেক্টর কম্পার্টমেন্ট আছে। ব্যালট ইউনিটের একদম উপরে ডান দিকে ব্যালট ইউনিটের ০১ থেকে ২৪ পর্যন্ত নম্বর সেট করার জন্য দুটি আঙুল দিয়ে ঘোরানোর চাকা বা থাম্ব-হুইল আছে। দৃষ্টিশক্তিহীন (অন্ধ) মানুষদের সুবিধার্থে ব্যালট ইউনিটের বহিরাবরণের উপরে প্রত্যেকটি নীল বোতামের ডান দিকে ব্রেইল সংখ্যা লেখা আছে। ভিভিপ্যাট বা কন্ট্রোল ইউনিট বা অন্যান্য ব্যালট ইউনিটের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্যে ব্যালট ইউনিটের সঙ্গে ৫ মিটার লম্বা তার বা কেব্‌ল দেওয়া আছে।

(২) **কন্ট্রোল ইউনিট (CU) :** একটি কন্ট্রোল ইউনিট নোটা সহ সর্বাধিক ৩৮৪ জন প্রার্থীর প্রদত্ত ভোট নথিভুক্ত করতে পারে। এই উদ্দেশ্যে, একটি কন্ট্রোল ইউনিটের সঙ্গে পরস্পর যুক্ত চব্বিশটি ব্যালট ইউনিট সংযুক্ত থাকে। কন্ট্রোল ইউনিটের একদম উপরের অংশে মেশিনে নথিভুক্ত তথ্য ও উপাত্ত, যেমন তারিখ, সময়, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা, প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা, বিভিন্ন ত্রুটি সংক্রান্ত বার্তা ইত্যাদি প্রদর্শনের ব্যবস্থা রয়েছে। এই অংশটিকে কন্ট্রোল ইউনিটের 'ডিসপ্লে সেকশন' বলা হয়। এই ডিসপ্লে সেকশনের নিচে মেশিনটিকে চালানোর জন্য ব্যাটারি ভরার একটি প্রকোষ্ঠ বা কম্পার্টমেন্ট। এই প্রকোষ্ঠের ডান দিকে আরেকটি প্রকোষ্ঠ আছে যেখানে নির্দিষ্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের সংখ্যা মেশিনে সেট করার জন্য একটি বোতাম রয়েছে। এই বোতামকে বলে 'ক্যান্ড সেট' বোতাম এবং কন্ট্রোল ইউনিটের এই দুটি প্রকোষ্ঠ সংবলিত সম্পূর্ণ বিভাগ বা সেকশনটিকে 'ক্যান্ডিডেট সেট সেকশন' বলা হয়। ক্যান্ডিডেট সেট সেকশন-এর নিচে রয়েছে কন্ট্রোল ইউনিটের 'ফলাফল শাখা' বা 'রেজাল্ট সেকশন'। এই সেকশনের (১) বাঁদিকে রয়েছে ভোটগ্রহণ বন্ধ করার 'ক্লোজ' বোতাম, (২) মাঝখানে রয়েছে দুটো বোতাম— 'রেজাল্ট' ও 'প্রিন্ট'। রেজাল্ট বোতামটি ফলাফল নিরুপণের জন্য। প্রিন্ট বোতামটি রয়েছে বিস্তারিত ফলাফলের প্রিন্টআউট নেবার জন্য (এই উদ্দেশ্য কন্ট্রোল ইউনিটের সাথে একটি বিশেষ গ্যাজেট লাগাতে হয়। বর্তমানে এটি ব্যবহৃত হয় না।) (৩) ডান দিকে রয়েছে 'ক্লিয়ার' বোতাম—যখন উপাত্ত বা ডেটার আর কোনো প্রয়োজন

নেই তখন এই বোতামের সাহায্যে মেশিনে নথিভুক্ত উপাত্ত মুছে ফেলা হয়। কন্ট্রোল ইউনিটের নীচের অংশে দুটি বোতাম আছে— একটি হলো 'ব্যালট' বোতাম আর অন্যটি হলো 'টোটাল' বোতাম। 'ব্যালট' বোতামে চাপ দিলে ব্যালট ইউনিটটি ভোট নথিভুক্ত করার জন্য প্রস্তুত হয় এবং 'টোটাল' বোতামে চাপ দিলে সেই পর্যায় পর্যন্ত নথিভুক্ত ভোটের মোট সংখ্যা (প্রার্থী ভিত্তিক ভোট প্রাপ্তির সংখ্যা ব্যতীত) জানা যায়। এই বিভাগ বা সেকশনটিকে কন্ট্রোল ইউনিটের 'ব্যালট সেকশন' বলা হয়।

(৩) **বিভিন্ন প্রদর্শ বা ডিসপ্লের অর্থ :** কন্ট্রোল ইউনিটের প্রদর্শ প্যানেল বা ডিসপ্লে প্যানেলে দেখানো বিভিন্ন প্রদর্শন এবং তাদের অর্থ নীচে দেওয়া হলো —

কন্ট্রোল ইউনিটের প্রদর্শন	প্রদর্শিত কথার অর্থ
POWER ON LED NOT OK	কন্ট্রোল ইউনিটের POWER ON LED ঠিক নেই
BUZZER NOT OK	কন্ট্রোল ইউনিটের BUZZER ঠিক নেই
BUSY LED NOT OK	কন্ট্রোল ইউনিটের BUSY LED ঠিক নেই
DIGIT 02 NOT OK	কন্ট্রোল ইউনিটের ডিসপ্লে ঠিক নেই
CHANGE BATTERY	কন্ট্রোল ইউনিটের ব্যাটারিটি নির্দিষ্ট মাত্রার মধ্যে নেই
BU01 KEY06 NOT OK	১নং ব্যালট ইউনিটের ৬নং ক্যান্ডিডেট KEY ঠিক নেই
BU01 READY LED NOT OK	১নং ব্যালট ইউনিটের READY LED ঠিক নেই
BU05 WITHOUT BATTERY	০৫ নং ব্যালট ইউনিটে কোনো ব্যাটারি নেই। যদি ৫ম, ৯ম, ১৩তম, ১৭তম, ২১তম ব্যালট ইউনিটে ব্যাটারি না থাকে তাহলে ডিসপ্লে প্যানেলে উপরের মতো ডিসপ্লে হবে
BU05 CHANGE BATTERY	০৫ নং ব্যালট ইউনিটের ব্যাটারি ঠিক নেই
SELF CHECK IN PROGRESS	কন্ট্রোল ইউনিটের স্ব-পরীক্ষণ অবস্থান বা সেলফ্ চেক স্ট্যাটাস। নিজস্ব ত্রুটি অনুসন্ধানের পূর্বে ও নিজস্ব ত্রুটি অনুসন্ধানের শেষে এটি দেখা যাবে।
DTE 16-0718 TME 09-10-25	দিন-মাস-বছর আদলে বর্তমান তারিখ এবং ঘণ্টা-মিনিট-সেকেন্ড আদলে সময়
SL NUMB BCUAA00001	কন্ট্রোল ইউনিটের পিছন দিকে উল্লেখিত কন্ট্রোল ইউনিটের অভ্যন্তরীণ ক্রমিক নম্বর
CANDIDATES 10	যন্ত্রটি ১০ জন প্রার্থীর জন্য নির্দিষ্ট করা আছে। প্রার্থীর সংখ্যা ০৩ থেকে ৩৮৪ পর্যন্ত হতে পারে (নোটা সমেত)
BATTERY HIGH 95 PERCENT	ব্যাটারির বর্তমান ব্যবহারের উপর ব্যাটারি 'HIGH' থাকা নির্ভর করবে।
BATTERY MEDIUM 73 PERCENT	ব্যাটারি MEDIUM অবস্থায় রয়েছে
BATTERY LOW 45 PERCENT	ব্যাটারি 'LOW' অবস্থায় আছে
BATTERY MERG 26 PERCENT	ব্যাটারি 'MERGINAL' অবস্থায় আছে
CHANGE BATTERY	ব্যাটারি মার্জিনাল অবস্থার নিচে আছে
DISCOVERING UNITS	সংযুক্ত ইউনিটগুলি প্রকাশ পাচ্ছে
DISCOVERED BU 01	ইউনিটগুলি প্রকাশ পাওয়ার পরে। যদি একটি ব্যালট ইউনিট সংযুক্ত থাকে তাহলে ডিসপ্লে প্যানেলে ঐ লেখাটি দেখা যাবে।
DISCOVERED BU01 BU02	ইউনিটগুলি প্রকাশ পাওয়ার পরে। যদি দুটি ব্যালট ইউনিট সংযুক্ত থাকে তাহলে ডিসপ্লে প্যানেলে ঐ লেখাটি দেখা যাবে
BU01 GN1 TESTING	কন্ট্রোল ইউনিট ব্যালট ইউনিটের সাথে প্রমাণীকরণ পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে
BU01 GN1 OK	কন্ট্রোল ইউনিট ব্যালট ইউনিটকে প্রামাণিক বলে স্বীকার করেছে
BU 01 GN1 NOT OK	০১ নম্বর ব্যালট ইউনিটের প্রমাণীকরণ অসফল হয়েছে (কন্ট্রোল ইউনিটের যে কোনো বোতাম টিপলেই এই মেসেজ BLINK করবে।)

BU01 NOT RESPONDING	ব্যালট ইউনিটের সাথে সংযোগ স্থাপনের কালে সংযোগ স্থাপনের সময় পেরিয়ে গেছে অথবা ব্যালট ইউনিটের অবস্থান (থাম্ব হুইল সুইচ) যথাযথ ছিল না।
BU NOT CONNECTED	কন্ট্রোল ইউনিট যখন CLEAR অবস্থায় অথবা BALLOT অবস্থায় রয়েছে তখন কন্ট্রোল ইউনিট ব্যালট ইউনিটকে শনাক্ত করতে পারেনি।
NO UNITS CONNECTED	কন্ট্রোল ইউনিটের সাথে কোনো ইউনিটের সংযোগ নেই।
"INCORRECT NUMBER OF BU" and "PRESS BALLOT BUTTON KEY"	কন্ট্রোল ইউনিট যখন CLEAR অবস্থায় অথবা BALLOT অবস্থায় রয়েছে তখন যদি সংযুক্ত ব্যালট ইউনিটগুলির নম্বর ক্যান্ডিডেট সেটের নম্বরের সঙ্গে না মেলে
EVM IS READY	যদি ব্যবহারকারী BALLOT বোতাম চাপেন বা যখন সঠিক সংখ্যক ব্যালট ইউনিট সংযুক্ত থাকে
PRESSED ERROR BU01	যদি ব্যালট ইউনিটে কোনো বোতাম বা 'কি' আটকে যায়
DISCONNECT BU02	যদি প্রার্থীর সংখ্যা ৫ (১টি ব্যালট ইউনিটের জন্য) সজ্জিত হয় আর সংযুক্ত ব্যালট ইউনিটের সংখ্যা যদি দুই হয়
BU02 NOT CONNECTED	যদি প্রার্থীর সংখ্যা ২৬ (২টি ব্যালট ইউনিটের জন্য) সজ্জিত হয় আর সংযুক্ত ব্যালট ইউনিটের সংখ্যা যদি এক হয়
INVALID	কন্ট্রোল ইউনিটের কোনো একটি বোতাম অনুক্রম না মেনে টেপা হয়েছে
FULL	যন্ত্রটির ক্ষমতা অনুযায়ী সর্বাধিক সংখ্যক ভোট (২০০০) দেওয়া হয়ে গেছে
CLOCK ERROR	RCT সময় ও তারিখ ঠিক নেই
INOPERATIVE	কন্ট্রোল ইউনিটকে আর ব্যবহার করা যাবে না
ELECTION EXCEEDED	ইভিএম-এ প্রথম ভোটটি নথিভুক্ত হওয়ার পর থেকে তারিখ পরিবর্তিত হয়েছে (যখন সময় মধ্যরাত্রি ১২টা পেরিয়ে যায়)
TOTAL POLLED VOTE 50	মোট ৫০টি ভোট দেওয়া হয়েছে
CANDIDATE 05 VOTES 512	৫ নম্বর প্রার্থীর পক্ষে ৫১২টি ভোট
COMPUTING RESULT	ফলাফল গণনা চলছে।
PST 07-13-59 PET 18-30-52	ভোটগ্রহণ শুরু এবং শেষ হবার সময়
POLL RESULT PDT 16-06-18	ভোটের ফল ও তারিখ
DELETING POLLED VOTES	কন্ট্রোল ইউনিট থেকে প্রদত্ত ভোট মুছে ফেলা

(i) যখন কন্ট্রোল ইউনিটের পাওয়ার সুইচ উপরের দিকে 'ON' অবস্থানে ঠেলা হবে তখন একটি বিপ্ শব্দ শোনা যাবে ও কন্ট্রোল ইউনিটের ডিসপ্লে অংশে ON আলো সবুজ হয়ে জ্বলে উঠবে এবং ডিসপ্লে প্যানেলে একে একে নিম্নলিখিত লেখাগুলি প্রদর্শিত হবে।

(ii) যখন এক ঘন্টা অন্তর / পর্যায়ত্তরে মোট প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা জানার জন্য 'TOTAL' বোতামে চাপ দেওয়া হয় তখন ডিসপ্লে প্যানেল নিম্নলিখিত লেখাগুলি প্রদর্শিত হবে —

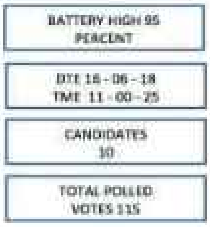

(iii) ভোটগ্রহণ বন্ধ করার নির্দিষ্ট সময়ের পরে এবং শেষ ভোটার তাঁর ভোটটি নথিভুক্ত করার পরে EVM বন্ধ করার জন্য যখন 'CLOSE' বোতামে চাপ দেওয়া হয় তখন ডিসপ্লে প্যানেলে নিম্নলিখিত লেখাগুলি প্রদর্শিত হবে —

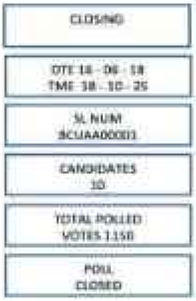

৩.১.২ **ভোটার ভেরিফায়েবল পেপার অডিট ট্রেইল (ভিভিপ্যাট) :** বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্র (EVM)-এর সঙ্গে যুক্ত থাকা ভোটার ভেরিফায়েবল পেপার অডিট ট্রেইল হল একটি স্বতন্ত্র মুদ্রণের ব্যবস্থা যার দ্বারা একজন ভোটার যেখানে ভোট দিলেন সেখানে তা পড়ল কিনা তা তিনি যাচাই করে দেখতে পারেন। ব্যালট ইউনিটে (BU) বোতামে চাপ দিয়ে যখন ভোট দেওয়া হয় তখন ভিভিপ্যাট মুদ্রণ যন্ত্রে প্রার্থীর ক্রমিক নম্বর, নাম এবং প্রতীক সংবলিত একটি স্লিপ মুদ্রিত হয় যা ৭ সেকেন্ড ধরে একটি স্বচ্ছ উইন্ডোর মধ্যে প্রদর্শিত হয়। এর পর এই মুদ্রিত স্লিপটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে কেটে গিয়ে ভিভিপ্যাটের সিল করা ড্রপ বক্সে পড়ে যায়।

বহনকারী বাক্স সহ ভিভিপ্যাট ব্যবস্থায় নিম্নলিখিত অংশগুলি থাকে

- সংযোগকারী তার বা কেব্‌ল সহ ভিভিপ্যাট ইউনিট
- ব্যাটারি প্যাক (ভিভিপ্যাট ইউনিটের ব্যাটারি প্রকোষ্ঠের মধ্যে রিটার্নিং অফিসার ইতিমধ্যেই ব্যাটারিটি স্থাপন করে রেখেছেন।)
- পেপার রোল (রিটার্নিং অফিসার ভিভিপ্যাট ইউনিটের পেপার রোল প্রকোষ্ঠের মধ্যে ইতিমধ্যেই পেপার রোল ভরে রেখে দিয়েছেন এবং অ্যাড্রেস ট্যাগ দিয়ে সিল করে দিয়েছেন।)

রওনা দেবার সময় প্রিসাইডিং অফিসার কী কী কাজ করবেন

১। ব্যালট ইউনিট(গুলি), কন্ট্রোল ইউনিট (গুলি) ও ভিভিপ্যাট যত্ন সহকারে তাদের বাক্সগুলি থেকে খুলে ফেলুন

২। **ব্যালট ইউনিট(গুলি)**

পরীক্ষা করা :

- ■ ব্যালট ইউনিটের উপরের ও নিচের কোণে অ্যাড্রেস ট্যাগ ঠিকঠাক রয়েছে এবং যথাযথভাবে সিল করা রয়েছে কিনা।
- ■ ব্যালট ইউনিটের অ্যাড্রেস ট্যাগ দেখে নিশ্চিত হোন যে ব্যালট ইউনিট(গুলি) আপনার ভোটকেন্দ্রের জন্য নির্দিষ্ট করা আছে কিনা।
- ■ ইউনিটের পিছনদিকের ধাতব পাত/বারকোডের সঙ্গে অ্যাড্রেস ট্যাগ-এর উপরে লেখা ইউনিট আই ডি মিলিয়ে দেখুন।

- ব্যালট ইউনিটের গোলাপি কাগজের সিল যথাযথ আছে কিনা।
- ব্যালট পেপার যথাযথভাবে স্থাপিত আছে কিনা।
- নোটা পর্যন্ত প্রার্থীদের বোতাম অনাবৃত অবস্থায় এবং বাকি বোতামগুলি আবৃত অবস্থায় রয়েছে কিনা।
- প্রথম ব্যালট ইউনিটের ক্ষেত্রে থাম্ব-হুইল ০১ অবস্থানে আছে কিনা, ১টির বেশি ব্যালট ইউনিট ব্যবহৃত হলে থাম্ব-হুইল দ্বিতীয় ব্যালট ইউনিটের ক্ষেত্রে ০২ অবস্থানে, তৃতীয় ব্যালট ইউনিটের ক্ষেত্রে ০৩ অবস্থানে এবং বাকিগুলি এই ক্রমানুসারে রয়েছে কিনা।

৩। **কন্ট্রোল ইউনিট**

পরীক্ষা করা :

- কন্ট্রোল ইউনিটটি আপনার জন্য নির্ধারিত ভোটকেন্দ্রের কিনা সে বিষয়ে সুনিশ্চিত হবার জন্য কন্ট্রোল ইউনিটের অ্যাড্রেস ট্যাগটি দেখুন।
- ইউনিটের পিছনদিকের ধাতব পাত/বারকোডের সঙ্গে অ্যাড্রেস ট্যাগ-এর উপরে লেখা ইউনিট আই ডি মিলিয়ে দেখুন।
- পাওয়ার প্যাক এবং ক্যান্ডিডেট সেট সেকশনগুলি অ্যাড্রেস ট্যাগ দিয়ে যথাযথভাবে সিল করা আছে কিনা।
- কন্ট্রোল ইউনিটের গোলাপি কাগজের সিল যথাযথ আছে কিনা।
- ব্যাটারির অবস্থা ও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা দেখে নেবার জন্য কন্ট্রোল ইউনিটের (ব্যালট ইউনিট এবং/বা ভিভিপ্যাট সংযুক্ত না করে) **সুইচ অন** করুন।
- এরপর কন্ট্রোল ইউনিটের **সুইচ অফ** করুন।

৪। **ভিভিপ্যাট**

পরীক্ষা করা :

- ভিভিপ্যাট মেশিনটি আপনার জন্য নির্ধারিত ভোটকেন্দ্রের কিনা সে বিষয়ে সুনিশ্চিত হবার জন্য ভিভিপ্যাটের অ্যাড্রেস ট্যাগটি দেখুন।
- ইউনিটের পিছনদিকের ধাতব পাত/বারকোডের সঙ্গে অ্যাড্রেস ট্যাগ-এর উপরে লেখা ইউনিট আই ডি মিলিয়ে দেখুন।
- পেপার রোল কম্পার্টমেন্টটি যথাযথভাবে সিল করা আছে কিনা।
- পাওয়ার প্যাক (ব্যাটারি) ভরা আছে কিনা।
- ভিভিপ্যাট নবটি অনুভূমিক অবস্থায় (অর্থাৎ পরিবহণ মোডে) আছে কিনা।
- ভিভিপ্যাটকে ব্যালট ইউনিট এবং/বা কন্ট্রোল ইউনিটের সঙ্গে সংযুক্ত করবেন না।

৩.২ মহড়া ভোটগ্রহণের (মক পোল) পূর্বে ই ভি এম এবং ভিভিপ্যাট স্থাপন এবং মহড়া ভোট পরিচালনা

৩.২.১ মহড়া ভোটের পূর্বে ব্যালট ইউনিট, কন্ট্রোল ইউনিট এবং ভিভিপ্যাট-এ সংযোগ স্থাপন

(১) ভোটগ্রহণ শুরুর নির্ধারিত সময়ের ৯০ মিনিট পূর্বে মহড়া ভোটগ্রহণ শুরু করতে হবে।

(২) মহড়া ভোটগ্রহণ শুরুর পূর্বে ব্যালট ইউনিট (গুলি) ও ভিভিপ্যাটকে ভোটদান কক্ষে এবং কন্ট্রোল ইউনিটকে প্রিসাইডিং অফিসার/কন্ট্রোল ইউনিটের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের টেবিলে রাখুন। ভিভিপ্যাটটি ১ম ব্যালট ইউনিটের বাঁদিকে রাখতে হবে।

(৩) ব্যালট ইউনিট, কন্ট্রোল ইউনিট ও ভিভিপ্যাট সংযুক্ত করার পূর্বে কন্ট্রোল ইউনিটের ON/OFF সুইচটি যেন OFF অবস্থানে আছে কিনা তা অবশ্যই সুনিশ্চিত করতে হবে।

(৪) ভিভিপ্যাটের পরস্পর সংযোগসাধনকারী তারটি কন্ট্রোল ইউনিটের পিছনের খোপে এই উদ্দেশ্যে দেওয়া সকেটে প্রবেশ করান।

(৫) প্রথম ব্যালট ইউনিটের পরস্পর সংযোগসাধনকারী তারটি ভিভিপ্যাটের পিছনের খোপে এই উদ্দেশ্যে দেওয়া সকেটে প্রবেশ করান। যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা ১৬ (NOTA সহ)-র বেশি সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর প্রকৃত সংখ্যার উপর নির্ভর করে একাধিক ব্যালট ইউনিট ব্যবহার করতে হবে। একটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে এই ধরনের

যতগুলি ব্যালট ইউনিট ব্যবহৃত হবে সবকটি নিচে দেখানো ছবির মতো পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত থাকবে এবং একমাত্র প্রথম ব্যালট ইউনিটটি ভিভিপ্যাটের সঙ্গে যুক্ত থাকবে

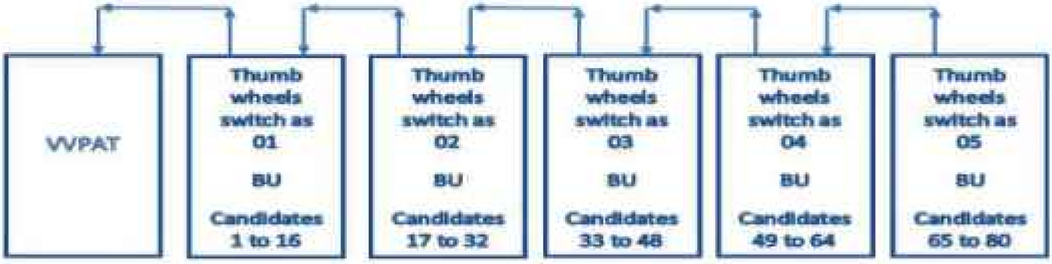

একটি ব্যালট ইউনিটকে অন্যটির সঙ্গে যুক্ত করার জন্য ব্যালট ইউনিটের পিছন দিকের একটি খোপে একটি সকেট রয়েছে। দ্বিতীয় ব্যালট ইউনিটের পরস্পর সংযোগসাধনকারী তারের সংযোজকটি (কানেক্টর) প্রথম ব্যালট ইউনিটের উপরে উল্লেখিত সকেটে প্রবেশ করাতে হবে। সেইরকমভাবেই, তৃতীয় ব্যালট ইউনিটের পরস্পর সংযোগসাধনকারী তারের সংযোজকটি দ্বিতীয় ব্যালট ইউনিটে প্রবেশ করাতে হবে এবং চতুর্থ ইউনিটের তার তৃতীয় ইউনিটে প্রবেশ করাতে হবে এবং ব্যবহৃত ব্যালট ইউনিটের সংখ্যার উপর নির্ভর করে এইভাবে চলবে।

উপরে যেমন বলা হয়েছে সেইমতো, কেবলমাত্র প্রথম ব্যালট ইউনিটটি ভিভিপ্যাটের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। ভিভিপ্যাট ইউনিটের পিছনে একেবারে উপরের অংশে একটি খোপে ব্যালট ইউনিটের পরস্পর সংযোগসাধনকারী তারটি ভিভিপ্যাট ইউনিটে প্রবেশ করানোর জন্য সকেট দেওয়া আছে।

(৬) ব্যালট ইউনিট/ভিভিপ্যাটের পরস্পর সংযোগসাধনকারী তারটি এমনভাবে রাখুন যাতে এটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভিতরে ভোটদাতাদের চলাচলে বাধার সৃষ্টি না করে ও তাঁরা যাতে এটি পাড়িয়ে না যায় বা এর উপর হোঁচট না খায়। কিন্তু তারের সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য দৃশ্যমান থাকবে এবং কোনো অবস্থাতেই কাপড়ের নিচে বা টেবিলের তলায় ঢাকা পড়বে না।

(৭) ব্যালট ইউনিট, কন্ট্রোল ইউনিট এবং ভিভিপ্যাটের মধ্যে সংযোগসাধনকারী তারগুলিকে আধ ইঞ্চি চওড়া "Transparent Adhesive Tape" বা আঠাযুক্ত স্বচ্ছ টেপ দিয়ে টেবিলের পায়ার সঙ্গে এমনভাবে আটকে দিন যাতে সেগুলি বাতাসে না দোলে এবং এই ঝুলন্ত তারের ভার ব্যালট ইউনিট ও ভিভিপ্যাটের সংযোগকারী সুইচকে না নাড়িয়ে দেয়।

(৮) কন্ট্রোল ইউনিট সুইচ ON করার আগে, ভিভিপ্যাটের পেপার রোল নব্ আনলক্ (খাড়া/উল্লম্ব অবস্থান) করুন।

দ্রষ্টব্য :

- পারস্পরিক সংযোগ স্থাপনকারী যেকেবল বা তারের একটি প্রান্ত ভোটপত্র বা ব্যালট ইউনিটের সঙ্গে যুক্ত সেটির সংযোজকটি একটি বহু পিন বিশিষ্ট সংযোজক। সংযোজকটি অপর ভোটপত্র বা ব্যালট ইউনিটের বা ভিভিপ্যাট ইউনিটের সকেটে শুধুমাত্র একদিক দিয়েই ঢোকানো যায়, পিনগুলির মুখ কোন দিকে আছে তা দেখে এটা সহজে বোঝা যাবে। সংযোজকের (কানেকটর) পিনগুলি খুবই পলকা, তাই সংযোজকটি এমনভাবে জোর দিয়ে ঢোকানো উচিত নয় যাতে পিনগুলি নষ্ট হতে পারে বা বেঁকে যেতে পারে। সংযোগ স্থাপন করার কাজটি সঠিকভাবে সম্পন্ন হলে তবেই যন্ত্রটি কাজ করবে। যথাযথ পিন ও রঙ দেখে সংযোজকগুলি সংযুক্ত করুন।
- সংযোজক আবরণীর দুই দিকের স্প্রিং জাতীয় ক্লিপগুলিতে চাপ দিয়ে ও সংযোজকটি টেনে বের করে খুলে তবেই ভিভিপ্যাট ইউনিট বা অপর ভোটপত্র ইউনিট বা ব্যালট ইউনিট থেকে পারস্পরিক সংযোগ স্থাপনকারী কেবলের সংযোজকটিকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে। এইসব স্প্রিং জাতীয় ক্লিপগুলির ভিতর দিকে একযোগে চাপ দিলে সকেট থেকে সংযোজকটি ঢিলা হয়ে যাবে এবং স্প্রিং জাতীয় ক্লিপগুলিকে এইভাবে চেপে রেখে সংযোজকটি টেনে বার করতে হবে।

- ভোটপত্র ইউনিট(গুলি) যথাযথভাবে সংযুক্ত বা বিযুক্ত করতে গেলে কিছুটা অনুশীলন প্রয়োজন যাতে যন্ত্রটির ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া এড়ানো যায়। এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে মনে রাখতে হবে এবং আপনাকে নিজেকেই ব্যালট ইউনিটগুলির সঙ্গে ভিভিপ্যাট এবং ভিভিপ্যাটের সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ ইউনিট যুক্ত করার কাজটি করতে হবে।

৩.৩ মহড়া ভোট পরিচালনা

৩.৩.১ ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার নির্ধারিত সময়ের ৯০ মিনিট পূর্বে মহড়া ভোটগ্রহণ পর্ব শুরু হবে। মহড়া ভোটগ্রহণ পর্বে অন্ততপক্ষে দু'জন প্রার্থীর পোলিং এজেন্টদের হাজির থাকতেই হবে।

৩.৩.২ অবশ্য, যদি কমপক্ষে দুজন প্রার্থীর পোলিং এজেন্টও উপস্থিত না থাকেন তবে প্রিসাইডিং অফিসার মহড়া ভোটগ্রহণ শুরু করার জন্য ১৫ মিনিট অপেক্ষা করতে পারেন এবং তারপরেও যদি এজেন্টরা না আসেন, সেক্ষেত্রে প্রিসাইডিং অফিসার আর অপেক্ষা না করে মহড়া ভোট শুরুর করে দেবেন। এটা আরও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৫ মিনিট অপেক্ষার পর, যদি একজনমাত্র পোলিং এজেন্টের উপস্থিতির সম্ভাবনা দেখা যায়, সেই পরিস্থিতিতেও প্রিসাইডিং অফিসার এগিয়ে যাবেন এবং মহড়া ভোটগ্রহণ শুরুর করে দেবেন। এই ধরনের ক্ষেত্রে, প্রিসাইডিং অফিসারের রিপোর্ট **(অনুবন্ধ-৫)**-এর ১ নং অংশে (মহড়া ভোটগ্রহণ শংসাপত্র) এই বিষয়টির সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকবে।

৩.৩.৩ কন্ট্রোল ইউনিটের সুইচ অন করার পূর্বে ভিভিপ্যাটের পেপার রোল নবটি আনলক্ (খাঁড়া/উল্লম্ব অবস্থানে) অবস্থায় আছে কিনা সে বিষয়ে সুনিশ্চিত হোন।

৩.৩.৪ **মহড়া ভোটগ্রহণের পূর্বে ই ভি এম এবং ভিভিপ্যাটে 'ক্লিয়ারিং' বা 'মুছে ফেলা' দেখানো :** মহড়া ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার আগে আপনি নিজে এবং সেইসঙ্গে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে উপস্থিত পোলিং এজেন্টদেরও এই ব্যাপারে নিশ্চিন্ত করবেন যে, ই ভি এম এবং ভিভিপ্যাট যথাযথভাবে কার্যকর অবস্থায় রয়েছে এবং যন্ত্রটিতে ইতিমধ্যে কোনো ভোট রেকর্ড হয়ে নেই।

(১) সকলকে এইভাবে নিশ্চিন্ত করার জন্য প্রথমেই আপনাকে সেখানে উপস্থিত সকল পোলিং এজেন্টকে 'ক্লিয়ার' বোতামটিতে চাপ দিয়ে দেখাতে হবে যে, যতবারই চাপ দিন না কেন সেটি ZERO অর্থাৎ শূন্য সংখ্যাটিকেই নির্দেশ করছে। এই 'ক্লিয়ার' বোতামটি কন্ট্রোল ইউনিটের রেজাল্ট সেকশনের একটি প্রকোষ্ঠের বা কম্পার্টমেন্টের মধ্যে রয়েছে। এই প্রকোষ্ঠটি একটি ভিতরের দরজা এবং একটি বাইরের ঢাকনা বা কভার দিয়ে আবৃত। ভিতরের দরজাটি 'ক্লিয়ার' বোতাম, 'রেজাল্ট' বোতাম এবং 'প্রিন্ট' বোতাম সমন্বিত প্রকোষ্ঠগুলিকে ঢেকে রাখে এবং বাইরের ঢাকনাটি ভেতরের দরজার ঠিক উপরেই থাকে এবং সেটি 'ক্লোজ' বোতাম সমন্বিত প্রকোষ্ঠটিকেও ঢেকে রাখে। 'ক্লিয়ার' বোতামটি হাতে পেতে গেলে আপনাকে প্রথমে প্রকোষ্ঠের বাঁদিকে থাকা ছিটকিনিটিকে অল্প চাপ দিয়ে ভিতরে সরিয়ে দিয়ে বাইরের ঢাকনাটিকে উন্মুক্ত করতে হবে। তারপর 'রেজাল্ট' এবং 'প্রিন্ট' বোতাম দুটির উপরে থাকা ছিদ্র দুটি দিয়ে বুড়ো আঙুল এবং অন্য একটি আঙুল প্রবেশ করিয়ে এবং তারপর একইসাথে ভিতরের ছিটকিনিটিতে ভিতরের দিকে হালকা চাপ দিতে হবে এবং দরজাটিকে উপরের দিকে টেনে খুলতে হবে। কোনো অবস্থাতেই, উপরে যেমন বলা হয়েছে সেইমতো ছিটকিনিটিকে ছেড়ে না দিয়ে ভিতরের দরজাটি জোর করে খোলা উচিত নয়, তা না হলে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এই প্রকোষ্ঠটি ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যাবে।

(২) 'ক্লিয়ার' বোতামটিতে চাপ দিলে কন্ট্রোল ইউনিটের ডিসপ্লে প্যানেলে নিম্নলিখিত তথ্যাদি ক্রমানুসারে প্রদর্শন হওয়া শুরু হবে :

DELETING POLLED VOTES

CANDIDATES 10

TOTAL POLLED VOTES 0

CANDIDATE - 01 VOTES 0

CANDIDATE - 02 VOTES 0

CANDIDATE - 10 VOTES 0

END

দ্রষ্টব্য :

(ক) 'ক্লিয়ার' বোতামটিতে চাপ দিলে যদি ডিসপ্লে প্যানেলে 'ইনভ্যালিড' দেখায়, তবে বুঝতে হবে যে যন্ত্রটি পরিষ্কার বা ক্লিয়ার করার জন্য এর পূর্বে করণীয় কাজগুলির কোনোটি করা হয়নি। যন্ত্রটিকে পরিষ্কার করার জন্য ব্যালট ইউনিট, কন্ট্রোল ইউনিট ও ভিভিপ্যাট যথাযথভাবে যুক্ত আছে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হোন। 'ক্লোজ' বোতামটি চাপুন এবং তারপর 'রেজাল্ট' বোতামটিতে চাপ দিন। এবার 'ক্লিয়ার' বোতামে চাপ দিন, ডিসপ্লে প্যানেলে উপরে যেমন বলা হয়েছে সেইমতো তথ্য প্রদর্শন শুরু হবে।

(খ) ডিসপ্লে প্যানেলে উপরোক্ত তথ্যাদির প্রদর্শন দেখে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে উপস্থিত পোলিং এজেন্টরা নিশ্চিন্ত হবেন যে মিশন বা যন্ত্রে ইতিমধ্যেই কোনো ভোট নথিভুক্ত হয়নি।

(গ) ভিভিপ্যাট ইউনিটের ড্রপ বক্সটি যে খালি তা যাচাই করে দেখার জন্য পোলিং এজেন্টদের অনুমতিও দিতে হবে।

৩.৩.৫ মহড়া ভোটগ্রহণ পরিচালনার জন্য যে পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে

(১) পোলিং এজেন্ট সহ একজন পোলিং অফিসার ভোটগ্রহণ কক্ষে উপস্থিত থেকে ব্যালট ইউনিট (সমূহ)-এর কাজকর্ম লক্ষ্য করবেন এবং ভিভিপ্যাট কর্তৃক মুদ্রিত চিরকুটগুলির দিকেও নজর রাখবেন। কতগুলি ভোট পড়ছে তার একটি হিসেবও এই পোলিং অফিসার রাখবেন।

(২) প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে তাঁর পোলিং এজেন্টরা এই মহড়া ভোটগ্রহণ পর্বে ইচ্ছামতো সংখ্যায় ভোট দেবেন। মহড়া ভোটে কমপক্ষে মোট ৫০টি ভোট দিতে হবে। কোনো প্রার্থীর পোলিং এজেন্ট অনুপস্থিত থাকলে, পোলিং অফিসারদের একজন অথবা অন্য কোনো পোলিং এজেন্ট ঐ প্রার্থীকে দেওয়া ভোটের হিসাব রাখবেন। ভোটগ্রহণ কক্ষে উপস্থিত থাকা পোলিং অফিসার নিশ্চিত করবেন যে, নোটা সহ প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে ভোট দেওয়া হয়েছে। মহড়া ভোটগ্রহণ পর্বের পর, প্রিসাইডিং অফিসার পোলিং এজেন্টদের সামনে লিখে রাখা ভোটের হিসাব ও ভিভিপ্যাট পেপার স্লিপস্ বা চিরকুটগুলির সঙ্গে কন্ট্রোল ইউনিট থেকে পাওয়া ফলাফল মিলিয়ে দেখবেন এবং সুনিশ্চিত করবেন যে প্রত্যেক প্রার্থীর ক্ষেত্রে ফলাফল মিলিয়ে দেখা হয়েছে।

(৩) **মহড়া ভোটের জন্য নিম্নলিখিত কাজগুলি করুন**

- কন্ট্রোল ইউনিটের ব্যালট অংশে 'ব্যালট' বোতামটিতে চাপ দিন। 'ব্যালট' বোতামটিতে চাপ দিলে ডিসপ্লে সেকশানে 'বিজি' আলোটি লাল হয়ে জ্বলে উঠবে। একইসঙ্গে, ব্যালট ইউনিটে(গুলিতে) 'রেডি' আলোও সবুজ হয়ে জ্বলে উঠবে।
- যে-কোনো পোলিং এজেন্টকে তাঁর ইচ্ছানুসারে ব্যালট ইউনিটে যেকোনো প্রার্থীর নামের পাশের নীল বোতামে চাপ দিতে বলুন। প্রত্যেকটি নীল (অনাবৃত) বোতামে যাতে কমপক্ষে একবার চাপ দেওয়া হয় তা সুনিশ্চিত করুন যাতে প্রত্যেকটি অনাবৃত বোতাম পরীক্ষিত হয় এবং সেগুলি যথাযথভাবে কাজ করছে কিনা তা বোঝা যায়।
- প্রার্থীর নামের পাশের বোতামে ঐভাবে চাপ দিলে ব্যালট ইউনিটের 'রেডি' আলোটি নিভে যাবে এবং বোতামের পাশে প্রার্থীর নামের জায়গার আলোটি লাল হয়ে জ্বলে উঠবে। ভিভিপ্যাট থেকে একটি ছোট ছাপানো কাগজের চিরকুট বেরিয়ে আসবে যাতে যে প্রার্থীকে ভোট দেওয়া হয়েছে তাঁর প্রতীক, নাম এবং ক্রমিক সংখ্যা লেখা থাকবে এবং সেটিকে পরবর্তী সাত সেকেন্ডে ধরে ভিভিপ্যাটের জানালায় দেখা যাবে। তারপর কাগজের চিরকুটটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে কেটে ভিভিপ্যাটের ড্রপ বক্সের মধ্যে পড়ে যাবে। কন্ট্রোল ইউনিট থেকে একটি বিপ্ শব্দও শোনা যাবে। কয়েক সেকেন্ড পরে প্রার্থীর নামের পাশের লাল আলো, লাল 'বিজি' আলো এবং বিপ্ শব্দ থেমে যাবে। এর অর্থ হলো, প্রার্থীর নামের পাশের নীল বোতামটি চাপ দিয়ে যে ভোট দেওয়া হয়েছে তা কন্ট্রোল ইউনিটে নথিভুক্ত বা রেকর্ডেড হয়েছে এবং যন্ত্রটি পরবর্তী ভোট গ্রহণের জন্য প্রস্তুত।
- বাকি প্রত্যেক প্রার্থীর ক্ষেত্রে একটি অথবা একাধিক ভোট নথিভুক্ত করার জন্য উপরের পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে বর্ণিত প্রক্রিয়াটির পুনরাবৃত্তি করুন। সতর্কভাবে প্রত্যেক প্রার্থীর জন্য প্রদত্ত ভোটের একটি হিসাব রাখুন।
- এইভাবে ভোট গ্রহণের সময় যে-কোনো মুহূর্তে যন্ত্রে রেকর্ড হওয়া ভোটের মোটসংখ্যা এবং সেই পর্যায় পর্যন্ত গৃহীত হওয়া ভোটের সংখ্যা মিলিয়ে যাচাই করে নেওয়ার জন্য কন্ট্রোল ইউনিটের ব্যালট সেকশানে 'টোটাল' বোতামে চাপ দিন।

দ্রষ্টব্য : 'টোটাল' বোতামে তখনই চাপ দেওয়া যাবে যখন কোনো প্রার্থীর পক্ষে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হবে এবং ডিসপ্লে সেকশনের 'বিজি' লেখা আলোটি নিভে যাবে।

- মহড়া ভোট প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার পর রেজাল্ট সেকশনের 'ক্লোজ' বোতামটিতে চাপ দিন।

দ্রষ্টব্য : সময় পাওয়া গেলে মহড়া ভোট প্রক্রিয়া চলাকালীন একাধিক ভোট নথিভুক্ত বা রেকর্ড করার অনুমতি দিতে কোনো বাধা নেই। প্রত্যেক প্রার্থীর জন্য প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা সমান হতে হবে তা জরুরি নয় কিন্তু প্রত্যেক অনাবৃত বোতামে অন্তত একটি করে মোট ৫০টি ভোট প্রদান জরুরি।

- এখন রেজাল্ট সেকশনের 'রেজাল্ট' লেখা বোতামটিতে চাপ দিন। ঐ বোতামে চাপ দিলে ডিসপ্লে প্যানেলে ফলাফল দেখা যাবে।
- মহড়া ভোটগ্রহণের পরে পোলিং এজেন্টদের উপস্থিতিতে কন্ট্রোল ইউনিটে ফলাফল গণনা করুন এবং লিখে রাখা তথ্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন। ভিভিপ্যাট ড্রপ বক্স থেকে মহড়া ভোটের সমস্ত চিরকুট বের করে ফেলুন ও কন্ট্রোল ইউনিটের রেজাল্ট ইউনিটের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন এবং সুনিশ্চিত করুন যে প্রত্যেক প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোটের সঙ্গে এই ফলাফল মিলে গেছে। ভিভিপ্যাট ড্রপ বক্স থেকে মহড়া ভোটের সমস্ত চিরকুট বের করে নেবার সময় সেলফ্ টেস্ট রিপোর্টের চিরকুটগুলিও বের করে নিতে হবে, এগুলি খুব সহজেই শনাক্ত করা যায়, কারণ এই টেস্ট রিপোর্টের চিরকুটগুলিও বের করে নিতে হবে, এগুলি খুব সহজেই শনাক্ত করা যায়, কারণ এই টেস্ট রিপোর্টের চিরকুটগুলিতে কোনো প্রার্থীর নাম বা প্রতীক থাকে না। এই সেলফ্ টেস্ট রিপোর্টের চিরকুটগুলি রেকর্ডের অংশ হিসেবে ভিভিপ্যাট মহড়া ভোটের চিরকুটের সঙ্গে রেখে দিতে হবে কিন্তু সেগুলো গোনা হবে না।
- এরপর মহড়া ভোটগ্রহণ চলাকালীন প্রদত্ত ভোটের হিসাব মুছে ফেলতে কন্ট্রোল ইউনিটের 'ক্লিয়ার' বোতামে চাপ দিন। 'ক্লিয়ার' বোতামে চাপ দিলে ডিসপ্লে প্যানেলে সবকিছু জিরো (শূন্য) দেখাবে। অবশ্য, ভিভিপ্যাটের ড্রপ বক্স থেকে কাগজের চিরকুটগুলি বের করে ফেলতে হবে এবং ড্রপ বক্সটি অ্যাড্রেস ট্যাগ দিয়ে সিল করে দিতে হবে।
- প্রকৃত ভোট গ্রহণ শুরু হবার আগে প্রিসাইডিং অফিসারকে ব্যত্যয়হীনভাবে সুনিশ্চিত করতে হবে যে কন্ট্রোল ইউনিট (CU) থেকে মহড়া ভোটের উপাত্ত বা ডেটা মুছে ফেলা হয়েছে এবং ভিভিপ্যাট ড্রপ বক্স থেকে মহড়া ভোটের চিরকুটগুলি সরিয়ে ফেলা হয়েছে। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।
- প্রিসাইডিং অফিসারের প্রতিবেদনের অংশ-১ (মহড়া ভোট শংসাপত্র) প্রস্তুত করুন। প্রিসাইডিং অফিসার মহড়া ভোট গ্রহণের পর প্রিসাইডিং অফিসারের প্রতিবেদনের অংশ-১ (মহড়া ভোট শংসাপত্র) সংযোজনী-৫-এর শংসাপত্রে পোলিং এজেন্টদের নাম, যে প্রার্থীদের (এবং তাঁদের দলের নাম) প্রতিনিধিত্ব তাঁরা করছেন তাঁদের নাম লিখে রাখবেন এবং তাঁদের স্বাক্ষরও নেবেন। অন্যান্য পোলিং অফিসাররা মহড়া ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়ার সাক্ষী থাকবেন এবং প্রিসাইডিং অফিসারের প্রতিবেদনের অংশ-১ (মহড়া ভোট শংসাপত্র)-এ লিখিত সংশিত করবেন যে প্রকৃত ভোট গ্রহণের পূর্বে কন্ট্রোল ইউনিট (CU) থেকে মহড়া ভোটের উপাত্ত বা ডেটা মুছে ফেলা হয়েছে এবং ভিভিপ্যাট ড্রপ বক্স থেকে মহড়া ভোটের চিরকুটগুলি সরিয়ে ফেলা হয়েছে।
- **ভোটগ্রহণ শুরু ও শেষ হবার তারিখ ও সময় নথিভুক্ত করা :** প্রিসাইডিং অফিসার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে মহড়া ভোটের শেষে প্রিসাইডিং অফিসারের প্রতিবেদনের অংশ-১ (মহড়া ভোট শংসাপত্র) **(অনুবন্ধ-৫)**-এ এবং প্রিসাইডিং অফিসারের ডায়েরি **(অনুবন্ধ-৭)**-তে ব্যত্যয়হীনভাবে কন্ট্রোল ইউনিটের ডিসপ্লেতে দেখানো তারিখ ও সময় খতিয়ে দেখবেন ও লিখে রাখবেন এবং সে সময়কার সঠিক তারিখ ও সময়ও লিখে রাখবেন আর এই দুটির মধ্যে যদি কোনো বৈষম্য থাকে তাও খতিয়ে দেখবেন ও লিখে রাখবেন।

(৪) মহড়া ভোটের ভিভিপ্যাট স্লিপস্ বা চিরকুটগুলি রাখার পদ্ধতি

- মহড়া ভোটের সময় ব্যবহৃত ভিভিপ্যাট চিরকুটগুলির পিছনে "MOCK POLL SLIP" লেখা রাবার স্ট্যাম্পের সাহায্যে ছাপ মেরে দিতে হবে এবং তারপর সেই চিরকুটগুলিকে মোটা কালো কাগজের তৈরি খামে ভরে রাখতে হবে এবং সেটি প্রিসাইডিং অফিসারের সিল দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে।

- এই খামের উপর প্রিসাইডিং অফিসার এবং পোলিং এজেন্টরা স্বাক্ষর করবেন। এই খামের উপরে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের নাম এবং নম্বর, বিধানসভা নির্বাচনক্ষেত্রের নাম এবং নম্বর, ভোটগ্রহণের তারিখ এবং মহড়া ভোটের সময় ব্যবহৃত ভিভিপ্যাট চিরকুট এই কথাগুলি লিখে রাখতে হবে।

দ্রষ্টব্য : ই ভি এম-ভিভিপ্যাট সেট পরিবর্তনের জন্য যদি প্রকৃত ভোটগ্রহণের সময় মহড়া ভোট নিতে হয় তবে খামের উপরে "সম্পূর্ণ ই ভি এম-ভিভিপ্যাট সেট পরিবর্তনের জন্য গৃহীত মহড়া ভোট উপর স্বাক্ষর করবেন এবং বাক্সটি নির্বাচনের অন্যান্য তথ্যাদির সঙ্গে রাখবেন সংক্রান্ত ভিভিপ্যাট চিরকুট" কথাগুলি লিখে রাখতে হবে।

- প্রিসাইডিং অফিসার ও পোলিং এজেন্টরা গোলাপি কাগজের সিলের উপর স্বাক্ষর করবেন এবং কালো খামটিকে নির্বাচন সম্পর্কিত অন্যান্য নথিপত্রের সঙ্গে রাখবেন।

৩.৪ মহড়া ভোটগ্রহণ সম্পূর্ণ হবার পর এবং প্রকৃত ভোটগ্রহণ শুরু হবার আগে কন্ট্রোল ইউনিট ও ভিভিপ্যাট সিল করা

মহড়া ভোটের পর, মহড়া ভোটের উপাত্ত বা ডেটা মুছে দিয়ে নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের (CU) ফলাফল শাখা (রেজাল্ট সেকশন) সিল করার জন্য নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের সুইচ অফ্ করুন।

৩.৪.১ সবুজ কাগজের সিল, স্পেশাল ট্যাগ ও অ্যাড্রেস ট্যাগ দিয়ে নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের ফলাফল শাখা বন্ধ করা।

(ক) সবুজ কাগজের সিল

পরিবর্তিত সবুজ কাগজের সিল বা গ্রিন পেপার সিল-এ এখন সাদা দিকের দুই প্রান্তে স্ব-আঠালো স্টিকার বা সেলফ-অ্যাডহেসিভ স্টিকার দেওয়া থাকে এবং "A" ও "B" লেখা থাকে। এই পরিবর্তিত সবুজ কাগজের সিল-এর যেহেতু নিজেরই জুড়ে থাকার ক্ষমতা আছে তাই নিয়ন্ত্রণ ইউনিটটি বন্ধ করার জন্য বাইরের পেপার স্ট্রিপ সিল-এর কোনো প্রয়োজন হবে না।

- নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের (CU) ফলাফল শাখার ভিতরের খোপের দরজার ভিতরের দিকে কাগজের সিল আটকানোর জন্য একটি কাঠামো দেওয়া আছে। নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের (CU) ফলাফল শাখার ভিতরের খোপের দরজার ভিতরের দিকে এই উদ্দেশ্যে প্রদত্ত কাঠামোটিতে সবুজ কাগজের সিল আটকানোর পূর্বে আপনি কাগজের সিলটির ক্রমিক নম্বরের ঠিক নিচে আপনার পূর্ণ স্বাক্ষর করুন। সেখানে উপস্থিত প্রার্থীরা বা তাঁদের পোলিং এজেন্টরা যদি স্বাক্ষর করতে চান তবে তাঁদের স্বাক্ষরও এভাবেই নিতে হবে। প্রিসাইডিং অফিসারকে যাচাই করে নিতে হবে যে কাগজের সিলের উপর পোলিং এজেন্টরা যে স্বাক্ষর করেছেন তা তাঁদের নিয়োগপত্রের স্বাক্ষরের সঙ্গে মিলছে কিনা।

- ফলাফল শাখার দরজার ভিতরের সিল করার জন্য প্রদত্ত স্থানে সবুজ কাগজের সিলটি এমনভাবে ঢোকান যাতে সিলের সাদা দিকের উপরকার সবুজ রঙের দাগটি রেজাল্ট বোতামের উপরে আসে এবং লাল রঙের দাগটি প্রিন্ট বোতামের উপরে আসে।

- সবুজ কাগজের সিলটি ঢোকানোর পর রেজাল্ট বোতামের উপরে অবস্থিত ভিতরের দরজাটি বন্ধ করে দিতে হবে। বন্ধ করে দেবার পর ভিতরের দরজার জানালা দিয়ে সবুজ ও লাল দুটি রঙই দেখা যাবে।
- এরপর, রেজাল্ট সেকশনের ভিতরের দরজাটি স্পেশাল ট্যাগ দিয়ে আটকে দিতে হবে।

(খ) স্পেশাল ট্যাগ : মোটা কার্ড দিয়ে তৈরি স্পেশাল ট্যাগ ই ভি এম-এর কন্ট্রোল ইউনিটের রেজাল্ট সেকশনের ভিতরের খোপ বা কম্পার্টমেন্ট সিল করার কাজে ব্যবহৃত হয়।

Front Side

Back Side

- স্পেশাল ট্যাগের ডান দিকের উপরের কোণে ধাতব রিং সহ একটি ছিদ্র থাকবে, যাতে তার মধ্যে দিয়ে সিল করার জন্য সুতোটা সহজেই গলিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। স্পেশাল ট্যাগটির মাঝখানে একটি প্রশস্ত খোলা অংশ থাকবে যাতে রেজাল্ট সেকশনের কক্ষে স্পেশাল ট্যাগটি আটকে দেবার পর 'ক্লোজ' বোতামটি দেখা যায় এবং সেটি ব্যবহার করা যায়।
- সিল করার আগে আপনাকে অবশ্যই স্পেশাল ট্যাগের উপরে নিয়ন্ত্রণ ইউনিট (CU)-এর ক্রমিক নম্বর লিখে রাখতে হবে।
- স্পেশাল ট্যাগের সামনের দিকে নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের ক্রমিক নম্বর লেখার পরে স্পেশাল ট্যাগের পিছন দিকে আপনি স্বাক্ষর করুন। আপনি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের অভ্যন্তরে উপস্থিত ইচ্ছুক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/ পোলিং এজেন্টদেরও স্পেশাল ট্যাগের পিছন দিকে স্বাক্ষর করতে বলবেন। আপনি স্পেশাল ট্যাগের উপরে পূর্ব-মুদ্রিত ক্রমিক নম্বরটি পড়ে শোনাবেন এবং প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/পোলিং এজেন্টদের তাঁদের পরবর্তী উল্লেখের জন্য উক্ত ক্রমিক নম্বরটি লিখে নিতে বলবেন।
- 'ফলাফল শাখা' (রেজাল্ট সেকশন)-এর ভিতরের দরজাটি স্পেশাল ট্যাগ দিয়ে বন্ধ বা সিল করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে, আপনাকে উচ্চমানের সুতোটি (রিটার্নিং অফিসারের সরবরাহ করা) ভিতরের দরজার ছিদ্রগুলি এবং স্পেশাল ট্যাগের ধাতব রিং সহ ছিদ্রের মধ্য দিয়ে গলিয়ে নিয়ে যাবেন।
- কোনো অবস্থাতেই আপনি নষ্ট বা ছেঁড়া স্পেশাল ট্যাগ ব্যবহার করবেন না। এ ধরনের ক্ষেত্রে অপর একটি স্পেশাল ট্যাগ ব্যবহার করবেন। অতিরিক্ত 'সবুজ কাগজের সিল'-এর মতোই আপনাকে ২ বা ৩টি 'স্পেশাল ট্যাগ'ও সরবরাহ করা হবে।
- পূর্বোক্ত প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হয়ে গেলে সুতোটিকে গিঁট দিয়ে বাঁধুন এবং স্পেশাল ট্যাগের উপরে সুতোটিকে গালা দিয়ে আটকে দিন। এরপরে, খেয়াল রাখুন যাতে সিলটি না ভেঙে যায় এবং স্পেশাল ট্যাগটিকে 'ক্লোজ' বোতামের খোপে এমনভাবে রাখুন যাতে স্পেশাল ট্যাগের মধ্যবর্তী ছিদ্রের ফাঁক দিয়ে 'ক্লোজ' বোতামটি দেখা যায়।

* স্পেশাল ট্যাগটি লাগানোর পর, রেজাল্ট সেকশনের বাইরের দরজাটি এমনভাবে বন্ধ করুন যাতে বন্ধ বাইরের দরজার দুদিক থেকে সবুজ কাগজের সিলের খোলা প্রান্ত দুটি বাইরে বেরিয়ে থাকে। এরপর প্রিসাইডিং অফিসার সুতো ও অ্যাড্রেস ট্যাগ দিয়ে বাইরের দরজাটি বন্ধ করে দেবেন।
* মডিফায়েড গ্রিন পেপার সিল বা রূপান্তরিত সবুজ কাগজের সিল-এর 'A' দিক থেকে মোম কাগজটি তুলে ফেলতে হবে এবং 'A' দিকটি রেজাল্ট সেকশনের বাইরের দরজাটির উপরে সেঁটে দিতে হবে।
* মডিফায়েড গ্রিন পেপার সিল বা রূপান্তরিত সবুজ কাগজের সিল-এর 'B' দিক থেকে মোম কাগজটি তুলে ফেলতে হবে এবং রূপান্তরিত সবুজ কাগজের সিল-এর 'A' দিক থেকে মোম কাগজটি তুলে ফেলতে হবে এবং রূপান্তরিত সবুজ কাগজের সিল-এর নিম্নাবস্থিত 'A' দিকের উপরে এমনভাবে সেঁটে দিতে হবে যাতে সিলের ক্রমিক সংখ্যাটি উপরে দেখতে পাওয়া যায়।

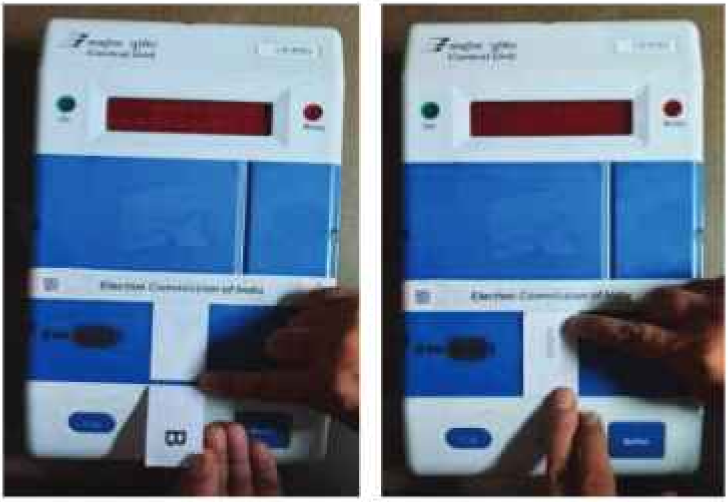

(গ) অ্যাড্রেস ট্যাগ ব্যবহার করে সুতো দিয়ে ভিভিপ্যাটের ড্রপ বক্স সিল করা

প্রকৃত ভোটগ্রহণ শুরু করার আগে সুতো ও অ্যাড্রেস ট্যাগ দিয়ে ভিভিপ্যাট ইউনিটের নিচের অংশটি অর্থাৎ ড্রপ বক্সটি সিল করতে হয়। সিল করার আগে ড্রপ বক্স থেকে সবকটি মহড়া ভোটের চিরকুট সুনিশ্চিতভাবে সরিয়ে ফেলতে হবে।

৩.৪.২ **ই ভি এম ভিভিপ্যাট প্রকৃত ভোটগ্রহণের জন্য প্রস্তুত :** ই ভি এম এবং ভিভিপ্যাট মেশিনজোড়া এখন প্রকৃত ভোটগ্রহণের জন্য সবদিক থেকেই প্রস্তুত।

৩.৪.৩ **ই ভি এম পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মহড়া ভোট**

* মহড়া ভোটের সময় কন্ট্রোল ইউনিট বা ব্যালট ইউনিট বা ভিভিপ্যাট ঠিকভাবে কাজ না করলে শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট ইউনিটটি বদলান।
* প্রকৃত ভোটগ্রহণ চলাকালীন কন্ট্রোল ইউনিট বা ব্যালট ইউনিট ঠিকভাবে কাজ না করলে কন্ট্রোল ইউনিট, ব্যালট ইউনিট ও ভিভিপ্যাট-এর সম্পূর্ণ সেটি বদলান। এই ধরনের ক্ষেত্রে মহড়া ভোটে নোটাসহ প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী

প্রার্থীর জন্য মাত্র একটি ভোট দিন এবং উপরের **৩.৩.৫ নং অনুচ্ছেদে** উল্লেখিত মহড়া ভোটের নির্দেশাবলি অনুসরণ করুন।

- প্রকৃত ভোটগ্রহণ চলাকালীন যদি ভিভিপ্যাট ঠিকভাবে কাজ না করে তবে ভিভিপ্যাট বদলান। ভিভিপ্যাট বদলের ক্ষেত্রে কোনো মহড়া ভোটের প্রয়োজন নেই।

৩.৪.৪ সংকটজনক ত্রুটি

- মহড়া ভোটের পর কন্ট্রোল ইউনিটের CLOSE বোতামে চাপ না দেওয়া।
- কন্ট্রোল ইউনিটের মহড়া ভোটের ফলাফলের সঙ্গে ভিভিপ্যাটের পেপার স্লিপস্ বা চিরকুটগুলির সংখ্যা মিলিয়ে না দেখা।
- ভিভিপ্যাট থেকে মহড়া ভোটের চিরকুটগুলি বের না করা।
- কন্ট্রোল ইউনিট থেকে মহড়া ভোটের তথ্য মুছে না ফেলা।
- সরাসরি আলোর নীচে ভিভিপ্যাট স্থাপন করা।
- খোলা জানালার কাছে ভিভিপ্যাট স্থাপন করা।

দ্রষ্টব্য

- মহড়া ভোট শুরুর পূর্বে প্রিসাইডিং অফিসার উপস্থিত এজেন্টদের মেশিনের নম্বরগুলি দেখাবেন।
- প্রিসাইডিং অফিসার ভোটকেন্দ্রে ব্যবহৃত কন্ট্রোল ইউনিট, ব্যালট ইউনিট এবং ভিভিপ্যাট-এর নম্বর ও ক্রমিক নম্বর নিজের ডায়েরিতে লিখে রাখবেন।

৩.৪.৫ পেপার সিলের হিসাব

- আপনাকে ভোটকেন্দ্রে ব্যবহারের জন্য দেওয়া গ্রিন পেপার সিল বা সবুজ কাগজের সিলের সংখ্যা এবং কন্ট্রোল ইউনিটকে সিল করা ও সুরক্ষিত করার জন্য প্রকৃতপক্ষে কতগুলি সবুজ কাগজের সিল ব্যবহৃত হয়েছে তার সঠিক হিসাব রাখতে হবে। ১৯৬১ সালের নির্বাচন পরিচালনার নিয়মাবলির পরিশেষে প্রদত্ত ১৭ সি নিদর্শের অংশ ১-এর ১০ নং দফায় (সংযোজনী-৮) এই উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট নিদর্শে আপনাকে এই হিসাব লিখে রাখতে হবে।
- আপনি উপস্থিত প্রার্থীগণ বা তাঁদের এজেন্টদের এই উদ্দেশ্যে প্রদত্ত সবুজ কাগজের সিলের সংখ্যা ও প্রকৃতপক্ষে ব্যবহৃত সবুজ কাগজের সিলের সংখ্যা লিখে নেবার অনুমতি দেবেন।

৩.৫ বৈদ্যুতিন ভোটিং মেশিন (ই ভি এম) এবং ভোটার ভেরিফায়েবল পেপার অডিট ট্রেইল (ভিভিপ্যাট) চালনোর সময় কী কী করবেন না

(প্রিসাইডিং অফিসার ও তাঁর দলের জন্য)

পোলিং স্টেশনের উদ্দেশে রওনা দেবার সময়	
১	যে ই ভি এম/ভিভিপ্যাট মেশিন নিয়েছেন সেটি আপনার পোলিং স্টেশনের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করুন।
২	কোনো ই ভি এম/ভিভিপ্যাট মেশিন কোনো অননুমোদিত স্থানে, যেমন বাড়ি ইত্যাদি জায়গায় নিয়ে যাবেন না।
৩	ভিভিপ্যাটের সুইচ বারবার অন ও অফ্ করবেন না কারণ এতে ব্যাটারি নিঃশেষিত হবে আর ভোটের দিন-এ পেপার রোল সমস্যা সৃষ্টি করবে।
৪	তার বা কেব্‌ল ব্যবহার করে ই ভি এম এবং ভিভিপ্যাট সংযুক্ত বা বিচ্ছিন্ন করার সময় কন্ট্রোল ইউনিটের সুইচ অফ করতে ভুলবেন না।
৫	কন্ট্রোল ইউনিট থেকে বিচ্ছিন্ন করার সময় ব্যালট ইউনিট ও ভিভিপ্যাটের তার ধরে টানবেন না।
৬	ভিভিপ্যাট চালু করবেন না।
৭	রওনা দেবার সময় ব্যালট ইউনিট, কন্ট্রোল ইউনিট ও ভিভিপ্যাট সংযুক্ত করবেন না।
৮	পরিবহনের সময় ভিভিপ্যাটের নব্ খাড়া (ওয়ার্কিং মোড) করে রাখবেন না।
৯	নির্ধারিত স্থান ব্যতীত অন্য কোনো স্থানে থাকবেন না।

১০	ব্যালট ইউনিট, কন্ট্রোল ইউনিট ও ভিভিপ্যাট থেকে কোনো সিল সরাবেন না।
১১	যাতায়াতের জন্য নির্ধারিত যানবাহন ব্যতীত অন্য কোনো যানবাহন ব্যবহার করবেন না।
	মহড়া ভোটের সময়
১	কোনো ইলেকশন এজেন্ট উপস্থিত না থাকলে বা একজন মাত্র উপস্থিত থাকলে মহড়া ভোটগ্রহণ শুরু করবেন না। ১৫ মিনিট অপেক্ষা করুন।
২	অন্তত পক্ষে ৫০টি ভোট দেওয়া না হলে মহড়া ভোটগ্রহণ বন্ধ করবেন না।
৩	মহড়া ভোটের জন্য ব্যালট ইউনিট, কন্ট্রোল ইউনিট ও ভিভিপ্যাট একই টেবিলে রাখবেন না। (ব্যালট ইউনিট ও ভিভিপ্যাট ভোটদান কক্ষে রাখুন)।
৪	মহড়া ভোটের সময় নোটা সহ প্রত্যেক প্রার্থীর বোতামে অন্তত একটি ভোট দিতে ভুলবেন না।
৫	ভোটের দিন মহড়া ভোট শেষ করার পরে ভিভিপ্যাটের স্লিপস্ কম্পার্টমেন্টের ভিতরে মহড়া ভোটের কোনো স্লিপ বা চিরকুট যেন পড়ে না থাকে।
৬	প্রকৃত ভোটগ্রহণ শুরুর আগে কন্ট্রোল ইউনিট থেকে মহড়া ভোটের তথ্য মুছে ফেলতে ভুলবেন না।
৭	কালো খামের মধ্যে মহড়া ভোটের ভিভিপ্যাট স্লিপ বা চিরকুট যেন স্ট্যাম্পবিহীন অবস্থায় রেখে দেবেন না।
৮	মহড়া ভোটের সময় ভিভিপ্যাট স্লিপ-এর সঙ্গেই ই ভি এম-এর গণনা মিলিয়ে দেখতে ভুলবেন না।
৯	মহড়া ভোট শংসাপত্র পূরণ করতে ভুলবেন না (প্রিসাইডিং অফিসার রিপোর্ট-এর অংশ-১)
১০	কন্ট্রোল ইউনিটের রেজাল্ট সেকশন ও ভিভিপ্যাটের ড্রপ বক্স সিল না করে এবং তার উপরে পোলিং এজেন্টদের স্বাক্ষর না নিয়ে প্রকৃত ভোটগ্রহণ শুরু করবেন না।
	ভোটগ্রহণের সময়
১	ভোটগ্রহণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত পেপার রোল নব্ অপারেট করবেন না।
২	ভোটগ্রহণ সম্পূর্ণ হবার পর কন্ট্রোল ইউনিটের ক্লোজ বোতামে চাপ দিতে ভুলবেন না।
৩	প্রকৃত ভোটগ্রহণের সময় শুধুমাত্র ভিভিপ্যাট পরিবর্তন হলে মহড়া ভোটগ্রহণ করবেন না।
৪	ভোটদান কক্ষে ভিভিপ্যাটের উপর কোনো অত্যুজ্জ্বল বাল্ব ঝোলাবেন না।
৫	ব্যালট ইউনিট, কন্ট্রোল ইউনিট ও ভিভিপ্যাট সংযুক্ত বা বিচ্ছিন্ন করার সময় কন্ট্রোল ইউনিটের সুইচ অন করবেন না।
৬	ভিভিপ্যাট পেপার রোল নব্ লক্ অবস্থানে (শোয়ানো/অনুভূমিক অবস্থান) থাকলে কন্ট্রোল ইউনিটের সুইচ অন করবেন না।
৭	ব্যালট ইউনিট/ভিভিপ্যাট-এর সংযোগকারী তারটি আঠাযুক্ত 'স্বচ্ছ' টেপ দিয়ে টেবিলের পায়ার সাথে আটকে দিতে ভুলবেন না।
৮	তারটি বিচ্ছিন্ন করার সময় কানেকটরের দুই দিকের ল্যাচ চেপে দিতে ভুলবেন না।
৯	মহড়া ভোট প্রক্রিয়ার সময়ে কন্ট্রোল ইউনিটের তথ্য এবং ভিভিপ্যাট থেকে ভিভিপ্যাটের মক স্লিপস্ বা মহড়া চিরকুটগুলি পরিষ্কার করতে ভুলবেন না।
১০	যাঁরা কীভাবে ভোট দিতে হয় জানেন না তাঁদের শেখানোর জন্য ভোটদান কক্ষে ঢুকবেন না। এজন্য কার্ডবোর্ডের তৈরি ব্যালট ইউনিট ব্যবহার করুন।
১১	ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া চলার সময় ই ভি এম সুইচ অফ্/সুইচ অন করবেন না।
১২	ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হবার পর বহনকারী বাক্সে ভিভিপ্যাট মেশিনটি সিল করার পূর্বে ভিভিপ্যাট থেকে ভিভিপ্যাট পাওয়ার প্যাক (ব্যাটারি) খুলে নিতে ভুলবেন না।

৩.৬ ভোটগ্রহণকারী দলগুলির প্রতি ভোটের দিন ই ভি এম/ভিভিপ্যাট বিষয়ে নির্দেশ

১। কন্ট্রোল ইউনিট, ব্যালট ইউনিট, ভিভিপ্যাট এম ৩-র সংযোগ সাধন

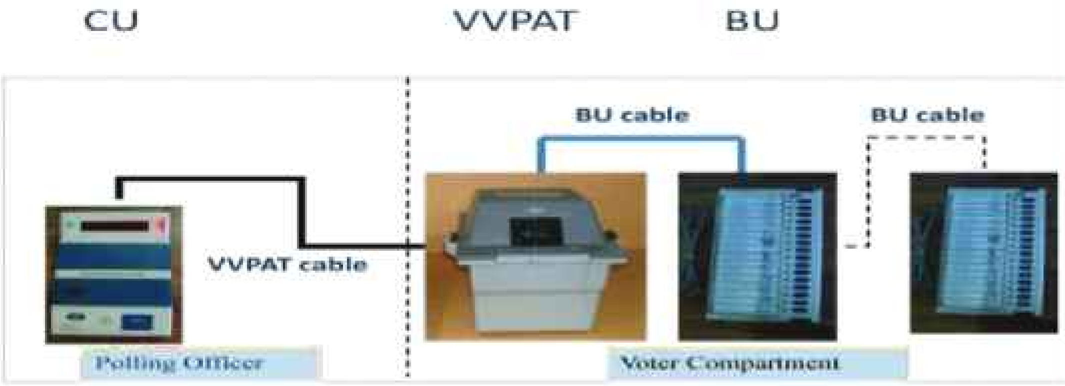

Connecting EVM with VVPAT during mock poll, actual poll

২. মহড়া ভোট পরিচালনা ও যাচাই করা

- মহড়া ভোটের সময় প্রার্থী/এজেন্টদের উপস্থিতিতে অন্তত পক্ষে ৫০টি ভোট দিতে হবে।
- মহড়া ভোট সম্পূর্ণ হবার পর কন্ট্রোল ইউনিটের CLOSE বোতামটি চাপ দিন।
- কন্ট্রোল ইউনিটের RESULT বোতামে চাপ দিন এবং কন্ট্রোল ইউনিটে প্রদর্শিত তথ্যটি লিখে রাখুন।
- কন্ট্রোল ইউনিটের CLEAR বোতামে চাপ দিন এবং দেখুন যে কন্ট্রোল ইউনিটে মোটসংখ্যা শূন্য দেখাচ্ছে কিনা। কন্ট্রোল ইউনিটের সুইচ অফ করুন।
- ভিভিপ্যাটের ব্যালট কম্পার্টমেন্ট-এর দরজা খুলুন এবং ভিভিপ্যাট চিরকুটগুলি সংগ্রহ করুন।
- দলীয় প্রতীক অনুযায়ী ব্যালট স্লিপস্ বা চিরকুটগুলি আলাদা করুন এবং সেগুলি গুণে তার ফলাফল লিখে রাখুন। POST স্লিপগুলি আলাদা করে রাখুন।
- ভিভিপ্যাটের ফলাফলের সঙ্গে কন্ট্রোল ইউনিটের ফলাফল মিলিয়ে দেখুন। প্রার্থী অনুযায়ী দুটিই মিলিয়ে দেখতে হবে।
- যত্ন সহকারে এবং সঠিকভাবে মহড়া ভোট শংসাপত্র পূরণ করুন।

৩. মহড়া ভোটের পর কন্ট্রোল ইউনিট ও ভিভিপ্যাটের ব্যালট স্লিপস্ কম্পার্টমেন্টটি সিল করা

- মহড়া ভোটের পর ভিভিপ্যাটের চিরকুটগুলি বের করে ফেলতে হবে এবং "MOCK POLL SLIP" লেখা রবার স্ট্যাম্প দিয়ে সেগুলোর পিছন দিকে স্ট্যাম্প দিতে হবে। তারপর এই মহড়া ভোটের ভিভিপ্যাটের চিরকুটগুলিকে মোটা কালো কাগজের তৈরি খামে ভরে সিল করে দিতে হবে।
- গোলাপি কাগজের সিল দিয়ে এই খামটিকে এমনভাবে সিল করে দিতে হবে যাতে খামটি খুলতে হলে সিলটি ভাঙতে হয়।
- কন্ট্রোল ইউনিটের ভিতরের রেজাল্ট সেকশনে সবুজ কাগজের সিল লাগান এবং কন্ট্রোল ইউনিটের ক্লোজ বোতামে স্পেশ্যাল ট্যাগ লাগান।
- প্রকৃত ভোটের আগে ভিভিপ্যাটের ব্যালট কম্পার্টমেন্টটি খালি করার বিষয়টি সুনিশ্চিত করুন এবং প্রকৃত ভোটগ্রহণ শুরুর আগে ব্যালট স্লিপস্ কম্পার্টমেন্টটি সুতো ও অ্যাড্রেস ট্যাগ দিয়ে সিল করুন।

৪. মহড়া ভোটের প্রস্তুতির সময় ই ভি এম - ভিভিপ্যাট পরিবর্তন

- ▶ যদি ব্যালট ইউনিট ঠিকভাবে কাজ না করে তবে রিজার্ভ ব্যালট ইউনিট থেকে শুধুমাত্র ব্যালট ইউনিট পরিবর্তন করুন।
- ▶ যদি কন্ট্রোল ইউনিট ঠিকভাবে কাজ না করে তবে রিজার্ভ কন্ট্রোল ইউনিট থেকে শুধুমাত্র কন্ট্রোল ইউনিট পরিবর্তন করুন।
- ▶ যদি ভিভিপ্যাট ঠিকভাবে কাজ না করে তবে রিজার্ভ ভিভিপ্যাট থেকে শুধুমাত্র ভিভিপ্যাট পরিবর্তন করুন।

৫. প্রকৃত ভোটগ্রহণের সময় ই ভি এম - ভিভিপ্যাট পরিবর্তন

- ▶ যদি কন্ট্রোল ইউনিট বা ব্যালট ইউনিট ঠিকভাবে কাজ না করে তবে ব্যালট ইউনিট, কন্ট্রোল ইউনিট ও ভিভিপ্যাট-এর সম্পূর্ণ সেট পরিবর্তন করুন। এই ধরনের ক্ষেত্রে মহড়া ভোটে নোটা সহ প্রত্যেক প্রার্থীকে মাত্র একটি ভোট দিতে হবে এবং নিম্নলিখিত কাজগুলি করতে হবে
  - যদি কন্ট্রোল ইউনিট ভিভিপ্যাট পরিবর্তনের কথা বলে তবে শুধু ভিভিপ্যাট পরিবর্তন করুন। সেক্ষেত্রে কোনো মহড়া ভোট পরিচালনার প্রয়োজন নেই।
  - যদি কন্ট্রোল ইউনিট কন্ট্রোল ইউনিটের বা ভিভিপ্যাটের পাওয়ার প্যাক পরিবর্তনের কথা বলে তবে শুধু কন্ট্রোল ইউনিট বা ভিভিপ্যাটের পাওয়ার প্যাক পরিবর্তন করুন।

ই ভি এম-ভিভিপ্যাট পরিবর্তন

প্রকৃত ভোটগ্রহণ চলাকালীন	ব্যালট ইউনিটের ত্রুটি	ব্যালট ইউনিট, কন্ট্রোল ইউনিট এবং ভিভিপ্যাটের সম্পূর্ণ সেটটি বদলান	➢ প্রতিটি অনাবৃত বোতামে ১টি করে ভোট দিয়ে মহড়া ভোট ➢ ভিভিপ্যাট ব্যাটারি খুলে ফেলুন, ত্রুটিপূর্ণ ইউনিটগুলিকে বহনকারী বাক্সে সিল করে দিন ➢ প্রিসাইডিং অফিসারের রিপোর্টের অংশ-১ ও অংশ-৫ প্রস্তুত করুন
	কন্ট্রোল ইউনিটের ত্রুটি		
	কন্ট্রোল ইউনিটের ব্যাটারির ত্রুটি	শুধুমাত্র কন্ট্রোল ইউনিটের ব্যাটারি বদলান	➢ কোনো মহড়া ভোটের প্রয়োজন নেই ➢ প্রিসাইডিং অফিসারের রিপোর্টের অংশ-২ প্রস্তুত করুন
	ভিভিপ্যাটের ত্রুটি	শুধুমাত্র ভিভিপ্যাট বদলান	➢ কোনো মহড়া ভোটের প্রয়োজন নেই ➢ ভিভিপ্যাট ব্যাটারি খুলে ফেলুন, ত্রুটিপূর্ণ ভিভিপ্যাট মেশিনটিকে বহনকারী বাক্সে সিল করে দিন ➢ প্রিসাইডিং অফিসারের রিপোর্টের অংশ-৫ প্রস্তুত করুন
	ভিভিপ্যাটের ব্যাটারির ত্রুটি	শুধুমাত্র ভিভিপ্যাটের ব্যাটারি বদলান	➢ কোনো মহড়া ভোটের প্রয়োজন নেই
প্রকৃত ভোটগ্রহণের পূর্বে	যেকোনো ত্রুটি	শুধুমাত্র ত্রুটিপূর্ণ ইউনিটটি(গুলি) বদলান	➢ নতুন ইউনিট(গুলিতে) মহড়া ভোট শুরু করুন ➢ প্রিসাইডিং অফিসারের রিপোর্টের অংশ-১ ও অংশ-৪ প্রস্তুত করুন ➢ ত্রুটিপূর্ণ ইউনিট(গুলি) এম ও কে ফিরিয়ে দিন।

- ❖ কোনো অবস্থাতেই সিল করা ভিভিপ্যাট ড্রপ বক্স খুলবেন না
- ❖ কোনো সংযোগ স্থাপন বা বিচ্ছিন্ন করার আগে সর্বদা কন্ট্রোল ইউনিটের সুইচ অফ্ করবেন
- ❖ সবসময়েই লাল-কালো রঙ মিলিয়ে সংযোগ স্থাপন করবেন
- ❖ কন্ট্রোল ইউনিটের সুইচ অন করার আগে ভিভিপ্যাটের সুইচ UNLOCK অবস্থায় রাখুন

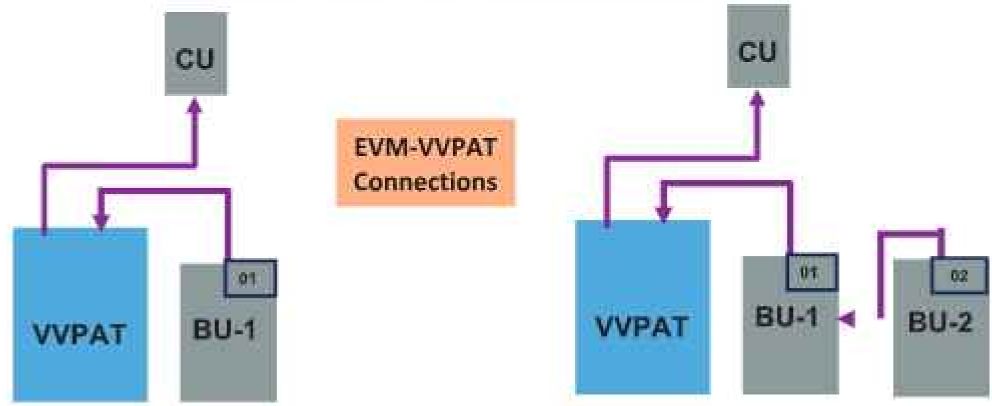

অধ্যায় - ৪
ভোটগ্রহণ পদ্ধতি

৪.১ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভিতরে ও তার চারপাশে নির্বাচনী আইন বলবৎকরণ

(১) নিরপেক্ষতা ও শৃঙ্খলা রক্ষা

সব রাজনৈতিক দল ও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের (নির্দল প্রার্থী সহ) সমান মর্যাদা দিতে হবে। সবরকম বিবাদের নিরপেক্ষ এবং ন্যায্যভাবে মীমাংসা করতে হবে। সব বিষয়ের ক্ষেত্রে আপনার নিরপেক্ষতা, দৃঢ়তা ও বিচক্ষণতা আপনাকে অন্যদের সামনে প্রতিষ্ঠিত করবে এবং আপনার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনার জন্য সহায়ক হবে। আপনি কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, পোলিং এজেন্ট, খ্যাতনামা ব্যক্তি, গণ্যমান্য কেউ বা কোনো নির্বাচকের (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় নির্বাচনী আধিকারিকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য) প্রতি সখ্যতা প্রদর্শন করবেন না; সাধারণ সৌজন্য দেখানো যেতেই পারে। নির্বাচকদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করা আপনার দায়িত্ব।

(২) প্রচারের ওপর নিষেধাজ্ঞা

ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ১০০ (একশো) মিটারের মধ্যে কোনোরকম প্রচার এক নির্বাচনী অপরাধ। এই কাজে লিপ্ত ব্যক্তি ১৯৫১-র জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ১৩০ ধারার অধীনে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছাড়াই আটক হতে পারেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। **(অনুবন্ধ - ১)**

(৩) প্রার্থীর নির্বাচন বুথ

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ২০০ মিটারের বেশি দূরত্বে একটি টেবিল, দুটি চেয়ার এবং রৌদ্র-বৃষ্টি থেকে সুরক্ষার জন্য মাথার উপরের একটা ছাতা বা ত্রিপল সহকারে নিজেদের নির্বাচন বুথ স্থাপন করতে পারেন। এই নির্বাচন বুথে ভিড় জমতে দেওয়া চলবে না। উপরোক্ত বিধি ভঙ্গ হলে সেটি আপনার সেক্টর আধিকারিককে তক্ষুণি জানাবেন (অথবা আপনার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে আইনশৃঙ্খলার দায়িত্বে থাকা অন্য কোনো আধিকারিককে), শান্তিপূর্ণ নির্বাচন সুনিশ্চিত করতে সময়মতো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণের জন্য উপরোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ খুব দরকারি।

(৪) ভোটগ্রহণ কেন্দ্র বা তার নিকটে বিশৃঙ্খলতা

ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের চত্বরে (কেন্দ্রের ভেতরে বা আশেপাশে) কাউকে বিশৃঙ্খল আচরণ করতে দেখা গেলে (লাউড্স্পিকার, মেগাফোন ইত্যাদির মতো শব্দবর্ধক যন্ত্র ব্যবহার সহ) তৎক্ষণাৎ পুলিশ দিয়ে গ্রেপ্তার করানো যেতে পারে এবং তার বিরুদ্ধে **(১৯৫১-র জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ১৩১ ধারা - অনুবন্ধক - ১)** শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু এই ক্ষমতা শুধুমাত্র শেষ সম্বল হিসাবেই প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয়, যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ওপর অনুরোধ বা কঠোর সাবধানবাণীর কোনো প্রভাব না হয়।

(৫) বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ব্যক্তিদের অপসারণ

কোনো ব্যক্তি অভব্য আচরণ করলে অথবা ভোটগ্রহণ চলাকালীন আপনার আইনসম্মত নির্দেশ অমান্য করলে (বলবৎ আইনের নিরিখে) আপনার আদেশে কোনো পুলিশ অফিসার বা আপনার দ্বারা প্রাধিকারপ্রাপ্ত অন্য কোনো ব্যক্তি তাকে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র থেকে সরিয়ে দিতে পারেন **(১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ১৩২ ধারা দ্রষ্টব্য - অনুবন্ধ - ১)**।

(৬) ভোটদাতাদের নিয়ে আসার জন্য আইন বহির্ভূতভাবে যানবাহন ব্যবহার

কেউ যদি কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষ থেকে ভোটদাতাদের আইন বহির্ভূতভাবে যানবাহন ব্যবহার করে নিয়ে আসা ও পৌঁছে দেওয়ার কোনো অভিযোগ আপনাকে জানান আপনি আঞ্চলিক/সেক্টর ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে সেই অভিযোগ আপনার মহকুমা শাসকের কাছে প্রেরণ করবেন।

(৭) ভোটগ্রহণ কেন্দ্র থেকে ভোটযন্ত্র অপসারণ এবং/অথবা নির্বাচনী সামগ্রী নিয়ে যাওয়া একটি অপরাধ

- যদি কোনো ব্যক্তি কোনো নির্বাচনে অবৈধভাবে বা অনধিকারী হিসাবে কোনো ভোটযন্ত্র ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের বাইরে নিয়ে যান অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে নিয়ে যাওয়ার কাজে সাহায্য করেন বা এই কাজে প্ররোচনা দেন, তবে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে এবং তিনি এক বছরের জন্য কারাদণ্ড বা পাঁচশো টাকা জরিমানা অথবা অথবা উভয় দণ্ডেই দণ্ডনীয় হবেন। এক্ষেত্রে ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ১৩৫ ধারার ব্যাখ্যা সহ ৬১এ ধারা দ্রষ্টব্য।

- ই ভি এম ব্যতীত অন্যান্য নির্বাচনী সামগ্রী নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে বা নিয়ে গেলে ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ১৩৫-এ ধারা অনুসারে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে।
- এমতবস্থায় আপনি আপনার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের আঞ্চলিক থানায় ভারপ্রাপ্ত আধিকারিককে লিখিত তথ্য সহ তাঁদের হাতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তুলে দেবেন।

(৮) নির্বাচনী আধিকারিকদের সরকারি কর্তব্য লঙ্ঘন

১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ১৩৪ ধারার প্রতিও আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে, যাতে বলা হয়েছে যে যদি কোনো প্রিসাইডিং বা পোলিং অফিসার যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই তাঁর সরকারি কর্তব্য লঙ্ঘন করেন বা কোনো অনুচিত কাজ করে কর্তব্যচ্যুতি ঘটান, তাহলে তিনি অপরাধী হিসাবে সাব্যস্ত হবেন।

(৯) ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের কাছাকাছি বা অভ্যন্তরে অস্ত্রসহ প্রবেশ নিষেধ

১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ১৩৪ বি ধারা অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি (রিটার্নিং অফিসার, প্রিসাইডিং অফিসার এবং ভোটকেন্দ্রের শান্তি ও শৃঙ্খলারক্ষায় নিয়োজিত কর্তব্যরত কোনো পুলিশ অফিসার বা অন্য কোনো ব্যক্তি ছাড়া) ১৯৫৯ সালের অস্ত্র আইন অনুযায়ী অস্ত্র সহ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের এলাকায় প্রবেশ করতে পারেন না। কোনো ব্যক্তি এই নিয়ম লঙ্ঘন করলে তিনি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য কারাদণ্ড, যা দুই বছর পর্যন্ত বর্ধিত হতে পারে বা অর্থদণ্ড অথবা উভয়দণ্ডেই দণ্ডিত হবেন। এটি একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

(১০) ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভিতরে সেলুলার ফোন, কর্ডলেস ফোন, ওয়ারলেস সেট ইত্যাদি ব্যবহার নিষিদ্ধ

ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভিতরে ও ১০০ মিটার পরিসীমার (ভারতের নির্বাচন কমিশন কর্তৃক 'ভোটগ্রহণ কেন্দ্র সংলগ্ন অঞ্চল' বলে চিহ্নিত) মধ্যে কোনো সেল ফোন, কর্ডলেস ফোন, স্মার্ট ফোন, ওয়ারলেস সেট ইত্যাদি নিয়ে প্রবেশ করা যাবে না। প্রিসাইডিং অফিসার নিজের মোবাইল ফোন নীরব রেখে সঙ্গে নিতে পারেন এবং ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে নিযুক্ত মাইক্রো-অবসারভারও নিজের ফোন নীরব রেখে সঙ্গে নিতে পারেন। যে সমস্ত ভোটগ্রহণ কেন্দ্র মোবাইল শ্যাডোজোন-এ অবস্থিত, সেক্ষেত্রে প্রিসাইডিং অফিসার অনুমতি ক্রমে ওয়্যারলেস সেট অথবা স্যাটেলাইট ফোন ব্যবহার করতে পারেন।

৪.২ ভোটগ্রহণের সূচনা

(১) নির্ধারিত সময়ে ভোটগ্রহণের সূচনা

নির্ধারিত সময়ে (নির্দিষ্ট ঘণ্টা, মিনিট মেনে) ভোটগ্রহণ শুরু করতে হবে। ভোটগ্রহণ শুরুর (প্রিসাইডিং অফিসারের যাচাই তালিকা দ্রষ্টব্য) পূর্বে প্রস্তাবিত প্রস্তুতিপর্ব শেষ করে ফেলতে হবে। যদি নির্ধারিত সময়ে ভোটগ্রহণ শুরু না হয়, তাহলে প্রিসাইডিং অফিসারের ডায়েরিতে (পি আর ৩ ডায়েরি) আপনাকে বিলম্বের কারণ লিপিবদ্ধ করতে হবে **(অনুবন্ধ-৭)**। ই ভি এম থেকে মহড়া ভোটের ফলাফল মুছে ফেলার বিষয়ে সুনিশ্চিত হবেন। ভিভিপ্যাট ড্রপ বক্স থেকে মহড়া ভোটের যাবতীয় চিরকুট সরিয়ে ফেলতে হবে। সেক্টর অফিসারের মাধ্যমে ভোটগ্রহণ শুরুর খবর রিটার্নিং অফিসারকে দিতে হবে।

(২) 'ভোটের গোপনীয়তা' বিষয়ে আগাম সতর্কবাণী

আপনি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/তাদের পোলিং এজেন্টদের (ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে উপস্থিত) কাছে 'ভোটের গোপনীয়তা' বজায় রাখার ক্ষেত্রে তাঁদের আইনি কর্তব্য এবং ওই গোপনীয়তা ভঙ্গের শাস্তি সম্পর্কে অবশ্যই ব্যাখ্যা করবেন (**১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ১২৮ ধারা (অনুবন্ধ - ১) অনুযায়ী**)।

(৩) প্রিসাইডিং অফিসারের ঘোষণা

ভোটগ্রহণ শুরু করার আগে আপনি অবশ্যই 'প্রিসাইডিং অফিসারের ঘোষণাপত্র' **(অনুবন্ধ-৬-এর ভাগ-১-এ বর্ণিত)** পড়ে শোনাবেন। আপনি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে উপস্থিত ব্যক্তিদের সামনে উচ্চস্বরে ঘোষণাটি পড়ে শোনাবেন; আপনি নিজে উক্ত ঘোষণাপত্রে সই করবেন এবং সেখানে উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/পোলিং এজেন্টদের স্বাক্ষর গ্রহণ করবেন। কোনো পোলিং এজেন্ট সই করতে অস্বীকার করলে তার নাম সেখানে লিপিবদ্ধ করুন। আপনি যে ইভিএম-ভিভিপ্যাট, নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত কপি, ভোটার নিবন্ধবহি প্রদর্শন করা সংক্রান্ত নির্দেশগুলি পালন করেছেন এবং সবুজ কাগজের সিলে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/পোলিং এজেন্টদের স্বাক্ষর গ্রহণ করেছেন এবং তাঁদের ক্রমিক

নম্বর লিখে নেবার অনুমতি দিয়েছেন সে বিষয়গুলিতে সুনিশ্চিত হোন। অবাধ ও মুক্ত নির্বাচন সুনিশ্চিত করতে এটি একটি প্রয়োজনীয় সুরক্ষামূলক পদক্ষেপ। ভোটের গোপনীয়তা রক্ষা বিষয়ে ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ১২৮ ধারায় শর্তাবলি পড়ে শোনানোর ঠিক পরেই এই কাজ করতে হবে।

(৪) অমোচনীয় কালির বিষয়ে আগাম সতর্কতা

আপনি দ্বিতীয় পোলিং অফিসারকে (অমোচনীয় কালির ভারপ্রাপ্ত পোলিং অফিসার)-কে ভোটগ্রহণ চলাকালীন পর্যাপ্ত আগাম সতর্কতা অবলম্বন করে অমোচনীয় কালির শিশিটিকে সেটির আধারের (এই উদ্দেশ্যে প্রদত্ত) মধ্যে এমনভাবে যত্ন সহকারে রাখতে বলবেন যাতে সেটি কাত হয়ে পড়ে না যায় বা কালি ছড়িয়ে না পড়ে। আধার বা কন্টেনারের (সমান তলদেশ যুক্ত টিনের পাত্র) মধ্যে শিশির চারধারে ঝুরো মাটি দিয়ে এমনভাবে ভর্তি করে দিন যাতে শিশিটি পাত্রের মাঝখানে তিন চতুর্থাংশ দৈর্ঘ্য (৭৫ শতাংশ) পর্যন্ত ঢুকে গিয়ে দৃঢ়ভাবে গ্রথিত থাকে। এই কালির সঙ্গে প্রদত্ত শিশির ছিপির সঙ্গে যুক্ত ব্রাশটি (অমোচনীয় কালি লাগানোর জন্য দেওয়া হয়েছে) একমাত্র ভোটারের তর্জনীতে চিহ্ন দেবার সময় তোলা ছাড়া বাকি সবসময় লম্বালম্বিভাবে শিশির মধ্যে রাখা থাকবে।

(৫) নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপি ('চিহ্নিত ভোটার তালিকা' অথবা ভোটের জন্য নির্বাচন তালিকা)

প্রকৃত ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার আগে আপনি ভোটকেন্দ্রের ভিতরে উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/পোলিং এজেন্টদের চিহ্নিত ভোটার তালিকাটি (অর্থাৎ, যে তালিকায় ভোটের জন্য নির্বাচকদের নাম 'চিহ্নিত' করা হয়) তুলে দেখাবেন যে তাতে অনুপস্থিত ভোটার এবং নির্বাচনী দায়িত্বের শংসাপত্র (ই ডি সি) ইস্যু করা হয়েছে এমন ভোটদাতা সহ পোস্টাল ব্যালট ইস্যু করা হয়েছে এমন ভোটারদের নামের পাশে ছাড়া আর কোনো লেখা নেই। প্রকাশের চূড়ান্ত দিনে প্রকাশিত নির্বাচক তালিকা এবং মনোনয়নের শেষ দিনের সংযোজন (যদি থাকে) মিলিয়ে একটি একক সুসংহত বই হিসেবে পরিগণিত হবে এবং প্রকৃত ভোট পরিচালনার কাজে ব্যবহৃত হবে। সংক্ষিপ্ত পরিমার্জনার সময় নির্বাচক তালিকায় যেসব সংযোজন হয়েছে সেইসব ক্ষেত্রে পূর্বের সর্বশেষ ক্রমিক নম্বরের (অর্থাৎ, চূড়ান্ত তালিকায় শেষ অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি) পরে নতুন সংযোজিত নির্বাচকদের ক্রমিক নম্বর দিয়ে কালানুক্রমে সজ্জিত করতে হবে। সংযোজন, বিয়োজন ও পরিবর্তনের জন্য কোনো আলাদা তালিকা মুদ্রিত হবে না (এই বিষয়ে সর্বশেষ নির্দেশের উল্লেখ অনুসারে)। পরিমার্জনা/ধারাবাহিক হালনাগাদীকরণের সময়ে ৮ নং নিদর্শের ভিত্তিতে যেসব পরিমার্জনা/সংশোধন করা হয়েছে সেগুলি যে পরিমার্জিত ও পরিবর্তিত হয়েছে সেটা বোঝানোর জন্য প্রয়োজনমতো # (সংক্ষিপ্ত পরিমার্জনার সময়ে করা সংশোধনের ক্ষেত্রে) ও #2 (ধারাবাহিক হালনাগাদীকরণের সময়ে করা সংশোধনের ক্ষেত্রে) চিহ্ন দিয়ে বিদ্যমান অন্তর্ভুক্তিগুলি পরিবর্তিত করে সুসংহত বইটিতে দেখানো হবে। নির্বাচক তালিকার একটি কৃত্রিম চিহ্নিত প্রতিলিপির ছবি নিচে দেখানো হলো —

নির্বাচক তালিকার কৃত্রিম চিহ্নিত প্রতিলিপি

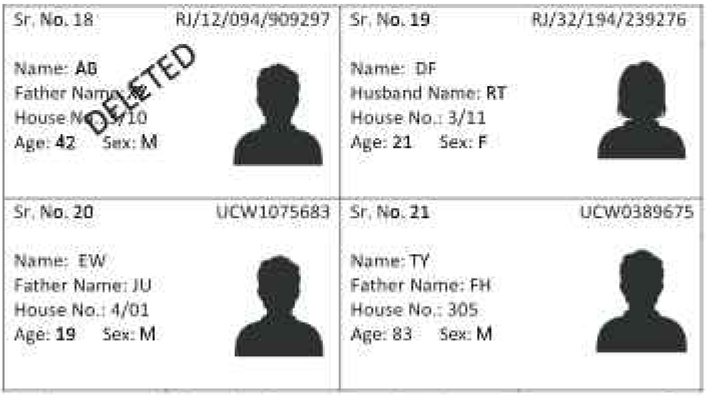

কোনো নির্বাচকের পাশে ইতিমধ্যেই কিছু লেখা হয়নি সেটা দেখানোর জন্য আপনি অবশ্যই ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/পোলিং এজেন্টদের 'ভোটার নিবন্ধ' (নিদর্শ ১৭ক) (যেখানে নির্বাচকদের সম্পর্কে তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে) দেখাবেন।

(ঙ) ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোটারদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ

আপনি শারীরিক প্রতিবন্ধী/প্রবীণ নাগরিক, পুরুষ ও মহিলাদের জন্য তিনটি পৃথক সারি সুনিশ্চিত করবেন। যেসব কর্মী (পুলিশ কনস্টেবল/হোম গার্ড/কোনো অননুমোদিত নির্বাচনী আধিকারিক) এইসব সারি নিয়ন্ত্রণ করবেন তাঁদের আপনি একবারে তিন বা চারজনকে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রবেশ করতে দিতে নির্দেশ দেবেন। বাকি ভোটদাতারা নিজের পালা আসার অপেক্ষায় বাইরে সারিতে দাঁড়িয়ে থাকবেন। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে একজন পুরুষ ও দুজন মহিলা ভোটদাতাকে প্রবেশ করতে দেওয়া যেতে পারে। কোনো অবস্থাতেই পুরুষ ও মহিলা ভোটদাতাদের জন্য একাধিক সারি গঠন করার অনুমতি দেবেন না। শারীরিক প্রতিবন্ধী, শারীরিকভাবে অক্ষম নির্বাচক, গর্ভবতী মহিলা, বাচ্চা কোলে মহিলা ভোটদাতা ও প্রবীণ নাগরিকদের সারিতে দাঁড়ানো অন্য ভোটদাতাদের তুলনায় অগ্রাধিকার দিতে হবে। তাঁদের অন্যান্য ভোটদাতাদের সঙ্গে একই সারিতে অপেক্ষমাণ রাখা উচিত নয়। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে তাঁদের ভারতের নির্বাচন কমিশনের প্রস্তাবিত সবরকম প্রয়োজনীয় সহায়তা (পৃথকভাবে প্রকাশিত নির্দেশাবলি) দিতে হবে। প্রয়োজন হলে এ ধরনের ব্যক্তিদের জন্য পৃথক সারির ব্যবস্থা করতে হবে। এ ধরনের ব্যক্তিরা যাতে হুইল চেয়ার নিয়ে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে সে বিষয়টি আপনাকে সুনিশ্চিত করতে হবে। যদি আপনার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে স্থায়ী ঢালু পাটাতন (র‍্যাম্প) না থাকে তবে কাঠের তৈরি অস্থায়ী ঢালু পাটাতনের বন্দোবস্ত করতে হবে। মূক ও বধির ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও আপনাকে বিশেষ যত্ন নিতে হবে।

৪.৩ নির্বাচকের পরিচিতি যাচাই ও চ্যালেঞ্জের ক্ষেত্রে অনুসৃত পদ্ধতি

৪.৩.১ নির্বাচকের পরিচিতি যাচাই

- কমিশন এখন নির্বাচকদের তথ্যপ্রমাণ ভিত্তিক পরিচয় প্রতিষ্ঠা বাধ্যতামূলক করেছে। নির্বাচকগণের সচিত্র পরিচয়পত্র (এপিক) দেখিয়ে বা কমিশনের অনুমোদিত বিকল্প কোনো নথি দেখিয়ে নিজেদের পরিচয় প্রতিষ্ঠা করতে হচ্ছে। প্রতিবারই নির্বাচনের সময় কমিশন এই বিষয়ে আদেশনামা জারি করবে। আপনি কমিশনের সেই আদেশটির প্রতি অবশ্যই দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন এবং সেটি বলবৎ করবেন। যে পোলিং অফিসার শনাক্তকরণের দায়িত্বে আছেন তিনি অবশ্যই সচিত্র পরিচয়পত্র বা ক্ষেত্রানুযায়ী বিকল্প তথ্য প্রমাণ পরীক্ষা করার পর ঐ নির্বাচকের পরিচয় সম্পর্কে সন্তুষ্ট হবেন এবং কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকলে নির্বাচককে আপনার সামনে উপস্থিত হতে নির্দেশ দেওয়া হবে। আপনি নির্বাচকের পরিচয় সম্পর্কে সন্তুষ্ট হওয়ার জন্য আরো খোঁজখবর নেবেন। যদি এটি প্রমাণিত হয় যে তিনি নাম ভাঁড়াচ্ছেন তাহলে আপনি ঐ ব্যক্তিকে লিখিত অভিযোগসহ পুলিশের হাতে তুলে দেবেন।
- ভোটের সময় কেউ যাতে অন্যের নাম ভাঁড়িয়ে ভোট দিতে না পারেন সেজন্য কমিশন নিম্নোক্ত পদ্ধতির কথা বলেছে—

(ক) এ এস ডি ভোটারদের জন্য —

- ভোটকেন্দ্র অনুযায়ী এ এস ডি তালিকা প্রস্তুত করতে হবে এবং নিশ্চিত করতে হবে যে, প্রত্যেক প্রিসাইডিং অফিসারকে নিম্নলিখিত ছকে অনুপস্থিত, স্থানান্তরিত ও মৃত নির্বাচকের তালিকা (এ এস ডি লিস্ট) দেওয়া হয়েছে —

অনুবন্ধ - ১৩এ

এ এস ডি তালিকার ছক

Assembly Constituency Number and Part:

Polling Station Part and Name: -

Sl. No.	Elector's Serial No. in Electoral roll	Elector's Name	Father/Husband/Mother's Name	Age	Absent, Shift or Dead means A,S or D as applicable write the same
1	2	3	4	5	6

- নির্বাচনের দিন ভোট দেওয়ার জন্য এ এস ডি তালিকা ভুক্ত কোনো নির্বাচককে শনাক্তকরণের জন্য এপিক অথবা কমিশন অনুমোদিত বিকল্প সচিত্র নথিগুলির কোনও একটি নথি দেখাতে হবে। প্রিসাইডিং অফিসার ব্যক্তিগতভাবে পরিচিতি নথিটি এবং ১৭ক নিদর্শে নির্বাচক নিবন্ধবহিতে সংশ্লিষ্ট পোলিং অফিসারের দ্বারা লিখিত বিবরণ পরীক্ষা করে দেখবেন।

- প্রথম পোলিং অফিসার, যেসব এ এস ডি তালিকাভুক্ত ভোটাররা ভোটদান করতে এসেছেন তাদের (পুং/স্ত্রী) নাম উচ্চস্বরে ডেকে পোলিং এজেন্টদের অবহিত করবেন। নির্বাচক নিবন্ধবহির (নিদর্শ-১৭ক) 'স্বাক্ষর/টিপসই' কলমে এ ধরনের নির্বাচকের স্বাক্ষর ছাড়াও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপও নিতে হবে। স্বাক্ষর করতে সমর্থ এমন সাক্ষর নির্বাচকের ক্ষেত্রেও স্বাক্ষর ছাড়াও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপ নিতে হবে।
- **১৪ নং অনুবন্ধে** দেওয়া বয়ানে এ এস ডি তালিকাভুক্ত ভোটারদের কাছ থেকে ঘোষণাপত্রও গ্রহণ করতে হবে।
- প্রিসাইডিং অফিসার অনুপস্থিত এবং স্থানান্তরিত নির্বাচকদের তালিকাভুক্ত যে ক'জন ভোট দিয়েছেন তাদের হিসাব রাখবেন এবং ভোট শেষে ওই মর্মে একটি শংসাপত্র দেবেন (যা কিনা পরীক্ষা করে দেখার জন্য নিদর্শ ১৭ক-এর সঙ্গে রাখা হবে)।
- ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে যদি ভিডিওগ্রাফি/ফটোগ্রাফি করা হয় তাহলে এ ধরনের নির্বাচকদের ফটোগ্রাফ/ভিডিওগ্রাফ তুলে রাখতে হবে ও তাঁদের রেকর্ড রাখতে পারে।
- প্রিসাইডিং অফিসার এইসব নির্দেশাবলি যত্ন সহকারে মেনে চলবেন। মাইক্রো পর্যবেক্ষক উপস্থিত থাকলে তাঁরা এই বিষয়টি দেখবেন এবং তাঁদের রিপোর্টে এই বিষয়ে উল্লেখ করতে হবে।
- অনুপস্থিত, স্থানান্তরিত ও মৃত নামের তালিকাভুক্ত নির্বাচকদের ক্ষেত্রে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে যে পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে সেই পদ্ধতি সম্পর্কে প্রিসাইডিং অফিসারকে অবহিত করতে হবে।

(খ) প্রবাসী নির্বাচকদের (ওভারসিজ ইলেক্টরস) জন্য

- নির্বাচন কমিশন এই মর্মে নির্দেশ জারি করেছে যে, ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোটদানের সময় প্রবাসী নির্বাচকদের (ওভারসিজ ইলেকটরস) পাসপোর্ট দেখে তাদের শনাক্ত করতে হবে।
- দ্বিতীয় অধ্যায়ে যেমন ব্যাখ্যা করা হয়েছে তদনুসারে, ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রবেশ করে নির্বাচক সোজা চিহ্নিত ভোটার তালিকা এবং নির্বাচকদের শনাক্তকরণের জন্য ভারপ্রাপ্ত প্রথম পোলিং অফিসারের কাছে যাবেন। আগে যেভাবে বলা হয়েছে সেভাবে পোলিং অফিসার তাঁর পরিচিতি সঠিকভাবে যাচাই করে নেবেন। মনে রাখতে হবে যে ভোটদাতার হাতে অ-সরকারি চিরকুট কোনো নির্বাচকের পরিচিতি সম্বন্ধে নিশ্চয়তা দেয় না বা পোলিং অফিসারকেও এই ধরনের ভোটদাতার পরিচিতি সম্পর্কে নিঃসংশয় হওয়ার কর্তব্য ও দায়িত্ব থেকে মুক্ত করে না।
- আবার, ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত নেই এমন কোনো ব্যক্তি (পুং/স্ত্রী) যদি এপিক সহ ভোটদান করতে আসেন তাহলেও তাঁকে ভোটদান করার সুযোগ দেওয়া হবে না।
- রাজনৈতিক দল/প্রার্থীর তরফ থেকেও নির্বাচকদের অসরকারি পরিচিতিজ্ঞাপক চিরকুট দেওয়া হয়ে থাকে। কমিশনের নির্দেশানুসারে এই চিরকুটটি সাদা কাগজের হবে এবং তাতে নির্বাচকের নাম, নির্বাচক তালিকায় তাঁর ক্রমিক নম্বর, অংশ নম্বর এবং যে ভোটকেন্দ্রে তিনি ভোট দেবেন তার নাম ও নম্বর এইসব থাকতে পারে। এই চিরকুটে প্রার্থীর নাম এবং/অথবা তাঁর দলের নাম এবং/অথবা তাতে প্রদত্ত প্রতীকচিহ্ন অবশ্যই থাকবে না (কারণ তা ভোট প্রচারের নামান্তর হবে)। যদি আপনার নজরে আসে যে কমিশনের এই নির্দেশাবলি অমান্য করে কোনো প্রার্থী বা তাঁর দলের পক্ষ থেকে এরকম কোনো চিরকুট দেওয়া হয়েছে এবং কোনো নির্বাচক সেটি নিয়ে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে এসেছেন (কারণ তা ভোট প্রচারের নামান্তর হবে) তবে তা সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর এজেন্টের নজরে আনতে হবে এবং তৎক্ষণাৎ এই অনিয়ম বন্ধ করতে বলতে হবে। মনে রাখতে হবে যে রাজনৈতিক দল/প্রার্থীর তরফে প্রদত্ত চিরকুট নির্বাচকের পরিচয়জ্ঞাপক অনুমোদিত নথি নয়।
- অধিক সংখ্যায় মহিলা নির্বাচক, বিশেষত পর্দানশিন (বোরখা পরিহিতা) মহিলার সংখ্যা অধিক থাকলে **২.৬(১) অনুচ্ছেদে** বর্ণিত নির্দেশানুসারে একটি পৃথক স্থানে এইসব মহিলাদের শনাক্তকরণের জন্য একজন মহিলা পোলিং অফিসার নিয়োগ করা যেতে পারে।

৪.৩.২ যেসব অনুপস্থিত ভোটারকে পোস্টাল ব্যালট প্রদান করা হয়েছিল

যেসব অনুপস্থিত ভোটারকে পোস্টাল ব্যালট দেওয়া হয়েছিল চিহ্নিত নির্বাচক তালিকায় তাঁদের চিহ্নিত করে রাখতে হবে কারণ, জরুরি পরিষেবায় নিযুক্ত অনুপস্থিত ভোটার (এ ভি ই এস), বরিষ্ঠ নাগরিক অনুপস্থিত ভোটার (এ ভি এস সি), প্রতিবন্ধী অনুপস্থিত ভোটার (এ ভি পি ডি), কোভিড আক্রান্ত অনুপস্থিত ভোটার (এ ভি সি ও)-রা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিতে পারবেন না। এমনকি ভোটদাতা যদি এই অনুরোধ জানায় যে তাঁকে পোস্টাল ব্যালট দেওয়া হয়েছে কিন্তু তিনি সেই ভোট দেননি, তাই তাঁকে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোট দিতে অনুমতি দেওয়া হোক, তাহলেও সেই অনুরোধ মানা হবে না এবং তাঁদের সেই ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোট দিতে দেওয়া হবে না।

৪.৩.৩ মৃত, অনুপস্থিত ও অভিযুক্ত ভুয়া ভোটারদের তালিকা

পোলিং এজেন্টরা তাঁদের সঙ্গে মৃত, অনুপস্থিত ও অভিযুক্ত ভুয়া ভোটারদের নামের একটি তালিকা আনতে পারেন। আপনি অন্যান্য ভোট সামগ্রীর মধ্যে রিটার্নিং অফিসারের পাঠানো এ এস ডি তালিকাটিও পেয়েছেন। যদি কোনো ব্যক্তি নিজেকে ভোটদাতা বলে দাবি করেন, তাহলে উপরের ৪.৩.১ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখিত এ এস ডি ভোটার শনাক্তকরণ ব্যবস্থা অনুসরণ করুন।

৪.৩.৪ তালিকায় লেখার ভুল বা ছাপার ভুল উপেক্ষা করতে হবে

নির্বাচক তালিকায় লিপিবদ্ধ ভোটদাতা সম্পর্কিত তথ্যাদিতে কখনো কখনো ছাপার ভুল থাকে বা তথ্যাদি কালোচিত থাকে না, যথা ভোটদাতার প্রকৃত বয়স সম্পর্কে। যে ব্যক্তি নিজেকে ভোটদাতা হিসাবে দাবি করছেন তাঁর পরিচিতি সম্পর্কে নির্বাচক তালিকায় লিপিবদ্ধ অন্যান্য তথ্যের ভিত্তিতে নিঃসন্দেহ হলে আপনি নিছক লেখার ভুল বা ছাপার ভুল উপেক্ষা করবেন। যে ক্ষেত্রে একাধিক ভাষায় নির্বাচক তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে এবং চিহ্নিত ভোটার তালিকায় কোনো ব্যক্তির নাম অন্তর্ভুক্ত নেই, সেক্ষেত্রে যদি ঐ একই এলাকায় অন্য ভাষার নির্বাচক তালিকায় ঐ ব্যক্তির নাম অন্তর্ভুক্ত থাকে তাহলে ঐ ব্যক্তিকে ভোটদানের অনুমতি দিতে হবে। নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপিতে এ ধরনের প্রতিটি নির্বাচক সম্পর্কে একটি লিখন আপনি নিজে কালিতে লিখে নেবেন।

৪.৩.৫ ভোটদাতার নাম তালিকাভুক্তিকরণ সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা যাবে না

কোনো ভোটদাতার পরিচয় প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আপনি নিঃসংশয় হলেই তাঁর ভোটদানের অধিকার আছে। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে এ ধরনের কোনো ব্যক্তির ভোটদানের যোগ্যতা সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন তোলা চলবে না। উদাহরণস্বরূপ, ঐ ব্যক্তি ১৮ বছরের ঊর্ধ্বে কি না অথবা তিনি সাধারণত ঐ নির্বাচনক্ষেত্রে বসবাস করেন কি না এ বিষয়ে কোনো প্রশ্ন করার অধিকার আপনার নেই। যে ব্যক্তির ক্ষেত্রে আপনি তাকে যোগ্যতাসূচক বয়সের থেকে অনেক কম বয়সী বলে মনে করেন সেক্ষেত্রে আপনি **অধ্যায়-৫**-এ উল্লেখিত ব্যবস্থাগুলি অনুসরণ করবেন।

৪.৪ ভোটদানের অনুমতি দেওয়ার আগে নির্বাচকের স্বাক্ষর/টিপসই গ্রহণ ও অমোচনীয় কালি প্রয়োগ

৪.৪.১ ভোটদাতার বাম হাতের তর্জনী পরীক্ষা করা এবং অমোচনীয় কালি প্রয়োগ

(১) প্রথম পোলিং অফিসার নির্বাচকের পরিচয়ের সত্যতা নিরূপণ করার পর এবং যদি নির্বাচকের পরিচয় কেউ চ্যালেঞ্জ না করেন, তাহলে দ্বিতীয় পোলিং অফিসার তাঁর বাম হাতের তর্জনীতে অমোচনীয় কালির দাগ আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখবেন। যদি আঙুলে কোনো দাগ না থাকে তাহলে তিনি **প্রথম অধ্যায়ের ১.১০ অনুচ্ছেদে** বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করে ভোটদাতার বাম তর্জনীতে সুস্পষ্টভাবে অমোচনীয় কালির চিহ্ন দিয়ে দেবেন। যদি কোনো নির্বাচক নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর বাম তর্জনী পরীক্ষা করতে বা চিহ্নিত করতে দিতে রাজি না হন অথবা তাঁর বাম তর্জনীতে ঐ চিহ্ন ইতিমধ্যেই থেকে থাকে অথবা কালির দাগ ওঠানোর জন্য যদি তিনি কোনো চেষ্টা করেন, তাহলে সেই ব্যক্তিকে ভোট দিতে দেওয়া হবে না।

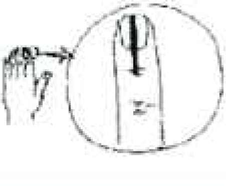

(২) যদি দেখা যায়, কোনো নির্বাচক তাঁর আঙুলে দেওয়া অমোচনীয় কালির দাগ অস্পষ্ট করে দেবার উদ্দেশ্যে আঙুলে কোনো তেলতেলে বা চটচটে পদার্থ লাগিয়েছেন, তাহলে পোলিং অফিসার সেই নির্বাচকের আঙুলে অমোচনীয় কালির চিহ্ন লাগানোর পূর্বে এক টুকরো কাপড়ের বা কম্বলের টুকরোর সাহায্যে ঐ তেলতেলে বা চটচটে পদার্থ উঠিয়ে দেবেন। প্রিসাইডিং অফিসারের জিনিসপত্রের সঙ্গে কাপড় বা কম্বলের টুকরো দেওয়া থাকবে।

(৩) ১৭ক নিদর্শে নির্বাচক নিবন্ধে নির্বাচকের স্বাক্ষর/বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপ নেওয়ার আগেই অমোচনীয় কালির দাগ দিতে হবে, যাতে নির্বাচক ভোট দিয়ে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র ছেড়ে চলে যাওয়ার আগেই বাম হাতের তর্জনীতে অমোচনীয় কালি শুকিয়ে সুস্পষ্ট অমোচনীয় চিহ্ন ফুটে ওঠার জন্য যথেষ্ট সময়ের ব্যবধান থাকে।

৪.৪.২ নতুন করে নির্বাচন (পুনর্নির্বাচন)/বাতিল বা স্থগিত হয়ে যাওয়া নির্বাচনের ক্ষেত্রে অমোচনীয় কালির প্রয়োগ

(১) বলা হয়েছে যে নতুন করে নির্বাচন (পুনর্নির্বাচন)/বাতিল বা স্থগিত হয়ে যাওয়া নির্বাচনে ভোটগ্রহণের সময় মূল নির্বাচনের ভোটগ্রহণকালে দেওয়া অমোচনীয় কালির চিহ্ন অগ্রাহ্য করতে হবে এবং ভোটদাতার বাম হাতের মধ্যমায় অমোচনীয় কালির নতুন দাগ এমনভাবে দিতে হবে যাতে স্পষ্ট চিহ্ন ফুটে ওঠে।

(২) ১৯৬১ সালের নির্বাচন পরিচালনা নিয়মাবলির ৪৯-কে নিয়মের অধীনে প্রত্যেক নির্বাচক যাঁর পরিচিতির সম্পর্কে প্রিসাইডিং অফিসার বা পোলিং অফিসার সন্তুষ্ট হয়েছেন, তিনি নিজের বাম হাতের তর্জনী প্রিসাইডিং অফিসার বা পোলিং অফিসারকে পরীক্ষা করতে দেবেন এবং সেই আঙুলে অমোচনীয় কালির দাগ দিতে হবে। যে ভোটারের বাম হাতের তর্জনীতে আগের নির্বাচনে কালি দেওয়া হয়েছে এবং বর্তমানে ভোটের দিনেও সেই কালির চিহ্ন দেখা যাচ্ছে সেইক্ষেত্রে অমোচনীয় কালি কীভাবে লাগানো হবে সে বিষয়ে কয়েকটি রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের তরফে বিভিন্ন সময়ে স্পষ্টীকরণ চাওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে এই কালি প্রয়োগের পর ৫-৭ দিন ত্বকে সেই দাগ থাকে কিন্তু যতদিন না নখ বড় হয় ততদিন সেই দাগ দেখা যায়। কমিশন বিষয়টি বিবেচনা করে দেখেছে এবং নির্দেশ দিয়েছে যে —

- বর্তমান নির্বাচনের ভোটগ্রহণের দিনের অনধিক দুইমাস পূর্বে যদি কোনো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তবে সেক্ষেত্রে বাম হাতের তর্জনীর পরিবর্তে মধ্যমায় অমোচনীয় কালির দাগ দিতে হবে। যদি ইতিমধ্যেই তর্জনী ও মধ্যমায় কালির চিহ্ন দেওয়া থাকে তাহলে অনামিকা বা তার পরের আঙুলে এইভাবে কালি লাগাতে হবে।
- যদি আঙুল না থাকে সেক্ষেত্রে ১৯৬১ সালের নির্বাচন পরিচালনা নিয়মাবলির ৪৯ কে নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

৪.৪.৩ যদি ভোটদাতার বাম হাতের তর্জনী না থাকে সেক্ষেত্রে অমোচনীয় কালির প্রয়োগ

বলা হয়েছে যে, যদি কোনো ভোটদাতার বাম হাতের তর্জনীটি না থাকে তবে তাঁর বাম হাতের অন্য যে কোনো আঙুলে অমোচনীয় কালির চিহ্ন দিতে হবে। যদি সেই ব্যক্তির বাম হাতের আঙুলই না থাকে তবে ডান হাতের তর্জনীতে কালি লাগানো হবে এবং যদি ডান হাতের তর্জনীও না থাকে তবে তাঁর ডান হাতের তর্জনী থেকে শুরু করে পরবর্তী যে কোনো আঙুলে চিহ্ন দেওয়া হবে। যদি সেই ব্যক্তির কোনো হাতেই আঙুল না থাকে তবে তাঁর বাম বা ডান হাতের শেষপ্রান্তে কালির চিহ্ন দেওয়া হবে।

৪.৪.৪ নির্বাচক নিবন্ধে ভোটদাতার নির্বাচক তালিকার তথ্য ও ক্রমিক নম্বরের নথিভুক্তিকরণ

(১) দ্বিতীয় পোলিং অফিসার কর্তৃক উপরের অনুচ্ছেদে লিখিত পদ্ধতিতে প্রথমে নির্বাচকের বাম হাতের তর্জনীতে কালির চিহ্ন দেওয়ার পর তিনি নির্বাচক নিবন্ধবহিতে (১৭ ক নিদর্শ) ওই নির্বাচক সংক্রান্ত তথ্যাদি নথিবদ্ধ করবেন এবং উক্ত নিবন্ধে নির্বাচকের স্বাক্ষর/টিপসই নেবেন।

(২) নির্বাচক নিবন্ধে দ্বিতীয় পোলিং অফিসার নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে তথ্যাদি লিখবেন —

(ক) ওই নিবন্ধের (১) কলামে দ্বিতীয় পোলিং অফিসার নির্বাচকদের ক্রমিক নম্বর ১ থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে লিখে যাবেন। (সাধারণত নির্বাচকদের ধারাবাহিক ক্রমিক নম্বর নিবন্ধে ছাপানো থাকে)।

নিবন্ধের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ১০টি করে নম্বর থাকবে। যদি (১) কলামে ক্রমিক নম্বর ছাপা না থাকে তাহলে ভোটগ্রহণের শুরুতেই তিনি কয়েকটি পৃষ্ঠায় আগাম ওই ক্রমিক নম্বর লিখে রাখতে পারেন।

(খ) ওই নিবন্ধের (২) কলামে দ্বিতীয় পোলিং অফিসার নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপিতে প্রদত্ত নির্বাচকের ক্রমিক নম্বরটি (অর্থাৎ সিরিয়াল নম্বরটি) লিখে নেবেন। উদাহরণস্বরূপ, ধরা যাক, ভোটগ্রহণের সূচনায় প্রথম যে নির্বাচক ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোট দিতে এলেন, নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপিতে তাঁর ক্রমিক সংখ্যা ৭৫৬, এক্ষেত্রে দ্বিতীয় পোলিং অফিসার নির্বাচক নিবন্ধের প্রথম কলামের ১ ক্রমিকের পাশে দ্বিতীয় কলামে ৭৫৬ লিখবেন। অনুরূপভাবে, দ্বিতীয় যে নির্বাচক প্রবেশ করলেন, নির্বাচক তালিকায় তাঁর ক্রমিক নম্বর ১৩৮ হলে সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় পোলিং অফিসার নিবন্ধের (১) কলামের ২ ক্রমিকের পাশে (২) কলামে ১৩৮ লিখবেন।

(গ) ১৭ ক নির্দশ (ভোটদাতা নিবন্ধ)-এর (৩) নং কলামে শনাক্তকরণ নথির শেষ চারটি সংখ্যা উল্লেখ করতে হবে। যে সমস্ত ভোটার এপিক-এর ভিত্তিতে ভোটদান করছেন তাঁদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কলামে 'ই পি' (যা এপিককে চিহ্নিত করে) অক্ষর দুটি উল্লেখ করাই যথেষ্ট, এপিক-এর সম্পূর্ণ নম্বর উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। যে সমস্ত ব্যক্তি কোনো বিকল্প নথির ভিত্তিতে ভোটদান করবেন তাঁদের ক্ষেত্রে উক্ত নথির শেষ চারটি সংখ্যা উল্লেখ করার নির্দেশ মেনে চলতে হবে। কি ধরনের নথি পেশ করা হলো তাও উল্লেখ করতে হবে।

(ঘ) উপরে যেমনভাবে বলা হয়েছে সেই মতো নির্বাচক নিবন্ধের (১), (২) ও (৩) নং কলামে নির্বাচকের বিবরণ লিপিবদ্ধ করার পর দ্বিতীয় পোলিং অফিসার নিবন্ধের (৪) নং কলামে ঐ নির্বাচকের স্বাক্ষর/টিপসই নেবেন।

৪.৪.৫ নির্বাচকের স্বাক্ষর-এর সংজ্ঞা

স্বাক্ষর হল কোনো নথির প্রমাণীকরণের জন্য সেই নথির উপরে একজন ব্যক্তির স্বহস্তে লেখা নিজের নাম। নির্বাচক নিবন্ধে স্বাক্ষর করার সময় একজন সাক্ষর ব্যক্তি নিজের নাম অর্থাৎ সম্পূর্ণ নাম বা নামগুলি ও পদবি অথবা কোনো ক্ষেত্রে পুরো পদবি বা পুরো নাম বা ঐ নাম বা নামগুলির আদ্যক্ষর লিখবেন। যদি কোনো সাক্ষর ব্যক্তি নিজেকে সাক্ষর বলে দাবি করা সত্ত্বেও যে কোনো একটি দাগ কেটে ওই দাগকে তাঁর স্বাক্ষর বলে গণ্য করার জন্য পীড়াপীড়ি করেন তবে সেই দাগ স্বাক্ষর বলে গণ্য হবে না, কারণ, পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সাক্ষর ব্যক্তির ক্ষেত্রে স্বাক্ষর বলতে বোঝায়, যে নথির উপর তিনি নিজের নাম লিখেছেন সেই নথির প্রমাণীকরণের জন্য সেই ব্যক্তির স্বহস্তে লেখা নিজের নাম। সেক্ষেত্রে যদি কোনো ব্যক্তি উপরে যেমন বলা হয়েছে সেইমতো নিজের সম্পূর্ণ নাম সই করতে রাজি না হন, তবে তাঁর টিপসই নিতে হবে। যদি সেই ব্যক্তি টিপসই দিতেও রাজি না হন তবে তাকে ভোট দিতে দেওয়া যাবে না।

৪.৪.৬ নির্বাচকের টিপসই

(১) যদি কোনো নির্বাচক নিজের নাম সই করতে না পারেন, তাহলে নির্বাচক নিবন্ধে তাঁর বাম হাতের বুড়ো আঙুলের ছাপ নিতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, নির্বাচক নিবন্ধে প্রদত্ত ওই টিপসই প্রিসাইডিং অফিসার বা কোনো পোলিং অফিসার দ্বারা প্রত্যয়িত হবার প্রয়োজন নেই।

(২) ভোটদাতার বামহাতের বুড়ো আঙুল না থাকলে, ১৯৬১ সালের নির্বাচন পরিচালন নিয়মাবলির ৩৭ (৪) নিয়মে অমোচনীয় কালির দাগ দেওয়া সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ভোটদাতার ডান হাতের বুড়ো আঙুলের ছাপ নেওয়া হবে। যদি দুটি হাতেরই বুড়ো আঙুল না থাকে, তবে বাম হাতের তর্জনী থেকে শুরু করে পরবর্তী যে কোনো একটি আঙুলের ছাপ নিতে হবে। যদি বাম হাতের কোনো আঙুলই না থাকে তবে ডান হাতের তর্জনী থেকে শুরু করে যেকোনো একটি আঙুলের ছাপ নিতে হবে। যদি কোনো আঙুল না থাকে তবে স্বাভাবিকভাবেই ভোটদাতা ভোট দিতে অক্ষম হওয়ার জন্য উক্ত নিয়মাবলির ৪৯ এন (49N) নিয়ম অনুযায়ী তাঁর একজন সাহায্যকারীর প্রয়োজন হবে। সেক্ষেত্রে নির্বাচক নিবন্ধের ৫ নং কলামে ভোটদাতার সঙ্গীর স্বাক্ষর বা টিপসই নিতে হবে এবং নির্বাচক নিবন্ধের ৫ নং কলামে এই বিষয়ক মন্তব্য লিপিবদ্ধ করতে হবে।

(৩) নির্বাচক নিবন্ধে প্রদত্ত টিপসই-এর দাগ স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। স্ট্যাম্প প্যাড-এর কালি ভোটদাতার বুড়ো আঙুলে এত হাল্কাভাবে লাগানো উচিত নয় যার ফলে হাল্কা বা অস্পষ্ট ছাপ পড়ে। আবার বুড়ো আঙুলে এত বেশি কালি লাগানোও উচিত হবে না যার ফলে নির্বাচক নিবন্ধে সুস্পষ্ট টিপসইয়ের পরিবর্তে জেবড়ানো ছাপ পড়তে পারে।

৪.৪.৭ নির্বাচক নিবন্ধে দৃষ্টিশক্তিহীন বা অশক্ত ভোটদাতার স্বাক্ষর/টিপসই

নির্বাচক নিবন্ধে নিরক্ষর কিন্তু হাত ব্যবহারে সক্ষম একজন অন্ধ বা অশক্ত ভোটদাতা বা কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ভোটদাতার টিপসই নিতে হবে। এ ধরনের কোনো ভোটদাতা যদি সাক্ষর হন তবে তাঁকে টিপসইয়ের পরিবর্তে নাম সই করবার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। কোনো হাতই ব্যবহার করতে পারেন না এমন অশক্ত ভোটদাতার ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গী নির্বাচক নিবন্ধে সই বা টিপসই দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে নির্বাচক নিবন্ধে এই মর্মে একটি নোট রাখতে হবে যে স্বাক্ষর বা টিপসইটি ভোটদাতার সঙ্গীর। টিপসই নেওয়ার পর এক টুকরো ভিজে কাপড় দিয়ে নির্বাচকের বুড়ো আঙুল থেকে কালির দাগ মুছে নিতে হবে।

৪.৪.৮ নির্বাচককে ভোটার স্লিপ প্রদান

(১) নির্বাচকের বাম তর্জনীতে অমোচনীয় কালি দেওয়া, নির্বাচক নিবন্ধে তাঁর সম্পর্কিত তথ্যাদি লেখা এবং ওই নিবন্ধে তাঁর সই/টিপসই নেবার পর দ্বিতীয় পোলিং অফিসার নিম্নোক্ত নিদর্শে তাঁর জন্য ভোটার স্লিপ তৈরি করবেন —

নির্বাচক নিবন্ধের (১) কলামে নির্বাচকের ক্রমিক নং ....

নির্বাচক তালিকায় নির্বাচকের ক্রমিক নং ....

পোলিং অফিসারের সই ....

(২) রিটার্নিং অফিসার একটি পোস্টকার্ডের অর্ধেক মাপে এই ভোটার স্লিপ তৈরি করাবেন এবং ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে নির্বাচক সংখ্যা অনুসারে ৫০ বা ১০০টির বান্ডিলে গেঁথে অন্যান্য ভোটগ্রহণ সামগ্রীর সাথে আপনাকে দেবেন।

(৩) উপরে যেমন বলা হয়েছে সেই অনুযায়ী দ্বিতীয় পোলিং অফিসার প্রত্যেক নির্বাচকের জন্য ভোটার স্লিপ তৈরি করে তাঁদের হাতে দেবেন এবং ভোটযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের দায়িত্বে থাকা প্রিসাইডিং অফিসার বা তৃতীয় পোলিং অফিসারের কাছে যাবার নির্দেশ দেবেন।

(৪) ভোটদাতাদের কাছ থেকে সংগৃহীত ভোটার স্লিপগুলি ক্রমিক নম্বর অনুযায়ী সাজিয়ে রাখতে হবে এবং ভোটগ্রহণের শেষে এই উদ্দেশ্যে প্রদত্ত পৃথক খামে সেগুলি ঢুকিয়ে রাখতে হবে।

৪.৫ ভোট নথিভুক্ত করা ও ভোটদানের প্রণালী

৪.৫.১ ভোট নথিভুক্ত করা

(১) দ্বিতীয় পোলিং অফিসার নির্বাচককে ভোটার স্লিপ দেবার পর নির্বাচক ওই ভোটার স্লিপ নিয়ে ভোটযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের ভারপ্রাপ্ত পোলিং অফিসারের কাছে আসবেন। শুধুমাত্র এই ভোটার স্লিপের ভিত্তিতেই নির্বাচককে ভোটদানের অনুমতি দেওয়া হবে।

(২) এটি অত্যন্ত জরুরি যে, নির্বাচক নিবন্ধে যে ক্রম অনুযায়ী ভোটদাতাদের নাম লিপিবদ্ধ হয়েছে ঠিক সেই ক্রমানুসারেই তাঁরা ভোটগ্রহণ কক্ষে প্রবেশ করবেন। সুতরাং ভোটার স্লিপে যে ক্রমিক সংখ্যার উল্লেখ আছে কঠোরভাবে শুধু তারই ভিত্তিতে আপনি বা নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের ভারপ্রাপ্ত পোলিং অফিসার একজন ভোটদাতাকে ভোটদান কক্ষে এগিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেবেন।

(৩) ব্যতিক্রমী কোনো পরিস্থিতি অথবা অভাবনীয় বা অনিবার্য কোনো কারণে কোনো নির্বাচকের ক্ষেত্রে সঠিক ক্রম অনুসরণ করা সম্ভব না হলে নির্বাচক নিবন্ধের 'মন্তব্য' কলামে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নামের পাশে তিনি সঠিক যে ক্রমিক সংখ্যাতে ভোট দিয়েছেন সেই সংখ্যাটি উল্লেখ করে একটি যথোপযুক্ত লিখন লিপিবদ্ধ করতে হবে। পরবর্তী যেসব ভোটদাতার অনুক্রম এর ফলে বিঘ্নিত হয়েছে তাঁদের সম্পর্কেও একই রকম লিখন লিপিবদ্ধ করতে হবে।

৪.৫.২ নির্বাচকদের ভোটদান করতে অনুমতি দেওয়া

(১) যখন নির্বাচক ভোটার স্লিপ নিয়ে নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের ভারপ্রাপ্ত পোলিং অফিসারের কাছে আসবেন তখন তাঁর কাছ থেকে ভোটার স্লিপটি নিয়ে নেবেন ও তাকে ভোটদানের অনুমতি দেবেন।

(২) নির্বাচকদের কাছ থেকে সংগৃহীত সমস্ত ভোটার স্লিপ সযত্নে সংরক্ষণ করবেন এবং ভোটপর্বের শেষে একটি পৃথক খামে রেখে দেবেন। এই উদ্দেশ্যে রিটার্নিং অফিসার একটি বিশেষ খাম দেবেন। **অধ্যায়-৭**-এ যেভাবে বলা হয়েছে সেইভাবে খামটি সিল দিয়ে সুরক্ষিত করতে হবে।

(৩) নির্বাচকদের কাছ থেকে ভোটার স্লিপ সংগ্রহ করার পর আপনি/নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের ভারপ্রাপ্ত তৃতীয় পোলিং অফিসার নির্বাচকের বাম তর্জনী পরীক্ষা করবেন। যদি সেখানে দেওয়া অমোচনীয় কালির দাগ অস্পষ্ট হয় বা মুছে ফেলা হয় তাহলে আর একবার এমনভাবে চিহ্নিত করতে হবে যাতে অমোচনীয় কালির চিহ্ন স্পষ্টভাবে থেকে যায়।

(৪) নির্বাচককে তখন ভোটদান কক্ষে ভোট দেবার জন্য এগিয়ে যেতে বলা হবে।

৪.৫.৩ ভোটদানের প্রণালী

(১) নির্বাচক যাতে ভোট দিতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে ভোটদান কক্ষে রাখা ভোটপত্র ইউনিট সক্রিয় করতে হবে। এজন্য, আপনি/নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের ভারপ্রাপ্ত তৃতীয় পোলিং অফিসার ওই ইউনিটের 'ব্যালট' বোতামটিতে চাপ দেবেন। 'ব্যালট' বোতামটিতে চাপ দিলে নিয়ন্ত্রণ ইউনিটে 'বিজি' (busy) চিহ্নিত বাতিটি লাল হয়ে জ্বলে উঠবে এবং একইসঙ্গে ভোটদান কক্ষে প্রত্যেক ভোটপত্র ইউনিটের 'রেডি' (Ready) চিহ্নিত বাতি সবুজ হয়ে জ্বলতে শুরু করবে। এর দ্বারা বোঝা যাবে, বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্রের ভোটপত্র ইউনিট এখন নির্বাচকের পছন্দমতো ভোট নথিভুক্ত করার জন্য প্রস্তুত।

(২) ভোটদান কক্ষে ভোটদাতা ভোটপত্র ইউনিটে তাঁর পছন্দের প্রার্থীর নাম, ছবি ও প্রতীকের পাশে প্রদত্ত নীল বোতামটিতে চাপ দিয়ে ভোট দেবেন। যখনই তিনি বোতামটিতে চাপ দেবেন তখন ব্যালট ইউনিটে মনোনীত নাম, ছবি ও প্রতীকের পাশের বাতিটি লাল হয়ে জ্বলবে এবং ভোটপত্র ইউনিটের সবুজ বাতিটি নিভে যাবে। ভিভিপ্যাটে প্রার্থীর প্রতীক, নাম ও ক্রমিক সংখ্যা সংবলিত একটি ছোটো চিরকুট মুদ্রিত হবে এবং সাত সেকেন্ড ধরে ভিভিপ্যাটের জানালায় সেটি দেখা যাবে। এরপর, মুদ্রিত কাগজের চিরকুটটি আপনাআপনি কেটে ভিভিপ্যাট ড্রপ বক্সে পড়ে যাবে। নিয়ন্ত্রণ ইউনিট থেকে নির্গত একটি 'বিপ' ধ্বনিও শোনা যাবে। কয়েক সেকেন্ড পরে 'বিপ' ধ্বনিটি বন্ধ হয়ে যাবে এবং ব্যালট ইউনিটে প্রার্থীর বাতির লাল আলো ও নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের 'বিজি' চিহ্নিত বাতির লাল আলো নিভে যাবে।

(৩) ভোট চলাকালীন ব্যালট ইউনিটে প্রার্থীর নামের পাশে থাকা বাতিটি ঠিকমতো কাজ না করার মতো কোনো অভিযোগ পাওয়া গেলে ভোট যন্ত্রটি তৎক্ষণাৎ পরিবর্তন করে দিতে হবে এবং বিষয়টি কমিশনকে জানাতে হবে।

(৪) এইসমস্ত দৃষ্টিগোচর ও শ্রুতিগোচর সংকেত থেকে বোঝা যাবে, ভোটদানকক্ষের ভিতরে ভোটদাতা তাঁর ভোটটি দিয়েছেন। ভোটদাতাকে এরপর ভোটদান কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে এবং ভোটগ্রহণ কেন্দ্র ছেড়ে চলে যেতে হবে।

(৫) পরবর্তী ভোটদাতারা ভোট দেওয়ার সময় প্রত্যেকবার এই প্রণালীর পুনরাবৃত্তি করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে, ভোটদান কক্ষে একবারে একজন ভোটদাতাই প্রবেশ করবেন। সেই সঙ্গে লক্ষ্য রাখতে হবে, পূর্ববর্তী ভোটদাতা ভোটদান কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসার পরই পরবর্তী ভোটদাতার জন্য নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের 'ব্যালট' বোতামটিতে চাপ দেওয়া হবে।

(৬) যদি কোনও নির্বাচক তাঁর ভোট দেওয়ার পরে অভিযোগ করেন যে ভিভিপ্যাট থেকে বের হওয়া চিরকুটে তাঁর ভোট দেওয়া প্রার্থীর বদলে অন্য কোন প্রার্থীর নাম বা প্রতীকচিহ্ন দেখাচ্ছে সেক্ষেত্রে প্রিসাইডিং অফিসার **পঞ্চম অধ্যায়ের ৫.৯** অনুসারে পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

৪.৫.৪ বিভিন্ন সময়ে গৃহীত ভোট সংখ্যা মিলিয়ে দেখা

(১) যে কোনো সময়ে সেই সময় পর্যন্ত গৃহীত ভোটের মোট সংখ্যা নির্ণয় করতে হলে নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের 'টোটাল' বোতামটিতে চাপ দিতে হবে। তাহলে নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের প্রদর্শন প্যানেলে সেই সময় পর্যন্ত গৃহীত ভোটের মোট সংখ্যা দেখা যাবে। কিছু সময় পর পর এটা করতে হবে এবং নির্বাচক নিবন্ধ অনুযায়ী সেই সময় পর্যন্ত যতজন ভোটদাতাকে ভোট দিতে অনুমতি দেওয়া হয়েছে তার সংখ্যার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হবে।

(২) যাই ঘটুক না কেন, আপনাকে অবশ্যই প্রতি দু ঘন্টা অন্তর গৃহীত ভোটের সংখ্যা সংগ্রহ করতে হবে ও মিলিয়ে দেখতে হবে এবং প্রিসাইডিং অফিসারের ডায়েরির প্রাসঙ্গিক কলমে গৃহীত ভোটের সংখ্যা নথিভুক্ত করতে হবে। যখন 'বিজি' চিহ্নিত বাতিটি জ্বলবে না, অর্থাৎ যে নির্বাচককে ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে তিনি ভোট দেওয়ার পর এবং পরবর্তী ভোটদাতাকে 'ব্যালট' বোতামটিতে চাপ দিয়ে ভোটদানের অনুমতি দেওয়ার আগে যে- মধ্যবর্তী সময়, একমাত্র সেই সময়েই 'টোটাল' চিহ্নিত বোতামে চাপ দিতে হবে। তা নাহলে সেই সময় পর্যন্ত গৃহীত ভোটের সংখ্যা প্রদর্শন (ডিসপ্লে) প্যানেলে দেখা যাবে না।

৪.৫.৫ ভোটগ্রহণের সময় ভোটদান কক্ষে প্রিসাইডিং অফিসারের প্রবেশাধিকার

(১) কোনো সময় প্রিসাইডিং অফিসারের এমন সন্দেহ হতে পারে বা সন্দেহের কোনো কারণ ঘটতে পারে যে (১) পর্দা ঘেরা ভোটদান কক্ষে রক্ষিত ব্যালট ইউনিটটি যথাযথ কাজ করছে না বা (২) ভোটগ্রহণ কক্ষে যে নির্বাচক প্রবেশ করেছেন তিনি ব্যালট ইউনিটে অবৈধ বা অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ করছেন বা (৩) প্রতীক/নাম/ব্যালট বোতামের উপর কোনো কাগজ বা টেপ ইত্যাদি লাগিয়ে কোনো ক্ষতি করছেন বা (৪) সেখানে অকারণে সময় নষ্ট করছেন। এসব ক্ষেত্রে ব্যালট ইউনিটে অবৈধ বা অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ প্রতিহত করতে এবং ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া স্বাভাবিক ও সুশৃঙ্খল রাখতে ভোটপত্র ইউনিটটি পরীক্ষা করে দেখার জন্য প্রিসাইডিং অফিসারের ভোটগ্রহণ কক্ষে প্রবেশ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার আছে। তবে যখনই আপনি ভোটগ্রহণ কক্ষে প্রবেশ করবেন, উপস্থিত পোলিং এজেন্টদেরও অবশ্যই সঙ্গে নিয়ে যাবেন। (১৯৬১ সালের নির্বাচন পরিচালনা নিয়মাবলির ৪৯ কিউ নিয়ম অনুসারে)

(২) যাই হোক, কোনো নিরক্ষর ব্যক্তিকে ইভিএম-এর ব্যবহার বোঝানোর জন্য ভোটগ্রহণের সময় আপনি কোনোভাবেই ভোটদান কক্ষে প্রবেশ করবেন না। নির্বাচন সামগ্রী সংগ্রহের সময় একটি কার্ডবোর্ডের (প্রমাণ আকারের) উপরে আঠা দিয়ে লাগানো ইভিএম-এর ভোটপত্র ইউনিটের একটি মুদ্রিত প্রতিচ্ছবি সমস্ত প্রিসাইডিং অফিসারদের সরবরাহ করার জন্য জেলা নির্বাচন আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ ধরনের মডেল ভোটপত্র ইউনিট মুদ্রণের সময় সতর্ক থাকতে হবে যাতে সেখানে কোনো প্রকৃত নাম বা প্রতীক ব্যবহার না করে যেন শুধুমাত্র ব্যবহৃত হয় না এরকম নকল নাম ও প্রতীক ব্যবহার করা হয়। এটি রঙিন হবে যাতে নীল বোতাম, সবুজ ও লাল আলো ইত্যাদি স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। যখনই কোনো ভোটদাতা সাহায্য চাইবেন বা ভোটবক্সে ভোট দিতে অক্ষমতা প্রকাশ করবেন, তখন আপনি এই কার্ডবোর্ডের নমুনাটি দেখিয়ে ভোটদান পদ্ধতিটি তাকে এমনভাবে বুঝিয়ে বলবেন যাতে ঐ ব্যক্তি বিষয়টি বুঝতে সক্ষম হন। এই বোঝানোর বিষয়টি পোলিং এজেন্টদের উপস্থিতিতে ভোটদান কক্ষের বাইরে হবে এবং কখনোই ভোটদান কক্ষের ভিতরে হবে না। আপনি বা আপনার পোলিং অফিসাররা বারবার ভোটদান কক্ষে প্রবেশ করবেন না, কারণ এর ফলে অভিযোগ জানানোর সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে।

৪.৬ ভোটগ্রহণ চলাকালীন বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্র ও ভিভিপ্যাট ব্যবহারের সময় যে পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে

৪.৬.১ ভোটগ্রহণ চলাকালীন ইউনিট পরিবর্তন

(কোনোরকম পরিবর্তনের আগে নিয়ন্ত্রণ ইউনিট অফ করতে হবে)

(১) ভোটগ্রহণ চলাকালীন বিশেষ কারণে নতুন ভোটযন্ত্র ও ভিভিপ্যাট (তদানীন্তন যন্ত্রগুলির পরিবর্তে) ব্যবহার অবশ্যম্ভাবী হয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে আপনাকে ষষ্ঠ অনুবন্ধের দ্বিতীয় ভাগে বিধৃত ঘোষণাটি পুনরায় পাঠ করতে হবে (নতুন ভোটযন্ত্র ব্যবহারের সময় প্রিসাইডিং অফিসারের ঘোষণা)।

(২) যেক্ষেত্রে ভোট চলাকালীন ব্যালট ইউনিট অথবা কন্ট্রোল ইউনিটটি সার্বিকভাবে কাজ করবে না, আপনাকে (ব্যালট ইউনিট, কন্ট্রোল ইউনিট ও ভিভিপ্যাট, অর্থাৎ তিনটি অংশই) সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্রটি পাল্টাতে হবে। তৃতীয় অধ্যায়ের ৩.৩ অনুচ্ছেদ অনুসারে এই ক্ষেত্রে মহড়া ভোট নেওয়ার সময় কিছু কিছু পদক্ষেপের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পার্থক্যগুলি বজায় রাখতে হবে—

(ক) অন্তত একটি করে ভোট (নোটাসহ) প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ক্ষেত্রেই নেওয়া হয়েছে, এমনটি হতে হবে।

(খ) মহড়া ভোটের সময় নেওয়া ভিভিপ্যাটের ছাপানো চিরকুটগুলি খামবন্দী করে খামটির উপরে অবশ্যই লিখবেন 'ইভিএম এবং ভিভিপ্যাট মেশিনের পরিবর্তনহেতু মহড়া ভোট চলাকালীন গৃহীত ভিভিপ্যাটের কাগজের চিরকুট'।

(গ) প্রিসাইডিং অফিসারের প্রতিবেদন অনুবন্ধ ৫-এর প্রথম অংশে আপনি অবশ্যই আবার সই করবেন (মহড়া ভোট শংসাপত্র) এবং অনুবন্ধ ৫-এর পঞ্চম অংশে প্রিসাইডিং অফিসারের প্রতিবেদনে এর বিবরণী দেবেন।

(৩) ভোট চলাকালীন শুধুমাত্র ভিভিপ্যাট পাল্টাতে হলে মহড়া ভোটের কোনো প্রয়োজন নেই।

(৪) মহড়া ভোট বা আসল ভোট চলাকালীন অথবা ভোটগ্রহণের শেষে নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের পাওয়ার প্যাক পরিবর্তনের জন্য প্রিসাইডিং অফিসার বিষয়টি সেক্টর অফিসারকে জানিয়ে পোলিং এজেন্ট ও সেক্টর অফিসারের উপস্থিতিতে কন্ট্রোল ইউনিট-এর পাওয়ার প্যাক বদলাবেন এবং কন্ট্রোল ইউনিট-এর ব্যাটারি সেকশনটি অ্যাড্রেস ট্যাগ দিয়ে সিল করবেন এবং ঐ ট্যাগে পোলিং এজেন্টদের স্বাক্ষর নেবেন। প্রিসাইডিং অফিসারের প্রতিবেদনের দ্বিতীয় অংশে তিনি এর বিবরণী দেবেন (অনুবন্ধ-৫)।

(৫) যদি নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের ডিসপ্লে প্যানেলে 'লিংক এরর' দেখায় তাহলে কেবল সংযোগ ভালো করে দেখে নেবেন (সংযোগকারী নাটবল্টু খোলা-লাগানোর চেষ্টা করবেন না)

(৬) 'লিংক এরর' বজায় থাকলে ই ভি এম এবং ভিভিপ্যাট পুরোপুরি পাল্টাতে হবে।

(৭) যদি নিয়ন্ত্রণ ইউনিটে 'লো ব্যাটারি' দেখায় তাহলে ভিভিপ্যাটের পাওয়ার প্যাক বদলাবেন। মহড়া ভোটের প্রয়োজন নেই।

(৮) ভিভিপ্যাট ঠিকমতো কাজ না করলে শুধু ভিভিপ্যাট পাল্টাবেন। এক্ষেত্রেও মহড়া ভোটের প্রয়োজন নেই।

(৯) ভিভিপ্যাট-এ যদি ঠিকমতো চিরকুট মুদ্রণ না হয় বা চিরকুট নিজে থেকেই কেটে গিয়ে নিচে না পড়ে তাহলে —

(ক) কাগজের রোল থেকে ঝুলন্ত চিরকুট বার করার/কেটে ফেলার চেষ্টা করবেন না, ওটা ড্রপ বাক্সে ফেলার চেষ্টা করবেন না। ওটা ঝুলন্তই রাখবেন কারণ তার অর্থ যে ভোটটি নিয়ন্ত্রণ ইউনিটে নথিবদ্ধ হয়নি এবং চিরকুট গণনার সময় সেটি গোনা হবে না। এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ প্রিসাইডিং অফিসারের প্রতিবেদনে নিম্নোক্তভাবে স্পষ্ট লিপিবদ্ধ করতে হবে —

- ঘটনার দিনক্ষণ
- ভোটদাতার নাম এবং নির্বাচক তালিকার অংশ সংখ্যায় তাঁর ক্রমিক সংখ্যা, যিনি ভিভিপ্যাট পরিবর্তনের পর ভোট দিয়েছেন।
- ভোটার ভিভিপ্যাট পরিবর্তনের পর ভোট দিয়েছেন না কি ভোট না দিয়ে ফিরে গেছেন।
- ঘটনার আগে কত ভোট পড়েছিল।

(খ) শেষ ভোটারকে ভিভিপ্যাট পরিবর্তনের পর ভোট দিতে দেওয়া হয়।

(১০) প্রিসাইডিং অফিসার প্রিসাইডিং অফিসারের প্রতিবেদনের পঞ্চম অংশে ত্রুটি সংক্রান্ত সাংকেতিক কোড বিশেষ যত্ন সহকারে পূরণ করবেন, যেমন— ২.৬- কাটার ত্রুটি/ ২.৭- পড়ার ত্রুটি এবং সেইসঙ্গে উল্লেখ করবেন বিপ শব্দ হয়েছিল কিনা, নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের বিজি বাতির আলো জ্বলে থাকে কিনা। এই সংক্রান্ত ব্যাপারে অবমাননার ক্ষেত্রে শৃঙ্খলাজনিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৪.৬.২ ই ভি এম / ভিভিপ্যাট পরিবর্তনের জন্য প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে হবে

ভোটগ্রহণের দিন প্রিসাইডিং অফিসারের প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হবে — (সংযোজনী-৫)

(১) ভাগ-১ (মহড়া ভোট শংসাপত্র) ভোটগ্রহণের দিন প্রত্যেক মহড়া ভোটের শেষে এটা পূরণ করতে হবে।

(২) ভাগ-২ (নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের পাওয়ার প্যাক পরিবর্তন) নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের পাওয়ার প্যাক বদলানোর সময় পূরণ করতে হবে।

(৩) ভাগ-৩ (ভোটগ্রহণের শেষে 'ক্লোজ' বোতাম টেপার শংসাপত্র) ভোটগ্রহণের শেষে পূরণ করতে হবে।

(৪) ভাগ-৪ (ইভিএম/ভিভিপ্যাট পাল্টানোর প্রতিবেদন, যদি মহড়া ভোট চলাকালীন পাল্টাতে হয়) যদি কোনো ব্যালট ইউনিট/নিয়ন্ত্রণ ইউনিট/ভিভিপ্যাট মহড়া ভোট চলাকালীন পাল্টাতে হয় তাহলে পূরণ করতে হবে।

(৫) ভাগ-৫ (ইভিএম/ভিভিপ্যাট পাল্টানোর প্রতিবেদন, যদি মূলপর্বের ভোট চলাকালীন পাল্টাতে হয়) যদি কোনো ব্যালট ইউনিট/নিয়ন্ত্রণ ইউনিট/ভিভিপ্যাট মূলপর্বের ভোট চলাকালীন পাল্টাতে হয় তাহলে পূরণ করতে হবে।

৪.৬.৩ প্রিসাইডিং অফিসারের প্রতিবেদন সংগ্রহ

(১) **প্রিসাইডিং অফিসারের প্রতিবেদনের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ** খামবন্দী থাকবে। উক্ত খাম, ই ভি এম, ভিভিপ্যাট এবং অন্যান্য নির্বাচনী সামগ্রী প্রিসাইডিং অফিসার সংগ্রহ কেন্দ্রে জমা দেবেন।

(২) **প্রিসাইডিং অফিসারের প্রতিবেদনের চতুর্থ ও পঞ্চম ভাগ** সেক্টর অফিসার তখনই সংগ্রহ করবেন যখন কোন পরিবর্তন করা হবে। সেক্টর অফিসার উক্ত প্রতিবেদনগুলো রিটার্নিং অফিসারকে জমা দেবেন।

অধ্যায় - ৫
বিশেষ ক্ষেত্রগুলি

প্রিসাইডিং অফিসার ভোটগ্রহণের দিনে ভোটগ্রহণ চলাকালীন এমন কিছু বিশেষ সমস্যার মধ্যে পড়তে পারেন যেগুলি সমাধানের জন্য বিশেষ পদ্ধতির সহায়তা গ্রহণ করতে হবে। এরকম কিছু বিশেষ ক্ষেত্রের ব্যাপারে নিচে দেওয়া হল —

(ক) ভোটদান পদ্ধতি মান্য করতে অস্বীকৃত হওয়া

(খ) অন্ধ ও শারীরিকভাবে অক্ষম ভোটারদের ভোটদান

(গ) নির্বাচকের ভোটদান করতে অস্বীকার করা

(ঘ) ভোটদানের কাজে নিযুক্ত সরকারি কর্মচারীদের ভোটদান

(ঙ) প্রতিনিধি (প্রক্সি)-র মাধ্যমে ভোটদান

(চ) টেন্ডার ভোট

(ছ) চ্যালেঞ্জ ভোট

(জ) কোন ভোটদাতাকে ভোটদানের উপযুক্ত বয়সের থেকে অনেক কমবয়সী মনে হওয়া

(ঝ) টেস্ট ভোট

৫.১ ভোটদান পদ্ধতি মান্য করতে অস্বীকার করা

৫.১.১ প্রিসাইডিং অফিসার সুনিশ্চিত করেন যে একজন নির্বাচককে ভোটদানের অনুমতি দান করলে তিনি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের মধ্যে ভোটদান সম্পর্কিত পরিপূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করবেন। **(অধ্যায়-৪.৫.৩)**

৫.১.২ ভোটদান পদ্ধতি মান্য করার জন্য আপনি সতর্ক করা সত্ত্বেও যদি কোনো নির্বাচক তা মেনে চলতে অস্বীকার করেন তাহলে আপনি ১৯৬১ সালের নির্বাচন পরিচালনা বিধির 49F ধারা অনুযায়ী ওই নির্বাচককে ভোট দিতে দেবেন না। যদি সেই নির্বাচককে ভোটার স্লিপ দেওয়া হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে সেই স্লিপ প্রত্যাহার করে নিতে হবে এবং তা বাতিল করতে হবে।

৫.১.৩ যখন ভোটদান পদ্ধতি লঙ্ঘন করার জন্য কোনো নির্বাচককে ভোট দিতে দেওয়া হবে না, তখন আপনি নির্বাচক নিবন্ধের (১৭ ক নিদর্শ) মন্তব্য কলমে ভোটদান পদ্ধতি যে লঙ্ঘিত হয়েছে এই মর্মে— 'ভোটদানের অনুমতি প্রদান করা হয়নি— ভোটদান পদ্ধতি লঙ্ঘিত' এই মন্তব্যটি লিখে রাখবেন। এই লিখনের নিচে আপনি পুরো সই করবেন। তবে এসবের জন্য নির্বাচক নিবন্ধের ১ ম কলমে ওই নির্বাচকের বা পরবর্তী নির্বাচকদের ক্রমিক নম্বরের কোনো পরিবর্তন হবে না।

৫.২ অন্ধ ও অশক্ত ভোটদাতাদের ভোটদান

৫.২.১ যদি আপনি নিশ্চিত হন যে, অন্ধত্বের দরুন বা অন্য কোনো শারীরিক অক্ষমতার দরুন কোনো ভোটদাতা অন্য কারোর সহায়তা ছাড়া ব্যালট ইউনিট/ভোটপত্র ইউনিটের উপরে স্থাপিত ভোটপত্রের উপরের প্রতীকগুলি চিনতে বা সঠিক বোতামে চাপ দিতে অপারক, সেক্ষেত্রে ভোটদাতার পছন্দ অনুযায়ী ভোট দেওয়ার জন্য কমপক্ষে ১৮ বছর বয়স্ক কোনো সঙ্গীকে (এপিক কার্ড/অন্য কোন স্বীকৃত প্রমাণপত্র সহ) ভোটদান কক্ষে নিয়ে গিয়ে ভোটদাতাকে তাঁর পছন্দ আনুযায়ী ভোটদান করিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে অনুমতি দেবেন।

৫.২.২ অক্ষম ভোটার যাঁরা ভোটযন্ত্রের ব্যালট ইউনিট তাঁর পছন্দমতো প্রার্থীর নামের পাশে নীল বোতামে চাপ দিয়ে ভোটদানে সক্ষম, তাঁদের ক্ষেত্রে ভোটদাতার সঙ্গী হিসাবে একজন ভোটারকে অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, তিনি ভোটগ্রহণ কক্ষ অবধি ভোটারকে নিয়ে যেতে পারবেন কিন্তু ভোটগ্রহণ কক্ষে প্রবেশ করতে পারবেন না।

৫.২.৩ কোনো ব্যক্তি একই দিনে কোনো ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে একাধিক ভোটদাতার সঙ্গী হতে পারবেন না।

৫.২.৪ ভোটগ্রহণের দিনে ভোটদাতার স্বীকৃত সঙ্গীর ডান হাতের তর্জনীতে অমোচনীয় কালি লাগিয়ে দেওয়া হবে। একজন ভোটার যখন তাঁর সঙ্গীর সহায়তায় ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রবেশ করবেন, তখন তাঁর ডান হাতের তর্জনী পরীক্ষা করে দেখে নিতে হবে সেখানে অমোচনীয় কালির চিহ্ন আছে কিনা। যদি দেখা যায় যে তাঁর ডান হাতের তর্জনীতে সত্যিই এরূপ চিহ্ন রয়েছে, তবে নিয়ম অনুসারে ওই ব্যক্তিকে সঙ্গী হিসাবে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রবেশের অধিকার দেওয়া যাবে না **(৪৯ এন নিয়ম- ১৯৬০ সালের নির্বাচক নিবন্ধন বিধি)**।

৫.২.৫ কোনো ব্যক্তিকে অন্ধ বা অশক্ত ভোটদাতার স্বীকৃত সাহায্যকারী হিসাবে কাজ করার অনুমতি দানের পূর্বে সেই ব্যক্তিকে লিখিতভাবে ঘোষণা করতে হবে যে, ভোটদাতার হয়ে তিনি যে ভোট দেবেন তা গোপন রাখবেন আর সেইদিন তিনি ইতিমধ্যেই কোনো ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে অন্য কোনো নির্বাচকের হয়ে ভোট দেননি। **(সংযোজনী ১৮)** (সেই নিদর্শের জন্য যার মাধ্যমে এই ঘোষণা করতে হবে)

৫.২.৬ যাঁরা সঙ্গীর সহায়তা নিয়ে ভোটদান করলেন সেই সমস্ত নির্বাচকদের বিবরণ প্রিসাইডিং অফিসার ১৪ ক নিদর্শে লিপিবদ্ধ করবেন (৪৯ এন নিয়মের উপ-নিয়ম (২))। যাঁদের ক্ষেত্রে ভোটারদের সহায়তাকারী ব্যক্তি শুধু মাত্র ভোটগ্রহণ কক্ষ পর্যন্ত নিয়ে গেছেন, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করেননি তাঁদের নাম ১৪ ক নিদর্শের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

৫.২.৭ প্রিসাইডিং অফিসার ১৪ ক নিদর্শে এধরনের সমস্ত বিষয় লিখে রাখবেন। এই পূরণ করা ১৪ ক নিদর্শগুলি 'সমীক্ষা মোড়ক' (সাদা রঙ) নামাঙ্কিত খামের মধ্যে রাখতে হবে এবং ভোটগ্রহণ শেষ হবার পর সংগ্রহকেন্দ্রে জমা দিতে হবে।

৫.২.৮ আপনার কোনো নির্বাচন কর্মী যেন অন্ধ ভোটারের সঙ্গী হয়ে তাঁর ভোটটি দেবার জন্য ভোটগ্রহণ কক্ষে প্রবেশ না করেন এ বিষয়টি আপনি নিশ্চিত করবেন।

৫.২.৯ আপনি সুনিশ্চিত করবেন যে অন্ধ বা অক্ষম ভোটারদের ভোটদান করার সঙ্গে সঙ্গেই স্বীকৃত সহায়তাকারী ব্যক্তি যেন ভোটগ্রহণ কেন্দ্র ত্যাগ করেন।

৫.২.১০ এই সব ভোটদাতাদের জন্য ব্রেইল পদ্ধতি অনুসারে লিখিত চিহ্ন সমন্বিত বোর্ড রাখার বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে হবে।

৫.৩ যে সমস্ত নির্বাচক ভোটদান করতে অস্বীকৃত হবেন

৫.৩.১ নির্বাচক নিবন্ধে (১৭ ক) নির্বাচক তালিকার ক্রমিক সংখ্যা লেখা ও স্বাক্ষর / টিপসই গ্রহণের পর যদি কোনো নির্বাচক ভোট দিতে না চান, তাঁকে জোরপূর্বক ভোটদানে বাধ্য করা যাবে না।

৫.৩.২ আপনি নির্বাচক নিবন্ধে তাঁর সম্বন্ধে লিখিত তথ্যাদির সংলগ্ন মন্তব্য কলামে, তিনি যে ভোটদানে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এই মর্মে — "ভোটদানে অস্বীকৃত" বলে মন্তব্য লিখে রাখবেন। এই মন্তব্যের নীচে আপনার পূর্ণ স্বাক্ষর করবেন। যে সকল নির্বাচক সই করার পর ভোট না দিয়ে চলে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন তাঁদের জন্য নিয়ম ৪৯ও-এর অধীন আইটেম-৩-এর পরিবর্তে নিদর্শ-১৭ ক-এর অংশ ১-এ ভোটপ্রদান না করে স্থানত্যাগ বা ভোটদানে অস্বীকৃত মন্তব্য লেখা হবে।

৫.৩.৩ এই মন্তব্যের নীচে নির্বাচকের স্বাক্ষর / টিপসই নিতে হবে।

৫.৩.৪ অবশ্য নির্বাচক নিবন্ধের ১ম কলামে ওই নির্বাচকের ক্রমিক সংখ্যা বা পরবর্তী ভোটদাতার ক্রমিক সংখ্যার কোনো পরিবর্তন করার প্রয়োজন নেই।

৫.৩.৫ ভোটপত্র ইউনিটে কোনো ভোটদাতার ভোট দেওয়ার জন্য নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের 'ব্যালট' বোতামটি - তে চাপ দেওয়ার পর যদি সেই ভোটদাতা ভোট দিতে অস্বীকৃত হন তাহলে আপনি / তৃতীয় পোলিং অফিসার, যিনি নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের দায়িত্ব থাকবেন তিনি উপরের ৫.৩.২ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাচক নিবন্ধের ১৭ক নিদর্শে প্রয়োজনীয় মন্তব্য লেখার পর সরাসরি পরবর্তী ভোটদাতাকে ভোট দেবার জন্য ভোটদান কক্ষে যেতে নির্দেশ দেবেন।

৫.৩.৬ ভোট দেবার জন্য কন্ট্রোল ইউনিট বা নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের 'ব্যালট' বোতামটি - তে চাপ দেওয়ার পর যদি সর্ব শেষ ভোটদাতা ভোট দিতে অস্বীকৃত হন, তাহলে যিনি নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকবেন, আপনি / তৃতীয় পোলিং অফিসার প্রথমে নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের পিছনদিকে 'পাওয়ার' সুইচটিকে বন্ধ করে ভোটপত্র নিয়ন্ত্রণ ইউনিট ও ভিভিপ্যাট মেশিনের সাথে নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করবেন। এইভাবে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করবার পর পুনরায় 'পাওয়ার' সুইচটিকে চালু করতে হবে। এখন 'বিজি' বাতি নিভে যাবে এবং ভোটগ্রহণ বন্ধ করতে 'ক্লোজ' বোতাম সক্রিয় হবে। এইক্ষেত্রে এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি অনুসৃত না হলে 'ক্লোজ' বোতাম কাজ করবে না এবং নিয়ন্ত্রণ ইউনিট বন্ধ না করলে ভোটযন্ত্রে ফলাফল প্রদর্শিত হবে না, কারণ 'ক্লোজ' বোতামে চাপ দেওয়ার পরই একমাত্র রেজাল্ট বোতাম কার্যকর হবে।

৫.৪ নির্বাচন কার্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীদের ভোটদান

৫.৪.১ সাধারণত কোনো ভোটকর্মীকে এমন কোনো বিধানসভা নির্বাচন কেন্দ্রে ভোটগ্রহণের দায়িত্ব দেওয়া হবে না যেখানে তাঁর কর্মস্থল বা যেখানে তিনি বাস করেন বা যে কেন্দ্রের তিনি ভোটদাতা। নির্বাচন কর্মে নিযুক্ত এই সমস্ত সরকারি কর্মী ডাক ভোটপত্রের মাধ্যমে নিজ নিজ ভোটদান করতে পারবেন। এজন্য, তাঁদের ১২ নিদর্শে রিটার্নিং অফিসারের কাছে আবেদন করতে হবে।

৫.৪.২ জেলা নির্বাচন আধিকারিক / রিটার্নিং অফিসার আপনাকে প্রিসাইডিং অফিসার হিসাবে নিয়োগ করার জন্য দুই প্রস্থ নিয়োগপত্র দেবেন এবং যাতে আপনি ও পোলিং অফিসাররা ডাক ভোটপত্রের জন্য আবেদন করতে পাবেন, সেজন্য তিনি এই আদেশনামার সঙ্গে যথেষ্ট সংখ্যক ১২ নিদর্শ পাঠাবেন।

৫.৪.৩ আপনাকে খুব দ্রুত আবেদন পত্রটি (১২ নিদর্শ) পূরণ করে নিয়োগপত্রের প্রতিলিপি সহ সেটি রিটার্নিং অফিসারের কাছে জমা দিতে হবে। নির্বাচনী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রেই ১২ নিদর্শের পূরণ করা আবেদন পত্রটি নিয়োগপত্রের প্রতিলিপি সহ জমা দেওয়ার সুযোগ আপনি পাবেন। নির্বাচনকর্মীদের ডাক ভোটপত্রটি প্রদান করার পর যাতে ডাক ঘরে গিয়ে ভোটপত্রটি ডাকে প্রেরণ করতে না হয় সেজন্য রিটার্নিং অফিসার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রেই ভোটদান এবং ভোটপত্র ও তৎসম্পর্কিত কাগজপত্র জমা দেবার ব্যবস্থা রাখবেন। যাই হোক, কিছু ক্ষেত্রে নির্বাচনকর্মীরা নিজ নির্বাচনক্ষেত্রে (বিধানসভা বা লোকসভা নির্বাচনক্ষেত্র) (অর্থাৎ যেখানে নির্বাচক হিসাবে তাঁদের নাম নথিভুক্ত রয়েছে) দেওয়া যেতে পাবে। তাঁদের ক্ষেত্রে তাঁরা যে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের নির্বাচন কার্যের দায়িত্ব পেয়েছেন / পাবেন, সেই ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ই ভি এম ও ভিভিপ্যাট ব্যবহার করে ব্যক্তিগতভাবে ভোট দিতে পারবেন। যদি নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত কপিতে তাঁদের নামের পাশে ইউসি লেখা হয়ে যাওয়ার পর কোনো কারণে নির্বাচনী কাজে তাঁদের নিযুক্তি বাতিল হয়ে যায় তাহলেও তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ থেকে তাঁরা বঞ্চিত হবেন না। নির্বাচনীকার্যে অংশগ্রহণকারী আধিকারিক অথবা নির্বাচনী কর্তব্যে নিযুক্ত সরকারি কর্মচারি, যাঁকে ই ডি সি প্রদান করা হয়েছে, ঐ নির্বাচনী কৃত শংসাপত্র (ই ডি সি) ছাড়াই তিনি আদতে যে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভোটদাতা ছিলেন সেখানে ভোট দিতে পারবেন না কিন্তু যে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে নির্বাচনী কার্যে নিযুক্ত ছিলেন সেই ভোটগ্রহণ কেন্দ্র সহ যে কোনো ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোটাদান করতে পারবেন।

৫.৪.৪ ডাক ভোটপত্রের মাধ্যমে ভোটদান করার জন্য আপনি এবং প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পোলিং অফিসার নিদর্শ-১২-এর মাধ্যমে আপনার লোকসভা/ বিধানসভা নির্বাচন কেন্দ্রে ভোটগ্রহণের দিনের অন্তত সাতদিন আগে আবেদন করবেন।

৫.৪.৫ **নির্বাচনী কৃত্য শংসাপত্র প্রদর্শন করে ভোটদান (নির্বাচনী কৃত্য শংসাপত্র/EDC প্রদর্শনকারী ভোটদাতা) :**

(ক) চিহ্নিত ভোটার তালিকায় সর্বশেষ নিয়মিত ভোটারের নামের পরে এইরকম ভোটরের নাম নথিভুক্ত হবে।

(খ) এইরকম নথিভুক্তিকরণের পরে এই ব্যক্তি উক্ত ভোটার তালিকার ভোটার হবেন এবং এই ভোটার তালিকার অন্যান্য ভোটারের মতই তিনি ভোটদান করতে পারবেন।

(গ) এই ভোটার প্রথম পোলিং অফিসারের কাছে যাবেন এবং তিনি পোলিং এজেন্টদের কাছে এই ভোটারের পরিচিতি সম্পর্কে বলবেন।

(ঘ) দ্বিতীয় পোলিং অফিসার নির্বাচক নিবন্ধ (১৭ক নিদর্শ) -এ ঐ ভোটদাতার বিষয়ে তথ্যগুলি অন্তর্ভুক্ত করবেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ধরা যাক যে ভোটদাতার নাম মুকেশ, ভোটার তালিকায় তার অংশ নং ৩২ এবং ক্রমিক নং ৬২৫ হলে নির্বাচক নিবন্ধ (১৭ ক নিদর্শ) -এর দ্বিতীয় কলামে তাকে নিম্নলিখিতভাবে চিহ্নিত করা হবে ৬২৫/৩২/ নির্বাচনকেন্দ্রের নম্বর।

৫.৫ প্রতিনিধি মারফত ভোটদান

৫.৫.১ বিশেষ কিছু শ্রেণিবদ্ধ সার্ভিস ভোটাররা, তাঁদের নিয়োজিত প্রতিনিধি (প্রক্সি) ভোটদাতা মারফত ভোটদানের সুবিধা পেয়ে থাকেন। যে সকল সার্ভিস ভোটাররা প্রতিনিধি নিয়োগ করেছেন তাঁরা ''শ্রেণিবদ্ধ সার্ভিস ভোটার - সিএস ডি)" নামে অভিহিত হন। আপনার অধীনস্থ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে যদি এইরকম নির্বাচকেরা থেকে থাকেন অর্থাৎ যাঁদের মনোনীত প্রতিনিধিরা আপনার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোট দেবেন, তাহলে সেই শ্রেণিবদ্ধ সার্ভিস ভোটারদের একটি তালিকা রিটার্নিং আফিসার আপনাকে দিয়ে দেবেন। শ্রেণিবদ্ধ সার্ভিস ভোটারদের এই তালিকাটি আপনার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপির অংশ হিসাবে ধরতে হবে। সুতরাং ধরতে হবে যে প্রকৃত সার্ভিস ভোটারই প্রতিনিধি ভোটার হিসাবে আপনার সম্মুখে উপস্থিত রয়েছেন।

৫.৫.২ বিশেষ কিছু শ্রেণিবদ্ধ সার্ভিস ভোটাররা, তাঁদের নিয়োজিত প্রতিনিধি (প্রক্সি) মারফত ভোটদানের সুবিধা পেয়ে থাকেন। যে সকল সার্ভিস ভোটাররা প্রতিনিধি নিয়োগ করেছেন তাঁরা ''শ্রেণিবদ্ধ সার্ভিস ভোটার - সিএসভি)" নামে অভিহিত হন। আপনার অধীনস্থ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে যদি এইরকম নির্বাচকেরা থেকে থাকেন অর্থাৎ যাঁদের

মনোনীত প্রতিনিধিরা আপনার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোট দেবেন, তাহলে সেই শ্রেণিবদ্ধ সার্ভিস ভোটারদের একটি তালিকা রিটার্নিং অফিসার আপনাকে দিয়ে দেবেন। শ্রেণিবদ্ধ সার্ভিস ভোটারদের এই তালিকাটি আপনার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপির অংশ হিসাবে ধরতে হবে। সুতরাং করতে হবে যে প্রকৃত সার্ভিস ভোটারই প্রতিনিধি ভোটার হিসাবে আপনার সম্মুখে উপস্থিত রয়েছেন।

৫.৫.৩ প্রক্সির ক্ষেত্রে ১৭ ক নিদর্শের ২য় কলামে সিএসভি(CSV) তালিকায় প্রদত্ত নম্বরটি লিখতে হবে। (ভোটারদের ক্রমিক নম্বর লেখার তালিকা) কিন্তু এই ক্রমিক নম্বরের সঙ্গে মূল নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপির ক্রমিক নম্বরের পার্থক্য করার জন্য বন্ধনীর মধ্যে 'পিভি' (অর্থাৎ প্রক্সি ভোটার) অক্ষর দুটি লিখে রাখতে হবে। উদাহরণ হিসাবে ধরা যাক, শ্রেণিবদ্ধ সর্ভিস ভোটারদের তালিকায় প্রতিনিধি ভোটদাতার ক্রমিক নম্বর ১, এক্ষেত্রে ১৭ ক নিদর্শের ২য় কলামে ক্রমিক নম্বরটি লিখতে হবে ১ (পিভি)। অনুরূপভাবে সি এস ভি তালিকায় প্রতিনিধির ক্রমিক নম্বর ৫ হলে লিখতে হবে ৫ (পিভি), ইত্যাদি।

৫.৬ টেন্ডার ভোট

৫.৬.১ ইতিমধ্যেই ভোটদান করে চলে যাওয়া ও ভোটার তালিকায় উক্ত নির্বাচকের নামের পাশে ১ম পোলিং অফিসারের টিক চিহ্ন দেওয়া হয়ে যাওয়ার পরেও ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে চিহ্নিত নির্বাচক তালিকার অন্তর্ভুক্ত কোনো একজন ব্যক্তি (যিনি প্রকৃত ভোটদাতা হতে পারেন, ভুলবশত আসতে পারেন বা বিরল ক্ষেত্রে জাল ভোটারও হতে পারেন) ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে আপনার (চিহ্নিত নির্বাচক তালিকার দায়িত্বপ্রাপ্ত) কাছে নিজেকে উক্ত নির্বাচক হিসেবে দাবি করতে পারেন ও ভোট দিতে চাইতে পারেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর পরিচয় সংক্রান্ত প্রমাণাদির সাপেক্ষে ও তাঁর পরিচয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হতে হবে। এই সব প্রক্রিয়া অনুসরণের ফলাফল আপনার কাছে সন্তোষজনক মনে হলে তবেই সংশ্লিষ্ট নির্বাচককে টেন্ডার ভোটপত্রের মাধ্যমে ভোট দিতে অনুমতি দেবেন (কিন্তু কোনো অবস্থাতেই ইভিএম ও ভিভিপ্যাট ভোটযন্ত্রের মাধ্যমে ভোট দিতে দেবেন না।) এই ধরনের ভোটকে 'টেন্ডার ভোট' বলা হয়।

৫.৬.২ রিটার্নিং অফিসার ভোটপত্র ইউনিটে ভোটপত্র হিসাবে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে যে ভোটপত্র ছাপিয়েছেন টেন্ডার ভোটপত্র হিসাবে ব্যবহারের জন্য সেইরকম ভোটপত্র, ভোটগ্রহণ কেন্দ্র পিছু অতিরিক্ত কুড়িটি (২০) করে পাঠাবেন। উপরোক্ত উদ্দেশ্য ভোটগ্রহণের জন্য অতিরিক্ত ভোটপত্রের প্রয়োজন হলে (অর্থাৎ টেন্ডার ভোটের সংখ্যা ২০-র বেশি হলে) উপরে বর্ণিত ভোটপত্রগুলি চাহিদা অনুযায়ী, রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক ঐ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত সেক্টর অফিসার / সেক্টর ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের প্রিসাইডিং অফিসারকে সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা হবে।

৫.৬.৩ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রকৃত নির্বাচকরূপে হাজির হওয়া ব্যক্তিকে টেন্ডার ভোটপত্র দেওয়ার আগে (যদি ইতিমধ্যে 'টেন্ডার ভোট' ছাপ না মারা থাকে) আপনি ঐ ভোটপত্রের পিছনে স্বহস্তে টেন্ডার ভোটপত্র এই কথা ক'টি লিখে এগুলিকে প্রয়োজন অনুসারে টেন্ডার ভোটপত্র হিসাবে ইস্যু করবেন।

৫.৬.৪ টেন্ডার ভোটপত্রের হিসাব- ১৭ গ নিদর্শের প্রথম ভাগের ৯ নং দফায় আপনাকে সমস্ত ভোটপত্রের সঠিক হিসাবে রাখতে হবে, যথা (১) মোট প্রাপ্ত ভোটপত্রের সংখ্যা, (২) নির্বাচকদের ইস্যু করা হয়েছে এমন সব ভোটপত্রের সংখ্যা এবং (৩) ব্যবহার না করে ফেরত দেওয়া হয়েছে এমন ভোটপত্র।

৫.৬.৫ **যে ভোটদাতাদের টেন্ডার ভোটপত্র ইস্যু করা হয়েছে তার বিবরণী :**

(১) যে নির্বাচকদের টেন্ডার ভোটপত্র সরবরাহ হয়েছে তাদের সম্পূর্ণ বিবরণীও আপনি ১৭ খ নিদর্শে নথিভুক্ত করবেন। নির্বাচককে টেন্ডার ভোটপত্র দেবার আগে ওই নিদর্শের (৫) নং কলামে নির্বাচকের স্বাক্ষর বা টিপসই সংগ্রহ করবেন।

(২) নির্বাচককে টেন্ডার ভোটপত্র দেবার সময় একটি কালি লাগানো তীরচিহ্নযুক্ত করার স্ট্যাম্পও দেবেন। প্রথাগত ভোটপত্র এবং ভোটবাক্স ব্যবহৃত হলে ভোটপত্র চিহ্নিত করার জন্য যে স্ট্যাম্প ব্যবহার হয়ে থাকে এই স্ট্যাম্পটি ঠিক তার অনুরূপ। এটি ভোটগ্রহণের জন্য আবশ্যিক জিনিসপত্রের সঙ্গে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ব্যবহারের জন্য সরবরাহ করা হবে।

(৩) টেন্ডার ভোটপত্রটি পাওয়ার পরে সংশ্লিষ্ট নির্বাচক ভোটদান কক্ষে গিয়ে যে প্রার্থীর সপক্ষে ভোট দিতে চান তাঁর নির্বাচনী প্রতীকের উপরে বা খুব কাছে এই স্ট্যাম্প দ্বারা তাঁর ভোট চিহ্নিত করবেন।

(৪) নির্বাচক এরপরে টেন্ডার ভোটপত্রটি এমনভাবে ভাঁজ করবেন যে তীরচিহ্নযুক্ত স্ট্যাম্প থেকে কালি কোনভাবে ধেবড়ে না যায় এবং ভোটদানের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে আপনাকে সেটি দিয়ে দেবেন।

(৫) আপনি সমস্ত টেন্ডার ভোটপত্র এবং এই বিষয়ক একটি তালিকা (১৭ খ নিদর্শে প্রস্তুত) এই উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে রাখা একটি খামে রাখবেন এবং ভোটপর্ব শেষ হয়ে যাবার পরে খামটি সিল করবেন।

(৬) যদি দৃষ্টিহীনতা বা শারীরিক বৈকল্যের কারণে কোনো নির্বাচক কারো সাহায্য ছাড়া ভোটদান করতে অপারগ হন, তবে এই অধ্যায়ে উল্লিখিত পদ্ধতি অনুযায়ী প্রিসাইডিং অফিসার তাঁর সঙ্গে একজন সঙ্গী নিয়ে যেতে অনুমতি দেবেন।

(৭) ভোটার রেজিস্টারের ১৭ক নিদর্শে টেন্ডার ভোটের ব্যাপারে কোন এন্ট্রি করবেন না।

৫.৭ চ্যালেঞ্জ ভোট

৫.৭.১ পোলিং এজেন্টরা প্রতিটি চ্যালেঞ্জের জন্য প্রিসাইডিং অফিসারের কাছে নগদে দুই টাকা জমা রেখে বিশেষ কোনো ভোটদাতা বলে দাবি করা যে কোনো ব্যক্তির পরিচিতি চ্যালেঞ্জ করতে পারেন। প্রিসাইডিং অফিসার তখনই ঐ চ্যালেঞ্জ সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালাবেন। যদি তদন্তের পর প্রিসাইডিং অফিসার মনে করেন যে চ্যালেঞ্জের কোনো ভিত্তি নেই, তিনি সেক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ হওয়া ওই ব্যক্তিকে ভোটদানের অনুমতি দেবেন। যদি মনে করেন যে চ্যালেঞ্জটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাহলে ঐ চ্যালেঞ্জ হওয়া ব্যক্তিকে তিনি যে শুধু মাত্র ভোটদান থেকে নিবৃত্ত করবেন তাই নয়, তিনি উক্ত ব্যক্তিকে লিখিত অভিযোগসহ পুলিশের হাতে তুলে দেবেন।

৫.৭.২ কোনো ভোটদাতার পরিচিতি চ্যালেঞ্জ করা

কোনো ভোটদাতা যে একজন জাল ভোটদাতা সে ব্যাপারে কোনো সংশয়াতীত কারণ না থাকলে তাঁকে স্বাভাবিকভাবে প্রকৃত ভোটদাতা বলেই ধরে নিতে হবে। আপনি তাৎক্ষণিক তদন্ত চালাবেন এবং এ ধরনের ব্যাপারগুলি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবেন।

৫.৭.৩ চ্যালেঞ্জ ফি

কোনো প্রার্থী বা তাঁর নির্বাচন / পোলিং এজেন্ট কোনো ভোটদাতার পরিচয় চ্যালেঞ্জ করলে সংশ্লিষ্ট পোলিং এজেন্ট নগদ ২/- (দু টাকা) চ্যালেঞ্জ ফি জমা না দেওয়া পর্যন্ত আপনি কোনোরকম চ্যালেঞ্জ গ্রাহ্য করবেন না। টাকা জমা দেওয়ার পর বিনির্দিষ্ট নিদর্শে ঐ চ্যালেঞ্জকারীকে একটি রসিদ দিন (১৯ নং সংযোজনী)।

(১) যে ব্যক্তিকে চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে তাঁকে এরকম জালিয়াতির শাস্তি কী হতে পারে সে সম্বন্ধে সতর্ক করে দিন।

(২) চিহ্নিত নির্বাচক তালিকায় ঐ নির্বাচক সংক্রান্ত যে এন্ট্রিগুলি আছে তা সম্পূর্ণ পাঠ করুন এবং ঐ লিখনে উল্লিখিত ব্যক্তি তিনিই কি না তা জিজ্ঞাসা করুন, এবং

(৩) চ্যালেঞ্জকৃত ভোটের তালিকায় (অর্থাৎ নিদর্শ ১৪) তাঁর নাম ঠিকানা লিখে দিন ও সেখানে তাঁকে স্বাক্ষর করতে বা তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপ দিতে বলুন। যদি তিনি তা করতে অস্বীকার করেন, তাঁকে ভোট দেওয়ার অনুমতি দেবেন না।

৫.৭.৪ সংক্ষিপ্ত তদন্ত

যিনি ভোটদাতা বলে দাবি করছেন তিনি যে ভোটদাতা নন, প্রথমে চ্যালেঞ্জকারীকেই তার সপক্ষে সাক্ষ্য দাখিল করতে বলুন। যদি চ্যালেঞ্জকারী তাঁর চ্যালেঞ্জের সমর্থনে যথেষ্ট প্রমাণ পেশ করতে ব্যর্থ হন তাহলে ঐ চ্যালেঞ্জ অগ্রাহ্য করুন এবং চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে যে ব্যক্তিকে তাঁকে ভোটদানের অনুমতি দিন। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যে ভোটদাতা নন, সেই মর্মে চ্যালেঞ্জকারী আপাতগ্রাহ্য সাক্ষ্য প্রমাণ দাখিল করতে সফল হলে ঐ ব্যক্তিকে আপনি সাক্ষ্য উপস্থাপন করে এই চ্যালেঞ্জ ভুল প্রমাণ করতে বলুন, অর্থাৎ তাঁকে প্রমাণ করতে বলুন যে তিনি যে ভোটদাতা হিসাবে নিজেকে দাবি করছেন, তিনিই সেই ভোটদাতা। যদি তিনি যথাযথ সাক্ষ্য প্রমাণের মাধ্যমে তাঁর দাবি প্রমাণ করেন, তাহলে তাঁকে ভোট দিতে দিন। যদি তিনি ঐ কাজে ব্যর্থ হন তাহলে মনে করবেন ঐ চ্যালেঞ্জ সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। তদন্ত চলাকালীন আপনি স্বচ্ছন্দে ঐ অঞ্চলের কোনো আধিকারিক, ঐ ভোটদাতার প্রতিবেশী বা অন্য যে কোনো ব্যক্তি যিনি এই ব্যাপারে আলোকপাত করতে পারেন তাঁর কাছ থেকে সত্য ঘটনা জানতে চাইতে পারেন।

যে ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ সঠিক প্রমাণিত হবে সেক্ষেত্রে আপনার ভোটগ্রহণ কেন্দ্র যে থানার আওতাধীন, সেই থানার ভারপ্রাপ্ত স্টেশন হাউস অফিসারকে (এস এইচ ও) সম্বোধন করে লেখা অভিযোগ সমেত (অনুবন্ধ ২০) ঐ ব্যক্তিকে কর্তব্যরত পুলিশের হাতে তুলে দিন।

৫.৭.৫ **চ্যালেঞ্জ ফি ফেরত বা বাজেয়াপ্তকরণ**

যেসব ক্ষেত্রে আপনার মনে হবে, চ্যালেঞ্জটি অসার সেইসব ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ ফি ২ টাকা বাজেয়াপ্ত হবে। বাজেয়াপ্ত শব্দটি ১৪ নং নিদর্শের ১০ নং (চ্যালেঞ্জকৃত ভোটের তালিকা) কলামে লিখে রাখা হবে (আমানতকারীর স্বাক্ষর বা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপ নেওয়ার প্রয়োজন নেই)। যেখানে চ্যালেঞ্জটি সঠিক বলে মনে হবে ১৪ নং নিদর্শের "চ্যালেঞ্জকৃত ভোটের তালিকা" অর্থাৎ ১০ নং কলামের রসিদে এবং সংশ্লিষ্ট রসিদের প্রতিপত্রে স্বাক্ষর নিয়ে আমানতকারীকে দু টাকার চ্যালেঞ্জ ফি ফেরত দিন।

৫.৮ যে ব্যক্তির ক্ষেত্রে আপনি তাঁকে যোগ্যতাসূচক বয়সের থেকে অনেক কম বয়সী বলে মনে করেন

৫.৮.১ যে ব্যক্তির ক্ষেত্রে আপনি তাঁকে যোগ্যতাসূচক বয়সের থেকে অনেক কম বয়সী বলে মনে করেন, সেক্ষেত্রে ভোটার তালিকার লেখা সাপেক্ষে আপনি তাঁর দাবি সম্পর্কে স্পষ্টভাবে নিশ্চিত হয়ে নেবেন।

৫.৮.২ যেক্ষেত্রে আপনি তাঁর পরিচয় এবং নির্বাচক তালিকায় তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত হওয়া সম্পর্কে প্রাথমিকভাবে সন্তুষ্ট হয়েছেন, কিন্তু তাঁর বয়স ভোটদাতার ন্যূনতম বয়ঃসীমার নিচে বলে আপনার মনে হচ্ছে, সেক্ষেত্রে ১৫ নং অনুবন্ধ অনুযায়ী ঐ নির্বাচকের কাছ থেকে যে বছরে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনক্ষেত্রের বর্তমান নির্বাচক তালিকা প্রস্তুত / সংশোধিত হয়েছে সেই বছরের ১ লা জানুয়ারি / এপ্রিল / জুলাই / অক্টোবর তাঁর বয়স কত ছিল সে সম্পর্কে একটি ঘোষণাপত্র নেবেন। এরূপ নির্বাচকের কাছ থেকে ঘোষণাপত্র নেওয়ার আগে তাঁকে মিথ্যা ঘোষণাপত্র দেবার জন্য ১৯৫০ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ৩১ নং ধারায় শাস্তির বিধান সম্পর্কে অবহিত করবেন।

৫.৮.৩ **১৬ নং অনুবন্ধের প্রথম ভাগে** লিপিবদ্ধ থাকার ভিত্তিতে যে ভোটদাতার কাছ থেকে এ ধরনের ঘোষণাপত্র পাওয়া গেছে আপনি তাদের একটি তালিকা তৈরি করবেন। যে সমস্ত ভোটদাতা উপরোক্ত ঘোষণাপত্র দিতে অস্বীকার করেছেন এবং ভোট না দিয়ে চলে গেছেন তাঁদেরও একটি তালিকা উক্ত **১৬ নং অনুবন্ধের দ্বিতীয় ভাগে** লিপিবদ্ধ করতে হবে। ভোটগ্রহণ সমাপ্ত হলে পূর্বোল্লিখিত তালিকা ও ঘোষণাপত্রাদি একত্রে একটি আলাদা খামে রাখতে হবে।

৫.৯ পরীক্ষামূলক ভোট

৫.৯.১ যদি কোনো ভোটার ৪৯ এমএ নিয়মানুযায়ী তার ভোটদান করার পরে অভিযোগে করেন যে নাম বা প্রতীকে তিনি তাঁর ভোট নথিভুক্ত করেছেন ভিভিপ্যাট থেকে উৎপন্ন কাগজের চিরকুটে অন্য কোন প্রার্থীর নাম দেখাচ্ছে তাহলে প্রিসাইডিং অফিসার নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করবেন।

৫.৯.২ মিথ্যা ঘোষণা করার ফলাফলগুলি সম্পর্কে ভোটারকে সতর্ক করে ভোটারের কাছ থেকে একটি লিখিত ঘোষণাপত্র **(অনুবন্ধ নং ১৭)** সংগ্রহ করবেন। যদি ১নং উপ নিয়মের প্রসঙ্গক্রমে ভোটার লিখিত ঘোষণাপত্র প্রদান করে থাকেন প্রিসাইডিং অফিসার উক্ত ভোটারের ব্যাপারে ১৭ক নিদর্শে একটি দ্বিতীয় এন্ট্রি করবেন এবং তাঁর নিজের উপস্থিতি এবং নির্বাচন প্রার্থীগণ অথবা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে তাঁদের পোলিং এজেন্টদের উপস্থিতিতে ভোটগ্রহণ যন্ত্রে পরীক্ষামূলক ভোটদানের অনুমতি দেবেন এবং ভি ভি প্যাট-থেকে উৎপন্ন কাগজের চিরকুট পর্যবেক্ষণ করবেন। যদি অভিযোগ সত্য বলে প্রমাণিক হয় প্রিসাইডিং অফিসার অবিলম্বে বিষয়টি রিটার্নিং অফিসারের গোচরে আনবেন, উক্ত ভোটগ্রহণ যন্ত্রে ভোটগ্রহণ বন্ধ রাখবেন এবং রিটার্নিং অফিসারের নির্দেশ অনুসারে কাজ করবেন।

৫.৬.৩ যদি অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয় ও ১ নং উপ নিয়ম অনুযায়ী উৎপন্ন কাগজের চিরকুট ২ নং উপ নিয়ম অনুযায়ী ভোটারের নথিভুক্ত করা পরীক্ষামূলক ভোটের সঙ্গে মিলে যায় তাহলে ১৭ ক নিদর্শে উক্ত ভোটারের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট দ্বিতীয় এন্ট্রিতে যে প্রার্থীর সপক্ষে ভোটটি নথিভুক্ত হয়েছে সেই প্রার্থীর নাম ও ক্রমিক নম্বর উল্লেখ করবেন এবং মন্তব্যের পাশে সেই ভোটারের স্বাক্ষর ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপ নেবেন এবং এইসঙ্গে ১৭ গ নিদর্শের ৫ নং দফার ১ নং অংশ **(অনুবন্ধ - ৮)**- এ এইরকম পরীক্ষামূলক ভোট সম্পর্কে প্রয়োজনীয় এন্ট্রি করবেন।

অধ্যায় - ৬
দাঙ্গা, বুথ দখল ইত্যাদি কারণে ভোটগ্রহণ মুলতুবি/বন্ধ

৬.১ দাঙ্গা ইত্যাদি কারণে ভোটগ্রহণ মুলতুবি

৬.১.১ ১৯৫১ সালের জন্য প্রতিনিধিত্ব আইনের ৫৭ (১) ধারায় ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের প্রিসাইডিং অফিসারকে নিম্নোক্ত কারণে নির্বাচন মুলতুবি করার ক্ষমতা দেওয়া আছে—

(১) বন্যা, প্রবল তুষারপাত, প্রচণ্ড ঝড় ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয়, বা

(২) ভোটযন্ত্র, নির্বাচক তালিকার মূল প্রতিলিপি ইত্যাদি অবশ্য প্রয়োজনীয় নির্বাচনী উপকরণ না পাওয়া গেলে বা নষ্ট হয়ে গেলে, বা

(৩) ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে শান্তিভঙ্গের জন্য ভোটগ্রহণ অসম্ভব হলে, বা

(৪) পথে কোন বাধা বিপত্তির ফলে ভোটগ্রহণকারী দল ভোটকেন্দ্রে না পৌঁছালে, বা

(৫) অন্য কোনো কারণে।

৬.১.২ দাঙ্গাহাঙ্গামা বা প্রকাশ্য হিংসাত্মক ঘটনা ঘটলে তা নিয়ন্ত্রণের জন্য পুলিশ বাহিনীর সাহায্য নিন। যদি অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনা না যায় এবং ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে তবে আপনি ভোটগ্রহণ মুলতুবি রাখবেন। যেমন উপরে বলা হয়েছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা অন্য কোনো যথোপযুক্ত কারণেও ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া চালানো অসম্ভব হয়ে পড়লে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া মুলতুবি রাখা হবে। এক পশলা বৃষ্টি বা ঝোড়ো হাওয়া ভোটগ্রহণ মুলতুবির পক্ষে যথেষ্ট কারণ নয়। ভোটগ্রহণ মুলতুবি করে দেওয়ার এই বিশেষ ক্ষমতা যথাসম্ভব কম ব্যবহার করতে হবে, কেবলমাত্র তখনই ব্যবহার করা যাবে যখন বাস্তব পরিস্থিতিতে ভোটগ্রহণ একান্তই অসম্ভব হয়ে পড়বে। কমিশন এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, যেসব ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে দুঘণ্টার মধ্যেও ভোটগ্রহণ শুরু হয়নি সেসব স্থানে ভোটগ্রহণ মুলতুবি ঘোষণা করা যেতে পারে।

৬.১.৩ ভোটগ্রহণ মুলতুবির প্রতিটি ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ তথ্য তৎক্ষণাৎ রিটার্নিং অফিসারের কাছে পেশ করুন। যেখানেই ভোটগ্রহণ মুলতুবি হবে সেই ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে উপস্থিত সবাইকে আনুষ্ঠানিক ঘোষণার দ্বারা জানিয়ে দেবেন যে ভোটগ্রহণের তারিখ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক পরে প্রজ্ঞাপিত হবে।

৬.১.৪ ভোটযন্ত্রের দুটি ইউনিট, ভিভিপ্যাট এবং অন্যান্য সমস্ত নির্বাচন সংক্রান্ত কাগজপত্র পোলিং এজেন্টদের সামনে সিল করে সেগুলির নিরাপত্তা এমনভাবে সুনিশ্চিত করতে হবে যেন ভোটগ্রহণ স্বাভাবিকভাবেই সম্পন্ন হয়েছে।

৬.২ স্থগিত থাকা ভোটগ্রহণ সম্পন্ন করা

৬.২.১ যে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোটগ্রহণের কাজ ১৯৫১ সালের জন প্রতিনিধিত্ব আইনের ৫৭ নং ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী মুলতুবি রাখা হয়েছিল, সেখানে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে যে পর্যায়ে ভোটগ্রহণের কাজ মুলতুবি করা হয়েছিল সেখান থেকেই ভোটগ্রহণের কাজ শুরু করতে হবে, অর্থাৎ ভোটগ্রহণ মুলতুবি হওয়ার আগে যাঁরা ভোট দিতে পারেননি কেবলমাত্র তারাই মুলতুবি হওয়া নির্বাচনে ভোট দেবেন। যে ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণ মুলতুবি হয়েছিল সেখানকার প্রিসাইডিং অফিসারকে রিটার্নিং অফিসার পূর্বে ব্যবহৃত নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপি ও ১৭ক নিদর্শের নির্বাচক নিবন্ধসহ সিল করা মোড়কগুলি এবং একটি নতুন ভোটযন্ত্র ও ভিভিপ্যাট মেশিন দেবেন।

৬.২.২ মুলতুবি নির্বাচন পুনরায় শুরু করার আগে যে সিল করা খামে নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপি এবং নির্বাচক নিবন্ধটি আছে সেটি আপনি ঐ কেন্দ্রে উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা তাদের এজেন্টদের সামনে খুলবেন এবং নির্বাচক তালিকার ঐ চিহ্নিত প্রতিলিপিটি এবং ঐ নির্বাচক নিবন্ধটি মুলতুবি নির্বাচন সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে।

৬.২.৩ ২৮, ৪৯ক, ৪৯খ নিয়মের ব্যবস্থাগুলি যেভাবে নির্বাচন মুলতুবি হওয়ার আগে প্রযুক্ত হয়েছে সেভাবেই মুলতুবি নির্বাচনেও প্রযুক্ত হবে।

৬.২.৪ ভোটগ্রহণকারী দলের অনুপস্থিতির জন্য বা অন্য কোনো কারণে নির্বাচন মুলতুবি হলে মূল নির্বাচনের মতোই প্রতিটি মুলতুবি হলে মূল নির্বাচনের মতোই প্রতিটি মুলতুবি নির্বাচনেও এই নিয়মগুলি প্রযুক্ত হবে।

৬.৩ ই ভি এম ব্যবহারে অপারগতা, বুথ দখল ইত্যাদি কারণে ভোটগ্রহণ বন্ধ / মুলতুবি থাকা

৬.৩.১ ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ৫৮ এবং ৫৮ ক ধারা বলে নির্বাচন কমিশন কোনো ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোট বাতিল বলে ঘোষণা করার এবং ঐ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে নতুন করে ভোটগ্রহণের নির্দেশ দেওয়ার অধিকারী, যদি ঐ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে —

(ক) কোনো অনধিকারী ব্যক্তি বেআইনিভাবে কোনো ভোটযন্ত্র নিয়ে চলে যায়, বা

(খ) কোনো ভোটযন্ত্র যদি দুর্ঘটনার ফলে বিকল হয়ে থাকে বা ইচ্ছাকৃতভাবে ভেঙে ফেলা হয়ে থাকে বা হারিয়ে গিয়ে থাকে বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে অথবা এতে অবৈধভাবে হস্তক্ষেপ করা হয়ে থাকে যার ফলে এই ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে নির্বাচনী ফলাফল নিশ্চিতভাবে জানা সম্ভব নয়, বা

(গ) ভোটগ্রহণ পর্ব চলবার সময় কোনো ভোটযন্ত্রে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয়, বা

(ঘ) ভোটপর্বে বিচ্যুতি (vitiate) করতে পারে এমন যে কোনো প্রকার পদ্ধতিগত ভুল বা বেনিয়ম ঘটে থাকলে, বা

(ঙ) বুথ দখল হয় (উক্ত আইনের ১৩৫ ক ধারায় যেভাবে ব্যাখ্যা করা আছে)

৬.৩.২ যদি এমন কোনো আপনার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ঘটে থাকে, তাহলে আপনি সম্পূর্ণ তথ্য রিটার্নিং অফিসারকে অচিরাৎ জানান যাতে তিনি প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলির জন্য বিষয়টি নির্বাচন কমিশনকে জানাতে পারেন।

৬.৩.৩ কমিশন ব্যবহারিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে যদি কোনো ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে নতুন করে ভোটগ্রহণের নির্দেশ দেয়, তবে মূল ভোটগ্রহণ পর্বের মতো ঐ একইভাবে নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এব্যাপারে আপনি রিটার্নিং অফিসারের কাছ থেকে নির্দেশ পাবেন।

৬.৩.৪ যে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রটি সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছে সেই ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের সমস্ত নির্বাচক নতুন করে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ভোটদানের সুযোগ পাবেন। মূল নির্বাচনের সময় দেওয়া অমোচনীয় কালির দাগ নতুন করে ভোটগ্রহণের সময় দেখা হবে না। মূল ভোটগ্রহণের সময় আঙুলে ইতিমধ্যেই লাগানো কালির দাগ নতুন করে ভোটগ্রহণের কালির দাগ থেকে পৃথক করতে কমিশন নির্দেশ দিয়েছে যে, নতুন করে ভোটগ্রহণে অমোচনীয় কালির দাগ ভোটদাতার বাম হাতের মধ্যমায় লাগাতে হবে।

৬.৪ বুথ দখলের ক্ষেত্রে ভোটযন্ত্র বন্ধ করা

৬.৪.১ ১৯৬১ সালের নির্বাচন পরিচালনা আইনের 49X নিয়মে বলা হয়েছে, কোনো ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের প্রিসাইডিং অফিসার যদি মনে করেন যে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে বুথ দখল করা হচ্ছে তবে তিনি আর কোনো ভোট যাতে গৃহীত না হয় সেই বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে ভোটযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ ইউনিটটি তৎক্ষণাৎ বন্ধ করে দেবেন। এবং নিয়ন্ত্রণ ইউনিট, ভিভিপ্যাট মেশিন থেকে ভোটপত্র ইউনিট -এর মধ্যে থাকা সংযোগ বিচ্ছিন্ন করবেন।

৬.৪.২ যেখানে আপনি সুনিশ্চিত যে বুথ দখল সত্যিই হচ্ছে, কেবলমাত্র আশঙ্কা বা সন্দেহের বশে বুথ দখল হতে পারে ভাবা হচ্ছে না, একমাত্র সেক্ষেত্রে উপরে যেরূপ বলা হয়েছে সেই অনুযায়ী আপনি ভোটযন্ত্র বন্ধ করার ব্যবস্থা নিতে পারেন। একথা বলা হচ্ছে কারণ একবার ক্লোজ বোতামে চাপ দিয়ে নিয়ন্ত্রণ ইউনিট বন্ধ করে দিলে ভোটযন্ত্রে আর কোনো ভোট গৃহীত হবে না এবং হয় সেদিনের জন্য অথবা ঐ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে পুনরায় ভোটগ্রহণ করার জন্য নতুন ভোটযন্ত্রের ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত সাময়িকভাবে ভোটগ্রহণ স্থগিত রাখতে হবে।

৬.৪.৩ ১৯৬১ সালের নির্বাচন পরিচালনা আইনের 49X নিয়মবলে ভোটযন্ত্রের কাজ বন্ধ করে দেওয়ার পর বিষয়টি যত শীঘ্র সম্ভব রিটার্নিং অফিসারের গোচরে আনতে হবে। এবার রিটার্নিং অফিসার এ সংক্রান্ত প্রাপ্ত সমস্ত তথ্যাদি দ্রুততম যোগাযোগ ব্যবস্থার সাহায্যে নির্বাচন কমিশনকে জানাবেন।

৬.৪.৪ রিটার্নিং অফিসারের কাছ থেকে এই রিপোর্ট পাওয়ার পরে এবং সমস্ত ব্যবহারিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার পর নির্বাচন কমিশন যদি মনে করেন যে,

(ক) যতদূর ভোটগ্রহণ করা হয়েছে তাতে কোনো ত্রুটি বা বিচ্যুতি ঘটেনি তবে একটি নতুন ভোটযন্ত্রের ব্যবস্থা করে যে পর্যন্ত ভোটগ্রহণ করা হয়েছিল তারপর থেকে স্থগিত ভোট নতুন করে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিতে পাবেন, বা

(খ) যদি এই ধারণা পোষণ করেন যে, ভোটগ্রহণে ত্রুটি বা বিচ্যুতি ঘটেছিল তবে নির্বাচন কমিশন ঐ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভোট বাতিল বলে ঘোষণা করতে এবং ঐ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে নতুন করে ভোটগ্রহণের নির্দেশ দিতে পারেন।

৬.৪.৫ উপরোক্ত ৬.৪.১ অনুচ্ছেদ অনুসারে ভোটযন্ত্র বন্ধ করে দেওয়ার পরে যখন সেদিনের মতো ভোটপর্ব স্থগিত/বন্ধ হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে ভোটযন্ত্র ও ভিভিপ্যাট মেশিন এবং সমস্ত নির্বাচনী কাগজপত্র ভোটগ্রহণ শেষ হবার পরে যেমন সিল করে সুরক্ষিত ভাবে রাখা হয় ঐ একইভাবে রাখা হবে।

৬.৪.৬ স্থগিত ভোট শেষ করতে বা, ক্ষেত্রবিশেষে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুসারে নতুন ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত করতে উপরে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

অধ্যায় - ৭
ভোটগ্রহণের সমাপ্তি

৭.১ শেষ মুহূর্তে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে উপস্থিত ব্যক্তিদের ভোটদান

৭.১.১ কোনো অপরিহার্য কারণবশত, ভোটগ্রহণ পর্ব নির্দিষ্ট সময়ের কিছুটা পরে শুরু করা হয়ে থাকলেও ভোটগ্রহণ শেষ করার জন্য পূর্বনির্ধারিত সময়েই এটি শেষ করতে হবে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার নির্ধারিত সময়ের পরে আর কোনো ভোটদাতা ভোট দিতে পারবে না। মনে রাখতে হবে যে ভোটগ্রহণ শেষ করার জন্য নির্ধারিত সময়ের শেষ মুহূর্ত ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত সমস্ত ভোটদাতাকে ভোট দেওয়ার অনুমতি দিতে হবে। এই ধরনের ক্ষেত্রে, ভোটদান শেষ হওয়ার নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলেও ভোটদান জারি থাকবে, যতক্ষণ না পর্যন্ত প্রত্যেক ভোটদাতা তাদের ভোট দিতে পারেন।

৭.১.২ ভোটগ্রহণ শেষ করার জন্য নির্ধারিত সময়ের কয়েক মিনিট আগে, ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের সীমানার মধ্যে অপেক্ষমান ভোটদাতাদের উদ্দেশ্যে তাঁরা তাঁদের ভোট পর্যায়ক্রমে দিতে পারবেন বলে ঘোষণা করুন। এরূপ ভোটদাতাদের মধ্যে আপনার পুরো নাম স্বাক্ষর করা চিরকুট দিন, ঐ সময়ে সারিতে অপেক্ষারত ভোটদাতাদের সংখ্যা অনুযায়ী চিরকুটগুলিতে ক্রমিক নম্বর ১ থেকে শুরু করে পর পর ক্রমিক নম্বর দেওয়া থাকবে। শেষতম ভোটদাতাকে ১ নং ক্রমিক নম্বর সংবলিত চিরকুটটি দিতে হবে এবং তাঁর আগে দাঁড়ানো ভোটদাতাকে ২ নং ক্রমিক নম্বর সংবলিত চিরকুটটি দিতে হবে এবং এই অনুক্রমে বাকিদেরও দিতে হবে। ঐ সমস্ত ভোটদাতা তাঁদের ভোট না দেওয়া পর্যন্ত, নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর আর কোনো ব্যক্তি যাতে ভোটদাতাদের সারিতে দাঁড়াতে না পারেন তা দেখার জন্য পুলিশ বা অন্যান্য কর্মী মোতায়েন করুন। ঐরূপে সমস্ত নির্বাচকদের মধ্যে চিরকুট বিলির কাজ সারির শেষ ভোটদাতা থেকে শুরু করে সামনের দিক বরাবর করা হলে এই কাজটি কার্যকরভাবে সুনিশ্চিত করা যেতে পারে।

৭.২ ভোটগ্রহণের সমাপ্তি

৭.২.১ পূর্বের অনুচ্ছেদে যেভাবে বলা হয়েছে সেইভাবে ভোটগ্রহণের জন্য নির্ধারিত শেষ সময়ে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে উপস্থিত সমস্ত ভোটদাতা ভোটদান শেষ করলে আপনি আনুষ্ঠানিকভাবে ভোটগ্রহণ শেষ হয়েছে বলে ঘোষণা করবেন এবং তার পরে কোনো পরিস্থিতিতেই কোনো ব্যক্তিকে ভোট দেওয়ার অনুমতি দেবেন না।

৭.২.২ প্রিসাইডিং অফিসারগণ ভোটগ্রহণের শেষে উপস্থিত পোলিং এজেন্টদের সামনে 'ক্লোজ' বোতাম টিপে ভোটযন্ত্র বন্ধ করবেন। যখন 'ক্লোজ' বোতামে চাপ দেওয়া হবে তখন কন্ট্রোল ইউনিটের প্রদর্শন বা ডিসপ্লে প্যানেলে ভোটপর্বের শেষপর্যন্ত ভোটযন্ত্রে রেকর্ড হওয়া মোট ভোটসংখ্যা প্রদর্শিত হবে (অবশ্যই প্রার্থী পিছু প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা দেখা যাবে না)। **১৭ গ নিদর্শের (অনুবন্ধ-৮)** প্রথম ভাগের ৬ নং দফায় ঐ ভোটযন্ত্রে রেকর্ড করা মোট ভোটসংখ্যা তৎক্ষণাৎ লিখে রাখতে হবে। ফলাফল শাখা (রেজল্ট সেকশন) -এর বহিরাবরণের বাম দিকে রবারের ক্যাপের নিচে একটি কম্পার্টমেন্টের মধ্যে 'ক্লোজ' বোতাম থাকে এবং রবারের ক্যাপটি টেনে বার করলেই এই বোতামের নাগাল পাওয়া যায়। ভোটপর্ব শেষ হয়ে যাবার পরে 'ক্লোজ' বোতামে চাপ দেওয়ার কাজ হয়ে গেলেই এই রবারের ক্যাপটি আবার লাগিয়ে দিতে হবে।

৭.২.৩ 'ক্লোজ' বোতামে একবার চাপ দিলে ভোটযন্ত্র আর কোনো ভোট গ্রহণ করবে না। অতএব, 'ক্লোজ' বোতামে চাপ দেওয়ার আগে আপনাকে অত্যন্ত সতর্ক হতে হবে এবং ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার নির্ধারিত সময়ে কোনো নির্বাচক যেন ভোটদান করতে বাকি না থাকেন সে সম্পর্কে পুরোপুরি নিঃসন্দেহ হতে হবে।

৭.২.৪ আপনি অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যে, 'ক্লোজ' বোতাম তখনই কাজ করবে যখন নিয়ন্ত্রণ ইউনিটে 'বিজি' আলোটি জ্বলবে না অর্থাৎ শেষতম ভোটদাতা (ভোটপত্র বা ব্যালট ইউনিটের নীল বোতামে চাপ দিয়ে) তাঁর ভোটটি রেকর্ড করেছেন। যদি শেষতম নির্বাচক তাঁর ভোট দিয়ে যাওয়ার পরে ভুলবশত 'ব্যালট' বোতামে চাপ দেওয়ার ফলে 'বিজি' আলো জ্বলে থাকে অথবা যদি শেষতম ভোটদাতা 'ব্যালট' বোতামে চাপ দেওয়ার পর ভোটদানে অস্বীকৃত হন তবে নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের পিছনের দিকের খোপের পাওয়ার সুইচ অফ করে এবং নিয়ন্ত্রণ ইউনিট থেকে

ভিভিপ্যাটকে বিচ্ছিন্ন করে 'বিজি' আলো নিভিয়ে দিতে হবে। নিয়ন্ত্রণ ইউনিট (CU) থেকে ভিভিপ্যাট বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার পরে আবার পাওয়ার সুইচ ON বা চালু করতে হবে। এখন 'বিজি' আলো নিভে যাবে এবং 'ক্লোজ' বোতাম কাজ করতে শুরু করবে।

৭.২.৫ ভোটগ্রহণ বন্ধ করার সময় প্রিসাইডিং অফিসার তাঁর ডায়রিতে কন্ট্রোল ইউনিটে প্রদর্শিত ভোটগ্রহণ শেষ হবার সময় ও তারিখ লিখে রাখবেন।

৭.২.৬ ভোটগ্রহণ বন্ধ হবার পর **প্রিসাইডিং অফিসারের প্রতিবেদনের তৃতীয় ভাগ (অনুবন্ধ-৫)** প্রস্তুত করুন।

৭.২.৭ প্রিসাইডিং অফিসার ভোট শেষে নিদর্শ-১৭ক-এ শেষ অন্তর্ভুক্তির পরে একটি লাইন টানবেন এবং এরপরে "নিদর্শ-১৭ক-তে শেষ অন্তর্ভুক্তির ক্রমিক নম্বর হল ...." এই স্ব-স্বাক্ষরিত বিবৃতিটি নথিভুক্ত করবেন এবং এই বিবৃতির নীচে উপস্থিত সকল পোলিং এজেন্টের স্বাক্ষর নেবেন।

৭.২.৮ প্রিসাইডিং অফিসার পোলিং এজেন্টদের উপস্থিতিতে ভিভিপ্যাটের পাওয়ার প্যাক (ব্যাটারি) খুলে ফেলবেন। ভিভিপ্যাটের পাওয়ার প্যাক খুলে নেবার পরে পোলিং এজেন্টদের উপস্থিতিতে ভিভিপ্যাট বহনকারী বাক্স সিল করবেন।

৭.৩ গৃহীত ভোটের হিসাব

৭.৩.১ গৃহীত ভোটের হিসাব প্রস্তুত করা

(১) ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পর আপনাকে ১৯৬১ সালের নির্বাচন পরিচালনার নিয়মাবলির ৪৯এস (49S) নিয়মের অধীনে ভোটযন্ত্রে গৃহীত ভোটের হিসাব প্রতিলিপি (Duplicate) সহ প্রস্তুত করতে হবে। এই হিসাব আপনি **১৭ গ নিদর্শের ১ ম ভাগে** প্রস্তুত করবেন।

(২) পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে ইতিমধ্যে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে সেই রকমভাবে, ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পর ভোটযন্ত্রে গৃহীত মোট ভোটের সংখ্যা 'ক্লোজ' বোতামটিতে চাপ দিয়ে নিশ্চিতভাবে জানা যায়। প্রয়োজন হলে, পুনরায় বোতামটিতে চাপ দিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য জানা যাবে।

(৩) আপনাকে ভুললে চলবে না যে, ভোটযন্ত্রে গৃহীত মোট ভোটের সংখ্যা, ভোটদাতা নিবন্ধের (১৭ ক নিদর্শ) স্তম্ভ (১)-এ নিবন্ধকৃত মোট ভোটদাতার সংখ্যা থেকে যে সব ভোটদাতা ভোট না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, (ঐ নিবন্ধের 'মন্তব্য' স্তম্ভ অনুযায়ী) তাদের সংখ্যা এবং ভোটগ্রহণের গোপনীয়তা বা পদ্ধতি লঙ্ঘনের জন্য যে সব ভোটদাতাকে আপনি ভোটদানের অনুমতি দেননি (উক্ত নিবন্ধের মন্তব্য স্তম্ভ অনুযায়ী) তাঁদের সংখ্যা বিয়োগ করলে যা হবে, তার সমান হবে। যেসব স্থানে 49 MA (২) ধারায় যে পরীক্ষামূলক ভোটগ্রহণ করা হবে তা **১৭ গ নিদর্শের (১) নম্বর অংশের ৫ নম্বর ক্রমে** উল্লেখ করতে হবে।

(৪) আপনার সহায়তার জন্য ৮ অনুবন্ধে ১৭গ নিদর্শ দেওয়া হয়েছে।

(৫) ১৭গ নিদর্শে লিখিত গৃহীত ভোটের হিসাব আপনি অবশ্যই পৃথক একটি খামে ভরে তার উপরে 'গৃহীত ভোটের হিসাব' কথাটি লিখে রাখবেন।

৭.৩.২ গৃহীত ভোটের হিসাবের প্রত্যয়িত প্রতিলিপি পোলিং এজেন্টদের কাছে সরবরাহ করা

(১) উক্ত ৪৯ এস (49S) নিয়মের অধীনে ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পর উপস্থিত প্রত্যেক পোলিং এজেন্টকে ১৭গ নির্দেশে আপনি গৃহীত ভোটের যে হিসাব প্রস্তুত করেছেন তার একটি করে প্রত্যয়িত প্রতিলিপি পোলিং এজেন্টদের থেকে রসিদ নিয়ে প্রদান করতে হবে। কেউ যদি নাও চায় তবুও উপস্থিত প্রত্যেক পোলিং এজেন্টকে হিসাবের প্রতিলিপি দিতে হবে। মূল ১৭গ নিদর্শটি ভোটযন্ত্রের সঙ্গে সংগ্রহ কেন্দ্রে **(ভোটে ব্যবহৃত ই ভি এম-এর স্ট্রংরুম)** জমা দিতে হবে। ১৭গ নিদর্শের একটি প্রতিলিপিও সংগ্রহ কেন্দ্রে জমা দিতে হবে।

(২) ১৭ গ নিদর্শে গৃহীত ভোটের হিসাবের প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রতিলিপি প্রস্তুত করার জন্য যতজন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী আছেন ততগুলি এবং মূল হিসাবের জন্য আরও একটি বা দুটি নিদর্শের মুদ্রিত প্রতিলিপি (১৭ গ নিদর্শ) আপনাকে দেওয়া হবে। সম্ভব হলে, মূল হিসাবের লিখনগুলি পুরণ করার সময়েই আপনি কার্বন কাগজের সাহায্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রতিলিপি প্রস্তুত করে নেবেন যাতে পোলিং এজেন্টদের দেওয়া প্রতিলিপি ও মূল হিসাব সবদিক থেকে একই হয়।

(৩) লোকসভা এবং বিধানসভার যুগপৎ নির্বাচনের ক্ষেত্রে, মনে রাখতে হবে যে ১৭গ নিদর্শে গৃহীত ভোটের হিসাব লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক ভাবে প্রস্তুত করতে হবে। বিধানসভা নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত ১৭গ নিদর্শের প্রতিলিপিগুলি কেবলমাত্র বিধানসভা নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের এজেন্টদের দিতে হবে এবং লোকসভা নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত ১৭গ নিদর্শের প্রতিলিপি কেবলমাত্র লোকসভা নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের এজেন্টদের দিতে হবে।

৭.৩.৩ ভোটগ্রহণের শেষে যে ঘোষণা করতে হবে

পোলিং এজেন্টদের গৃহীত ভোটের হিসাবের প্রতিলিপি প্রদানের বিষয়ে ৪৯এস (49S) নিয়মের যে প্রয়োজনীয়তার কথা উপরে উল্লিখিত রয়েছে সেটি সুনিশ্চিত করার জন্য **তৃতীয় ভাগে (অনুবন্ধ-৬)** একটি ঘোষণা করতে হবে এবং ভোটগ্রহণের শেষে আপনাকে সেটি সম্পূর্ণ করতে হবে।

৭.৪ ভোটগ্রহণের শেষে ই ভি এম ও ভিভিপ্যাট সিল করা

৭.৪.১ ভোটগ্রহণ শেষ হয়ে গেলে এবং ১৭ গ নিদর্শে ভোটযন্ত্রে 'গৃহীত ভোটের হিসাব' প্রস্তুত করে ও উপস্থিত পোলিং এজেন্টদের তার কপি সরবরাহ করার পর ভোটযন্ত্র ও ভিভিপ্যাট গ্রহণ / সংগ্রহ কেন্দ্রে পাঠাবার জন্য সিল করে সুরক্ষিত করতে হবে।

৭.৪.২ ভোটযন্ত্র ও ভিভিপ্যাট সিল ও সুরক্ষিত করার জন্য প্রথমে নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের (CU) পাওয়ার সুইচটিকে 'অফ্' করে দিতে হবে এবং তারপর ব্যালট ইউনিট (গুলি), কন্ট্রোল ইউনিট ও ভিভিপ্যাটের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে হবে। ভিভিপ্যাটের কাগজের চিরকুট সংবলির ড্রপ বাক্সটি যাতে সুরক্ষিত থাকে সে বিষয়ে সুনিশ্চিত হতে হবে। **পাওয়ার প্যাক (ভিভিপ্যাট) বের করার পরে পোলিং এজেন্টদের উপস্থিতিতে ভিভিপ্যাটের বহনকারী বাক্সটি সিল করতে হবে।** ব্যালট ইউনিট (গুলি), নিয়ন্ত্রণ ইউনিট ও ভিভিপ্যাটকে এবার তাদের নির্দিষ্ট বহনকারী বাক্সে ভরতে হবে।

৭.৪.৩ প্রত্যেকটি বহনকারী বাক্সের দুই প্রান্তে এই উদ্দেশ্যে রাখা দুটি ছিদ্রের মধ্য দিয়ে সুতো গলিয়ে বাক্সের দুই প্রান্তে সিল করতে হবে এবং এই সুতোর সঙ্গে নির্বাচন, ভোটগ্রহণ কেন্দ্র ও ভিতরে থাকা ইউনিট সংক্রান্ত তথ্য সংবলিত একটি অ্যাড্রেস ট্যাগ লাগিয়ে তার উপর প্রিসাইডিং অফিসারের তারিখ সহ স্বাক্ষর ও সিল দিতে হবে।

৭.৪.৪ নিয়ন্ত্রণ ইউনিট, ব্যালট ইউনিট ও ভিভিপ্যাটের উপর প্রদত্ত অ্যাড্রেস ট্যাগের বিষয়বস্তু **তৃতীয় অধ্যায়ের ৩.২.১ অনুচ্ছেদের** অনুরূপ হবে। ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাঁদের পোলিং এজেন্টরা ইচ্ছুক হলে অ্যাড্রেস ট্যাগে তাঁদেরও সিল দেওয়ার অনুমতি দিতে হবে।

৭.৪.৫ যে সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা পোলিং এজেন্ট ব্যালট ইউনিট(গুলি), নিয়ন্ত্রণ ইউনিট ও ভিভিপ্যাটের বহনকারী বাক্সের অ্যাড্রেস ট্যাগের উপর সিল দেবেন, ভোটগ্রহণের শেষে **৬ অনুবন্ধের ৪র্থ অংশে** আপনাকে যে ঘোষণা করতে হবে, সেখানে আপনি তাঁদের নাম উল্লেখ করে দেবেন।

৭.৫ নির্বাচনী কাগজপত্র সিল করা

৭.৫.১ নির্বাচনী কাগজপত্র প্যাকেটে ভরে সিল করা

(১) ভোটগ্রহণ শেষে ১৯৬১ সালের নির্বাচন পরিচালনা নিয়মাবলির ৪৯ ইউ **(অনুবন্ধ ২)** অনুযায়ী সমস্ত নির্বাচনী কাগজপত্র পৃথক পৃথক খামে রেখে সিলসহ বন্ধ করে দিতে হবে।

(২) ৭.৫.২ অনুচ্ছেদে যেমন বলা হয়েছে সেইমতো সিল করা সবকটি প্যাকেট গ্রহণকেন্দ্রে বা রিসিভিং সেন্টারে নিয়ে যেতে হবে এবং রিটার্নিং অফিসারের কাছে বা রিসিভিং সেন্টার তথা স্ট্রংরুমের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের কাছে জমা দিতে হবে।

(৩) (ক) গৃহীত ভোটের হিসাব (নিদর্শ ১৭গ)-এর সিলবিহীন খাম, (খ) প্রিসাইডিং অফিসারের রিপোর্ট ১ (মহড়া ভোটের শংসাপত্র), ২ ও ৩-এর সিলবিহীন খাম এবং (গ) মহড়া ভোটের মুদ্রিত ভিভিপ্যাট চিরকুটের সিল করা কালো খাম সম্বলিত "ই ভি এম পেপার্স" লেখা সাদা বড় খামটি ভোটে ব্যবহৃত ই ভি এমগুলির সঙ্গে স্ট্রংরুমে রাখতে হবে।

(৪) ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে উপস্থিত প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা তার নির্বাচনী এজেন্ট বা তাঁর পোলিং এজেন্টকে নিম্নলিখিত নথিপত্র সংবলিত খাম ও প্যাকেটের ওপর তাঁদের সিল দেবার অনুমতি দেবেন

(ক) নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপি;

(খ) নির্বাচক নিবন্ধ;

(গ) ভোটার স্লিপ;

(ঘ) ব্যবহৃত টেন্ডার ভোটপত্র এবং ১৭ খ নিদর্শে টেন্ডার ভোট -এর তালিকা;

(ঙ) অব্যবহৃত টেন্ডার ভোটপত্র;

(চ) চ্যালেঞ্জ ভোটের তালিকা;

(ছ) অব্যবহৃত ও নষ্ট হয়ে যাওয়া পেপার সিল, যদি কিছু থাকে;

(জ) পোলিং এজেন্টদের নিয়োগপত্র; এবং

(ঝ) অন্য যে কোনো পেপার যা রিটার্নিং অফিসার সিল করা খামে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

৭.৫.২ সংবিধিবদ্ধ, অসংবিধিবদ্ধ মোড়ক এবং নির্বাচনী জিনিসপত্র মোড়ক করা বা প্যাকেটে ভরা (অনুবন্ধ ২২)

(১) সিল করা ভোটযন্ত্র, ভিভিপ্যাট, নির্বাচনী কাগজপত্র এবং অন্যান্য জিনিসপত্র জমা দিতে গিয়ে বিলম্ব ও অপেক্ষা করার অসুবিধা এড়ানোর জন্য নিচে যেভাবে বলা হয়েছে সেভাবে ছয়টি পৃথক বড় খামে মোড়ক বা কভারগুলি ও অন্যান্য জিনিসপত্রগুলি ভরে বা প্যাক করে জিনিসপত্রগুলি গ্রহণের নির্দিষ্ট স্থানে জমা দিতে হবে।

(২) এমনকি যদি সংবিধিবদ্ধ বা অসংবিধিবদ্ধ নিদর্শে কোনো বিবৃতি বা রেকর্ড না দেবার থাকে তাহলে ওই সংবিধিবদ্ধ বা অসংবিধিবদ্ধ নিদর্শের উপরে 'শূন্য' বা NIL লিখে দিতে হবে ও তাদের নিজ নিজ খামে রাখতে হবে এবং নিচে যেমন বলা হয়েছে সেইভাবে ছোটো খামগুলি বড় প্যাকেটে ভরে রাখতে হবে। এইভাবে, মোট ছয়টি বড় মোড়ক বা কভার প্রস্তুত রাখতে হবে যাতে রিসিভিং সেন্টারের আধিকারিক কোনো সিল করা / সিলবিহীন কভার না পাবার দরুন কোনো প্রশ্ন তোলার প্রয়োজন না করেন।

(৩) প্রথম প্যাকেটে (সাদা রঙের) নিচের বর্ণনা মতো ই ভি এম সংক্রান্ত কাগজপত্র থাকবে এবং খামের উপরে "EVM PAPERS COVER" কথাটি লেখা থাকবে

(ক) গৃহীত ভোটের হিসাব (নিদর্শ ১৭ গ) সংবলিত খাম

(খ) প্রিসাইডিং অফিসারের রিপোর্ট ১ (মহড়া ভোটের শংসাপত্র), ২ ও ৩ সংবলিত খাম

(গ) মহড়া ভোটের মুদ্রিত ভিভিপ্যাট চিরকুটের সিল করা কালো খাম

দ্রষ্টব্য: উপরোক্ত সমস্ত নির্বাচন সংক্রান্ত কাগজপত্র সাদা রঙের মুখখোলা মাস্টার এনভেলপ বা বড় খামে (এনভেলপ নং ১/১) ভরে রাখতে হবে এবং ভোটে ব্যবহৃত ই ভি এম-এর স্ট্রংরুমে রাখতে হবে।

যুগপৎ অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ক্ষেত্রে, বিধানসভা নির্বাচনের জন্য ই ভি এম সংক্রান্ত কাগজপত্রের জন্য গোলাপি রঙের একটি অতিরিক্ত বড় খাম, গৃহীত ভোটের হিসাব (১৭ গ নিদর্শ) রাখার জন্য গোলাপি রঙের একটি অতিরিক্ত খাম, প্রিসাইডিং অফিসারের রিপোর্ট ১ (মহড়া ভোটের শংসাপত্র), ২ ও ৩ রাখার জন্য গোলাপি রঙের একটি অতিরিক্ত খাম এবং বিধানসভা ভোটের ই ভি এম-এর জন্য মহড়া ভোটের ভিভিপ্যাট চিরকুটের জন্য একটি অতিরিক্ত কালো খাম।

(৪) দ্বিতীয় প্যাকেটে (সাদা রঙের) নিচের বর্ণনা মতো খোলামুখ/বন্ধমুখ খামগুলি থাকবে এবং খামের উপরে "SCRUTINY COVER" কথাটি লেখা থাকবে।

(ক) প্রিসাইডিং অফিসারের ডায়েরি সংবলিত খোলামুখ খাম

(খ) নির্বাচক নিবন্ধ বা রেজিস্টার অফ ভোটার্স (১৭ ক) সংবলিত বন্ধমুখ খাম

(গ) পরিদর্শন শিট বা ভিজিট শিট সংবলিত খোলামুখ খাম

(ঘ) ১৪-ক নিদর্শে বৃদ্ধ ও অশক্ত নির্বাচকদের তালিকা এবং তাঁদের সঙ্গীদের ঘোষণাপত্র সংবলিত খোলামুখ খাম।

দ্রষ্টব্য: উপরোক্ত সমস্ত নির্বাচন সংক্রান্ত কাগজপত্র সাদা রঙের মুখখোলা মাস্টার এনভেলপ বা বড় খামে (এনভেলপ নং ২/১) ভরে রাখতে হবে এবং ভোটকেন্দ্র ভিত্তিক স্ক্রুটিনি কভার থাকা দরকার, কারণ স্ক্রুটিনি কভারগুলিকে ভোটে ব্যবহৃত ই ভি এম ও ভিভিপ্যাটের স্ট্রংরুম ব্যতীত অন্য একটি স্ট্রংরুমে পৃথকভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

(৫) তৃতীয় প্যাকেটে (সাদা রঙের) নিচের বর্ণনা মতো বন্ধমুখ খামগুলি থাকবে এবং খামের উপরে "STATUTORY COVER" কথাটি লেখা থাকবে।

(ক) নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপি এবং সি এস ভি তালিকা, যদি থাকে, সংবলিত বন্ধমুখ খাম

(খ) ভোটার স্লিপ সংবলিত বন্ধমুখ খাম

(গ) অব্যবহৃত টেন্ডার ভোটপত্র সংবলিত বন্ধমুখ খাম

(ঘ) ব্যবহৃত টেন্ডার ভোটপত্র ও ১৭-খ নিদর্শে তালিকা সংবলিত বন্ধমুখ খাম

(ঙ) ১৪ নং নিদর্শে চ্যালেঞ্জড্ ভোট সংবলিত বন্ধমুখ খাম

দ্রষ্টব্য: যুগপৎ অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ক্ষেত্রে, বিধানসভা নির্বাচনের জন্য ভোটার স্লিপ রাখার একটি অতিরিক্ত খাম (গোলাপি রঙের) - ১ টি

(৬) চতুর্থ প্যাকেটে (হলুদ রঙের) নিচের বর্ণনা মতো মোড়ক বা কভারগুলি থাকবে এবং খামের উপরে Non Statutory Cover-কথাটি লেখা থাকবে।

(ক) নির্বাচক তালিকার (চিহ্নিত প্রতিলিপি ছাড়া) প্রতিলিপি বা প্রতিলিপিসমূহ সংবলিত খাম

(খ) ১০ নিদর্শে পোলিং এজেন্টদের নিয়োগপত্রবাহী খাম

(গ) ১২-খ নিদর্শে নির্বাচনীকৃত্যক শংসাপত্র (ইডিসি) সংবলিত খাম

(ঘ) প্রিসাইডিং অফিসারের ঘোষণাপত্রসমূহের খাম

(ঙ) চ্যালেঞ্জ ভোট সম্পর্কিত রসিদ বই ও নগদ টাকা, যদি থেকে থাকে, তবে সেগুলির খাম

(চ) ভোটদাতাদের নিকট হতে তাদের বয়স সম্বন্ধে সংগৃহীত ঘোষণা এবং বয়স সম্পর্কিত ঘোষণা করতে প্রত্যাখ্যান করেছেন এমন ভোটদাতাদের তালিকা সমেত খাম

(ছ) অব্যবহৃত ও নষ্ট হওয়া কাগজের সিল ও স্পেশাল ট্যাগের খাম

(জ) অব্যবহৃত ভোটার স্লিপ সংবলিত খাম

(ঝ) ৪৯ এম এ (পরীক্ষামূলক ভোট) - র অধীনে নির্বাচকের ঘোষণা সংক্রান্ত নিদর্শের খাম

(ঞ) ASD তালিকায় নাম আছে এমন নির্বাচকদের ঘোষণা সংক্রান্ত নিদর্শের খাম

(ট) SHO-কে প্রদত্ত অভিযোগপত্র সংবলিত খাম

দ্রষ্টব্য: যুগপৎ অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ক্ষেত্রে, বিধানসভা নির্বাচনের জন্য প্রিসাইডিং অফিসারের ঘোষণাগুলি রাখার জন্য একটি অতিরিক্ত গোলাপি রঙের খাম দেওয়া হবে।

(৭) পঞ্চম প্যাকেটে (বাদামি রঙের) নিম্নলিখিত জিনিসপত্রগুলি থাকবে

(ক) প্রিসাইডিং অফিসারদের জন্য নির্দেশ পুস্তিকা, বৈদ্যুতিন ভোটবক্স ও ভিভিপ্যাট সম্পর্কিত নির্দেশিকা, নির্দেশাবলি ইত্যাদি।

(খ) অব্যবহৃত অমোচনীয় কালির সরঞ্জাম (প্রতিটি শিশির ছিপি, গলানো মোমবাতি বা মোম দিয়ে এমনভাবে আটকাতে হবে যাতে কোনোভাবে কালি বের না হয় বা উড়ে না যায়)।

(গ) ব্যবহৃত স্ট্যাম্প প্যাড (বাদামি রঙের)

(৮) ষষ্ঠ প্যাকেটে (নীল রঙের) নিম্নলিখিত জিনিসপত্রগুলি থাকবে

(ক) প্রার্থী - তথ্যের বই বা ক্যান্ডিডেট ইনফরমেশন বুকলেট

খ) অন্যান্য অব্যবহৃত নিদর্শ

গ) প্রিসাইডিং অফিসারের ব্যবহারের জন্য ধাতব সিল

ঘ) টেন্ডার ভোটপত্র চিহ্নিতকরণের জন্য তীর চিহ্নযুক্ত রবার স্ট্যাম্প

ঙ) আমোচনীয় কালি রাখবার কাপ

চ) অন্যান্য জিনিসপত্র, যদি কিছু থাকে, সেগুলি ষষ্ঠ (নীল রঙের) মোড়কে রাখতে হবে।

৭.৫.৩ কভার বা মোড়ক সিল করা

চারটি ছোটো কভার/প্যাকেটের সবকটি 'Statutory Cover' লেখা তৃতীয় প্যাকেটে রেখে সিল করতে হবে। নির্বাচক নিবন্ধ (১৭ক) সংবলিত খামটি 'Statutory Cover' লেখা দ্বিতীয় প্যাকেটে রাখতে হবে ও সেটি সিল করতে হবে। বিভিন্ন অসংবিধিবদ্ধ কাগজ ও নির্বাচনের কাজে ব্যবহৃত জিনিসপত্র বহনকারী অন্যান্য ছোট মোড়ক/খামগুলি 'Non-Statutory Cover' লেখা চতুর্থ প্যাকেটে রাখতে হবে এবং সেগুলিকে আলাদাভাবে প্রস্তুত করতে হবে। সময় বাঁচানোর জন্য, শুধুমাত্র ১৪ নিদর্শে চ্যালেঞ্জড্ ভোটদাতাদের তালিকা সংবলিত খামটি ব্যতীত এটি সিল করার প্রয়োজন নেই। এই সমস্ত সিল না করা খাম এবং ১৪ নিদর্শে চ্যালেঞ্জড্ ভোটারদের তালিকা বহনকারী সিল করা খামটি সংশ্লিষ্ট বড় মোড়কে রাখতে হবে এবং এই বড় মোড়কের উপরে টিক চিহ্ন দিতে হবে ও

আপনাকে স্বাক্ষর করতে হবে। এই বড় মোড়কগুলি সিল করার দরকার নেই, কিন্তু পিন বা সুতো দিয়ে যথাযথভাবে আটকে দিতে হবে যাতে সংগ্রহ কেন্দ্রে এর ভেতরের জিনিসপত্র পরীক্ষা করা যেতে পারে। অবশ্য, 'Statutory Cover' লেখা তৃতীয় প্যাকেটটি সংগ্রহ কেন্দ্রে এর ভেতরের জিনিসপত্র পরীক্ষা করে দেখার পর আপনি সেটি সিল করে দেবেন।

৭.৬ ডায়েরি প্রস্তুত করা এবং ভোটযন্ত্র, ভিভিপ্যাট ও নির্বাচনের কাগজপত্র সংগ্রহ কেন্দ্রে জমা দেওয়া

৭.৬.১ ডায়েরি প্রস্তুত করা

৭.৬.১.১ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোটগ্রহণের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রক্রিয়াগুলি এই উদ্দেশ্যেই রক্ষিত ডায়েরিতে আপনি নথিভুক্ত করে রাখনেব। ৭ অনুবন্ধে ডায়েরিটির ছক দেওয়া হয়েছে। অবশ্য, যথাযথ ক্রমিক নম্বর সংবলিত একটি ডায়েরির ছক আপনাকে দেওয়া হবে এবং আপনি শুধু সেই ছক বা প্রোফর্মাই ব্যবহার করবেন।

৭.৬.১.২ যখন যা প্রাসঙ্গিক ঘটনা ঘটবে আপনি তাই নথিভুক্ত করবেন। সেখানকার সব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আপনি উল্লেখ করবেন। ডায়েরিতে ঘটনাবলি নথিবদ্ধ করার ব্যাপারে আপনি সতর্ক থাকবেন। যদি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে এমন কোনো ঘটনা ঘটে, যার উল্লেখ আপনার প্রতিবেদনে নেই, অথচ অন্য কোনো সূত্রে সে সম্পর্কে রিপোর্ট করা হয়েছে, তাহলে কমিশন এবিষয়ে অবশ্যই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং এমনকি আপনার বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গজনিত কারণে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কথা চিন্তা করতে পারে।

৭.৬.১.৩ নির্দিষ্ট সময়ান্তরে বা মাঝে মাঝে, যেমন মনে করবেন, ডায়েরির সংশ্লিষ্ট কলামে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পূরণ করবেন। অনেক ক্ষেত্রে এটা লক্ষ করা গেছে যে, প্রিসাইডিং অফিসাররা যেভাবে বলা হয়েছে সেভাবে নির্দিষ্ট সময় অন্তর বা মাঝে মাঝে ডায়েরির সংশ্লিষ্ট কলামে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত করেন না এবং ভোটগ্রহণের শেষে সমস্ত তথ্য অন্তর্ভুক্ত করেন ও ডায়েরিটিকে সম্পূর্ণ করেন। এটা অত্যন্ত আপত্তিজনক। এটা মনে রাখবেন যে, নির্বাচন চলাকালীন প্রতিটি পর্যায়ে ডায়েরিতে যথাযথ তথ্য লিপিবদ্ধ করে রাখার ক্ষেত্রে আপনার যে কোনোও ঘাটতি কমিশন কঠোরভাবে বিবেচনা করবে।

৭.৬.২ ই ভি এম, ভিভিপ্যাট ও নির্বাচনী কাগজপত্রাদি রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ

৭.৬.২.১ ভোট শেষ হলে ভোটযন্ত্র, ভিভিপ্যাট ও সমস্ত নির্বাচনী কাগজপত্র সিল ও নিরাপদ করার পর আপনি বিন্দুমাত্র বিলম্ব না করে সেগুলি রিটার্নিং অফিসারের ব্যবস্থা অনুযায়ী এবং তাঁরই নির্দেশিত স্থানে (সংগ্রহ কেন্দ্রে) জমা দেবেন। এ বিষয়ে কোনোরকম বিলম্ব হলে কমিশন তা কঠোরভাবে বিবেচনা করবে এবং আপনার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৭.৬.২.২ আপনি সংগ্রহ কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মীকে নিচে উল্লেখিত নির্বাচন বিষয়ক নথি ও সামগ্রী হস্তান্তর করবেন এবং রসিদ নেবেন-

ক) ভিভিপ্যাট পাওয়ার প্যাক সহ যথাযথ বক্সে বিধিমতো সিল করা নিয়ন্ত্রণ ইউনিট (CU), ভোটপত্র ইউনিট (BU) এবং ভিভিপ্যাট

খ) 'EVM Papers' বা ই ভি এম সংক্রান্ত কাগজপত্র লেখা প্রথম প্যাকেট (৩ টি জিনিস সংবলিত)

গ) 'Scrutiny Cover' লেখা দ্বিতীয় প্যাকেট (৪ টি জিনিস সংবলিত)

ঘ) 'Statutory Cover' লেখা তৃতীয় প্যাকেট (৫ টি জিনিস সংবলিত)

ঙ) 'Non-Statutory Cover' লেখা চতুর্থ প্যাকেট (১১ টি জিনিস সংবলিত)

চ) 'Handbook/Manual' etc. লেখা পঞ্চম প্যাকেট (৩ টির বেশি জিনিস সংবলিত)

ছ) 'Other Materials' বা অন্যান্য জিনিসপত্র লেখা ষষ্ঠ প্যাকেট (৫ টির বেশি জিনিস সংবলিত)

জ) বাকি সমস্ত জিনিসপত্র সংশ্লিষ্ট স্বচ্ছ কার্ডবোর্ড/কার্টন কন্টেনারে রেখে দিতে হবে এবং গ্রহণ কেন্দ্রে (রিসিপ্ট সেন্টার) জমা দিতে হবে।

৭.৬.২.৩ উপরোক্ত সমস্ত বস্তু সংগ্রহ কেন্দ্রে আপনার উপস্থিতিতে সংগ্রহকারী কর্মী(রা) পরীক্ষা করে দেখে নেবেন এবং তারপরেই আপনি দায়িত্বমুক্ত হবেন।

অধ্যায় - ৮
দুর্নীতিমূলক কাজকর্ম ও নির্বাচনী অপরাধসমূহ

ভোট গ্রহণের দিন ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে কোনো ব্যক্তি বা দলবদ্ধভাবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী আচরণ করলে, এইসব ঘটনা নির্বাচনী অপরাধসমূহের আওতায় পড়ে। এই অধ্যায়ে ভোট গ্রহণের দিন নির্বাচনী অপরাধসমূহের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিকের উল্লেখ করা হয়েছে।

৮.১ ভোটের প্রচারে নিষেধাজ্ঞা

৮.১.১ নির্বাচনী আইনে ভোট গ্রহণের দিন ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের নিকটে ভোটের প্রচার নিষিদ্ধ করা আছে। ভোটগ্রহণ কেন্দ্র অথবা কেন্দ্রের ১০০ মিটারের মধ্যে অবস্থিত কোনো পাবলিক বা ব্যক্তিগত স্থানে কোনো ব্যক্তি নিম্নোক্ত কাজকর্মগুলি করতে পারবেন না, যথা-

(ক) ভোটের প্রচার

(খ) কোনো ভোটদাতার কাছ থেকে ভোট চাওয়া

(গ) কোনো ভোটদাতাকে বিশেষ কোনো প্রার্থীর পক্ষে ভোট না দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা

(ঘ) কোন ভোটদাতাকে নির্বাচনে ভোট না দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা

(ঙ) নির্বাচন সংক্রান্ত কোনো বিজ্ঞপ্তি বা চিহ্ন (সরকারি বিজ্ঞপ্তি ব্যতীত) প্রদর্শন করা

(চ) ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের প্রবেশপথে বা তার নিকটস্থ কোনো পাবলিক বা ব্যক্তিগত স্থানে মানুষের কণ্ঠস্বরের মাত্রা বহুগুন বর্ধিত করা যায় এমন মেগাফোন বা লাউডস্পিকার ব্যবহার করা, এবং

(ছ) ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের প্রবেশপথে বা তার নিকটস্থ কোনো পাবলিক বা ব্যক্তিগত স্থানে চিৎকার চেঁচামেচি বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা।

বি.দ্র.- কেমন দূরত্ব থেকে লাউডস্পিকার ইত্যাদি ব্যবহার করা হচ্ছে তা ধর্তব্য নয়। এই যন্ত্র যদি ১০০ মিটারের বেশি দূরত্ব থেকেও ব্যবহার করা হয় সে ক্ষেত্রেও বিষয়টি অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে যদি সে কারণে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রবেশ করার সময়ে কোন ব্যক্তি বিরক্ত বোধ করেন অথবা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে কার্যরত আধিকারিকদের বা সেখানে দায়িত্ব প্রাপ্ত কোনো ব্যক্তির কাজের ব্যাপারে কোন রকম অসুবিধা হয়।

৮.২ ভোটদাতাদের ভোট দিতে বাধা দেওয়া

৮.২.১ কোনো ভোটারকে তাঁর ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় কোন শিবিরে বা অন্য কোন স্থানে আটকে রাখা বা তাঁকে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে যেতে বাধা দেওয়া বা কোন উপায়ে তাঁকে ভোট দিতে না দেওয়ার চেষ্টা করা একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। প্রার্থী যদি কোন ভাবে এমন কোন তথ্য পান যে এভাবে কোন ব্যক্তিকে আটকে রাখা হয়েছে বা বাধা দেওয়া হয়েছে বা নিরস্ত করা হয়েছে, তিনি অবশ্যই বিষয়টি প্রিসাইডিং অফিসারকে অথবা নিকটতম থানায় বা রিটার্নিং অফিসারকে অবগত করবেন, যিনি এরকম অন্যায় উপায়ে মত প্রকাশের অধিকার প্রয়োগ করতে না পেরে আটকে থাকা বা বাধাপ্রাপ্ত হওয়া বা নিরস্ত হতে বাধ্য হওয়া ব্যক্তিকে, এমনকি যদি এই ঘটনা কোন ব্যক্তিগত স্থানে হয়, তাহলেও মুক্ত করার উদ্দেশ্যে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৮.৩ ভোটারদের যাতায়াতের জন্য বেআইনিভাবে গাড়ি ভাড়া করা

৮.৩.১ কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে কেউ ভোটারদের বাড়ি থেকে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে যাতায়াতের জন্য কোন রকম গাড়ির ব্যবস্থা করেছেন বলে আপনাকে কেউ যদি অভিযোগ করেন, আপনি অবশ্যই এই অভিযোগ আপনার আঞ্চলিক/সেক্টর ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট উপবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠিয়ে দেবেন।

৮.৪ ভোটগ্রহণ কেন্দ্র থেকে ভোট যন্ত্র এবং /বা অন্যান্য নির্বাচনী সামগ্রী অপসারণ একটি অপরাধ

৮.৪.১ কোনো নির্বাচন চলাকালীন কোনো ব্যক্তি যদি প্রতারণামূলক বা অবৈধ উপায়ে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র থেকে ভোট যন্ত্র অপসারিত করে বা করার চেষ্টা করে, অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে এই ধরনের কোনো কাজ সংঘটিত করতে সহায্য বা প্ররোচিত করে, সেক্ষেত্রে এই কাজটি একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হবে এবং এর জন্য এক বছর পর্যন্ত কারাবাস বা পাঁচশো টাকা জরিমানা বা উভয়ই হতে পারে। এই প্রসঙ্গে ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ১৩৫ ধারার ব্যাখ্যাসহ ৬১ ক ধারা, উল্লেখ করা যেতে পারে।

৮.৪.২ ভোটগ্রহণ কেন্দ্র থেকে ইভিএম ছাড়া অন্যান্য নির্বাচনী সামগ্রী যদি অপসারণ করা হয় বা করার চেষ্টা করা হয়, এটিও ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ১৩৫ক ধারার অধীনে একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

৮.৪.৩ উপরোক্ত পরিস্থিতি বা ঘটনার ক্ষেত্রে আপনি উক্ত ভোটগ্রহণ কেন্দ্র স্থানীয় যে থানার আওতাভূক্ত সেই থানায় লিখিত তথ্যসহ দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকের কাছে হস্তান্তর করবেন।

৮.৫ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ব্যক্তিদের অপসারণ

৮.৫.১ কোনো ব্যক্তি অভব্য আচরণ করলে অথবা ভোটগ্রহণ চলাকালীন আপনার আইনসম্মত নির্দেশ অমান্য করলে আপনার আদেশে কোনো পুলিশ অফিসার বা আপনার দ্বারা প্রাধিকারপ্রাপ্ত অন্য কোনো ব্যক্তি তাকে সরিয়ে দিতে পারেন।

৮.৬ নির্বাচনী আধিকারিকদের সরকারি কর্তব্য লঙ্ঘন

৮.৬.১ ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ১৩৪ ধারার প্রতিও আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে। যাতে বলা হয়েছে যে যদি কোনো প্রিসাইডিং বা পোলিং অফিসার যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই তাঁর সরকারি কর্তব্য লঙ্ঘন করেন বা কোনো অনুচিত কাজ করে কর্তব্যচ্যুতি ঘটান, তাহলে তিনি একজন শাস্তিযোগ্য অপরাধী হিসাবে সাব্যস্ত হবেন।

৮.৭ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের কাছাকাছি বা অভ্যন্তরে অস্ত্রসহ প্রবেশ নিষেধ

৮.৭.১ ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ১৩৪খ ধারা অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি (রিটার্নিং অফিসার, প্রিসাইডিং অফিসার এবং কর্তব্যরত কোনো পুলিশ অফিসার বা অন্য কোনো ব্যক্তি যিনি ভোটকেন্দ্রের শান্তি ও শৃঙ্খলারক্ষায় নিয়োজিত আছেন, তিনি ছাড়া) ১৯৫৯ সালের অস্ত্র আইন অনুযায়ী অস্ত্রসহ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের এলাকায় প্রবেশ করতে পারেন না। কোনো ব্যক্তি এই নিয়ম লঙ্ঘন করলে দুই বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড অথবা উভয়দণ্ডেই দণ্ডিত হবেন। এটি একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

৮.৮ নাম ভাঁড়ানোর ঘটনাসমূহ

৮.৮.১ কমিশন এখন ভোটারদের তথ্যপ্রমাণ ভিত্তিক পরিচয় প্রতিষ্ঠা বাধ্যতামূলক করেছে। ভোটারদের সচিত্র পরিচয়পত্র (এপিক) বা যদি কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোনো বিকল্প নথি থাকে, তা দেখিয়ে পরিচিতি প্রতিষ্ঠা করতে হচ্ছে। কমিশন এ ব্যাপারে প্রতি বছরই নির্বাচনের সময় আদেশ জারি করে। আপনি কমিশনের জারি করা নির্দেশটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন ও তার প্রতিপালনের বিষয়টি বলবৎ করবেন। শনাক্তকরণের দায়িত্বপ্রাপ্ত পোলিং অফিসার এপিক বা অবস্থানুযায়ী বিকল্প নথি পরীক্ষা করে নির্বাচকের পরিচিতি সম্পর্কে সন্তুষ্ট হবেন এবং কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকলে ঐ নির্বাচককে আপনার কাছে হাজির করবেন। আপনি নিজে এ ব্যাপারে আরো বিশদ অনুসন্ধান করে উক্ত নির্বাচকের পরিচিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নেবেন। যদি এটি প্রমাণিত হয় যে তিনি নাম ভাঁড়াচ্ছেন সে ক্ষেত্রে তাঁকে লিখিত অভিযোগ সহ পুলিশের হাতে তুলে দিতে হবে।

৮.৯ বুথ দখলের অপরাধ

৮.৯.১ ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ১৩৫ক ধারার অধীনে যে বা যিনি বুথ দখলের মতো অপরাধ সংঘটিত করবেন তাঁকে বা তাঁদের ন্যূনতম এক বছর মেয়াদের কারাদণ্ডের শাস্তি ভোগ করতে হবে, কিন্তু যা তিন বছর পর্যন্ত বর্ধিত হতে পারে এবং যে ক্ষেত্রে কোনো সরকারি কর্মী এরকম অপরাধের সঙ্গে জড়িত থাকবেন, তিনি ন্যূনতম তিন বছর মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন, যা পাঁচ বছর পর্যন্ত বর্ধিত হতে পারে ও অর্থদণ্ডও হতে পারে। এই শাস্তিযোগ্য অপরাধটি আদালতগ্রাহ্য।

৮.৯.২ 'বুথ দখল'-এর মধ্যে অন্যান্য বিষয়সহ নিম্নোক্ত যাবতীয় বা যে কোনো একটি কর্মকাণ্ড অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যথাঃ

৮.৯.২.১ এক বা একাধিক অনধিকারী ব্যক্তি যদি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র বা ভোটগ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট কোনো স্থানের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের দখলে নিয়ে নেন এবং প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষকে ঐ স্থানের নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দিতে ও বলপূর্বক ব্যালট পত্র বা ভোট যন্ত্রের ত্যাগ করতে বাধ্য করেন বা এমন কোনো কাজ করেন যার ফলে সুশৃঙ্খলভাবে নির্বাচন পরিচালনার কাজ ব্যাহত হয়,

৮.৯.২.২ এক বা একাধিক অনধিকারী ব্যক্তি যদি বলপূর্বক ভোটগ্রহণ কেন্দ্র বা ভোটগ্রহণের নির্দিষ্ট কোনো স্থানের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের দখলে নিয়ে নেন এবং শুধুমাত্র নিজের বা নিজেদের সমর্থকদের ভোট দিতে অনুমতি দেন এবং অন্যদের স্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকারে ব্যাঘাত সৃষ্টি করেন,

৮.৯.২.৩ কোনো ভোটারকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ভীতিপ্রদর্শন এবং তাঁকে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র বা ভোটগ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট কোনো স্থানে গিয়ে ভোট দিতে বাধা প্রদান,

৮.৯.২.৪ এক বা একাধিক অনধিকারী ব্যক্তি যদি বলপূর্বক ভোট গণনার জন্য নির্দিষ্ট কোনো স্থানের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের দখলে নিয়ে নেন এবং ভোট গণনার জন্য প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষকে ব্যালট পত্র বা ভোট যন্ত্রের দায়িত্ব ত্যাগ করতে বাধ্য করেন ও এমন কোনো কাজ করেন যার ফলে সুশৃঙ্খলভাবে ভোট গণনার কাজ বাহত হয়,

৮.৯.২.৫ বিশেষ কোনো প্রার্থীর নির্বাচনী সম্ভাবনা উন্নত করার লক্ষ্যে কোনো সরকারি কর্মী যদি উপরের কোনো একটি বা এইসব যাবতীয় কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকেন বা এইসব কাজে প্ররোচনা দেন বা এরকম কোনো চক্রান্তে জড়িত থাকেন।

অধ্যায় - ৯

প্রিসাইডিং অফিসার/ পোলিং অফিসারদের করণীয় কাজগুলি এক ঝলকে

এই অধ্যায়ে নির্দেশ পুস্তিকার সরাংশ দেওয়া আছে, যা আপনাকে প্রিসাইডিং অফিসারের দায়িত্বের বিষয়টি ঝালিয়ে নিতে সাহায্য করবে। আপনার দলের সদস্যদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখুন। দলগত কাজ আপনার দায়িত্ব পালনের বিষয়টিকে সহজতর ও আনন্দদায়ক করে তুলবে।

৯.১ এ বিষয়ে সুনিশ্চিত হোন যে—

৯.১.১ আপনাকে নিয়ন্ত্রণ ইউনিট (CU) ও ভিভিপ্যাট সহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোটপত্র ইউনিট (BU) সরবরাহ করা হয়েছে কিনা এবং সেগুলি আপনার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট ও বরাদ্দকৃত কিনা, ইউনিটের পিছনদিকের ধাতব প্লেট/বারকোডের আইডি-র সঙ্গে অ্যাড্রেস ট্যাগের উপরে লেখা ইউনিট আই ডি মিলিয়ে দেখুন,

৯.১.২ প্রতিটি ভোটপত্র ইউনিটে সঠিক ভোটপত্র লাগানো হয়েছে কিনা এবং তা সঠিক সারিতে বিন্যস্ত কিনা,

৯.১.৩ প্রতিটি ভোটপত্র ইউনিটে থাম্ব হুইল যথাযথ অবস্থানে সেট করা হয়েছে কিনা,

৯.১.৪ নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের 'ক্যান্ডিডেট সেট সেকশন' ও প্রতিটি ভোটপত্র ইউনিট যথাযথভাবে সিল করা হয়েছে কিনা এবং এগুলির প্রত্যেকটিতে অ্যাড্রেস ট্যাগ দৃঢ়ভাবে লাগানো হয়েছে কিনা,

৯.১.৫ ভিভিপ্যাট-এর পেপার রোল কম্পার্টমেন্টটি রিটার্নিং অফিসারের সিল দিয়ে যথাযথভাবে বন্ধ করা হয়েছে কিনা,

৯.১.৬ রাজনৈতিক দলের/প্রার্থীদের প্রতিনিধিদের এবং নির্মাণকারী সংস্থার ইঞ্জিনিয়ারদের স্বাক্ষর সংবলিত গোলাপি কাগজের সিল বা পিংক পেপার সিল (পিপিএস) দিয়ে নিয়ন্ত্রণ ইউনিট ও ভোটপত্র ইউনিট উভয়ই সিল করা হয়েছে কিনা তা দেখে নিন,

৯.১.৭ ভোটগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসপত্র আপনাকে দেওয়া হয়েছে কিনা।

৯.২ নির্বাচক নিবন্ধ (রেজিস্টার অব্ ভোটার), পূর্বে মুদ্রিত ভোটার স্লিপ, টেন্ডার ভোটে ব্যবহারের জন্য ভোটপত্র, টেন্ডার ভোট চিহ্নিত করার জন্য তীর চিহ্নযুক্ত রবার স্ট্যাম্প/ অ্যারো ক্রশ মার্ক, সবুজ কাগজের সিল বা গ্রিন পেপার সিল, সিল করার জন্য মোম, অমোচনীয় কালি, কালো খাম ইত্যাদি, আধ ইঞ্চির স্বচ্ছ সেলোটেপ ইত্যাদি বিশেষভাবে যাচাই করে নিন।

৯.৩ নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপির সাথে অন্যান্য প্রতিলিপিগুলি মিলিয়ে নিন ও দেখে নিন যে সবকটি প্রতিলিপিই অনুরূপ রয়েছে কিনা এবং নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপিতে 'ডাক ভোটপত্র' (পিবি) এবং 'ভোটকর্মী হিসেবে নিয়োগ সংক্রান্ত শংসাপত্র' (ইডিসি) ব্যতীত অন্য কোনো চিহ্ন নেই।

৯.৪ সুনিশ্চিত হোন যে—

৯.৪.১ নির্বাচক তালিকার কার্যকর প্রতিলিপির সমস্ত পৃষ্ঠার ক্রমিক সংখ্যা যথাযথভাবে লেখা রয়েছে কিনা,

৯.৪.২ ভোটদাতাদের মুদ্রিত ক্রমিক সংখ্যা কালি দিয়ে সংশোধিত করা হয়নি এবং পরিবর্তে নতুন কোনো সংখ্যা হাতে লিখে দেওয়া হয়নি।

৯.৫ যথাসম্ভব নমুনা বিন্যাস দেখে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র সজ্জিত করুন।

৯.৬ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে, সম্ভব হলে, ভোটারদের জন্য পৃথক প্রবেশ ও নির্গমন পথের ব্যবস্থা রাখুন।

৯.৭ ভোটগ্রহণের দিন আপনার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের বাইরে ভোটগ্রহণ এলাকা বিনির্দিষ্ট করে একটি বিজ্ঞপ্তি এবং প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নামের তালিকার একটি প্রতিলিপি সহ মোট ৪ (চার) টি পোস্টার টাঙিয়ে রাখবেন।

৯.৮ অভাবিত কোনো জরুরি কারণে যদি কোনো পোলিং অফিসার অনুপস্থিত থাকেন তাহলে স্থানীয়ভাবে পোলিং অফিসার নিয়োগ করুন।

৯.৯ ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার নির্ধারিত সময়ের অন্তত ৯০ মিনিট পূর্বে মহড়া ভোটগ্রহণের জন্য ই ভি এম এবং ভিভিপ্যাট প্রস্তুত রাখার কাজ শুরু করে দিন।

৯.১০ মহড়া ভোটের আগে ভোটগ্রহণ কক্ষে ব্যালটিং ইউনিট(গুলি) ও ভিভিপ্যাট স্থাপন করতে হবে। আপনি বা তৃতীয় পোলিং অফিসার, যিনি কন্ট্রোল ইউনিটের (CU) দায়িত্বে থাকবেন, তাঁর টেবিলে কন্ট্রোল ইউনিট রাখতে হবে।

৯.১১ ব্যালট ইউনিটগুলি, ভিভিপ্যাট ও নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করুন। নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের পেছনের খোপের পাওয়ার সুইচ 'অন' অবস্থানে রাখুন। ব্যালট ইউনিট ও ভিভিপ্যাটের মধ্যেকার সংযোগকারী তারটি আধ ইঞ্চি চওড়া 'স্বচ্ছ আঠালো টেপ' দিয়ে টেবিলের পায়ার সঙ্গে এমনভাবে আটকে দিতে হবে যাতে তারটি শূন্যে না ঝোলে এবং সেই ঝুলন্ত তারের ভার ব্যালট ইউনিট ও ভিভিপ্যাটের মধ্যেকার সংযোগকারী সুইচ-এর উপর কোনো প্রভাব না ফেলে।

৯.১২ নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের পেছনের খোপটি সরু তার পেচিয়ে অথবা সুতো দিয়ে গিট বেঁধে সুরক্ষিত করুন। **এটিকে গালা দিয়ে সিল করবেন না।**

৯.১৩ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে উপস্থিত সকল পোলিং এজেন্টকে দেখিয়ে দিন যে ভোটযন্ত্র ও ভিভিপ্যাট মেশিন ক্লিয়ার বা ফাঁকা আছে এবং তাতে ইতিমধ্যে কোনো ভোট নথিভুক্ত করা হয়নি।

৯.১৪ পোলিং অফিসার এবং প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/পোলিং এজেন্টদের সাহায্যে নোটা (NOTA) সহ প্রত্যেক প্রার্থীকে কয়েকটি করে ভোট দিয়ে কমপক্ষে ৫০টি ভোট নথিভুক্ত করে মহড়া ভোট পরিচালনা করুন। মহড়া ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হওয়ার পরে পোলিং এজেন্টদের উপস্থিতিতে কন্ট্রোল ইউনিটে ফলাফল নির্ণয় করুন ও ভিভিপ্যাট পেপার স্লিপ গণনা করুন এবং প্রত্যেক প্রার্থীর ফলাফলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখান।

৯.১৫ **'ক্লিয়ার'** বোতাম চাপ দিয়ে নিয়ন্ত্রণ ইউনিট থেকে মহড়া ভোটের সমস্ত তথ্য (data) মুছে ফেলুন এবং ভিভিপ্যাট ড্রপ বক্স থেকে ভিভিপ্যাট পেপার স্লিপগুলি বার করে ফেলুন এবং পোলিং এজেন্টদের ভিভিপ্যাটের খালি ড্রপ বক্সটি দেখিয়ে দিন। একটি কালো খামের পিছনে 'মহড়া ভোটের স্লিপ' কথাগুলি স্ট্যাম্পের সাহায্যে লিখে সেটিতে মহড়া ভোটে ব্যবহৃত ভিভিপ্যাট পেপার স্লিপগুলি রেখে খামটি সিল করতে হবে। সিল দিয়ে খামটি বন্ধ করতে হবে এবং খামের উপর আপনি নিজে সই করুন ও পোলিং এজেন্টদের স্বাক্ষর গ্রহণ করুন। খামের উপরে আপনার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের নাম ও নম্বর, বিধানসভা নির্বাচনক্ষেত্রের নাম ও নম্বর, ভোটগ্রহণ তারিখ এবং 'মহড়া ভোটের ভিভিপ্যাট পেপার স্লিপ' কথাগুলি লিখে রাখতে হবে। এটিকে গোলাপি কাগজের সিল দিয়ে এমনভাবে বন্ধ করুন যে এটিকে খুলতে হলে সিলটিকে ভাঙতে হবে। গোলাপি কাগজের সিলের উপর আপনি নিজে ও পোলিং এজেন্টরা স্বাক্ষর করবেন এবং খামটি নির্বাচন সংক্রান্ত অন্যান্য সামগ্রীর সাথে রেখে দিন।

৯.১৬ নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের (CU) ফলাফল শাখার ভিতরের খোপের দরজায় সবুজ কাগজের সিল লাগান।

৯.১৭ ফলাফল শাখার ভিতরের খোপের দরজা এমনভাবে বন্ধ করুন যাতে কাগজের সিলের দুই প্রান্ত ভিতরের খোপের দুপাশ থেকে বেরিয়ে থাকে।

৯.১৮ সবুজ কাগজের সিলের উপরে মুদ্রিত ক্রমিক নম্বরের নিচে আপনি পূর্ণ স্বাক্ষর করুন।

৯.১৯ কাগজের সিলে উপস্থিত ও ইচ্ছুক পোলিং এজেন্টদের স্বাক্ষর দিন। তাঁদের কাগজের সিলের ক্রমিক নম্বর লিখে নিতে দিন।

৯.২০ স্পেশাল ট্যাগ দিয়ে নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের ফলাফল শাখার ভিতরের দরজাটি সিল করে দিন।

৯.২১ নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের (CU) ফলাফল শাখার বাইরের ঢাকা বন্ধ করুন এবং একটি অ্যাড্রেস ট্যাগ দিয়ে ও ফলাফল শাখার বাইরের ঢাকনা থেকে তাড়াতাড়িভাবে বেরিয়ে থাকা সবুজ কাগজের সিলের আঠালো প্রান্ত দিয়ে সেটি সিল করুন।

৯.২২ নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের ফলাফল শাখার বহিরাবরণের উপর পোলিং এজেন্টদেরকেও তাঁদের সিল লাগানোর অনুমতি দিন। ভিভিপ্যাট মেশিনের ড্রপ বক্সটি ট্যাগ দিয়ে সিল করে সুরক্ষিত করুন।

৯.২৩ সংযোজক কেবলটিকে এমনভাবে রাখুন যাতে সেটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভিতরে নির্বাচকদের যাতায়াতের পথে বাধার সৃষ্টি না করে, তাঁরা যেন এটিকে পাড়িয়ে না যান বা এতে হোঁচট না খান, অথচ সম্পূর্ণ কেব্‌লটি যেন দেখা যায় এবং কোনো অবস্থাতেই যেন কাপড় বা টেবিলের নিচে ঢাকা না পড়ে।

৯.২৪ উপস্থিত পোলিং এজেন্টদের দেখিয়ে দিন যে নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপিতে পিবি এবং ই ডি সি ছাড়া অন্য কোনো লিখন নাই।

৯.২৫ এটাও দেখিয়ে দিন যে, নির্বাচক নিবন্ধে (১৭ক নিদর্শ) আগে থেকে কিছু লেখা হয়নি।

৯.২৬ ভোটগ্রহণের পূর্বে ঘোষণাটি পাঠ করুন ও তাতে সই করুন।

৯.২৭ নির্ধারিত সময়ে অবশ্যই ভোট শুরু করুন। প্রথম ভোটার ১৭ক নিদর্শে (নির্বাচক নিবন্ধ) স্বাক্ষর করার আগে প্রথম পোলিং অফিসার প্রিসাইডিং অফিসারের সঙ্গে সেটি মিলিয়ে দেখবেন এবং ১৭ক নিদর্শে **কালি** দিয়ে লিখবেন যে, 'কন্ট্রোল ইউনিটের টোটাল মোটসংখ্যাটি পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে এবং দেখা গেছে যে সেটি শূন্য (০) রয়েছে।'

৯.২৮ ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ১২৮ ধারাটি সজোরে পাঠ করে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে উপস্থিত সকলকে ভোটদানের গোপনীয়তা বজায় রাখা সম্পর্কে সতর্ক করে দিন।

৯.২৯ যে কোনো সময়ে একজন প্রার্থীর একজন এজেন্টকেই ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভিতরে থাকার অনুমতি দিন।

৯.৩০ অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সুনিশ্চিত করুন।

৯.৩১ কমিশন কর্তৃক নিযুক্ত পর্যবেক্ষকদের যথোচিত সৌজন্য ও সম্মান দেখান, তিনি যেসব তথ্য জানতে চান তা জানান। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে উপস্থিত মাইক্রো পর্যবেক্ষকদের প্রতিও একইরকম সৌজন্য ও সম্মান প্রদর্শন করুন।

৯.৩২ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ১০০ মিটারের মধ্যে প্রচার একটি অপরাধ। ভোটকেন্দ্রের চত্বরের মধ্যে মোবাইল ফোনের ব্যবহার নিষিদ্ধ। শুধুমাত্র প্রিসাইডিং অফিসার হিসেবে আপনি বা আপনার প্রথম পোলিং অফিসার এসএমএস/হোয়াটস অ্যাপের মাধ্যমে রিপোর্ট পাঠানোর জন্যে তা ব্যবহার করতে পারেন।

৯.৩৩ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভিতরে ধূমপান কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

৯.৩৪ ভোট দিতে আসা কোনো ভি আই পি বা নামজাদা ব্যক্তিত্বকে বিশেষ সমাদর করবেন না।

৯.৩৫ যেখানে একজন প্রিসাইডিং অফিসার এবং তিনজন পোলিং অফিসার থাকবেন সেখানে পোলিং অফিসারদের দায়িত্ব নিচে দেওয়া হল প্রথম পোলিং অফিসারের কাছে নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপি থাকবে এবং তিনি নির্বাচদের শনাক্ত করার দায়িত্বের থাকবেন। নির্বাচক তালিকায় ছাপার ও লেখার ত্রুটি উপেক্ষা করুন। দ্বিতীয় পোলিং অফিসারের কাছে অমোচনীয় কালি ও নির্বাচক নিবন্ধ থাকবে। তিনি নির্বাচকের তর্জনীতে অমোচনীয় কালির চিহ্ন দেবেন, তিনি নিবন্ধের দ্বিতীয় (২) কলামে নির্বাচক নিবন্ধে উল্লেখিত নির্বাচকের ক্রমিক নম্বর লিখবেন এবং শনাক্তকরণ নথির নাম লিখবেন। এরপর তিনি নির্বাচককে ভোটার স্লিপ দেওয়ার আগে ঐ নিবন্ধে নির্বাচকের সই/টিপসই নেবেন। তৃতীয় পোলিং অফিসার নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের (CU) দায়িত্বে থাকবেন। তিনি নির্বাচকের কাছ থেকে ভোটার স্লিপ নেবেন, তাঁর বাম হাতের তর্জনীয় অমোচনীয় কালির চিহ্ন পরীক্ষা করবেন এবং অবশেষে ভোটদান কক্ষের ভিতরে রাখা ভোটপত্র ইউনিটটিকে (BU) প্রস্তুত করার জন্য নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের 'ব্যালট' বোতামে চাপ দেবেন এবং ভোটদান কক্ষের ভিতরে গিয়ে ভোটপত্র ইউনিটে নিজ পছন্দের প্রার্থীর পাশে নীল বোতামে চাপ দিয়ে ভোট দেওয়ার জন্য নির্বাচককে নির্দেশ দেবেন।

৯.৩৬ যুগপৎ অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ক্ষেত্রে, একটি ভোটকর্মীদলে যখন একজন প্রিসাইডিং অফিসার এবং পাঁচজন পোলিং অফিসার থাকেন তখন পোলিং অফিসাররা যে দায়িত্ব প্রতিপালন করবেন, সেগুলি হচ্ছে প্রথম পোলিং অফিসার নির্বাচকদের শনাক্ত করবেন এবং নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপির দায়িত্বে থাকবেন। দ্বিতীয় পোলিং অফিসার অমোচনীয় কালি এবং নির্বাচক নিবন্ধের দায়িত্বে থাকবেন। তৃতীয় পোলিং অফিসার ভোটার স্লিপের দায়িত্বে থাকবেন। চতুর্থ পোলিং অফিসার লোকসভা নির্বাচনের নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের দায়িত্বে থাকবেন। পঞ্চম পোলিং অফিসার রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের দায়িত্বে থাকবেন।

৯.৩৭ নির্বাচক নিবন্ধে নির্বাচকদের নাম যেভাবে পরপর লেখা হয়েছে সেই ক্রমানুযায়ী তাঁদেরকে ভোট দেওয়ার অনুমতি দিন। কিন্তু নির্বাচক নিবন্ধে কোনও নির্বাচক তাঁর স্বাক্ষর/টিপসই না দিলে তাকে ভোট দেওয়ার অনুমতি দেবেন না।

৯.৩৮ চালেঞ্জকারী ব্যক্তি চ্যালেঞ্জ ফি বাবদ নগদ দুটাকা জমা না দিলে কোনো নির্বাচকের পরিচিতিকে চালেঞ্জ করতে দেওয়া হবে না। এই চ্যালেঞ্জ ভোটগুলিকে ১৪ নিদর্শে লিপিবদ্ধ করুন। চ্যালেঞ্জ প্রমাণিত হলে উক্ত ব্যক্তিকে লিখিত অভিযোগসহ পুলিশের হাতে তুলে দিন।

৯.৩৯ অন্ধ ও অশক্ত নির্বাচকদের ক্ষেত্রে, তাঁদের সহায়কদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ঘোষণা নিন। ১৪ক নিদর্শে এইসব নির্বাচকদের তালিকাভুক্ত করুন।

৯.৪০ যদি কোনো নির্বাচকের বয়স ভোটদানের বয়সের অর্থাৎ ১৮ বছরের কম বলে মনে হয় অথচ তাঁর পরিচিতির অন্যান্য বিষয়গুলি সম্পর্কে আপনি সন্তুষ্ট, তাহলে তাঁর কাছ থেকে বয়স সম্পর্কিত ঘোষণা নিন। তাঁর যোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন না।

৯.৪১ কোনো নির্বাচকের বিবরণী নির্বাচক নিবন্ধে লিখিত হওয়ার পর তিনি যদি ভোট দিতে না চান তবে তাঁকে ভোট দিতে জোর করবেন না বা বাধ্য করবেন না। নির্বাচক নিবন্ধে তাঁর সম্পর্কিত লিখনের পাশে 'মন্তব্য' কলামে এই মর্মে লিখে রাখুন।

৯.৪২ কোনো নির্বাচক ভোট না দেবার সিদ্ধান্ত নিলেও ১ নং কলমে ক্রমিক সংখ্যার কোনো পরিবর্তন করবেন না।

৯.৪৩ যদি কোনো নির্বাচক ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে দেখেন যে অপর কোনোও ব্যক্তি তাঁর নামে ইতিমধ্যে ভোট দিয়ে চলে গেছেন অথচ ঐ ব্যক্তির পরিচিতি সম্পর্কে আপনি সন্তুষ্ট, তাহলে ঐ নির্বাচককে টেন্ডার ভোটপত্রের মাধ্যমে ভোট দিতে দিন। তাঁকে ভোটযন্ত্রে ভোট দিতে দেবেন না।

৯.৪৪ যেসব নির্বাচককে টেন্ডার ভোটপত্র প্রদান করা হয়েছে তাঁদের নাম তালিকাভুক্ত করুন। ১৭খ (17B) নিদর্শে এই তথ্য লিখে রাখতে হবে। টেন্ডার ভোটপত্রগুলি ও ১৭খ নিদর্শের তালিকাটি আলাদা খামে রাখুন।

৯.৪৫ আপনি সতর্ক করা সত্ত্বেও যদি দেখেন কোনো নির্বাচক গোপনীয়তা রক্ষার পদ্ধতি মেনে চলছেন না তাহলে তাঁকে ভোট দিতে দেবেন না।

৯.৪৬ নির্বাচক নিবন্ধে তাঁর সম্পর্কিত লিখনের পাশে 'মন্তব্য' কলমে ঐ বিষয়টি লিখে রাখুন। এই ধরনের নির্বাচকের কারণে নির্বাচক নিবন্ধের ক্রমিক নম্বরে কোনো পরিবর্তন ঘটাবেন না।

৯.৪৭ ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার নির্ধারিত সময়ে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা সমস্ত নির্বাচক যাতে ভোটদান করতে পারেন তা সুনিশ্চিত করতে ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার কয়েক মিনিট আগে লাইনের শেষ নির্বাচক থেকে শুরু করে প্রথম নির্বাচক পর্যন্ত সকলকে আপনার দ্বারা যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত এবং ক্রমিক সংখ্যাযুক্ত চিরকুট দিন।

৯.৪৮ ভোট শেষ হবার নির্ধারিত সময়ের পর কিছু সময় ধরে ভোট চালাতে হলেও যাঁদেরকে এই স্লিপ দেওয়া হয়েছে তাঁদের প্রত্যেককে ভোট দিতে দিন।

৯.৪৯ ১৭ক নিদর্শে (নির্বাচক নিবন্ধ) থাকা ভোটের সংখ্যার সঙ্গে মিলিয়ে দেখার জন্য **টোটাল** বোতামে চাপ দিন এবং কন্ট্রোল ইউনিটে নথিভুক্ত ভোটের সংখ্যা লিখে রাখুন।

৯.৫০ সর্বশেষ নির্বাচকের ভোট দেওয়া শেষ হলে নিয়মমাফিকভাবে ভোটগ্রহণের সমাপ্তি ঘোষণা করুন।

৯.৫১ '**ক্লোজ**' বোতামের রবারের ঢাকনা সরিয়ে নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের 'ক্লোজ' বোতামে চাপ দিয়ে ভোটযন্ত্র বন্ধ করুন। এইভাবে 'ক্লোজ' বোতামে চাপ দেবার পর ঐ বোতামের উপর রবারের ঢাকনা পুনরায় লাগিয়ে দিন। **প্রিসাইডিং অফিসারের রিপোর্টের (অনুবন্ধ-৫) অংশ**-৩ প্রস্তুত করুন।

৯.৫২ ভোট গ্রহণ পর্বের শেষে, নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের পিছনের দিকের খোপের পাওয়ার সুইচ **অফ** করুন এবং ব্যালট ইউনিট(গুলি), ভিভিপ্যাট ও নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের মধ্যে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিন।

৯.৫৩ প্রিসাইডিং অফিসার, পোলিং এজেন্টদের উপস্থিতিতে ভিভিপ্যাট থেকে পাওয়ার প্যাক (ব্যাটারি) খুলে ফেলবেন। পাওয়ার প্যাক (ভিভিপ্যাট) খুলে ফেলার পরেই পোলিং এজেন্টদের উপস্থিতিতে ভিভিপ্যাটের বহনকারী বাক্সটি সিল করতে হবে (৯ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখের ই সি আই নির্দেশাবলি - ভিভিপ্যাটের পাওয়ার প্যাক (ব্যাটারি)-এর ব্যবহৃত সংক্রান্ত নির্দেশাবলি।

৯.৫৪ নিয়ন্ত্রণ ইউনিট, ভিভিপ্যাট ও ভোটপত্র ইউনিট(গুলি)-কে তাদের নিজ নিজ বহনকারী বাক্সে রাখুন।

৯.৫৫ প্রত্যেকটি বহনকারী বাক্সে দৃঢ়ভাবে অ্যাড্রেস ট্যাগ লাগিয়ে বহনকারী বাক্সগুলির দুই প্রান্ত সিল করুন।

৯.৫৬ ১৭গ (17C) নিদর্শে গৃহীত ভোটের হিসাব প্রস্তুত করুন।

৯.৫৭ প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর/পোলিং এজেন্টকে গৃহীত ভোটের হিসাবের প্রত্যয়িত প্রতিলিপি দিন। নির্দিষ্ট ঘোষণা নিদর্শে এই মর্মে লিপিবদ্ধ করুন।

৯.৫৮ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে উপস্থিত এবং ইচ্ছুক প্রত্যেক প্রার্থী/পোলিং এজেন্টকে এইসব বহনকারী বাক্সে তাঁদের সিল লাগাতে দিন।

৯.৫৯ সমস্ত নির্বাচনী কাগজপত্র ও জিনিসপত্র আলাদা প্যাকেটে সিল করুন।

৯.৬০ (১) নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপি, (২) নির্বাচক নিবন্ধ, (৩) ভোটার স্লিপ, (৪) ব্যবহৃত টেন্ডার ভোটপত্র এবং ১৭খ নিদর্শে তালিকা এবং (৫) অব্যবহৃত টেন্ডার ভোটপত্র সংবলিত খামগুলিতে আপনার সিল লাগান।

৯.৬১ প্রত্যেক ইচ্ছুক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/পোলিং এজেন্টকে এইসব খামের উপরেও তাঁদের সিল লাগাতে দিন।

৯.৬২ নির্বাচনী কাগজপত্র ও জিনিসপত্রের প্যাকেটগুলি তাদের নিজ নিজ প্যাকেট ভরে রাখুন। জিনিসপত্র প্যাকেট করা সংক্রান্ত অধ্যায়-৭ দেখুন।

৯.৬৩ সংগ্রহকেন্দ্রে নির্বাচন সম্পর্কিত সমস্ত কাগজ ও জিনিসপত্র জমা না দেওয়া পর্যন্ত আপনি দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাবেন না।

৯.৬৪ ভোট গ্রহণ পর্ব শেষ হবার পর, অবিলম্বে, ভিভিপ্যাট সহ ভোটযন্ত্র এবং অন্যান্য নির্বাচনী সামগ্রী সংগ্রহ কেন্দ্রে জমা দিতে হবে।

৯.৬৫ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ঘটনাবলির পূর্ণাঙ্গ ও যথাযথ হিসাব রাখার জন্য সবদিক থেকে সঠিকভাবে প্রিসাইডিং অফিসারের ডায়েরি রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। ভোটগ্রহণের শেষে নয়, যখন যা ঘটনা ঘটবে তখনই তা লিখে রাখুন।

৯.৬৬ যদি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে কোনো প্রকাশ্য হিংসাত্মক ঘটনা বা দাঙ্গা ঘটে তাহলে ভোটগ্রহণ মুলতুবি রাখুন। ঘটনার সম্পূর্ণ তথ্য তৎক্ষনাৎ রিটার্নিং অফিসারকে জানান।

৯.৬৭ যদি বুথ দখল বা ভোটযন্ত্র অথবা নির্বাচক নিবন্ধ, নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপি ইত্যাদির মতো কোনো গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী সামগ্রী আপনার হেফাজত থেকে অবৈধভাবে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয় বা বিকৃত বা ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়, তাহলে ভোটগ্রহণ বন্ধ করে দিন। ঘটনার সম্পূর্ণ তথ্য তৎক্ষণাৎ রিটার্নিং অফিসারকে জানান।

৯.৬৮ **ই ভি এম এবং ভিভিপ্যাট বদল**

(ক) প্রকৃত ভোটগ্রহণ শুরুর পূর্বে যদি কোনো একটি ইউনিটে ত্রুটি দেখা যায় তবে কেবলমাত্র সেই ইউনিট(গুলি) বদলাতে হবে এবং নতুন ইউনিট(গুলি) নিয়ে মহড়া ভোটগ্রহণ সম্পন্ন করতে হবে। প্রিসাইডিং অফিসারের প্রতিবেদনের অংশ-৪ প্রস্তুত করতে হবে এবং সেক্টর অফিসারকে (SO) দিতে হবে।

(খ) প্রত্যেক মহড়া ভোটের পরে প্রিসাইডিং অফিসারের প্রতিবেদনের অংশ-১ প্রস্তুত করতে হবে।

(গ) প্রকৃত ভোটগ্রহণ চলাকালীন যদি নিয়ন্ত্রণ ইউনিট বা কন্ট্রোল ইউনিটের পাওয়ার প্যাক বদলাতে হয় তাহলে প্রিসাইডিং অফিসারের প্রতিবেদনের অংশ-২ প্রস্তুত করতে হবে এবং এই ক্ষেত্রে মহড়া ভোটের কোনো প্রয়োজন নেই।

(ঘ) প্রকৃত ভোটগ্রহণ চলাকালীন যদি ভিভিপ্যাট বা ভিভিপ্যাট পাওয়ার প্যাক-এ ত্রুটি দেখা যায় তবে শুধুমাত্র ভিভিপ্যাট বা ভিভিপ্যাট পাওয়ার প্যাক বদলাতে হবে এবং এই ক্ষেত্রে মহড়া ভোটের কোনো প্রয়োজন নেই। প্রিসাইডিং অফিসারের প্রতিবেদনের অংশ-৫ প্রস্তুত করতে হবে এবং সেক্টর অফিসারকে (SO) দিতে হবে।

(ঙ) প্রকৃত ভোটগ্রহণ চলাকালীন যদি ব্যালট ইউনিট বা কন্ট্রোল ইউনিটে ত্রুটি দেখা যায় তবে ব্যালট ইউনিট + কন্ট্রোল ইউনিট + ভিভিপ্যাট-এর সম্পূর্ণ সেট বদলাতে হবে। নতুন সেট-এ নোটা সহ প্রত্যেক প্রার্থীকে একটি করে ভোট দিয়ে মহড়া ভোট সম্পন্ন করতে হবে। প্রিসাইডিং অফিসারের প্রতিবেদনের অংশ-১ ও অংশ-৫ প্রস্তুত করতে হবে এবং অংশ-৫ সেক্টর অফিসারকে (SO) দিতে হবে।

৯ (ক) সাধারণ ভুলভ্রান্তি

প্রিসাইডিং অফিসার কর্তৃক ই ভি এম / ভিভিপ্যাট পরিচালনা ছাড়া অন্যান্য সাধারণ ভুলভ্রান্তি

- মহড়া ভোটের পর সি আর সি (CRC) করা হয়নি।
- মহড়া ভোটের চিরকুটগুলি বের করা হয়নি।
- ভোটগ্রহণ শেষ হবার পর 'ক্লোজ' বোতামে চাপ দিতে ভুলে যাওয়া।
- এমনকি শুধুমাত্র ভিভিপ্যাট বদল হলেও মহড়া ভোট অনুষ্ঠিত করা যার অনুমোদন দেওয়া হয়নি।
- ১৭গ নিদর্শ জমা দেওয়া হয়নি। কেউ কেউ আবার অসম্পূর্ণ বিবরণ সহ জমা দেন।
- ভোটদাতার সংখ্যা যথাযথভাবে লেখা হয়নি। মোট গৃহীত ভোটসংখ্যার বদলে ভোট কেন্দ্রে কতজন ভোটার আছেন তা উল্লেখ করা। পুরুষ ও মহিলা ভোটারদের সংখ্যা লেখা হয়নি।
- অকারণে ই ভি এম, ভিভিপ্যাট বদল করা হয়েছে, যেমন-বিদ্যুৎ সংযোগ সঠিকভাবে করা হয়নি অথচ ই ভি এম বদলানো হয়েছে।
- ভোটগ্রহণ পর্বের শেষে ই ভি এম, ভিভিপ্যাটের বহনকারী বাক্সের অ্যাড্রেস ট্যাগ বাঁধা ও সিল করা হয়নি।

৯ (খ) কী করবেন আর কী করবেন না

৯.খ.১ ভিভিপ্যাট ব্যবহারের ক্ষেত্রে যা করবেন আর যা করবেন না

যা করবেন	যা করবেন না
পরিবহনের আগে পেপার রোল নব্ (knob) লক্ অবস্থায় (অনুভূমিক অবস্থায়) আছে কিনা সে বিষয়ে সুনিশ্চিত হোন।	
ভোটগ্রহণের পূর্বে কন্ট্রোল ইউনিটের সুইচ অন করার আগে পেপার রোল নব্ আনলক্ (খাড়া/উল্লম্ব) অবস্থায় আনুন।	ভিভিপ্যাটের পেপার রোল নব্ আনলক্ (খাড়া/উল্লম্ব) অবস্থায় আনার আগে কন্ট্রোল ইউনিটের সুইচ অন করবেন না।
ব্যালট ইউনিট ও ভিভিপ্যাট ভোটদান কক্ষে রাখুন। কন্ট্রোল ইউনিটটিকে প্রিসাইডিং অফিসারের/পোলিং অফিসারের টেবিলে রাখুন।	
রঙ দেখে সঠিক সংযোগ স্থাপন করুন।	ভিভিপ্যাটের উপরে যাতে সরাসরি আলো না পড়ে বা হাই পাওয়ারের আলো না জ্বলে তা দেখুন।
সংযোজকগুলি যথাযথভাবে ঢোকানো হয়েছে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হোন।	সংযোজকের ক্লিপগুলি না চেপে তার বা কেবল খুলবেন না।
কন্ট্রোল ইউনিটের সুইচ 'অন' করুন, ভিভিপ্যাটের সবুজ আলো জ্বলে উঠবে এবং ভিভিপ্যাটে ৭টা স্লিপ বা চিরকুট মুদ্রিত হবে।	৭টা স্লিপ বা চিরকুট মুদ্রিত হয়ে কেটে না পড়ে যাওয়া পর্যন্ত কন্ট্রোল ইউনিটের সুইচ অফ্ করবেন না।
কন্ট্রোল ইউনিটে কোনো 'ERROR' মেসেজ আছে কিনা তা দেখুন। কোনো 'ERROR' থাকলে সেক্টর অফিসারকে জানান।	কন্ট্রোল ইউনিটে কোনো 'PRINTER ERROR' মেসেজ থাকলে ভোটগ্রহণ শুরু করবেন না।

ব্যাটারি পরিবর্তন করা সহ যে-কোনো ধরনের সংযোগ স্থাপন ও বিচ্ছিন্ন করার পূর্বে সর্বদাই কন্ট্রোল ইউনিটের সুইচ অফ্ করে নেবেন।	ভোটগ্রহণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত পেপার রোল নব্ খুলবেন না।
দ্রষ্টব্য : ভিভিপ্যাট সংক্রান্ত যে-কোনো মেসেজ বা বার্তা কন্ট্রোল ইউনিটের ডিসপ্লেতে দেখা যাবে।	

৯.খ.২. ভিভিপ্যাট ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে যা করবেন আর যা করবেন না

যা করবেন	যা করবেন না
সবকটি প্রশিক্ষণে বা ট্রেনিংয়ে অংশগ্রহণ করুন	ভোটসামগ্রী পুলিশ বা অন্য কারোর হেফাজতে রাখবেন না
যে সমস্ত কাগজপত্র দেওয়া হয়েছে সেগুলো পড়ে দেখুন	এজেন্টদের ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ফোন, ক্যামেরা বা অন্য কোনোরকম বৈদ্যুতিন গ্যাজেট আনার অনুমতি দেবেন না
হাতেকলমে ইভিএম-এর অভিজ্ঞতা অর্জন করুন	ভোটারদেরও ফোন, ক্যামেরা বা অন্য কোনোরকম বৈদ্যুতিন গ্যাজেট নিয়ে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে আসার অনুমতি দেবেন না
ডাক ভোটপত্র বা পোস্টল ব্যালট এবং ইডিসি-র সুবিধা গ্রহণ করুন	ভোটকর্মীদেরকে কারোও সঙ্গে বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়তে দেবেন না
বণ্টন কেন্দ্র বা ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টারে যেসব জিনিসপত্র দেওয়া হবে সেগুলি যত্ন করে পরীক্ষা করে দেখুন	ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে কাউকে আগুন জ্বালানোর অনুমতি দেবেন না
ভোটগ্রহণের দিনের আগের রাত্রে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে থাকুন দেবেন না	কোনো এজেন্টকে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রচারের অনুমতি
ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে কোনো রাজনৈতিক নেতার ছবি থাকলে সেটি ঢেকে দিন বা সরিয়ে দিন	কোনো প্রচারসামগ্রী বা প্রচারসজ্জা নিয়ে কাউকে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ঢোকার অনুমতি দেবেন না
নির্ধারিত সময়ে প্রাক্ ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু ও শেষ করুন	সংবাদ মাধ্যমের ফোটোগ্রাফারদের ছবি তোলার অনুমতি দেবেন না
দল হিসাবে কাজ করুন এবং অন্যদের সহযোগিতা করুন	কোনো তর্কে জড়াবেন না
নিরপেক্ষ থাকুন এবং নিজেকে নিরপেক্ষ প্রতিপন্ন করুন	ভোটের ফলাফল বা গতিপ্রকৃতি নিয়ে এজেন্টদের সঙ্গে আলোচনা করবেন না
পোলিং এজেন্ট ওই ভোটকেন্দ্রের ভোটার কিনা তা যাচাই করে নিন	প্রার্থী বা নির্বাচনী এজেন্টদের বন্দুকধারী রক্ষীদল বা সমর্থকদের নিয়ে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ঢোকার অনুমতি দেবেন না
উপস্থিত পোলিং এজেন্টদের সিলের উপর সই করতে দিন বিঘ্ন ঘটাতে দেবেন না	সফরকারী প্রার্থী বা নির্বাচনী এজেন্টদের ভোট প্রক্রিয়ার
সিল করার আগে কন্ট্রোল ইউনিটে সিআরসি (CRC) করুন	ডাকা না হলে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে পুলিশ ঢুকতে দেবেন না
ভিজিটর শিট রক্ষণাবেক্ষণ করুন	মন্ত্রী সহ কোনোরকম অননুমোদিত ব্যক্তিতে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ঢুকতে দেবেন না
সব পোলিং এজেন্টকে ১৭গ নিদর্শ দিন প্রিসাইডিং অফিসারের ডায়েরি নিখুঁতভাবে পূরণ করুন	কোনো ভোটদাতা যখন ভোট দেবেন তখন কাউকে ভোটদান কক্ষে যেতে দেবেন না এজেন্টকে কারও সঙ্গী হবার অনুমতি দেবেন না
প্রিসাইডিং অফিসার অনুমোদিত অভ্যাগতদের সঙ্গে কথা বলবেন এবং ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া চালু রাখবেন	ভোটগ্রহণ পর্ব শেষ করার নির্ধারিত সময়সীমা পেরিয়ে যাবার পর কাউকে লাইনে দাঁড়াতে দেবেন না
নির্ধারিত সময়ে ভোটগ্রহণ শেষ করুন এবং পরবর্তী প্রক্রিয়া অনুসরণ করুন	তাড়াহুড়ো করবেন না। তাড়াহুড়ো করে কাজ করলে ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে

ভাগ-২
অনুবন্ধসমূহ বা সংযোজনী সমূহ

অনুবন্ধ ১

১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের উদ্ধৃতাংশ

(প্রথম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১.১)

দ্রষ্টব্য ঃ ই ভি এম যন্ত্র ও ভিভিপ্যাট-এর ব্যবহার শুরু হওয়ার কারণে কোনো পরিবর্তন করা হয়ে থাকলে ৬১ ক ধারা সাপেক্ষে উক্ত পরিবর্তনের ব্যাখ্যা অনুবন্ধ-১ (১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের উদ্ধৃতাংশ) ও অনুবন্ধ - ২এ (১৯৬১ সালের নির্বাচন পরিচালনা নিয়মাবলির উদ্ধৃতাংশ) উল্লিখিত যাবতীয় বিষয়সমূহের ভিত্তিতে পঠিতব্য।

২৬. ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রিসাইডিং অফিসার নিয়োগ

১। জেলা নির্বাচন আধিকারিক প্রতিটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের জন্য একজন করে প্রিসাইডিং অফিসার নিয়োগ করবেন এবং তিনি যেমন প্রয়োজন মনে করবেন সেই অনুযায়ী পোলিং অফিসার বা অফিসারদের নিয়োগ করবেন, কিন্তু এমন কোনো ব্যক্তিকে নিয়োগ করবে না যিনি কোনো প্রার্থীর দ্বারা তাঁর পক্ষে নির্বাচনে বা নির্বাচন সম্বন্ধীর কাজকর্মে নিয়োজিত হয়েছেন অথবা অন্য কোনোভাবে প্রার্থীর হয়ে কাজকর্ম করছেন।

যদি কোনো পোলিং অফিসার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে অনুপস্থিত থাকেন তবে প্রিসাইডিং অফিসার, যে ব্যক্তি কোনো প্রার্থীর দ্বারা নিযুক্ত হয়ে বা তাঁর পক্ষ থেকে অথবা প্রার্থীর পক্ষ সমর্থন করে নির্বাচনে বা নির্বাচন সম্বন্ধীয় কাজকর্ম করছেন, তাঁকে বাদ দিয়ে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে যে কোনো ব্যক্তিকে পূর্ববর্তী পোলিং অফিসারের অনুপস্থিতিতে পোলিং অফিসাররূপ নিয়োগ করবেন এবং জেলা নির্বাচন অধিকারিককে এই বিষয়টি যথানিয়মে জানাবেন।

অবশ্য জেলা নির্বাচন আধিকারিক একই ব্যক্তিকে একই ভবন চত্বরে অবস্থিত একাধিক ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের প্রিসাইডিং অফিসার হিসাবে নিয়োগ করতে পারবেন না, এমন কোনো সংস্থান এই উপধারায় নেই।

২। যদি প্রিসাইডিং অফিসার এই আইন অথবা এই আইনের অধীনে কোনো নিয়মাবলি বা আদেশ অনুযায়ী কোনো পোলিং অফিসারকে প্রিসাইডিং অফিসারের যে কোনো বা সমস্ত দায়িত্ব পালন করার নির্দেশ দেন তবে সেই পোলিং অফিসার তা সম্পাদন করবেন।

৩। যদি কোনো প্রিসাইডিং অফিসার অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণবশত ভোটগ্রহণকেন্দ্রে উপস্থিত হতে না পারেন, তবে তাঁর অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে এ ধরনের দায়িত্ব পালনের জন্য জেলা নির্বাচন আধিকারিক যে পোলিং অফিসারকে প্রাধিকার দিয়েছেন সেই পোলিং অফিসার ওই প্রিসাইডিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করবেন।

৪। পরিস্থিতির প্রয়োজনে যদি অন্যরকম কিছু না হয়, তাহলে এই আইন অনুযায়ী 'প্রিসাইডিং অফিসার' বলতে প্রযোজ্যমত উপ-ধারা (২) বা উপ-ধারা (৩)-এর অধীনে এই দায়িত্বপালনে প্রাধিকারপ্রাপ্ত যে কোনো ব্যক্তিকে বোঝাবে।

২৭। প্রিসাইডিং অফিসারের সাধারণ দায়িত্ব-কর্তব্য

ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও ভোটগ্রহণ সুষ্ঠুভাবে হচ্ছে কি না তা দেখাই হবে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রিসাইডিং অফিসারের সাধারণ কর্তব্য।

২৮। পোলিং অফিসারের কর্তব্যসমূহ

ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রিসাইডিং অফিসারকে তাঁর দায়িত্ব পালনে সহায়তা করাই সেই ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের পোলিং অফিসারের কর্তব্য।

২৮ক। নির্বাচন কমিশনের অধীনে প্রতিনিযুক্ত রিটার্নিং অফিসার, প্রিসাইডিং অফিসার প্রমুখ

রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিসাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার ও এই ধারা অনুযায়ী নিযুক্ত অন্যান্য আধিকারিক এবং নির্বাচন পরিচালনার জন্য রাজ্য সরকার কর্তৃক সমায়িকভাবে প্রাধিকারপ্রাপ্ত কোনো পুলিশ অফিসার ওই নির্বাচন কমিশনের ডেপুটেশনে রয়েছেন বলে গণ্য হবেন এবং তদনুযায়ী ওই আধিকারিকগণ নির্বাচন কমিশনের নিয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাবধান ও শৃঙ্খলার আওতায় থাকবেন।

৪৬। পোলিং এজেন্ট নিয়োগ

একজন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাঁর নির্বাচনী এজেন্ট ২৫ ধারা অনুযায়ী অথবা ২৯ ধারার (১) উপ-ধারা অনুসারে ভোটগ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে নির্ধারিত সংখ্যা অনুযায়ী সেই প্রার্থীর এজেন্টরূপে কাজ করার জন্য প্রতিটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে পোলিং এজেন্ট বা রিলিফ এজেন্ট নিযুক্ত করতে পারবেন।

৪৮। নিয়োগ প্রত্যাহার কিংবা কোনো পোলিং এজেন্ট বা গণনা এজেন্টের মৃত্যু

(১) কোনো পোলিং এজেন্টের নিয়োগ প্রত্যাহারপত্র প্রার্থী বা তাঁর নির্বাচন এজেন্ট দ্বারা স্বাক্ষরিত হতে হবে এবং নির্দিষ্ট আধিকারিকের নিকট যেদিন পেশ করা হবে সেদিন থেকে তা কার্যকর হবে এবং এরকম প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে অথবা নির্বাচন সমাপ্ত হওয়ার আগে কোনো পোলিং এজেন্টের মৃত্যু হলে, প্রার্থী বা তাঁর নির্বাচন এজেন্ট নির্ধারিত নির্বাচন প্রক্রিয়া সমাপ্ত হওয়ার আগে যে কোনো সময় অন্য একজন পোলিং এজেন্ট নিযুক্ত করতে পারেন এবং অবিলম্বে নির্দিষ্ট আধিকারিকের কাছে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সেই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি পাঠাবেন।

(২) কোনো গণনা এজেন্টের নিয়োগ প্রত্যাহারপত্র প্রার্থী বা তার নির্বাচন এজেন্ট দ্বারা স্বাক্ষরিত হতে হবে এবং রিটার্নিং অফিসারের নিকট যেদিন পেশ করা হবে সেদিন থেকে তা কার্যকর হবে এবং এরকম প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে অথবা গণনা শুরু হওয়ার আগে কোনো গণনা এজেন্টের মৃত্যু হলে, প্রার্থী বা তাঁর নির্বাচন এজেন্ট ভোটগণনা শুরু হওয়ার আগে নির্দিষ্ট পদ্ধতির মাধ্যমে অন্য একজন গণনা এজেন্ট নিয়োগ করতে পারেন এবং অবিলম্বে নির্দিষ্ট পদ্ধতির মাধ্যমে সেই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি রিটার্নিং অফিসারের কাছে পাঠাবেন।

৪৯। পোলিং এজেন্ট ও গণনা এজেন্টদের কাজকর্ম

(১) একজন পোলিং এজেন্ট ভোটগ্রহণ সংক্রান্ত সেইসব দায়িত্ব পালন করতে পারেন যা এই আইনের দ্বারা প্রাধিকারপ্রাপ্ত অথবা এই আইন অনুযায়ী পোলিং এজেন্টের করণীয়।

(২) একজন গণনা এজেন্ট ভোটগণনা সংক্রান্ত সেইসব দায়িত্ব পালন করতে পারেন যা এই আইনের দ্বারা প্রাধিকারপ্রাপ্ত অথবা এই আইন অনুযায়ী গণনা এজেন্টের করণীয়।

৫০। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাঁর নির্বাচন এজেন্টের উপস্থিতি এবং পোলিং এজেন্ট বা গণনা এজেন্টের কার্য সম্পাদন করা

(১) প্রতিটি নির্বাচনে যে ক্ষেত্রে ভোটগ্রহণ করা হয়, সেখানে সেই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রত্যেক প্রার্থী ও তাঁর নির্বাচন এজেন্টের ২৫ ধারার অধীনে ভোটগ্রহণের জন্য নির্ধারিত যে কোনো ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে অথবা ২৯ ধারার (১) উপ-ধারার অধীনে ভোটগ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত থাকার অধিকার রয়েছে।

(২) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী যদি কোনো পোলিং এজেন্ট বা গণনা এজেন্টকে নিয়োগ করেন, তাহলে এই আইনের সংস্থান অনুযায়ী তাঁদের যে কাজগুলি করার কথা, সেই কাজগুলি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাঁর নির্বাচনী এজেন্ট নিজে করতে পারেন বা সেই কাজ করার ক্ষেত্রে পোলিং এজেন্ট বা গণনা এজেন্টকে সাহায্য করতে পারেন।

৫১। পোলিং এজেন্ট অথবা গণনা এজেন্টের অনুপস্থিতি

এই আইনের সংস্থান অনুযায়ী যদি কোনো কাজ বা অন্য কিছু পোলিং এজেন্ট বা গণনা এজেন্টের উপস্থিতিতে করার কথা থাকে, কিন্তু যদি এরকম কোনো এজেন্ট ঐ কাজের জন্য নির্ধারিত সময়ে নির্ধারিত স্থানে উপস্থিত না থাকেন, অথচ ঐ কাজ যদি অন্যসব দিক থেকে যথাযথভাবে সম্পন্ন করা হয়, তাহলে এজেন্টদের অনুপস্থিতির কারণে ঐ কাজ বাতিল বা অবৈধ বলে গণ্য হবে না।

৫৭। জরুরি ক্ষেত্রে ভোটগ্রহণ মুলতুবি রাখা

(১) ২৫ ধারা অনুযায়ী নির্দিষ্ট কোনো ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে অথবা ২৯ ধারার (১) উপ-ধারার আওতায় ভোটগ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে যদি নির্বাচন চলাকালীন কোনো দাঙ্গা বা প্রকাশ্য হিংসাত্মক ঘটনার জন্য ভোটগ্রহণ কার্য বিঘ্নিত বা বাধাপ্রাপ্ত হয় অথবা কোনো নির্বাচনে কোনো ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে বা সেরূপ কোনো স্থানে যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা যথেষ্ট যুক্তিগ্রাহ্য কারণে যদি ভোটগ্রহণ সম্ভব না হয়, সেই ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের প্রিসাইডিং অফিসার অথবা ওই স্থানের তত্ত্বাবধানকারী রিটার্নিং অফিসার যিনিই থাকুন, তিনি পরবর্তী তারিখ পরে জানানোর আশ্বাস দিয়ে ভোটগ্রহণের কাজ মুলতুবি রাখার ঘোষণা করবেন এবং যে ক্ষেত্রে প্রিসাইডিং অফিসার স্থগিতাদেশ ঘোষণা করবেন সে ক্ষেত্রে তিনি বিষয়টি অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারকে জানাবেন।

(২) যখনই (১) উপ-ধারা অনুযায়ী ভোটগ্রহণ মুলতুবি রাখা হবে তৎক্ষণাৎ রিটার্নিং অফিসার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও নির্বাচন কমিশনের কাছে পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রতিবেদন পেশ করবেন এবং নির্বাচন কমিশনের পূর্বানুমতির ভিত্তিতে যত শীঘ্র সম্ভব পুনরায় ভোটগ্রহণের দিন ধার্য করবেন, ভোটগ্রহণের জন্য কেন্দ্র বা স্থান ও সময় নির্দিষ্ট করবেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত এরূপ নির্বাচন সম্পূর্ণ না হয় ততক্ষণ এরূপ নির্বাচনে প্রদত্ত ভোট গণনা করবেন না।

(৩) উপরোক্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসার নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে (২) উপধারা অনুযায়ী ভোটগ্রহণের তারিখ, স্থান ও সময় প্রজ্ঞাপিত করবেন।

৬১ ক। নির্বাচনে ভোটযন্ত্রের ব্যবহার

এই আইনে বা তদ্বাধীনে প্রণীত নিয়মাবলিতে যাই বলা থাকুক না কেন নির্বাচন কমিশনের দ্বারা প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিস্থিতি বিবেচিত হওয়ার পর কমিশন নির্দেশিত পদ্ধতিতে কোনো একটি বা একাধিক নির্বাচনক্ষেত্রে ভোটযন্ত্রের সাহায্যে ভোটদান ও ভোটগ্রহণ নথিভুক্ত করা যাবে।

ব্যাখ্যা— এই ধারায় 'ভোটযন্ত্র' বলতে ভোটদান ও ভোটগ্রহণের জন্য ব্যবহৃত ইলেকট্রনিক বা অন্য যে কোনো উপায়ে পরিচালিত যন্ত্র বা সরঞ্জাম বোঝাবে এবং কোনো নির্বাচনে যেখানেই এ ধরনের ভোটযন্ত্র ব্যবহৃত হয় সেখানে, অন্য কোনোরকম বিধান না থাকলে এই আইন বা তদধীনে প্রণীত নিয়মাবলিতে ভোটবাক্সের বা ভোটপত্রের কোনো উল্লেখ থাকলে তার দ্বারা এধরনের ভোটযন্ত্রের উল্লেখ করা হচ্ছে বলে বুঝতে হবে।

৬২। ভোটদানের অধিকার

(১) যেসব ব্যক্তির নাম তালিকায় নেই এবং এই আইন অনুসারে যাঁদের ক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে অন্যরকম বিধান দেওয়া আছে তাঁরা ছাড়া কোনো নির্বাচনক্ষেত্রের নির্বাচক তালিকায় যেসব ব্যক্তির নাম তালিকাভুক্ত রয়েছে তাঁরা প্রত্যেকে ওই নির্বাচনক্ষেত্রে ভোটদানের অধিকারী হবেন।

(২) ১৯৫০ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের (১৯৫০-এর ৪৩) ১৬ ধারায় যেসকল ব্যক্তিকে ভোটদানের অনুপযুক্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে তেমন কোনো ব্যক্তি কোনো নির্বাচনক্ষেত্রে নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন না।

(৩) কোনো ব্যক্তি কোনো সাধারণ নির্বাচনে একই শ্রেণিভুক্ত একাধিক নির্বাচনক্ষেত্রে ভোট দিতে পারবেন না এবং যদি কোনো ব্যক্তি ওইরূপ একাধিক নির্বাচনক্ষেত্রে ভোট দেন তবে প্রতিটি নির্বাচনক্ষেত্রেই তাঁর দেওয়া ভোট বাতিল হবে।

(৪) কোনো ব্যক্তি কোনো নির্বাচনে একই নির্বাচনক্ষেত্রে একবারের বেশি ভোট দিতে পারবেন না। যদি তাঁর নাম সেই নির্বাচনক্ষেত্রের নির্বাচক তালিকায় একাধিক স্থানে নিবন্ধিত হয়ে থাকে এবং তিনি তদনুযায়ী ভোট দিয়ে থাকেন তাহলেও একাধিকবার ভোট দিলে সেই নির্বাচনক্ষেত্রে তাঁর সব ভোট নাকচ করা হবে।

(৫) কোনো ব্যক্তি যদি কারাদণ্ড বা দ্বীপান্তরে দণ্ডিত হয়ে কারাগারে বন্দি থাকেন অথবা পুলিশের আইনসম্মত হেফাজতে থাকেন তাহলে তিনি কোনো নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন না।

অবশ্য যদি কোনো ব্যক্তি বর্তমানে বলবৎ থাকা যে কোনো আইনের বলে নিবারণমূলক আটক থাকেন তবে এই উপধারার কোনো বিধানই তাঁর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

তবে, এও মনে রাখতে হবে যে, যদি কোনো ব্যক্তির নাম নির্বাচক তালিকায় থাকে, কিন্তু এই উপ-ধারা অনুযায়ী তিনি কোনো কারণে ভোটদান করতে না পারেন, তাহলেও তিনি ঐ নির্বাচনক্ষেত্রের ভোটার থাকবেন।

(৬) এই আইনের (৩) নং ও (৪) নং উপ-ধারায় এমন কিছু বলা নেই যা একজন ভোটদাতার প্রতিনিধি (প্রক্সি) হিসাবে ভোটদান করতে প্রাধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তির উক্ত ভোটদাতার হয়ে ভোটদান করার সময় প্রযোজ্য হতে পারে।

১২৮। ভোটগ্রহণের গোপনীয়তা বজায় রাখা

(১) কোনো নির্বাচনে ভোটগ্রহণ বা ভোটগণনার কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল আধিকারিক, করণিক, এজেন্ট বা অন্য কোনো ব্যক্তি ভোটের গোপনীয়তা বজায় রাখবেন ও রাখতে সাহায্য করবেন এবং আইনমতো প্রাধিকারপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তিকে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য ছাড়া এই গোপনীয়তা বিঘ্নিত করার মতো কোনো তথ্য জানাবেন না।

মনে রাখতে হবে যে, রাজ্যসভার এক বা একাধিক আসন পূরণের জন্য অনুষ্ঠিত নির্বাচনের কাজের সাথে যুক্ত আধিকারিক, করণিক, এজেন্ট বা অপর ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই উপ-ধারার সংস্থানগুলি প্রযোজ্য হবে না।

(২) কোনো ব্যক্তি যদি (১) নং উপ-ধারার নির্দেশগুলিকে লঙ্ঘন করেন, তিনি কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন ও এই কারবাস তিন মাস পর্যন্ত হতে পারে বা তাঁর জরিমানা হতে পারে বা কারাবাস ও জরিমানা উভয়ই হতে পারে।

১২৯। নির্বাচনকালে আধিকারিক প্রমুখরা নির্বাচনে প্রার্থীদের পক্ষে কাজ করবেন না বা ভোটগ্রহণকে প্রভাবিত করবেন না

(১) কোনো নির্বাচনে জেলা নির্বাচন আধিকারিক বা রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসার বা প্রিসাইডিং অফিসার বা পোলিং অফিসার বা নির্বাচনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো দায়িত্ব পালন করার জন্য রিটার্নিং অফিসার বা প্রিসাইডিং অফিসার দ্বারা নিযুক্ত কোনো অফিসার বা করণিক নির্বাচন পরিচালনা করা বা ব্যবস্থাপনার কাজে নিরত থাকাকালীন (ভোট দেওয়া ছাড়া) কোনো প্রার্থীর জয়ের পথ সুগম করার মতো কোনো কাজ করবেন না।

(২) পূর্বোল্লিখিত কোনো ব্যক্তি এবং পুলিশবাহিনীর কোনো সদস্য—

(ক) কোনো ব্যক্তিকে নির্বাচনে ভোট দিতে বাধ্য করতে পারবেন না, বা

(খ) কোনো ব্যক্তিকে নির্বাচনে ভোটদান থেকে নিবৃত্ত করতে পারবেন না, বা

(গ) নির্বাচনে কোনো ব্যক্তির ভোটদানকে কোনোভাবেই প্রভাবিত করতে পারবেন না।

(৩) কোনো ব্যক্তি যদি (১) উপ-ধারা বা (২) উপ-ধারার সংস্থানগুলি লঙ্ঘন করেন তাহলে তিনি ছয়মাস পর্যন্ত কারাদণ্ডে অথবা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডেই দণ্ডনীয় হবেন।

(৪) (৩) উপ-ধারা অনুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ আদালতগ্রাহ্য হবে।

১৩০। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের মধ্যে বা নিকটে প্রচার নিষিদ্ধ

(১) যে কোনো ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে কোনো ব্যক্তি ভোটগ্রহণের নির্দিষ্ট দিনে বা দিনগুলিতে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের মধ্যে বা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ১০০ মিটারের মধ্যে অবস্থিত কোনা সরকারি বা বেসরকারি স্থানে নিম্নলিখিত কাজগুলি করতে পারবেন না, যথা—

(ক) ভোট প্রার্থনা করতে, বা

(খ) কোনো নির্বাচককে ভোটদানের জন্য অনুরোধ করতে, বা

(গ) কোনো নির্বাচককে কোনো বিশেষ প্রার্থীকে ভোট না দেওয়ার জন্য অনুরোধ করতে, বা

(ঘ) কোনো নির্বাচককে কোনো নির্বাচনে ভোটদানে বিরত থাকার অনুরোধ করতে, বা

(ঙ) নির্বাচনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত (সরকারি বিজ্ঞাপন ছাড়া) কোনো বিজ্ঞাপন বা চিহ্ন প্রদর্শন করতে।

(২) কোনো ব্যক্তি ১ উপ-ধারার সংস্থানগুলি লঙ্ঘন করলে তিনি দুশ' পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন।

(৩) এই ধারায় দণ্ডনীয় অপরাধ আদালতগ্রাহ্য হবে।

১৩১। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের মধ্যে বা কাছে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী আচরণের জন্য শাস্তি

(১) কোনো ভোটগ্রহণকেন্দ্রে ভোটগ্রহণের নির্দিষ্ট দিনে বা দিনগুলিতে কোনো ব্যক্তি

(ক) ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের মধ্যে বা প্রবেশপথে অথবা তার নিকটবর্তী কোনো সরকারি বা বেসরকারি স্থানে মেগাফোন বা লাউডস্পিকার ব্যবহার করে কোনো ব্যক্তির কোনো বক্তব্য উচ্চৈঃস্বরে সম্প্রচার করবেন না, বা

(খ) ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের মধ্যে বা প্রবেশপথে অথবা এর কাছাকাছি এলাকায় অবস্থিত কোনো সরকারি বা বেসরকারি স্থানে চিৎকার বা অন্য কোনোরকমের বিশৃঙ্খল আচরণ করবেন না, যাতে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোট দিতে আসা কোনো ব্যক্তির বিরক্তির উদ্রেক ঘটে অথবা ঐ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে কর্তব্যরত অফিসার ও অন্যান্য ব্যক্তির কাজ ব্যাহত হয়।

(২) কোনো ব্যক্তি ১ উপ-ধারা লঙ্ঘন করলে বা লঙ্ঘনে ইচ্ছাকৃতভাবে সাহায্য ও সাহয্তা করলে তিনি তিনমাস পর্যন্ত কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন।

(৩) যদি কোনো ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের প্রিসাইডিং অফিসার যুক্তিসঙ্গত কারণে মনে করেন যে, কোনো ব্যক্তি এই ধারা অনুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ করেছেন তাহলে তিনি ঐ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করার জন্য যে কোনো পুলিশ অফিসারকে নির্দেশ দিতে পারেন এবং তদনুসারে সেই পুলিশ অফিসার তাঁকে গ্রেফতার করবেন।

(৪) কোনো পুলিশ অফিসার ১ উপ-ধারার লঙ্ঘন প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় যে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেন ও বলপ্রয়োগ করতে পারেন এবং এই ধারা লঙ্ঘনের জন্য ব্যবহৃত যে কোনো সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করতে পারেন।

১৩২। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে অসদাচরণের জন্য শাস্তি

(১) কোনো ব্যক্তি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোটগ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট সময়কালে অসদাচরণ করলে বা প্রিসাইডিং অফিসারের আইনানুগ নির্দেশ না মানলে প্রিসাইডিং অফিসার বা যে কোনো কতর্ব্যরত পুলিশ অফিসার বা প্রিসাইডিং অফিসার কর্তৃক প্রাধিকারপ্রাপ্ত যে কোনো ব্যক্তি তাঁকে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র থেকে বের করে দিতে পারেন।

(২) কোনো নির্বাচক কোনো ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোটদানের অধিকারী হলে ১ উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা এমনভাবে প্রয়োগ করা যাবে না যাতে তিনি ঐ কেন্দ্রে ভোট দান করায় বাধা পান।

(৩) যদি ঐভাবে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়া সত্ত্বেও কোনো ব্যক্তি প্রিসাইডিং অফিসারের অনুমতি না নিয়ে পুনরায় ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রবেশ করেন তাহলে তিনি তিন মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডেই দণ্ডনীয় হবেন।

(৪) ৩ উপধারার অধীনে দণ্ডনীয় অপরাধ আদালতগ্রাহ্য হবে।

১৩২ ক। ভোটদান পদ্ধতি অমান্য করার জন্য শাস্তি

যদি কোনো ভোটদাতা ভোটপত্র পাওয়ার পরেও ভোটদানের জন্য বিনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করতে অস্বীকার করেন তাহলে তাঁর ভোট বাতিল করা যেতে পারে।

১৩৩। নির্বাচনে বেআইনিভাবে যানবাহন ভাড়া করা বা জোগাড় করার জন্য শাস্তি

১২৩ ধারার ৫ প্রকরণে যেভাবে নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে সেই অনুসারে যদি কোনো ব্যক্তি নির্বাচনে বা তৎসংশ্লিষ্ট ব্যাপারে অনুরূপ দুর্নীতিমূলক আচরণের দায়ে দুষ্ট হন তাহলে তাঁর তিন মাস পর্যন্ত জেল ও জরিমানা হতে পারে।

১৩৪। নির্বাচন সংক্রান্ত সরকারি কর্তব্য পালনে বিচ্যুতি

(১) এই ধারা যাঁর জন্য প্রযোজ্য হতে পারে এমন কোনো ব্যক্তি কোনো যুক্তিগ্রাহ্য কারণ ছাড়াই তাঁর সরকারি দায়িত্ব থেকে বিচ্যুতিমূলক কোনো কাজ বা কার্যকলাপের জন্য যদি দোষী সাব্যস্ত হন তাহলে তিনি পাঁচশ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন।

(১ক) (১) উপ-ধারার অধীনে দণ্ডনীয় অপরাধ আদালতগ্রাহ্য হবে।

(২) এই ধরনের ব্যক্তির বিরুদ্ধে বা পূর্বোক্ত কোনো ধরনের কাজ বা কাজে অবহেলার দরুণ কোনো ক্ষতি হলে মামলা বা অন্য কোনো আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রাহ্য হবে না।

(৩) এই ধারা যাঁদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে তাঁরা হলেন জেলা নির্বাচন আধিকারিক, রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিসাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার এবং কোনো নির্বাচনে প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র গ্রহণ অথবা প্রার্থীপদ প্রত্যাহার সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত, অথবা ভোটগ্রহণ বা গণনার কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ; আর এই ধারার উদ্দেশ্যসাধনের জন্য 'সরকারি কর্তব্য' কথাটি এতদনুসারে ব্যাখ্যাত হবে, কিন্তু এই আইনের মাধ্যমে বা অধীনে আরোপিত কর্তব্য না হয়ে অন্যভাবে আরোপিত কর্তব্যসমূহ এই ধারায় অন্তর্ভুক্ত হবে না।

১৩৪ ক। নির্বাচন এজেন্ট, পোলিং এজেন্ট বা গণনা এজেন্ট হিসাবে কাজ করার জন্য সরকারি কর্মচারীর শাস্তি

যদি কোনো সরকারি কর্মচারী কোনো নির্বাচনে কোনো প্রার্থীর হয়ে নির্বাচন এজেন্ট বা পোলিং এজেন্ট বা গণনা এজেন্ট হিসাবে কাজ করেন তবে তিনি তিনমাস পর্যন্ত কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডেই দণ্ডনীয় হবেন।

১৩৪ খ। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে বা তার কাছে সশস্ত্র অবস্থায় যাওয়া নিষেধ

(১) ১৯৫৯ (১৯৫৯ -এর ৫৪) সালের অস্ত্র আইন অনুযায়ী রিটার্নিং অফিসার, প্রিসাইডিং অফিসার, কোনো পুলিশ অফিসার ও ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় নিযুক্ত কর্তব্যরত কোনো ব্যক্তি ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের সন্নিকটস্থ এলাকায় কোনো অস্ত্রসহ প্রবেশ করতে পারবেন না।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি (১) উপ-ধারার সংস্থানগুলি ভঙ্গ করেন তাহলে তিনি ২ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডেই দণ্ডনীয় হবেন।

(৩) ১৯৫৯ (১৯৫৯ -এর ৫৪) সালের অস্ত্র আইনে যা-ই বলা থাক না কেন, এই উপ-ধারায় অভিযুক্ত ব্যক্তির কাছে ওই আইনের সংজ্ঞা অনুযায়ী যদি কোনো অস্ত্র পাওয়া যায় তাহলে তা বাজেয়াপ্ত হবে এবং এই আইনের ১৭ ধারা অনুযায়ী ওই অস্ত্রের জন্য মঞ্জুরিকৃত লাইসেন্স প্রত্যাহার করা হবে।

(৪) ২ উপ-ধারার অধীনে দণ্ডনীয় অপরাধ আদালতগ্রাহ্য হবে।

১৩৫। ভোটগ্রহণ কেন্দ্র থেকে ভোটপত্র অপসারণ একটি অপরাধ বলে গণ্য হবে

(১) কোনো নির্বাচনে কোনো ব্যক্তি যদি অবৈধভাবে ভোটগ্রহণকেন্দ্রের বাইরে ভোটপত্র নিয়ে যান বা নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে এই ধরনের কাজে সাহায্য ও সহায়তা করেন তাহলে তিনি এক বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা পাঁচশ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডেই দণ্ডনীয় হবেন।

(২) কোনো ভোটগ্রহণকেন্দ্রের প্রিসাইডিং অফিসার যদি যুক্তিসঙ্গত কারণে মনে করেন যে কোনো ব্যক্তি ১ উপধারা অনুসারে দণ্ডনীয় কোনো অপরাধ করছেন বা করেছেন তবে ঐ ব্যক্তি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র ত্যাগ করার পূর্বে সেই অফিসার তাঁকে গ্রেপ্তার করতে পারেন বা গ্রেপ্তার করার জন্য পুলিশ অফিসারকে নির্দেশ দিতে পারেন এবং ঐ ব্যক্তিকে তল্লাশি করতে পারেন বা কোনো পুলিশ অফিসারকে দিয়ে তাঁকে তল্লাশি করাতে পারেন;

অবশ্য কোনো মহিলাকে তল্লাশি করার প্রয়োজন হলে কঠোরতম শালীনতা বজায় রেখে অন্য কোনো মহিলাকে দিয়ে তল্লাশি করাতে হবে।

(৩) গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিকে তল্লাশি করে তাঁর কাছে কোনো ভোটপত্র পাওয়া গেলে প্রিসাইডিং অফিসার নিরাপদ রক্ষণের জন্য সেটি একজন পুলিশ অফিসারের হাতে তুলে দেবেন এবং যদি একজন পুলিশ অফিসার তল্লাশি করে থাকেন তবে তিনি সেটিকে নিরাপদে রক্ষা করবেন।

(৪) ১ উপ-ধারার অধীনে দণ্ডনীয় অপরাধ আদালতগ্রাহ্য হবে।

১৩৫ ক। বুথ দখলজনিত অপরাধ

(১) বুথ দখল সংক্রান্ত অপরাধ যে ব্যক্তিই করুন, তিনি কারাদণ্ডে দণ্ডিত হতে পারেন যার মেয়াদ কখনোই এক বছরের কম নয় এবং সে মেয়াদ জরিমানা সমেত তিন বছর পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হতে পারে এবং এইরূপ অপরাধ যদি কোনো সরকারি কর্মচারী করে থাকেন, তিনি কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন যার মেয়াদ কখনোই তিন বছরের কম নয় এবং সেই কারাবাস জরিমানা সমেত পাঁচ বছর পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হতে পারে।

ব্যাখ্যা এই উপ-ধারা ও ২০খ ধারায় বর্ণিত 'বুথ দখল' বলতে নিম্নলিখিত সকল বা যে কোনো ক্রিয়াকলাপ বোঝাবে—

(ক) এক বা একাধিক ব্যক্তি কর্তৃক ভোটগ্রহণ কেন্দ্র বা ভোটগ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট কোনো স্থান দখল করে ভোটগ্রহণ কর্তৃপক্ষকে ভোটপত্র বা ভোটযন্ত্র সমর্পণ করতে বাধ্য করা এবং নির্বাচনের সুশৃঙ্খল পরিচালনা ব্যাহত করার মতো অন্য যে কোনো ধরনের কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়া;

(খ) কোনো একটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র বা নির্বাচনের জন্য নির্দিষ্ট স্থান কোনো একজন বা একাধিক ব্যক্তি দখল করলে এবং অপর ব্যক্তিদের স্বাধীনভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে না দিয়ে শুধুমাত্র তাঁর বা তাঁদের সমর্থকদেরই ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে দিলে;

(গ) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ভোটদাতার উপর বলপ্রয়োগ করে বা ভীতি প্রদর্শন করে বা শাসিয়ে তাঁকে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে বা ভোটদানের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে ভোট দিতে যেতে বাধা দেওয়া;

(ঘ) এক বা একাধিক ব্যক্তি ভোট গণনার জন্য নির্দিষ্ট স্থান দখল করে গণনা কর্তৃপক্ষকে ভোটপত্রগুলি বা ভোটযন্ত্রগুলি তাদের হাতে সমর্পণ করতে বাধ্য করলে ও সুষ্ঠু ভোটগণনাকে ব্যাহত করতে পারে এমন কাজ করলে;

(ঙ) যদি কোনো সরকারি কর্মচারী উপরোক্ত কাজের সবগুলি বা যে কোনো একটি করে থাকেন বা কোনো প্রার্থীর নির্বাচনী ফলাফলের পক্ষে অনুকূল হতে পারে এমন কোনো কাজ করে থাকেন বা সে ব্যাপারে সহায়তা করে থাকেন।

(২) (১) নং উপ-ধারার অধীনে দণ্ডনীয় অপরাধ আদালতগ্রাহ্য হবে।

১৩৬। অন্যান্য অপরাধ এবং সেগুলির জন্য শাস্তি

(১) কোনো ব্যক্তি নির্বাচন সংক্রান্ত অপরাধে অপরাধী হবেন যদি তিনি কোনো নির্বাচনে

(ক) কোনো মনোনয়নপত্র প্রতারণামূলকভাবে বিকৃত বা নষ্ট করে ফেলেন, বা

(খ) রিটার্নিং অফিসারের মাধ্যমে বা রিটার্নিং অফিসারের প্রাধিকারবলে লাগানো কোনো তালিকা, বিজ্ঞপ্তি বা অন্যান্য নথিপত্র প্রতারণামূলকভাবে বিকৃত বা নষ্ট করে ফেলেন, বা

(গ) কোনো ভোটপত্র বা ভোটপত্রের উপরে কোনো সরকারি চিহ্ন বা কোনো পরিচয় ঘোষণাপত্র বা ডাক মাধ্যমে ভোটদানের ব্যাপারে ব্যবহৃত কোনো সরকারি খাম প্রতারণামূলকভাবে বিকৃত বা নষ্ট করে ফেলেন, বা

(ঘ) উপযুক্ত প্রাধিকার ছাড়াই কোনো ব্যক্তিকে কোনো ভোটপত্র সরবরাহ করেন বা কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে কোনো ভোটপত্র গ্রহণ করেন বা কোনো ভোটপত্র নিজের অধিকারে রাখেন, বা

(ঙ) আইনত যেখানে ভোটপত্র রাখার কথা সেই ভোটবাক্সে প্রতারণামূলকভাবে ভোটপত্র ছাড়া অন্য কিছু রাখেন, বা

(চ) উপযুক্ত প্রাধিকার ছাড়াই নির্বাচনের সময় ব্যবহৃত হচ্ছে এমন ভোটপত্র বা ভোটবাক্স নষ্ট করেন, নিয়ে নেন, খুলে ফেলেন অথবা অন্য কোনোভাবে তাতে হস্তক্ষেপ করেন, বা

(ছ) প্রতারণামূলকভাবে বা উপযুক্ত প্রাধিকার ছাড়া যেভাবেই হোক না কেন, যদি পূর্বোক্ত যে কোনো ধরনের কাজ করতে সচেষ্ট হন, বা ইচ্ছাপূর্বক এ ধরনের কোনো কাজে সাহায্য করেন বা মদত দেন।

(২) কোনো ব্যক্তি এই ধারামতে নির্বাচন সংক্রান্ত অপরাধে অপরাধী হবেন—

(ক) যদি তিনি একজন রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসার বা কোনো ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের প্রিসাইডিং অফিসার বা নির্বাচন সংক্রান্ত সরকারি কাজে নিযুক্ত অফিসার বা করণিক হন তাহলে তিনি দু বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডেই দণ্ডনীয় হবেন।

(খ) যদি তিনি অপর কোনো ব্যক্তি হন তাহলে তিনি ছয়মাস পর্যন্ত কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডেই দণ্ডনীয় হবেন।

(৩) এই ধারার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোনো ব্যক্তিকে সরকারি কর্তব্যে নিযুক্ত বলে গণ্য করা হবে যদি ভোটগণনাসহ কোনো নির্বাচন বা তার কোনো অংশের পরিচালনার ভার তাঁর দায়িত্বে পড়ে বা তিনি নির্বাচন শেষ হবার পর ব্যবহৃত ভোটপত্রগুলি এবং নির্বাচন সংক্রান্ত অন্যান্য নথিপত্রের দায়িত্বে থাকেন, কিন্তু এই আইনের দ্বারা তার অধীনে আরোপিত নয় এমন কোনো ধরনের কাজ 'সরকারি কর্তব্য' বলে পরিগণিত হবে না।

(৪) (২) উপ-ধারার অধীনে দণ্ডনীয় অপরাধ আদালতগ্রাহ্য হবে।

অনুবন্ধ ২

১৯৬১ সালের নির্বাচন পরিচালনা নিয়মাবলির উদ্ধৃতাংশ

(প্রথম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১.১)

দ্রষ্টব্য : ই ভি এম যন্ত্র ও ভিভিপ্যাট-এর ব্যবহার শুরু হওয়ার কারণে কোনো পরিবর্তন করা হয়ে থাকলে ৬১ ক ধারা সাপেক্ষে উক্ত পরিবর্তনের ব্যাখ্যা অনুবন্ধ-১ (১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের উদ্ধৃতাংশ) ও অনুবন্ধ - ২ এ (১৯৬১ সালের নির্বাচন পরিচালনা নিয়মাবলির উদ্ধৃতাংশ) উল্লিখিত যাবতীয় বিষয়সমূহের ভিত্তিতে পঠিতব্য।

১৩। পোলিং এজেন্টদের নিযুক্তি

(১) ৪৬ ধারা অনুসারে একজন পোলিং এজেন্ট এবং দুজন বদলি পোলিং এজেন্ট নিয়োগ করা যেতে পারে।

(২) এই ধরনের প্রতিটি নিয়োগ ১০ নিদর্শে করা হবে এবং পোলিং এজেন্ট যাতে তা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে বা ভোটগ্রহণের জন্য নির্ধারিত স্থানে দেখাতে পারেন তার জন্য সেটি তাঁকে দিয়ে দিতে হবে।

(৩) কোনো পোলিং এজেন্ট যদি ২ উপনিয়ম অনুসারে তাঁর নিয়োগের চুক্তিপত্রে বিধৃত ঘোষণাটি যথাযথভাবে পূরণ করে এবং প্রিসাইডিং অফিসারের সম্মুখে স্বাক্ষর করে সেটি প্রিসাইডিং অফিসারের হাতে না দেন তাহলে তাঁকে ঐ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে বা ভোটগ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না।

১৪। পোলিং এজেন্টদের নিয়োগ প্রত্যাহার

(১) ৪৮ ধারার (১) উপধারা অনুসারে কোনো পোলিং এজেন্টের নিয়োগ ১১ নিদর্শে প্রত্যাহার করা যাবে এবং সেটি প্রিসাইডিং অফিসারের কাছে দাখিল করতে হবে।

(২) এই ধরনের যে কোনো প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে প্রার্থী অথবা তাঁর নির্বাচন এজেন্ট ভোটদান বন্ধ হওয়ার আগে ১৩ নিয়মে যেভাবে নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে সেই অনুসারে একজনকে নতুন করে নিয়োগ করতে পারেন এবং ঐ নিয়মের বিধানবলি ঐ ধরনের প্রত্যেক এজেন্টের প্রতি প্রযোজ্য হবে।

১৬। স্বাভাবিকভাবে সশরীরে ভোটদান

এরপরে যেসব উল্লেখ আছে সেই ক্ষেত্রগুলি ছাড়া কোনো নির্বাচনে ভোটদানকারী সকল নির্বাচক তাঁদের জন্য ২৫ ধারার অধীনে নির্দিষ্ট করে দেয়া ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে অথবা ক্ষেত্রবিশেষে, ২৯ ধারার অধীনে নির্দিষ্ট করে দেওয়া ভোটগ্রহণের স্থানে সশরীরে ভোট দেবেন।

ডাক ভোটপত্র

১৭। সংজ্ঞা : এই অংশে—

(ক) 'সার্ভিস ভোটার' বলতে এমন কোনো ব্যক্তিকে বোঝায় যিনি ৬০নং ধারার (ক) ও (খ) প্রকরণে বিনির্দিষ্ট কিন্তু ২৭এম বিধিতে আলোচিত ক্লাসিফায়েড সার্ভিস ভোটার-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নন;

(খ) 'বিশেষ ভোটদাতা' বলতে এমন এক পদাধিকারী ব্যক্তিকে বোঝাবে, যে পদের প্রতি ১৯৫০ (১৯৫০-এর ৪৩) সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ২০ ধারার ৪ উপধারায় বিধানবলি প্রযোজ্য বলে ঘোষিত আছে, এবং তিনি অথবা সেই ব্যক্তির স্ত্রী যদি উক্ত ধারার ৫ উপধারা অনুসারে প্রদত্ত বিবৃতি দ্বারা ভোটদাতা হিসাবে নিবন্ধভুক্ত থাকেন।

(গ) 'নির্বাচনী কার্যে নিযুক্ত ভোটদাতা' বলতে যে কোনো পোলিং এজেন্ট, পোলিং অফিসার, প্রিসাইডিং অফিসার বা অপর কোনো সরকারি কর্মী যিনি ঐ নির্বাচনক্ষেত্রের ভোটদাতা, কিন্তু নির্বাচনী কার্যে নিযুক্ত হওয়ার কারণে তিনি যে কেন্দ্রে ভোটদানের অধিকারী সেখানে ভোট দিতে অপারগ।

১৮। যেসব ব্যক্তি ডাকযোগে ভোটদানের অধিকারী

নিম্নে দেওয়া শর্তগুলি পূরণ করা সাপেক্ষে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ডাকযোগে ভোটদান করার অধিকারী—

(ক) যেমন কোনো সংসদীয় অথবা বিধানসভা নির্বাচনক্ষেত্রের নির্বাচনে—

(১) বিশেষ ভোটদাতাগণ

(২) সার্ভিস ভোটারগণ

(৩) নির্বাচনী কার্যে নিযুক্ত ভোটদাতাগণ; এবং

(৪) নিবারণমূলক ব্যবস্থায় আটক থাকা নির্বাচকগণ।

(৫) ২০১৯ সালের নির্বাচন পরিচালনা (সংশোধন) নিয়মাবলি ও ২০২০ সালের নির্বাচন পরিচালনা (সংশোধন) নিয়মাবলির অনুসরণে ও এই প্রসঙ্গে পঠিতব্য নির্বাচন কমিশনের ২০২০ সালের ১৬ জুলাই তারিখে গৃহীত সিদ্ধানেত্র ভিত্তিতে নিম্নোক্ত শ্রেণিভুক্ত অনুপস্থিত ভোটারগণকে ডাক ভোটপত্রের (পিবি) মাধ্যমে ভোট দানের সুযোগ দেওয়া হবে

- প্রবীণ ব্যক্তিগণ (৮০ বছর বয়সের উর্ধ্বে)
- ভোটার তালিকায় চিহ্নিত বিশেষ ভাবে সক্ষম ব্যক্তিগণ
- কোভিড ১৯ রোগে আক্রান্ত হতে পারেন এমন ব্যক্তি বা রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণ

(খ) পরিষদীয় নির্বাচনক্ষেত্রের (council Constituency) নির্বাচনে—

(১) নির্বাচনী কার্যে নিযুক্ত ভোটদাতাগণ;

(২) নিবারণমূলক ব্যবস্থায় আটক থাকা নির্বাচকগণ; এবং

(৩) ৬৮ নং বিধির (ক) প্রকরণ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে নির্বাচনক্ষেত্রের সমস্ত নির্বাচক

২০। নির্বাচনী কার্যে নিযুক্ত ভোটদাতাগণ কর্তৃক সংবাদ প্রেরণ

(১) নির্বাচনী কার্যে নিযুক্ত থাকা কোনো ভোটদাতা নির্বাচনে ডাকযোগে ভোটদান করতে ইচ্ছুক হলে ১২ নিদর্শে একটি দরখাস্ত অন্তত নির্বাচনের সাতদিন আগে বা রিটার্নিং অফিসার যদি চান আরো কম সময়ের মধ্যে রিটার্নিং অফিসারের কাছে পাঠাতে হবে এবং রিটার্নিং অফিসার যদি বোঝেন যে দরখাস্তকারী একজন নির্বাচনে দায়িত্বপ্রাপ্ত ভোটদাতা তবে তিনি তাকে একটি ডাক ভোটপত্র পাঠাবেন।

(২) একজন পোলিং অফিসার, প্রিসাইডিং অফিসার বা নির্বাচনীকাজে নিযুক্ত সরকারি কর্মচারী তিনি যে নির্বাচনক্ষেত্রে কর্মরত এবং সেখানকার ভোটার এবং যদি কোনো সংসদীয় বা বিধানসভা নির্বাচনের ডাকযোগে না দিয়ে সশরীরে ভোট দিতে চান তাহলে তিনি নির্বাচনের অন্তত চারদিন আগে বা রিটার্নিং অফিসার যদি চান তাহলে আরো কম সময়ের মধ্যে রিটার্নিং অফিসারের ১২ক নিদর্শে একটি দরখাস্ত দেবেন এবং রিটার্নিং অফিসার যদি বোঝেন যে দরখাস্তকারী ঐ নির্বাচনক্ষেত্রে নিবাচনী কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন সরকারি কর্মচারী এবং ভোটার তাহলে তিনি—

(ক) দরখাস্তকারীকে ১২খ নিদর্শে নির্বাচনীকৃত্য শংসাপত্র প্রদান করবেন

(খ) নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপিতে তাঁর নামের পাশে নির্বাচনীকৃত্য শংসাপত্র (ই ডি সি) লিখবেন যাতে তাঁকে নির্বাচনীকর্মে নিযুক্তির শংসাপত্র দেওয়া হয়েছে বলে বোঝা যায়; এবং

(গ) স্বাভাবিক অবস্থায় ঐ ব্যক্তি যে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোট দিতেন সেখানে যেন তিনি ভোট দিতে না পারেন তা সুনিশ্চিত করবেন।

আইন, বিচার ও কোম্পানি বিষয়ক মন্ত্রক (বিধান বিভাগ) প্রজ্ঞাপন
নতুন দিল্লি, ২৪ মার্চ, ১৯৯২

এস. ও. ২৩০(ই)- ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইন (১৯৫১-এর ৪৩) -এর ১৬৯ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে পরামর্শক্রমে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৬১ সালের নির্বাচন পরিচালনা আইনের পুনরায় সংশোধনের উদ্দেশ্যে এতদ্দারা নিম্নলিখিত নিয়মাবলি প্রণয়ন করছেন, যথা—

১। (ক) এই নিয়মাবলিকে ১৯৯২ সালের নির্বাচন পরিচালনা (সংশোধন) নিয়মাবলি আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

(খ) সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে এই নিয়মাবলি কার্যকর হবে।

২। ১৯৬১ সালের নির্বাচন পরিচালনা আইন (এরপর থেকে প্রধান নিয়মাবলি বলে উল্লিখিত হবে)

(ক) ৪র্থ ভাগের শিরোনামের পর নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিটি সন্নিবিষ্ট হবে, যথা— "প্রথম অধ্যায় ভোটপত্রের মাধ্যমে ভোটদান";

(খ) ২৮ নিয়মে 'এই ভাগে' শব্দ দুটির পরিবর্তে "এই অধ্যায়ে ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে" সন্নিবিষ্ট হবে,

(গ) ৪৯ নিয়মের পর নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিটি সন্নিবিষ্ট হবে, যথা—

৪৯ সি. ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা

(১) প্রত্যেকটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের বাইরে সহজেই চোখে পড়ে এমনভাবে নিম্নলিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রদর্শন করতে হবে—

(ক) একজন ভোটার যে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোট দেওয়ার অধিকারী তা নির্দেশ করে, এমন বিজ্ঞপ্তি এবং ভোটগ্রহণের এলাকায় একাধিক ভোটগ্রহণ কেন্দ্র থাকলে ঐসব ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে যাঁরা ভোটদানের অধিকারী সেইসব নির্বাচকদের নির্বাচন এলাকা সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ সম্বলিত একটি বিজ্ঞপ্তি টাঙাতে হবে।

(খ) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নামের তালিকার একটি প্রতিলিপি।

(২) প্রত্যেক ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে একটি বা একাধিক ভোটদান কক্ষের ব্যবস্থা রাখতে হবে, যেখানে নির্বাচকরা সকলের দৃষ্টির আড়ালে নিজের ভোট দিতে পারবেন।

(৩) রিটার্নিং অফিসার প্রত্যেক ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে একটি ভোটযন্ত্র ও নির্বাচক তালিকার প্রাসঙ্গিক অংশের প্রতিলিপি এবং ভোটগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় নির্বাচনী সামগ্রীর ব্যবস্থা রাখবেন।

(৪) উপ নিয়ম (৩)-এর ওপর মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ না করে নির্বাচন কমিশনের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে রিটার্নিং অফিসার একই বাড়িতে অবস্থিত দুই বা ততোধিক ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের জন্য একটিই ভোটযন্ত্র সরবরাহ করতে পারেন।

৪৯ ডি. ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রবেশ

এক এক বারে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে কতজন ভোটদাতা প্রবেশ করবেন প্রিসাইডিং অফিসার তা নিয়ন্ত্রণ করবেন এবং নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তিকে তিনি প্রবেশ করতে দেবেন না—

(ক) পোলিং অফিসারগণ;

(খ) নির্বাচনী কর্তব্যরত সরকারি আধিকারিকগণ;

(গ) নির্বাচন কমিশনের প্রাধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ;

(ঘ) প্রার্থীগণ, তাঁদের নির্বাচনী এজেন্টগণ এবং ১৩ নং নিয়মের বিধানবলি সাপেক্ষে প্রত্যেক প্রার্থীর একজন পোলিং এজেন্ট;

(ঙ) কোনো ভোটারের সঙ্গে আসা কোলের শিশু

(চ) সাহায্য ছাড়া চলাফেরায় অক্ষম এরকম দৃষ্টিহীন বা অশক্ত ভোটদাতার সঙ্গী; এবং

(ছ) ৪৯ জি নিয়মের উপ-নিয়ম (২) বা ৪৯ এইচ নিয়মের উপ-নিয়ম (১) অনুসারে রিটার্নিং অফিসার বা প্রিসাইডিং অফিসার যদি কোনো ব্যক্তিকে নিয়োগ করেন।

৪৯ ই. ভোট গ্রহণের জন্য ভোটযন্ত্র প্রস্তুত করা

ভোটগ্রহণকেন্দ্রে ব্যবহৃত প্রতিটি ভোটযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ ইউনিট, ভোটপত্র ইউনিট এবং ভোটদানের তথ্য কাগজে ছাপার আকারে পাওয়ার জন্য প্রিন্টারে নিম্নলিখিত তথ্য— সংবলিত একটি লেবেল থাকবে

(ক) ক্রমিক নং, যদি থাকে, ও নির্বাচনক্ষেত্রের নাম;

(খ) ক্ষেত্রবিশেষে ভোটগ্রহণকেন্দ্র বা কেন্দ্রসমূহের নাম ও ক্রমিক নং;

(গ) ইউনিটটির ক্রমিক নং;

(ঘ) ভোট গ্রহণের তারিখ

(২) ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার ঠিক আগে প্রিসাইডিং অফিসার উপস্থিত পোলিং এজেন্টদের ও অন্যান্য ব্যক্তিদের দেখিয়ে দেবেন, যে ঐ ভোটযন্ত্রে ইতিমধ্যে কোনো ভোট গৃহীত হয়নি এবং উপ-নিয়ম (১) অনুসারে পূর্বোক্ত লেবেলটি যথাস্থানেই আছে, এবং যেখানে কাগজে ভোটারের তথ্য ছাপার জন্য প্রিন্টার ব্যবহৃত হচ্ছে সেখানে প্রিন্টারের ড্রপবক্স খালি রয়েছে।

(৩) ভোটযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ ইউনিটটি সুরক্ষিত রাখার উদ্দেশ্যে একটি কাগজের সিল ব্যবহৃত হবে এবং ঐ কাগজের সিলের উপরে প্রিসাইডিং অফিসার নিজে স্বাক্ষর করবেন এবং উপস্থিত পোলিং এজেন্টদের মধ্যে যাঁরা স্বাক্ষর দিতে ইচ্ছুক তাঁদের স্বাক্ষর করতে দেবেন।

(৪) এর পর প্রিসাইডিং অফিসার ভোটযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের নির্দিষ্ট স্থানে স্বাক্ষরিত কাগজের সিলটি সুরক্ষিতভাবে লাগিয়ে সিল করে দেবেন।

(৫) নিয়ন্ত্রণ ইউনিট সুরক্ষিত করার জন্য ব্যবহৃত সিলটি এমনভাবে লাগানো উচিত যাতে ঐ সিলটি না ভেঙে 'ফলাফল বোতাম'-এ চাপ দেওয়া না যায়।

(৬) বন্ধ ও সুরক্ষিত করার পর নিয়ন্ত্রণ ইউনিটটি প্রিসাইডিং অফিসার ও পোলিং এজেন্টদের সামনে রেখে দিতে হবে এবং ভোটপত্র ইউনিটটি ভোটদানকক্ষে রাখা হবে।

(৭) যেখানে কাগজে ভোটদানের তথ্য সুরক্ষার জন্য প্রিন্টার ব্যবহৃত হচ্ছে, সেখানে ব্যালটিং ইউনিট সমেত প্রিন্টার ভোটদান কক্ষের মধ্যে রাখতে হবে এবং নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মতো বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্রের সঙ্গে প্রিন্টারটি সংযুক্ত করতে হবে।

৪৯ এফ. নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপি

ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে প্রিসাইডিং অফিসার উপস্থিত পোলিং এজেন্ট ও অন্যান্যদের সামনে ভোটগ্রহণ চলাকালীন চিহ্নিত নির্বাচক তালিকার যে প্রতিলিপিটি ব্যবহৃত হবে সেটি প্রদর্শন করে দেখিয়ে দেবেন যে সেটিতে—

(ক) ২০ নং নিয়মের (২) উপধারার (খ) প্রকরণ অনুসারে লিখিত কোনো ইডিসি (নির্বাচনী শংসাপত্র) ব্যতীত অপর কোনো কিছু নেই

(খ) ২৩ নং বিধির (২) নং উপ নিয়মের (খ) প্রকরণ অনুসারে দেওয়া চিহ্ন ব্যতীত অপর কোনো কিছু নেই (পি বি-ডাক ভোটপত্র)

৪৯ জি. মহিলা ভোটদাতাদের জন্য সুযোগ-সুবিধা

(১) যেখানে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র মহিলা ও পুরুষ উভয়েরই জন্য, সেখানে প্রিসাইডিং অফিসার নির্দেশ দিতে পারেন যে, পৃথক পৃথক দলে আলাদাভাবে তাঁরা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারেন।

(২) রিটার্নিং অফিসার বা প্রিসাইডিং অফিসার সহায়ক হিসাবে যেকোনো ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে মহিলা ভোটদাতাদের সাহায্য করার জন্য একজন মহিলাকে নিয়োগ করতে পারেন এবং তিনি মহিলা ভোটদাতাদের ভোটগ্রহণের কাজে প্রিসাইডিং অফিসারকেও সাহায্য করতে পারেন এবং বিশেষত প্রয়োজন হলে যদি কোনো মহিলা ভোটদাতার তল্লাশি নিয়ে হয়, সে বিষয়ে সাহায্য করবেন।

৪৯ এইচ. নির্বাচকদের শনাক্তকরণ

(১) প্রিসাইডিং অফিসার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে তাঁর মতানুসারে এমন সব ব্যক্তিদের নিযুক্ত করতে পারেন যাঁরা তাঁকে নির্বাচকদের শনাক্তকরণেও ভোটগ্রহণের কাজে সাহায্য করতে পারেন।

(২) যখনই এক একজন ভোটদাতা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রবেশ করবেন প্রিসাইডিং অফিসার বা তাঁর প্রাধিকারপ্রাপ্ত পোলিং অফিসার তাঁর নাম ও অন্যান্য তথ্যাদি নির্বাচক তালিকার প্রাসঙ্গিক লিখনের সঙ্গে পরীক্ষা করে মিলিয়ে নেবেন এবং তারপর ঐ ভোটদাতার নাম, ক্রমিক সংখ্যা ও অন্যান্য তথ্যাদি জোরে চেঁচিয়ে বলবেন।

(৩) যে নির্বাচনক্ষেত্রের ভোটদাতাদের ১৯৬০ সালের নির্বাচক নিবন্ধন নিয়মাবলির অধীনে পরিচয়পত্র দেওয়া হয়েছে, সেই নির্বাচনক্ষেত্রের অন্তর্গত কোনো ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ক্ষেত্রে ভোটদাতা প্রিসাইডিং অফিসারের বা পোলিং অফিসারের কাছে তাঁর পরিচয়পত্রটি দেখাবেন।

(৪) প্রিসাইডিং অফিসার বা ক্ষেত্রবিশেষে, পোলিং অফিসার কোনো ভোটদাতার ভোটদানের অধিকার স্থির করার সময় যদি তিনি এই বিষয়ে সুনিশ্চিত হন যে, ঐ ব্যক্তি ও নির্বাচক তালিকার লিখনের উদ্দিষ্ট ব্যক্তি এক ও অভিন্ন তাহলে নির্বাচক তালিকার লেখার ভুল বা ছাপার ভুল থাকলেও তা তিনি উপেক্ষা করবেন।

৪৯ আই. নির্বাচনী কর্তব্যরত সরকারি কর্মীর সুযোগ-সুবিধা

(১) যে ব্যক্তি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ১২ খ নিদর্শে নির্বাচনী কাজে নিযুক্ত থাকা সম্পর্কে একটি শংসাপত্র দাখিল করবেন এবং উক্ত ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোট দেওয়ার অনুমতি চাইবেন, তিনি ঐ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোটদানের অধিকারী না হলেও তাঁর ক্ষেত্রে ৪৯ এইচ নিয়মের বিধানাবলি প্রযোজ্য হবে না।

(২) এই ধরনের একটি শংসাপত্র দাখিল করা হলে প্রিসাইডিং অফিসার,

(ক) ঐ ব্যক্তির স্বাক্ষর ঐ শংসাপত্রেই গ্রহণ করবেন

(খ) চিহ্নিত নির্বাচক তালিকার শেষ প্রান্তে ঐ শংসাপত্রে উল্লেখিত ঐ ব্যক্তির নাম ও নির্বাচক তালিকার ক্রমিক নং লিপিবদ্ধ করবেন; এবং

(গ) ঐ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে একজন সাধারণ ভোটদাতা যে ভাবে ভোট দেন তাঁকেও সেইভাবে ভোটদানের অনুমতি দেবেন।

৪৯ জে. পরিচয় চ্যালেঞ্জ করা

(১) যে কোনো পোলিং এজেন্ট বিশেষ কোনো নির্বাচক বলে দাবি করা কোনো ব্যক্তির পরিচয় চ্যালেঞ্জ করার জন্য প্রথমে প্রিসাইডিং অফিসারের কাছে প্রতি চ্যালেঞ্জ পিছু নগদ দুই টাকা জমা রেখে ঐ ব্যক্তির পরিচয় চ্যালেঞ্জ করতে পারেন।

(২) এইভাবে টাকা জমা পড়ার পর প্রিসাইডিং অফিসার,

(ক) চ্যালেঞ্জ করা ব্যক্তিকে জালিয়াতির সাজা সম্বন্ধে সতর্ক করে দেবেন;

(খ) নির্বাচক তালিকায় তাঁর সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক লিখনটি জোরে পাঠ করবেন এবং তিনিই ঐ ব্যক্তি কিনা সেই প্রশ্ন করবেন;

(গ) ১৪ নিদর্শে চ্যালেঞ্জ ভোটের তালিকায় তাঁর নাম, ঠিকানা লিপিবদ্ধ করবেন;

(ঘ) উক্ত তালিকায় তাঁর স্বাক্ষর গ্রহণ করবেন।

(৩) এরপর প্রিসাইডিং অফিসার চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত তদন্ত করবেন ও ঐ উদ্দেশ্যে,

(ক) চ্যালেঞ্জকারীকে তাঁর চ্যালেঞ্জের সপক্ষে ও চ্যালেঞ্জ হওয়া ব্যক্তিকে তাঁর পরিচিতির সপক্ষে প্রমাণ দাখিল করতে বলবেন;

(খ) চ্যালেঞ্জ হওয়া ব্যক্তিকে তাঁর পরিচিতি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় যে কোনো প্রশ্ন করা যাবে ও তাঁকে শপথ নিয়ে উত্তর দিতে হবে; এবং

(গ) যে ব্যক্তিকে চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে এবং যে ব্যক্তি সেই চ্যালেঞ্জের সপক্ষে প্রমাণ পেশ করতে চাইছেন তাঁদের শপথ গ্রহণ করাবেন।

(৪) তদন্তের পর যদি প্রিসাইডিং অফিসার মনে করেন যে চ্যালেঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হয়নি তাহলে তিনি ঐ ব্যক্তিকে ভোট দিতে দেবেন। যদি তিনি মনে করেন যে চ্যালেঞ্জটি যথাযথ, তবে তিনি ঐ ব্যক্তিকে ভোট দেওয়া থেকে নিবৃত্ত করবেন।

(৫) প্রিসাইডিং অফিসার যদি মনে করেন চ্যালেঞ্জটি অসার বা সৎ উদ্দেশ্যে করা হয়নি, সেক্ষেত্রে উপ-নিয়ম (১)-এর অধীনে জমা নেওয়া টাকা তিনি সরকারিভাবে বাজেয়াপ্ত করবেন এবং অন্য যে কোনো ক্ষেত্রে তদন্তের শেষে চ্যালেঞ্জকারীকে তাঁর টাকা প্রত্যার্পণ করবেন।

৪৯ কে. জালিয়াতির বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ

(১) প্রত্যেক ভোটদাতা, যাঁর পরিচিতি সম্পর্কে প্রিসাইডিং অফিসার বা পোলিং অফিসার সকলেই নিশ্চিত, তাঁর বাম হাতের তর্জনীটি প্রিসাইডিং অফিসার বা পোলিং অফিসারকে পরীক্ষা করে অমোচনীয় কালি লাগাতে দেবেন।

(২) যদি কোনো নির্বাচক —

(ক) উপ-নিয়ম (১) অনুসারে তাঁর বামহাতের তর্জনী পরীক্ষা করতে বা অমোচনীয় কালি লাগাতে না দেন বা ইতিমধ্যেই তাঁর বামহাতের তর্জনীতে এরকম কোনো দাগ থাকে বা তিনি কালির দাগ উঠিয়ে ফেলার মতো কোনো কাজ করে থাকেন, বা

(খ) ৪৯ এইচ নিয়মের অধীন উপ-নিয়ম (৩) অনুসারে তাঁর পরিচিতি পত্র দেখাতে না পারেন তাহলে তাঁকে ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না।

(৩) যখন সংসদীয় নির্বাচনক্ষেত্রে ও বিধানসভা নির্বাচনক্ষেত্রে একই সাথে ভোটগ্রহণ করা হয়, তখন কোনো নির্বাচকের বাম হাতের তর্জনীতে অমোচনীয় কালির দাগ দেওয়া হলেও কোনা একটি নির্বাচনে পরিচয়পত্র দেখালে, তাঁকে উপ-নিয়ম (১) বা (২)-এ যাই বিবৃত থাকুক না কেন, তা সত্ত্বেও তাঁকে অপর নির্বাচনে ভোটদানের অনুমতি দেওয়া যাবে।

(৪) এই নিয়মে নির্বাচকের বাঁ হাতের তর্জনীর কোনোরকম উল্লেখ থাকলেও, যেক্ষেত্রে নির্বাচকের বাঁর হাতে তর্জনী নেই, সেক্ষেত্রে বাঁ হাতের যে কোনো আঙুল ও যেক্ষেত্রে বাঁ হাতের কোনো আঙুলই নেই, সেক্ষেত্রে ডান হাতের তর্জনী বা অপর যে কোনো আঙুলকে উল্লেখ করা হয়েছে বলে ধরতে হবে এবং যেক্ষেত্রে উভয় হাতের কোনো আঙুলই নেই, সেক্ষেত্রে বাঁ বা ডান হাতের এমন কোনো স্থানে কালি দিতে হবে যা তাঁর আছে।

৪৯ এল. বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্রের মাধ্যমে ভোটদান প্রণালী

(১) একজন নির্বাচককে ভোটদানের অনুমতি দেওয়ার আগে পোলিং অফিসার —

(ক) ১৭ ক নিদর্শে নির্বাচক নিবন্ধে চিহ্নিত নির্বাচক তালিকায় ঐ নির্বাচকের ক্রমিক নং লিপিবদ্ধ করবেন;

(খ) উক্ত নির্বাচক নিবন্ধে ভোটদাতার স্বাক্ষর বা টিপসই নেবেন, এবং

(গ) ঐ নির্বাচককে যে ভোটদানের অনুমতি দেওয়া হয়েছে এটা বোঝাতে চিহ্নিত নির্বাচক তালিকায় নির্বাচকের নামের পাশে দাগ দিয়ে দেবেন।

(ঘ) নির্বাচক তাঁর পরিচয়ের সপক্ষে যে প্রমাণপত্র দিয়েছেন তার বিশদ বিবরণ লিখে রাখুন; নির্বাচক নিবন্ধে স্বাক্ষর বা টিপসই না দিয়ে কোনও ভোটদাতা যেন ভোট দিতে না পারেন।

(২) ২নং নিয়মের উপ-নিয়ম (২)-এ যাই বিবৃত থাকুক না কেন, প্রিসাইডিং অফিসার বা পোলিং অফিসার বা অন্য যে কোনো অফিসারকে দিয়ে নির্বাচক নিবন্ধে নির্বাচকের টিপসই প্রত্যয়িত করিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন নেই।

৪৯ এম. ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের অভ্যন্তরে নির্বাচকদের ভোটদানের গোপনীয়তা রক্ষা এবং ভোটদান প্রণালী

(১) ৪৯ এল নিয়মের অধীনে ভোটদানের অনুমতি দেওয়া হয়েছে এমন প্রত্যেক নির্বাচক ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের অভ্যন্তরে ভোটদানের গোপনীয়তা রক্ষা করবেন এবং ঐ উদ্দেশ্যে এর পরে যা বিবৃত রয়েছে তা পালন করবেন।

(২) ভোটদানের অনুমতি পাওয়ার ঠিক পরেই ঐ নির্বাচক প্রিসাইডিং অফিসার বা ভোটযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের ভারপ্রাপ্ত পোলিং অফিসারের দিকে এগিয়ে যাবেন। তিনি ঐ নির্বাচকের ভোটগ্রহণের জন্য নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের বোতামে চাপ দিয়ে ভোটপত্র ইউনিটটিকে সক্রিয় করবেন।

(৩) এরপর নির্বাচক অবিলম্বে—

(ক) ভোটদানকক্ষের দিকে এগিয়ে যাবেন;

(খ) যে প্রার্থীকে তিনি ভোট দিতে চান ভোটপত্র ইউনিটে তাঁর নাম ও প্রতীকের পাশে থাকা বোতামটিতে চাপ দিয়ে ভোট দেবেন,

(গ) ভোটদান কক্ষ থেকে বেরিয়ে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র ছেড়ে চলে যাবেন।

যে সমস্ত ক্ষেত্রে কাগজের স্লিপের জন্য প্রিন্টার থাকবে সেক্ষেত্রে প্রকরণ (খ)-তে বিবৃত পদ্ধতি অনুযায়ী বোতামে চাপ দেওয়ার পর ভোটদাতা যাতে ভোটগ্রহণ কক্ষে ব্যালটিং ইউনিটের পাশে রাখা প্রিন্টারের স্বচ্ছ কাচের উপর দিয়ে মুদ্রিত কাগজের স্লিপটি দেখতে পান এবং স্লিপটি কাটা হয়ে প্রিন্টারের ড্রপ বক্সে পড়ে যাওয়ার আগে সেই স্লিপে যে প্রার্থীকে ভোট দিতে চাওয়া হচ্ছে তার ক্রমিক নং, নাম ও প্রতীক চিহ্ন সঠিকভাবে উল্লিখিত রয়েছে কিনা সে ব্যাপারে সুনিশ্চিত হতে পারেন।

(৪) প্রত্যেক নির্বাচক অকারণে দেরি না করে ভোট দেবেন।

(৫) অন্য একজন নির্বাচক ভেতরে থাকলে কোনো নির্বাচককে ভোটদানকক্ষের ভেতরে যেতে দেওয়া হবে না।

(৬) ৪৯ এল বা ৪৯ পি নিয়মের অধীনে ভোট দানের অনুমতি দেওয়া হয়েছে এমন কোনো নির্বাচক যদি প্রিসাইডিং অফিসার সতর্ক করে দেওয়ার পরেও উক্ত নিয়মাবলির উপ-নিয়ম (৩)-এ বিধৃত প্রণালী অনুযায়ী চলতে অস্বীকার করেন সেক্ষেত্রে প্রিসাইডিং অফিসার বা তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী একজন পোলিং অফিসার ঐ নির্বাচককে ভোট দিতে দেবেন না।

(৭) উপ-নিয়ম (৬)-এর অধীনে কোনো নির্বাচককে ভোট দিতে অনুমতি দেওয়া না হলে ১৭ ক নিদর্শে নির্বাচক নিবন্ধে ঐ নির্বাচকের নামের পাশে প্রিসাইডিং অফিসার ভোটদানের প্রণালী লঙ্ঘিত হয়েছে এই মর্মে মন্তব্য লিখে স্বাক্ষর করে রাখবেন।

৪৯ এম. এ. কাগজের স্লিপের উপর ছাপা বিবরণ সংক্রান্ত অভিযোগের ক্ষেত্রে বিধি ব্যবস্থা—

(১) যেখানে ভোট দেওয়ার পর ভোটদানের তথ্য কাগজে ছাপার আকারে পাওয়ার সুবিধার জন্য প্রিন্টার ব্যবহৃত হচ্ছে সেখানে যদি কোনও নির্বাচক, ৪৯নং নিয়মের বিধান অনুযায়ী তার ভোট দেওয়া হলে পর, অভিযোগ করেন যে, প্রিন্টার থেকে ছেপে বের হওয়া কাগজের স্লিপ থেকে যা দেখা গেছে, তা হল, তিনি যে প্রার্থীর পক্ষে ভোট দিয়েছেন, সেই প্রার্থীর নাম বা প্রতীকের পরিবর্তে অন্য কোনও প্রার্থীর নাম বা প্রতীক ছাপা হয়েছে, সেক্ষেত্রে প্রিসাইডিং অফিসার, মিথ্যা বিবৃতি দেওয়ার পরিণাম সম্পর্কে সেই নির্বাচককে সাবধান করার পর, উক্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে নির্বাচকের কাছ থেকে একটি লিখিত ঘোষণাপত্র নেবেন।

(২) উপ-নিয়ম (১) অনুযায়ী যদি নির্বাচক চিহ্নিত ঘোষণা দেন,তা হলে প্রিসাইডিং অফিসার ১৭ ক নির্বাচক সংক্রান্ত দ্বিতীয় এন্ট্রি করবেন এবং তাঁর ও প্রার্থীদের বা ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত পোলিং এজেন্টদের সামনে নির্বাচককে একটি টেস্ট ভোট দিতে অনুমতি দেবেন এবং প্রিন্টার থেকে ছাপা কাগজের স্লিপটি বের করে দেখা হবে যে অভিযোগটি সত্য বলে প্রতিপন্ন হয় কিনা।

(৩) যদি অভিযোগটি সত্য বলে প্রতিপন্ন হয় প্রিসাইডিং অফিসার তৎক্ষণাৎ রিটার্নিং অফিসারকে বিষয়টি জানাবেন; ঐ যন্ত্রে ভোট নেওয়া বন্ধ করে দেবেন এবং রিটার্নিং অফিসারের নির্দেশ মতো কাজ করবেন।

(৪) আবার যদি অভিযোগ মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন হয় এবং কাগজের স্লিপে ছাপা ভোটের ফলের সঙ্গে নির্বাচকের দেওয়া টেস্ট ভোটের ফল মিলে যায়, তাহলে প্রিসাইডিং অফিসার—

(ক) যে প্রার্থীর পক্ষে টেস্ট ভোট দেওয়া হয়েছে, তাঁর নাম ও ক্রমিক নম্বর উল্লেখ করে ১৭ ক নিদর্শে সেই নির্বাচক সংক্রান্ত পূর্ব লিখিত দ্বিতীয় এন্ট্রির পাশে এই মর্মে তাঁর মন্তব্য জুড়ে দেবেন;

(খ) এ হেন মন্তব্যের পাশে নির্বাচকের স্বাক্ষর বা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপ নেবেন; এবং

(গ) ১৭গ নিদর্শের ১ম ভাগে ৫ নং দফায় এই ধরনের টেস্ট ভোট সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় এন্ট্রি করে রাখবেন।

৪৯ এন. দৃষ্টিহীন বা অশক্ত নির্বাচকদের ভোটগ্রহণ

(১) প্রিসাইডিং অফিসার যদি এই মর্মে নিঃসংশয় হন দৃষ্টিহীনতা বা শারীরিক বৈকল্যের কারণে কোনো নির্বাচক ভোটযন্ত্রের ভোটপত্র ইউনিটে প্রতীক শনাক্ত করতে অপারগ অথবা সাহায্য ছাড়া উপযুক্ত বোতামে চাপ দিয়ে তাঁর ভোট দিতে পারবেন না, সেক্ষেত্রে প্রিসাইডিং অফিসার ঐ নির্বাচককে তাঁর পক্ষে তাঁর ইচ্ছানুসারে ন্যূনতম আঠেরো বছর বয়স্ক একজন সঙ্গীকে ভোটগ্রহণ কক্ষে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেবেন;

অবশ্য, একই দিনে কোনো ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে কোনো ব্যক্তি একজনের বেশি নির্বাচকের সঙ্গী হতে পারবেন না;

এছাড়াও কোনো ব্যক্তিকে কোনো নির্বাচকের সঙ্গী হওয়ার অনুমতি দেওয়ার আগে এই নিয়মের অধীনে ঐ ব্যক্তিকে ঘোষণা করতে হবে যে ঐ নির্বাচকের পক্ষে দেওয়া ভোট তিনি গোপন রাখবেন এবং ঐ দিন অন্য কোনো ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে তিনি অন্য কোনো নির্বাচকের সঙ্গী হননি।

(২) এই নিয়ম অনুযায়ী প্রিসাইডিং অফিসার ১৪ ক নিদর্শে এরকম সব ঘটনার একটি রেকর্ড রাখবেন।

৪৯ ও. ভোটদানে অনিচ্ছুক ভোটদাতা

যদি কোনো নির্বাচক ১৭ ক নিদর্শে নির্বাচক নিবন্ধে তাঁর নির্বাচনী ক্রমিক নম্বর যথাযথভাবে নথিভুক্ত হওয়ার পর এবং ৪৯ এল নিয়মের উপ-নিয়ম (১)-এর অধীনে উক্ত নিবন্ধে তাঁর স্বাক্ষর বা টিপসই দিয়ে থাকেন কিন্তু তারপর ভোট না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, তবে প্রিসাইডিং অফিসার ১৭ ক নিদর্শে উক্ত লিখনের পাশে এই মর্মে মন্তব্য লিখবেন এবং এই মন্তব্যের পাশে নির্বাচকের স্বাক্ষর বা টিপসই নেবেন।

৪৯ পি. টেন্ডার ভোট

(১) অপর কোনো ব্যক্তি নির্বাচক হিসাবে ভোট দিয়ে যাওয়ার পর যদি কোনো ব্যক্তি নিজেকে ঐ নির্দিষ্ট ভোটদাতা বলে দাবি করে ভোট দিতে চান তাহলে তিনি তাঁর নিজের পরিচয় সম্পর্কে প্রিসাইডিং অফিসারের প্রশ্নাবলির সন্তোষজনক উত্তর দেওয়ার পর তাঁকে ভোটপত্র ইউনিটের মাধ্যমে ভোট দিতে দেওয়ার পরিবর্তে প্রিসাইডিং অফিসার তাঁকে নির্বাচন কমিশন নির্দেশিত নকশায় রচিত টেন্ডার ভোটপত্র দেবেন যাতে যাবতীয় বিবরণী নির্বাচন কমিশন কর্তৃক বিনির্দিষ্ট ভাষা বা ভাষাসমূহে লিখিত থাকবে।

(২) ঐরূপ প্রত্যেক নির্বাচক টেন্ডার ভোটপত্র পাওয়ার আগে ১৭ খ নিদর্শে তাঁর সম্পর্কে লিখনের পাশে নিজের নাম লিখবেন।

(৩) ভোটপাত্রটি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি—

(ক) ভোটদান কক্ষে চলে যাবেন

(খ) যে প্রার্থীর সপক্ষে তিনি ভোটদান করতে চান তাঁর প্রতীকের উপরে বা কাছে ঐ উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য দেওয়া যন্ত্র বা সরঞ্জামের সাহায্যে প্রতীক চিহ্নের উপর ক্রশ চিহ্ন দিয়ে তাঁর ভোট নথিভুক্ত করবেন;

(গ) ভোটদান গোপন রাখতে ভোটপাত্রটি যথাযথভাবে ভাঁজ করবেন,

(ঘ) প্রয়োজন হলে ভোটপত্রের উপর দেওয়া পরিচয় নির্দেশক চিহ্নটি প্রিসাইডিং অফিসারের গোচরে আনুন;

(ঙ) এটি প্রিসাইডিং অফিসারকে দিন যিনি এটিকে ঐই উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে রাখা একটি খামে রাখবেন; এবং

(চ) ভোটগ্রহণ কেন্দ্র থেকে চলে যাবেন।

(৪) যদি অন্ধত্ব বা শারীরিক অক্ষমতার কারণে কোনো নির্বাচক অপরের সাহায্য ছাড়া ভোট দিতে অপারগ হন তবে প্রিসাইডিং অফিসার তাঁকে ৪৯ এন নিয়মে যে কার্যপদ্ধতি দেওয়া আছে তা অনুসরণ করে এবং একই শর্তাদির অধীনে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী ভোটদানের জন্য একজন সঙ্গী নিয়ে যেতে অনুমতি দেবেন।

৪৯ কিউ. ভোটগ্রহণ চলাকালীন ভোটদান কক্ষে প্রিসাইডিং অফিসারের প্রবেশ

(১) প্রিসাইডিং অফিসার ভোটগ্রহণ চলাকালীন যখনই প্রয়োজন মনে করবেন তখনই ভোটদানকক্ষে প্রবেশ করতে পারেন এবং ভোটপত্র ইউনিটটিতে কোনো প্রকার অবৈধ হস্তক্ষেপ যাতে না ঘটে বা সেটির কাজে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না হয় তা সুনিশ্চিত করার জন্য সমস্ত আবশ্যকীয় পদক্ষেপ নেবেন।

(২) যদি প্রিসাইডিং অফিসারের মনে সঙ্গত কারণে এমন সন্দেহ দেখা দেয় যে, ভোটদান কক্ষে প্রবিষ্ট ভোটদাতা কোনো প্রকার অবৈধ হস্তক্ষেপ করছেন বা অন্য কোনোভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছেন বা ভোটদান কক্ষে অকারণে দীর্ঘ সময় ধরে রয়ে গেছেন, তবে তিনি ভোটদান কক্ষে প্রবেশ করবেন এবং ভোটগ্রহণ মসৃণভাবে ও নিয়মমাফিক চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(৩) প্রিসাইডিং অফিসার যখনই ভোটদানকক্ষে প্রবেশ করবেন, তখন উপস্থিত পোলিং এজেন্টদের তাঁদের ইচ্ছাক্রমে তাঁর সঙ্গী হতে অনুমতি দেবেন।

৪৯. আর. ভোটগ্রহণ সমাপন

(১) ৫৬ নং ধারা অনুসারে ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার নির্ধারিত সময়ে প্রিসাইডিং অফিসার ভোটগ্রহণ কেন্দ্র বন্ধ করে দেবেন এবং এর পরে আর কোনো ভোটদাতাকে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেবেন না।

তবে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে উপস্থিত সমস্ত ভোটদাতাকে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগে ভোটদানের অনুমতি দেওয়া হবে।

(২) ভোটগ্রহণ কেন্দ্র বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগে কোনো ভোটদাতা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে উপস্থিত ছিলেন কিনা এ নিয়ে কোনো প্রশ্ন উঠলে প্রিসাইডিং অফিসার তার মীমাংসা করবেন এবং এ ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

৪৯. এস.গৃহীত ভোটের হিসাব

(১) ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পর ১৭ গ নির্দশে প্রিসাইডিং অফিসার গৃহীত ভোটের হিসাব প্রস্তুত করবেন ও সেটি একটি পৃথক খামে রাখবেন যার উপরে 'গৃহীত ভোটের হিসাব' কথা ক'টি লেখা থাকবে।

(২) প্রিসাইডিং অফিসার ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার সময় উপস্থিত প্রত্যেক পোলিং এজেন্টকে ১৭ গ নির্দশে লিখিত তথ্যাদির একটি করে অনুলিপি দিয়ে প্রত্যেক পোলিং এজেন্টের কাছ থেকে সেগুলির জন্য একটি করে রসিদ নিয়ে ঐগুলিকে সঠিক অনুলিপি হিসাবে প্রত্যায়িত করে দেবেন।

৪৯. টি. ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পরে ভোট যন্ত্র সিল করা

(১) ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পর প্রিসাইডিং অফিসার যাতে কোনো ভোটগ্রহণ না করা যায় তা সুনিশ্চিত করার জন্য নিয়ন্ত্রণ ইউনিটটি বন্ধ করে দেবেন এবং ভোটপত্র ইউনিটটিকে নিয়ন্ত্রণ ইউনিট থেকে বিচ্ছিন্ন করবেন এবং যেখানে প্রিন্টার ব্যবহার হচ্ছে সেখানে প্রিন্টারটিকে বিচ্ছিন্ন করবেন, যাতে করে ড্রপ বক্সে জমা হওয়া কাগজের স্লিপগুলি অক্ষত থাকে,

(২) এর পর নিয়ন্ত্রণ ইউনিট, ভোটপত্র ইউনিট এবং প্রিন্টার, যেখানে তা ব্যবহৃত হচ্ছে, নির্বাচন কমিশন যেমন নির্দেশ দিয়েছেন সেইমতো আলাদা আলাদভাবে সিল করতে হবে ও সেগুলি সিল করার জন্য ব্যবহৃত সিলমোহরটি এমনভাবে লাগাতে হবে যাতে এই ইউনিটগুলির সিল না ভেঙে সেগুলি খুলে ফেলা সম্ভব না হয়।

(৩) ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত পোলিং এজেন্ট, যারা ইচ্ছুক হবেন তারাও তাঁদের সিলমোহর লাগাতে পারবেন।

৪৯. ইউ. অন্যান্য প্যাকেটগুলি সিল করা

(১) প্রিসাইডিং অফিসার নিম্নলিখিত জিনিসগুলি আলাদা প্যাকেটে রাখবেন —

(ক) নির্বাচক তালিকার চিহ্নিতপ্রতিলিপি

(খ) ১৭ ক নির্দশে নির্বাচক নিবন্ধ

(গ) টেন্ডার ভোটপত্রসমূহের খাম এবং ১৭ খ নির্দশের তালিকা

(ঘ) চ্যালেঞ্জ হওয়া ভোটের তালিকা; এবং

(ঙ) নির্বাচন কমিশনের নির্দেশানুসারে সিল করা খামে রক্ষিত অন্য যে কোনো কাগজপত্র।

(২) প্রতিটি প্যাকেট প্রিসাইডিং অফিসারের সিলমোহর দিয়ে সিল করতে হবে এবং সেই সঙ্গে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে উপস্থিত ও তার ওপরে সিলমোহর লাগাতে ইচ্ছুক প্রার্থী বা তাঁর নির্বাচন এজেন্ট বা পোলিং এজেন্টদেরও সিলমোহর লাগিয়ে সিল করতে দেওয়া হবে।

৪৯. ভি. রিটার্নিং অফিসারকে ভোটগ্রহণ যন্ত্র ইত্যাদি প্রত্যর্পণ

(১) প্রিসাইডিং অফিসার নিম্নলিখিত জিনিসগুলি রিটার্নিং অফিসারের কাছে পৌঁছে দেবেন বা রিটার্নিং অফিসারের নির্দেশমতো স্থানে পৌঁছিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন —

(ক) ভোটগ্রহণ যন্ত্র;

(খ) ১৭ গ নির্দশে গৃহীত ভোটের হিসাব;

(গ) ৪৯ ইউ নিয়মে উল্লিখিত সিল করা প্যাকেটসমূহ; এবং

(ঘ) ভোটগ্রহণের সময়ে ব্যবহৃত অন্যান্য কাগজপত্র।

(২) রিটার্নিং অফিসার ভোটযন্ত্র, প্যাকেট এবং অন্য সব কাগজপত্র ভোটগণনা শুরু না হওয়া পর্যন্ত নিরাপদ হেফাজতে রাখবার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং সুরক্ষিতভাবে পরিবহনের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন।

৪৯ ডবলিউ. ভোটগ্রহণ স্থগিত রাখা সংক্রান্ত কার্যধারা

(১) যদি ৫৭ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী কোনো ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ স্থগিত হয়ে যায় তবে ৪৯ এস থেকে ৪৯ ভি পর্যন্ত নিয়মাবলি যথাসম্ভব প্রযুক্ত হবে, যেন ৫৬ ধারা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়েই ভোটগ্রহণ সমাপ্ত হয়েছে।

(২) যদি কোনো স্থগিত ভোটগ্রহণ ৫৭ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী পুনরায় শুরু করা হয়, তবে যে নির্বাচকরা ইতিমধ্যেই ভোটদান করেছেন তাঁদের আর ভোট দিতে দেওয়া হবে না।

(৩) যে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে স্থগিত হওয়া ভোট পুনরায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেখানকার প্রিসাইডিং অফিসারকে রিটার্নিং অফিসার নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপি ও ১৭ ক নির্দশে ভোটদাতা নিবন্ধ এবং একটি নতুন ভোটযন্ত্র দেবেন।

(৪) প্রিসাইডিং অফিসার উপস্থিত পোলিং এজেন্টদের সামনে সিল করা প্যাকেট খুলে নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপিটি যে সমস্ত নির্বাচক স্থগিত ভোটে ভোটদান করতে পারবেন তাদের নাম চিহ্নিত করার জন্য ব্যবহার করবেন।

(৫) ভোটগ্রহণ স্থগিত হওয়ায় পূর্বের মতোই স্থগিত ভোট পরিচালনার ক্ষেত্রেও ২৮নং নিয়ম ও ৪৯ এ থেকে ৪৯ ভি পর্যন্ত নিয়মসমূহের বিধানগুলি প্রযোজ্য হবে।

৪৯ এক্স. বুথ দখল হওয়ার ক্ষেত্রে ভোটগ্রহণ বন্ধ করা

যেখানে প্রিসাইডিং অফিসার এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে বা ভোটগ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে বুথ দখল চলছে তাহলে তিনি তৎক্ষণাৎ ভোটযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ ইউনিটটি বন্ধ করে দিয়ে আর কোনো ভোট নথিভুক্ত না হওয়া সুনিশ্চিত করবেন এবং তিনি নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের সঙ্গে ভোটপত্র ইউনিটের যোগাযোগও বিচ্ছিন্ন করে দেবেন।

অনুবন্ধ ৩

(প্রথম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১.৬)

ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের জন্য ভোটসামগ্রীর তালিকা

ক্রমিক নং	সামগ্রী	পরিমাণ
(ক)	ভোটযন্ত্র, নির্বাচক তালিকা ও অন্যান্য	
১	নিয়ন্ত্রণ ইউনিট	০১টি
২	ব্যালট ইউনিট	০১টি অথবা নোটা সহ প্রার্থীসংখ্যার উপর ভিত্তি করে তার চেয়ে বেশি
৩	ভিভিপ্যাট	০১টি
৪	নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপি	০১টি
৫	নির্বাচক তালিকার ব্যবহার্য প্রতিলিপি	০৩টি
৬	ব্যালট পেপার (টেন্ডার ভোটের জন্য)	২০টি
৭	এ এস ডি তালিকা	০১টি
৮	সি এস ভি তালিকা	০১টি
৯	ব্রেইল ব্যালট শিট	০১টি
১০	নকল ব্যালট ইউনিট	০১টি
১১	ভোটদান কক্ষ	কমিশনের অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী ১টি
(খ)	নির্দেশ ও অন্যান্য আদল	
১	**বিধিবদ্ধ পুস্তিকা-০১ সাদা রঙের রেজিস্টার**	০১টি
	(i) ১৭ এ নির্দেশে ভোটারদের রেজিস্টার	
২	**বিধিবদ্ধ পুস্তিকা-০২ সাদা রঙের পুস্তিকা**	০১টি
	(i) ১৭ বি নির্দেশে টেন্ডার ভোটের তালিকা	০২টি
	(ii) নথিভুক্ত ভোটের হিসাব (নির্দশ-১৭গ)	১০+ সংখ্যক (প্রার্থীসংখ্যার ভিত্তিতে)
	(iii) ১৪নং নির্দশতে চ্যালেঞ্জ করা ভোটের তালিকা	০২টি
	(iv) ১৪ এ নির্দশে দৃষ্টিহীন ও অশক্ত ভোটারদের তালিকা	০২টি
	যুগপৎ নির্বাচনের সময়, বিধানসভা ভোটের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ভোটের হিসাব (১৭সি নির্দশ)-এ গোলাপি রঙের নির্দশ	১০+ সংখ্যক (বিধানসভা ভোটের প্রার্থীসংখ্যার ভিত্তিতে)
৩	**বিধিবদ্ধ পুস্তিকা-০৩ সাদা রঙের পুস্তিকা**	০১টি
	(i) ভোটার স্লিপ	ভোটার স্লিপের সংখ্যা সংশ্লিষ্ট বুথে ভোটার সংখ্যার ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে
	যুগপৎ নির্বাচনের সময়, বিধানসভা ভোটের ক্ষেত্রে ভোটার স্লিপের গোলাপি পুস্তিকা বিতরণ করা হবে।	
৪	**অবিধিবদ্ধ পুস্তিকা - অংশ-ক হলুদ রঙের পুস্তিকা**	০১টি
	(i) ভোটগ্রহণের শুরুতে ও শেষে প্রিসাইডিং অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত ঘোষণাপত্র (অংশ ১ থেকে ৪)	০২টি
	(ii) প্রিসাইডিং অফিসারের ডায়েরি	০২টি
	(iii) ভিজিট শিট	০২টি
	(iv) প্রিসাইডিং অফিসারের রিপোর্ট (I, II, III, IV ও V)	০১টি
	(v) এম-২১ নির্দশ—ভোটগ্রহণের পর নির্বাচনের নথি ও সামগ্রী প্রত্যর্পণের রসিদ	০২টি
৫	**অবিধিবদ্ধ পুস্তিকা - অংশ-বি হলুদ রঙের পুস্তিকা**	**০১টি**
	(i) পোলিং এজেন্ট/রিলিভিং এজেন্টদের গতিবিধির বিবরণী শিট	০১টি
	(ii) পোলিং এজেন্ট/রিলিফ এজেন্টদের প্রবেশপত্র	(১০+ প্রার্থীসংখ্যার ভিত্তিতে)
	(iii) চ্যালেঞ্জ করা ভোটের ক্ষেত্রে রসিদ বই ও নগদ টাকা, যদি থাকে	১০টি
	(iv) The receipt book and cash, if any, in respect of challenged votes	১০টি
	(v) ৪৯এম এ (টেস্ট ভোট) নিয়মের আওতায় নির্বাচকের ঘোষণাপত্রের নিদর্শ	০৫টি
	(vi) এ ডি এস তালিকায় থাকা নির্বাচকের ঘোষণাপত্র	১০টি
	(vii) পুলিশের এস এইচ ও-এর কাছে অভিযোগপত্র	০৪টি
	(viii) নির্বাচকদের কাছ থেকে নেওয়া তাদের বয়স সংক্রান্ত ঘোষণাপত্র	০৪টি
	(ix) ঘোষণাপত্র জমা দেওয়ার পর ভোট দিয়েছেন/ঘোষণাপত্র দিতে অস্বীকার করেছেন এমন ভোটারদের তালিকা	০৪টি

৬	**প্রার্থীদের তালিকা সম্বলিত পুস্তিকা-০৬ নীল রঙের পুস্তিকা**	০১টি
	(i) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তালিকা নিদর্শ-৭এ	০১টি
	(ii) প্রার্থীদের/এজেন্টদের স্বাক্ষরের প্রতিলিপি	০১টি
(গ)	**খাম**	
১	**খামগুচ্ছ - ০১ ই ভি এম পেপার্স (সাদা রঙের)**	
	(i) ই ভি এম কাগজপত্রের জন্য মাস্টার এনভেলাপ বা বড়ো খাম (সাদা রঙের)	০১টি
	(ii) নথিভুক্ত ভোটের হিসাবের জন্য খাম (নিদর্শ - ১৭সি)	০১টি
	(iii) প্রিসাইডিং অফিসারদের রিপোর্টের জন্য খাম - I (মহড়া ভোটের শংসাপত্র), II এবং III	০১টি
	(iv) মহড়া ভোটের ভিভিপ্যাটের কাগজের চিরকুটের জন্য খাম (কালো রঙের)	০১টি
	যুগপৎ নির্বাচনের সময়, বিধানসভা ভোটের ক্ষেত্রে ই ভি এম কাগজপত্রের জন্য গোলাপি রঙের একটি অতিরিক্ত মাস্টার এনভেলাপ বা বড় খাম, নথিভুক্ত ভোট হিসাবের জন্য (১৭সি) গোলাপি রঙের একটি অতিরিক্ত খাম এবং প্রিসাইডিং অফিসারদের রিপোর্ট I (মহড়া ভোটের শংসাপত্র), II এবং III-এর জন্য গোলাপি রঙের অতিরিক্ত একটি খাম, বিধানসভা ভোটের ইভিএম-এর জন্য মহড়া ভোটের ভিভিপ্যাটের কাগজের চিরকুটের জন্য কালো রঙের অতিরিক্ত একটি খাম	প্রতিটির ক্ষেত্রে ০১ টি করে
২	**খামগুচ্ছ - ০২ নিরীক্ষণ সামগ্রী (সাদা রঙের)**	
	(i) নিরীক্ষণ সামগ্রীর জন্য মাস্টার এনভেলাপ বা বড় খাম (সাদা রঙের)	০১টি
	(ii) প্রিসাইডিং অফিসারের ডায়রির জন্য খাম (সাদা রঙের)	০১টি
	(iii) ভোটারদের রেজিস্টারের (১৭এ) জন্য খাম (সাদা রঙের)	০১টি
	(iv) ১৪-এ নং নির্দশে দৃষ্টিহীন ও অশক্ত ভোটারদের তালিকা এবং তাঁদের সঙ্গীদের ঘোষণাপত্রের জন্য খাম (সাদা রঙের)	০১টি
	(v) ভিজিট শিটের জন্য খাম (সাদা রঙের)	০১টি
৩	**খামগুচ্ছ-০৩ বিধিবদ্ধ মোড়ক বা কভার (সাদা রঙের)**	
	(i) বিধিবদ্ধ মোড়কের জন্য মাস্টার এনভেলাপ বা বড়ো খাম (সাদা রঙের)	০১টি
	(ii) নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপি এবং সি এস ভি তালিকার (যদি থাকে) জন্য খাম (সাদা রঙের)	০১টি
	(iii) ভোটার্স স্লিপের জন্য খাম (সাদা রঙের)	০১টি
	(iv) ব্যবহৃত টেন্ডার্ড ব্যালট পেপার এবং ১৭বি নিদর্শে তালিকার জন্য খাম (সাদা রঙের)	০১টি
	(v) অব্যবহৃত টেন্ডার্ড ব্যালট পেপারের জন্য খাম (সাদা রঙের)	০১টি
	(vi) ১৪নং নিদর্শে চ্যালেঞ্জ করা ভোটের তালিকার জন্য খাম	০১টি
	যুগপৎ ভোটের সময়, বিধানসভা ভোটের ক্ষেত্রে ভোটার স্লিপের জন্য একটি অতিরিক্ত খাম দেওয়া হবে (গোলাপি রঙের)	০১টি
৪	**খামগুচ্ছ - ০৪ অবিধিবদ্ধ মোড়ক বা কভার (হলুদ রঙের)**	
	(i) অবিধিবদ্ধ মোড়কের জন্য মাস্টার এনভেলাপ বা বড়ো খাম (হলুদ রঙের)	০১টি
	(ii) নির্বাচক তালিকার প্রতিলিপি বা প্রতিলিপিসমূহের জন্য খাম (চিহ্নিত প্রতিলিপি ব্যতীত অন্যান্য)	০১টি
	(iii) ১০ নং নিদর্শে পোলিং এজেন্টদের নিয়োগপত্রের জন্য খাম (হলুদ রঙের)	০১টি
	(iv) ১২ বি নিদর্শে নির্বাচনের কাজের শংসাপত্রের জন্য খাম (হলুদ রঙের)	০১টি
	(v) প্রিসাইডিং অফিসারের ঘোষণাপত্রের জন্য খাম (হলুদ রঙের)	০১টি
	(vi) চ্যালেঞ্জড ভোটের ক্ষেত্রে যদি রসিদ বই ও নগদ টাকা থাকে তবে তার জন্য খাম (হলুদ রঙের)	০১টি
	(vii) (ক) অব্যবহৃত ও ক্ষতিগ্রস্থ কাগজের সিল এবং (খ) অব্যবহৃত ও ক্ষতিগ্রস্ত স্পেশাল ট্যাগের জন্য খাম (হলুদ রঙের)	০১টি
	(viii) অব্যবহৃত ভোটার স্লিপের জন্য খাম (হলুদ রঙের)	০১টি
	(ix) ভোটারদের কাছ থেকে নেওয়া বয়স সংক্রান্ত ঘোষণাপত্র ও এই ধরনের ভোটারদের তালিকা, এবং বয়স সংক্রান্ত ঘোষণাপত্র দিতে অস্বীকার করেছেন এমন ভোটারদের তালিকার জন্য খাম (হলুদ রঙের)	০১টি
	(x) ৪৯ এম এ-এর আওতায় নির্বাচকদের ঘোষণাপত্রের নিদর্শের জন্য খাম	০১টি
	(xi) এ এস ডি তালিকায় নাম থাকা নির্বাচকদের ঘোষণাপত্রের নিদর্শের জন্য খাম	০১টি
	(xii) এস এইচ ও-এর কাছে অভিযোগপত্র জমা দেওয়ার জন্য খাম যুগপৎ নির্বাচনের সময়, বিধানসভা ভোটের ক্ষেত্রে প্রিসাইডিং অফিসারের ঘোষণাপত্রের জন্য গোলাপি রঙের একটি অতিরিক্ত খাম দেওয়া হবে।	০১টি
৫	**খামগুচ্ছ - ০৫ হ্যান্ডবুক, নির্দেশাবলি ও অন্যান্য (বাদামি রঙের)**	
	(i) হ্যান্ডবুক, নির্দেশাবলি ইত্যাদির জন্য মাস্টার এনভেলাপ বা বড়ো খাম (বাদামি রঙের)	০১টি
	(ii) (ক) ব্যবহৃত ও অবশিষ্ট অমোচনীয় কালির শিশি ও (খ) ব্যবহৃত স্ট্যাম্প প্যাডের জন্য খাম (বাদামি রঙের)	০১টি

৬	অন্যান্য ভোটগ্রহণ সামগ্রীর জন্য খাম (নীল রঙের)	০১টি
(ঘ)	**সিল, ট্যাগ ও মার্ক**	
১	ব্যালট ইউনিট, নিয়ন্ত্রণ ইউনিট এবং ভিভিপ্যাটের জন্য অভিন্ন অ্যাড্রেস ট্যাগ	১৪টি
২	স্পেশাল ট্যাগ	০৩টি
৩	ই ভি এম-এর জন্য সবুজ কাগজের সিল	০৩টি
৪	অমোচনীয় কালি	১০ সিসি-র ০২টি শিশি
৫	তীরচিহ্নযুক্ত রবার স্ট্যাম্প	০১টি
৬	প্রিসাইডিং অফিসারের জন্য ধাতব সিল	০১টি
৭	বিশেষ ধরনের চিহ্নিত রবার স্ট্যাম্প	০১টি
৮	কালো খাম সিল করার জন্য গোলাপি কাগজের সিল	০২টি
৯	মহড়া ভোটের স্লিপ স্ট্যাম্প	০১টি
(ঙ)	**হ্যান্ডবুক ও নির্দেশাবলি**	
	(i) প্রিসাইডিং অফিসারের জন্য হ্যান্ডবুক	০১টি
	(ii) ই ভি এম এবং ভিভিপ্যাট সংক্রান্ত নির্দেশাবলি	
	(ক) ই ভি এম এবং ভিভিপ্যাটে কীভাবে ভোট দিতে হয় সেই বিষয়ক পোস্টার	০১টি
	(খ) প্রিসাইডিং অফিসারের জন্য ইভিএম এবং ভিভিপ্যাটের ব্যবহার বিষয়ক নির্দেশ পুস্তিকা	০১টি
	(গ) ইভিএম এবং ভিভিপ্যাট ব্যবহারের ক্ষেত্রে ট্রাবল শুটিং	০১টি
	(iii) মহড়া ভোটের প্রচারপত্র	০১টি
	(iv) বিকল্প নথির মাধ্যমে ভোটারদের চিহ্নিতকরণের জন্য কমিশনের নির্দেশ	০১টি
	(v) ভোটগ্রহণকারী দলগুলির জন্য ফোন বুক/কন্ট্যাক্ট বুক	০১টি
	(vi) প্রিসাইডিং অফিসারের চেকলিস্ট	০১টি
(চ)	**স্টেশনারি সামগ্রী**	
১	স্ট্যাম্প প্যাড (বেগুনি)	০১টি
২	দেশলাই বাক্স	০১টি
৩	বিভিন্ন সাইনবোর্ড	
	(i) প্রিসাইডিং অফিসার	০১টি
	(ii) পোলিং অফিসার-১	০১টি
	(iii) পোলিং অফিসার-২	০১টি
	(iv) পোলিং অফিসার-২	০১টি
	(v) প্রবেশ	০১টি
	(vi) বাহির	০১টি
	(vii) পুরুষ	০১টি
	(viii) মহিলা	০১টি
	(ix) পোলিং এজেন্ট	০১টি
	(x) আপনি ওয়েব কাস্টিং/সি সি টি ভি-র নজরদারির আওতায় রয়েছেন	০৪টি
	(xi) ১৯৬১ সালের নির্বাচন পরিচালনা নিয়মাবলির ৩১(১)(এ) নিয়ম অনুযায়ী বিভিন্ন এলাকা ইত্যাদিকে নির্দিষ্ট করার জন্য বিভিন্ন নোটিশ	০১টি
৪	সাধারণ পেন্সিল	০১টি
৫	বলপেন (তিনটি নীল, একটি লাল এবং একটি রুপোলি সাদা)	০৫টি
৬	সাদা কাগজ	০৮ পৃষ্ঠা
৭	পিন	২৫টি
৮	সিল করার গালা	০৬টি স্টিক
৯	আঠা	০১টি
১০	ব্লেড	০১টি
১১	মোমবাতি	০৪টি
১২	সরু টোন সুতো	২০ মিটার
১৩	ধাতব স্কেল	০১টি
১৪	কার্বন পেপার	০৩টি
১৫	তেল ইত্যাদি মোছার জন্য কাপড়	স্বল্প পরিমাণে
১৬	প্যাকিং করার কাগজ	০৩টি
১৭	অমোচনীয় কালির দোয়াত রাখার জন্য কাপ/খালি টিন/প্লাস্টিকের বাক্স	০১টি
১৮	ড্রয়িং পিন	২৪টি
১৯	রবার ব্যান্ড	২০টি
২০	স্বচ্ছ অ্যাডহেসিভ টেপ	১টি

অনুবন্ধ ৪

(প্রথম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১.৮)

চিহ্নিত প্রতিলিপি হিসাবে ব্যবহৃত হবে এমন তালিকা সংক্রান্ত শংসাপত্র

শংসাপত্র

(যেখানে ১ ও ২ সম্পূরক অংশে বিয়োজন ও সংশোধন দেখানোর জন্য তালিকাটি পুনর্মুদ্রিত করা হয়েছে)

এই মর্মে শংসিত করা হচ্ছে যে, ১ ও ২ সম্পূরক অংশে যেমন দেখানো হয়েছে সেইমতো বিয়োজন ও সংশোধনের পর .... বিধানসভা নির্বাচন ক্ষেত্রের অংশ নং..................... -এর ভোটার তালিকাটি পুনর্মুদ্রিত করা হয়েছে এবং এটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মেলানোর পর দেখা গেছে যে এটিতে কোনো ত্রুটিবিচ্যুতি নেই। এখানে মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা (১ থেকে...........)

তারিখ

রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং
অফিসারের স্বাক্ষর ও সিল

অথবা

শংসাপত্র

(যেখানে চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত তালিকার সঙ্গে পুনর্মুদ্রিত তালিকাটি মেলানোর পর ত্রুটিবিচ্যুতি লক্ষ করা গেছে এবং এইক্ষেত্রে ব্যবহার্য/চিহ্নিত প্রতিলিপি তৈরি করার ক্ষেত্রে পুনর্মুদ্রিত তালিকার পরিবর্তে চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত এই তালিকা ও ধারাবাহিক হালনাগাদকরণের ২নং সম্পূরক অংশ ব্যবহার করা হয়।)

এই মর্মে শংসিত করা হচ্ছে যে, চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত তালিকা ও ২নং সম্পূরক অংশ ব্যবহার করে.............................. বিধানসভা নির্বাচন ক্ষেত্রের অংশ নং.............এর নির্বাচক তালিকা তৈরি করা হয়েছে। এখানে মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা (১ থেকে.........)। এটি নির্বাচক তালিকার একটি প্রামাণ্য প্রতিলিপি এবং যেকোনো রকম ত্রুটিবিচ্যুতির ক্ষেত্রে এই তালিকাই বহাল থাকবে।

তারিখ

রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং
অফিসারের স্বাক্ষর ও সিল

অনুবন্ধ ৫

(প্রথম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১.১২)

প্রিসাইডিং অফিসারের রিপোর্ট

অংশ-১ মহড়া ভোটের শংসাপত্র

নির্বাচনের নাম ....(পূর্বেই মুদ্রিতথাকবে)

বিধানসভা নির্বাচন ক্ষেত্র/নির্বাচন অংশের নং ও নাম ....(পূর্বেই মুদ্রিত থাকবে)

সংসদীয় নির্বাচন ক্ষেত্রের নং ও নাম ....(পূর্বেই মুদ্রিত থাকবে)

ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের নং ....

(ক) *মহড়া ভোট পরিচালনা ও মহড়া ভোটের তথ্য যাচাই*

ক্রম নং	প্রার্থীর নাম (নোটা সহ প্রার্থীদের নাম আগে থেকে মুদ্রিত থাকবে)	মহড়া ভোটের সময় প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা	ফলাফল যাচাই করার সময় নিয়ন্ত্রণ ইউনিটে প্রদর্শিত ভোটসংখ্যা	প্রার্থী পিছু ভিভিপ্যাটে মুদ্রিত কাগজের চিরকুটের সংখ্যা	নিয়ন্ত্রণ ইউনিটে প্রদর্শিত ফলাফলের সঙ্গে কি মুদ্রিত কাগজের সংখ্যাকে মিলিয়ে দেখা হয়েছে (হ্যাঁ/না)	দলের অনুমোদনপ্রাপ্ত/ নির্দলীয় পোলিং এজেন্টের স্বাক্ষর
১.						
২.						
৩.						
৪.						
৫.						
৬.						
৭.						
৮.						
৯.						
	নোটা					
	মোট					

(খ) মহড়া ভোটের তথ্যগুলিকে মুছে দেওয়ার জন্য নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের 'CLEAR' বোতামটিকে টেপা হয়েছে (হ্যাঁ/না)। যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে উপরের বাক্যটি কালি দিয়ে লিখুন।

....

(গ) মহড়া ভোটের পর কাগজের সমস্ত চিরকুট ভিভিপ্যাট থেকে বের করে নেওয়া হয়েছে (হ্যাঁ/না)

(ঘ) খালি ভিভিপ্যাট-টিকে পোলিং এজেন্টদের দেখানো হয়েছে (হ্যাঁ/না)

(ঙ) প্রকৃত ভোটগ্রহণ শুরু করার পূর্বে ভিভিপ্যাট ড্রপ বক্সে কোনো চিরকুট না থাকার বিষয়টি সুনিশ্চিত করা এবং পোলিং এজেন্টদের দেখানো হয়েছে (হ্যাঁ/না)

(চ) পোলিং এজেন্টদের মোট ভোট 'O' দেখানোর জন্য নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের 'TOTAL' বোতামটি টেপা হয়েছে (হ্যাঁ/না)

(ছ) মহড়া ভোটের ভিভিপ্যাট চিরকুটগুলির উপর 'মহড়া ভোট চিরকুট' স্ট্যাম্প দেওয়া হয়েছে এবং কালো খামে সিল করা হয়েছে এবং তারপর গোলাপি কাগজের চিরকুট দিয়ে সিল করা হয়েছে (হ্যাঁ/না)

(জ) নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ মহড়া ভোটের সাক্ষী এবং তাঁরা এই মর্মে শংসিত করছেন যে মহড়া ভোটগুলি মিলিয়ে দেখা হয়েছে এবং মহড়া ভোটের পর নিয়ন্ত্রণ ইউনিট থেকে মহড়া ভোটগুলি মুছে দেওয়া হয়েছে।

ক্রম নং	পোলিং এজেন্টের নাম	দলের নাম	প্রার্থীর নাম	পোলিং এজেন্টের স্বাক্ষর

(ঋ) নিয়ন্ত্রণ ইউনিটে প্রদর্শিত সময় হলো ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম (আই এস টি) অনুযায়ী মোটামুটি ...., যদি হয়ে থাকে।

(ঞ) মাইক্রো অবজার্ভারের স্বাক্ষর (যদি ভোটগ্রহণকেন্দ্রে নিযুক্ত থাকেন)।

প্রিসাইডিং অফিসারের নাম এবং/স্বাক্ষর

(I) এতদ্দ্বারা শংসিত করা হচ্ছে যে, প্রকৃত ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার পূর্বে '**মোট ভোট O**' এটি নিশ্চিত করার জন্য সকল ভোটকর্মীর উপস্থিতিতে নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের 'TOTAL' বোতামটি টেপা হয়েছে। সঠিক পর্যবেক্ষণটিতে টিক চিহ্ন দিন:

i) নিয়ন্ত্রণ ইউনিট সর্বমোট ভোট দেখাচ্ছে : 0

অথবা

i) নিয়ন্ত্রণ ইউনিট মোট ভোট 0-এর বেশি দেখাচ্ছে (অর্থাৎ, মহড়া ভোটগুলি মোছা হয়নি), তাই মহড়া ভোটের তথ্যগুলি মুছে ফেলুন।

(প্রিসাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর)

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপরোক্ত প্রক্রিয়ার সাক্ষী এবং এই মর্মে শংসিত করছেন যে নিয়ন্ত্রণ ইউনিট থেকে মহড়া ভোটগুলি মোছা হয়েছে এবং প্রকৃত ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার আগে ভিভিপ্যাট থেকে মহড়া ভোটের চিরকুটগুলি বের করে নেওয়া হয়েছে:

ক্রম নং	পোলিং অফিসারের নাম	স্বাক্ষর

প্রিসাইডিং অফিসারের রিপোর্ট

(চতুর্থ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৪.৬)

অংশ-২, নিয়ন্ত্রণ ইউনিটে পাওয়ার প্যাক প্রতিস্থাপন

(ঘটনা/পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে মহড়া ভোট, ভোট চলাকালীন ও ভোটগ্রহণ শেষ হবার পর পূরণ করতে হবে)

নির্বাচনের নাম .... (পূর্বেই মুদ্রিত থাকবে)

নির্বাচন ক্ষেত্র/নির্বাচন অংশের নং ও নাম .... (পূর্বেই মুদ্রিত থাকবে)

সংসদীয় নির্বাচন ক্ষেত্রের নং ও নাম .... (পূর্বেই মুদ্রিত থাকবে)

ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের নং ....

(ক) মহড়া ভোট/প্রকৃত ভোটের (যেটি প্রযোজ্য নয় সেটি কেটে দিন) সময় নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের পাওয়ার প্যাক প্রতিস্থাপনের বিশদ বিবরণ

i) নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের বিশেষ পরিচয়জ্ঞাপক (ইউনিক আই ডি) নম্বর ....

ii) নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের পাওয়ার প্যাক প্রতিস্থাপনের কারণ ....

iii) নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের পাওয়ার প্যাক প্রতিস্থাপনের জন্য প্রিসাইডিং অফিসার পুরোনো অ্যাড্রেস ট্যাগের যে বিশেষ পরিচয়জ্ঞাপক নম্বরটি কেটে নিয়েছেন সেটি হলো ....

(খ) নিম্নোক্ত পোলিং এজেন্টগণ নিয়ন্ত্রণ ইউনিটে পাওয়ার প্যাক প্রতিস্থাপনের সাক্ষী

ক্রম নং	পোলিং এজেন্টের নাম	দলের নাম	প্রার্থীর নাম	পোলিং এজেন্টের স্বাক্ষর

একাধিকবার প্রতিস্থাপন হলে এই একই ফর্ম্যাটে উপরোক্ত তথ্যের পুনরাবৃত্তি করুন

প্রিসাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর

সেক্টর অফিসারের স্বাক্ষর

প্রিসাইডিং অফিসারের রিপোর্ট

(প্রথম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১.১৩)

অংশ-৩, ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পর 'ক্লোজ' বোতাম টেপা

নির্বাচনের নাম .... (পূর্বেই মুদ্রিত থাকবে)

নির্বাচন ক্ষেত্র/নির্বাচন অংশের নং ও নাম .... (পূর্বেই মুদ্রিত থাকবে)

সংসদীয় নির্বাচন ক্ষেত্রের নং ও নাম .... (পূর্বেই মুদ্রিত থাকবে)

ভোটের দিন .... (পূর্বেই মুদ্রিত থাকবে)

ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের নং ও নাম .... (পূর্বেই মুদ্রিত থাকবে)

আমি এই মর্মে শংসিত করছি যে, ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পরে নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে আমি নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের 'ক্লোজ বোতাম'টি টিপেছি

ক্রম নং	পোলিং অফিসারের নাম ও পদনাম	স্বাক্ষর

ক্রম নং	পোলিং এজেন্টের নাম	দলের নাম/নির্দল	প্রার্থীর নাম	পোলিং এজেন্টের স্বাক্ষর

প্রিসাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর

প্রিসাইডিং অফিসারের রিপোর্ট

(প্রথম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১.১৪)

অংশ-৪, ইভিএম/ভিভিপ্যাট বদল

(মহড়া ভোটের সময় পূরণ করতে হবে, যদি কোনোরকম বদল করতে হয়)

নির্বাচনের নাম .... (পূর্বেই মুদ্রিত থাকবে)

নির্বাচন ক্ষেত্র/নির্বাচন অংশের নং ও নাম .... (পূর্বেই মুদ্রিত থাকবে)

সংসদীয় নির্বাচন ক্ষেত্রের নং ও নাম .... (পূর্বেই মুদ্রিত থাকবে)

ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের নং.. (পূর্বেই মুদ্রিত থাকবে)

১)

(ক) ব্যবহৃত বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্র ও ভিভিপ্যাটের বিশদ বিবরণ -

(বি ইড-ব্যালটিং ইউনিট, সি ইউ-কন্ট্রোল ইউনিট ও ভিভিপ্যাট-ভোটার ভেরিফায়েবল পেপার অডিট ট্রেইল)

ক্রম নং	বিবরণ	বিইউ	সিইউ	ভিভিপ্যাট	বদলের ক্ষেত্রে সেক্টর অফিসারের স্বাক্ষর
১.	বণ্টনের সময় প্রদত্ত বিশেষ পরিচয়জ্ঞাপক (ইউনিক আই ডি) নম্বর				
২.	(ক) মহড়া ভোটের সময় যেটি অকেজো বলে দেখা যাবে সেটিতে (✓) টিক দিন				
	(খ) অকেজো হওয়ার কারণ (সি ইউ-তে যে ত্রুটি/কোড দেখা যাবে তা উল্লেখ করুন)				
৩.	মহড়া ভোটের সময় বদলের জন্য ইউনিট (গুলির) বিশেষ পরিচয়জ্ঞাপক নম্বর				

(খ) নিম্নোক্ত পোলিং এজেন্টগণ বদল প্রক্রিয়ার সাক্ষী রয়েছেন

ক্রম নং	পোলিং এজেন্টের নাম	দলের নাম/নির্দল	প্রার্থীর নাম	পোলিং এজেন্টের স্বাক্ষর

(প্রিসাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর)

প্রিসাইডিং অফিসারের রিপোর্ট

(প্রথম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১.১৪)

অংশ-৫, ইভিএম/ভিভিপ্যাট বদল

(ঘটনা/অবস্থা বুঝে ভোট চলাকালীন বা ভোটগ্রহণের শেষে পূরণ করতে হবে)

নির্বাচনের নাম ....(পূর্বেই মুদ্রিত থাকবে)

নির্বাচন ক্ষেত্র/নির্বাচন অংশের নং ও নাম ....(পূর্বেই মুদ্রিত থাকবে)

সংসদীয় নির্বাচন ক্ষেত্রের নং ও নাম ....(পূর্বেই মুদ্রিত থাকবে)

ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের নং...(পূর্বেই মুদ্রিত থাকবে)

(ক) ব্যবহৃত বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্র ও ভিভিপ্যাটের বিশদ বিবরণ -

ক্রম নং	বিবরণ	বিইউ	সিইউ	ভিভিপ্যাট
১.	ক) প্রকৃত ভোটের সময় অকেজো হয়ে যাওয়া ইউনিট (গুলির) বিশেষ পরিচয়জ্ঞাপক নম্বর			
	খ) ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটার সময়			
	গ) ইউনিট (গুলি) যে সময় অকেজো হয়ে গেল সেই সময় পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ ইউনিটে নথিভুক্ত ভোটের সংখ্যা			
	ঘ) নিয়ন্ত্রণ ইউনিটে অকেজো হয়ে যাওয়ার ত্রুটি/কোড দেখানোর কারণ			
	ঙ) বিপ শব্দ শোনা গেছে			
	চ) বদলের সময় নতুন ইউনিট (গুলির) বিশেষ পরিচয়জ্ঞাপক নম্বর			
	ছ) পুনরায় ভোটগ্রহণ শুরুর সময়			
২.	মন্তব্য, যদি থাকে			

(খ) নিম্নোক্ত পোলিং এজেন্টগণ প্রকৃত ভোটগ্রহণ চলাকালীন বদল প্রক্রিয়ার সাক্ষী ছিলেন -

ক্রম নং	পোলিং এজেন্টের নাম	দলের নাম/নির্দল	প্রার্থীর নাম	পোলিং এজেন্টের স্বাক্ষর

একাধিকবার প্রতিস্থাপন হলে এই একই ফর্ম্যাটে উপরোক্ত তথ্যের পুনরাবৃত্তি করুন

প্রিসাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর

সেক্টর অফিসারের স্বাক্ষর

অনুবন্ধ ৬

(প্রথম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১.১২)

প্রিসাইডিং অফিসারের ঘোষণা

প্রথম ভাগ

ভোটগ্রহণ শুরু করার আগে প্রিসাইডিং অফিসারের ঘোষণা

.... লোকসভা / বিধানসভা নির্বাচনক্ষেত্রে নির্বাচন

ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ক্রমিক নং ও নাম...

ভোটগ্রহণের তারিখ...

আমি এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে,

(১) আমি উপস্থিত পোলিং এজেন্ট ও অন্যান্য ব্যক্তিদের মহড়া ভোট গ্রহণ করে দেখিয়েছি যে,

(ক) ভোটযন্ত্রটি যথাযথভাবে কার্যকর অবস্থায় রয়েছে এবং সেখানে ইতিমধ্যে কোনো ভোট গৃহীত হয়নি; মহড়া ভোটের পর আমরা ই ভি এম (সি ইউ) থেকে মহড়া ভোটের তথ্য মুছে দিয়েছি এবং ভিভিপ্যাট ড্রপ বক্স থেকে মুদ্রিত চিরকুটগুলি বের করে ফেলেছি।

(খ) ভোটগ্রহণের সময় নির্বাচক তালিকার যে চিহ্নিত প্রতিলিপি ব্যবহার করা হবে সেখানে ডাক ভোটপত্র (পোস্টাল ব্যালট) এবং নির্বাচনীকৃত্য শংসাপত্র (ই ডি সি) দেবার জন্য নির্দিষ্ট নামগুলি ব্যতীত অন্য কোনো নামের পাশে কোনো চিহ্ন দেওয়া নেই।

(গ) ভোটগ্রহণের সময় যে নির্বাচক নিবন্ধ (১৭ক নিদর্শ) ব্যবহৃত হবে, তাতে কোনো নির্বাচকের পাশে কিছু লেখা হয়নি।

(২) ভোটযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের ফলাফল শাখা সুরক্ষিত করার জন্য ব্যবহৃত কাগজের সিলের (গুলির) উপর আমি সই করেছি এবং সেখানে উপস্থিত ও ইচ্ছুক পোলিং এজেন্টদের সই করতে দিয়েছি।

(৩) আমি স্পেশ্যাল অ্যাড্রেস ট্যাগের উপর নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের ক্রমিক সংখ্যা লিখেছি এবং ঐ স্পেশ্যাল অ্যাড্রেস ট্যাগের পিছনে সই করেছি এবং সেখানে উপস্থিত এবং ইচ্ছুক প্রার্থীদের / পোলিং এজেন্টদেরও সই নিয়েছি।

(৪) আমি পরিমার্জিত নতুন সবুজ কাগজের সিলের উপর সই করেছি এবং সেখানে উপস্থিত এবং ইচ্ছুক প্রার্থীদের/ পোলিং এজেন্টদের সই নিয়েছি।

(৫) আমি স্পেশ্যাল অ্যাড্রেস ট্যাগের পূর্ব-মুদ্রিত ক্রমিক সংখ্যা পড়ে শুনিয়েছি এবং উপস্থিত প্রার্থী/পোলিং এজেন্টদের ঐ ক্রমিক সংখ্যা লিখে নিতে বলেছি।

প্রিসাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর ....

পোলিং এজেন্টদের স্বাক্ষর :

১..............................(প্রার্থী...................................)　　২..............................(প্রার্থী...................................)

৩..............................(প্রার্থী...................................)　　৪..............................(প্রার্থী...................................)

৫..............................(প্রার্থী...................................)　　৬..............................(প্রার্থী...................................)

৭..............................(প্রার্থী...................................)　　৮..............................(প্রার্থী...................................)

৯..............................(প্রার্থী...................................)

নিম্নলিখিত পোলিং এজেন্ট(গণ) এই ঘোষণাপত্রে তাঁদের স্বাক্ষর দিতে অসম্মত হয়েছেন :

১...............................(প্রার্থী.................................) ২...............................(প্রার্থী.................................)

৩...............................(প্রার্থী.................................) ৪...............................(প্রার্থী.................................)

স্বাক্ষর ....

তারিখ.. প্রিসাইডিং অফিসার

দ্বিতীয় ভাগ

প্রয়োজনে পরবর্তী ভোটযন্ত্র ব্যবহারের সময় প্রিসাইডিং অফিসারের ঘোষণা

.... লোকসভা / বিধানসভা নির্বাচনক্ষেত্রে নির্বাচন

ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ক্রমিক নং ও নাম...

ভোটগ্রহণের তারিখ..

আমি এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে,

ব্যালট ইউনিট/কন্ট্রোল ইউনিটের.. (ত্রুটির ধরন উল্লেখ করুন) কারণে ব্যালট ইউনিট/ কন্ট্রোল ইউনিট/ভিভিপ্যাট সহ সম্পূর্ণ ই ভি এম বদল করা হয়েছে।

(১) আমি উপস্থিত পোলিং এজেন্ট ও অন্যান্য ব্যক্তিদের মহড়া ভোট গ্রহণ করে দেখিয়েছি যে,

(ক) ভোটযন্ত্রটি যথাযথভাবে কার্যকর অবস্থায় রয়েছে এবং সেখানে ইতিমধ্যে কোনো ভোট গৃহীত হয়নি।

(খ) ভোটগ্রহণের সময় নির্বাচক তালিকার যে চিহ্নিত প্রতিলিপি ব্যবহার করা হবে সেখানে ডাক ভোটপত্র (পোস্টাল ব্যালট) এবং নির্বাচনীকৃত্য শংসাপত্র (ই ডি সি) দেবার জন্য নির্দিষ্ট নামগুলি ব্যতীত অন্য কোনো নামের পাশে কোনো চিহ্ন দেওয়া নেই।

(গ) ভোটগ্রহণের সময় যে নির্বাচক নিবন্ধ (১৭ক নিদর্শ) ব্যবহৃত হবে, তাতে কোনো নির্বাচকের পাশে কিছু লেখা হয়নি।

(২) ভোটযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের ফলাফল শাখা সুরক্ষিত করার জন্য ব্যবহৃত কাগজের সিলের (গুলির) উপর আমি সই করেছি এবং সেখানে উপস্থিত ও ইচ্ছুক পোলিং এজেন্টদের সই করতে দিয়েছি।

(৩) আমি স্পেশ্যাল অ্যাড্রেস ট্যাগের উপর নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের ক্রমিক সংখ্যা লিখেছি এবং ঐ স্পেশ্যাল অ্যাড্রেস ট্যাগের পিছনে সই করেছি এবং সেখানে উপস্থিত এবং ইচ্ছুক প্রার্থীদের/পোলিং এজেন্টদেরও সই নিয়েছি।

(৪) আমি পরিমার্জিত নতুন সবুজ কাগজের সিলের উপর সই করেছি এবং সেখানে উপস্থিত এবং ইচ্ছুক প্রার্থীদের/ পোলিং এজেন্টদের সই নিয়েছি।

(৫) আমি স্পেশ্যাল অ্যাড্রেস ট্যাগের পূর্ব-মুদ্রিত ক্রমিক সংখ্যা পড়ে শুনিয়েছি এবং উপস্থিত প্রার্থী/পোলিং এজেন্টদের ঐ ক্রমিক সংখ্যা লিখে নিতে বলেছি।

প্রিসাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর ....

পোলিং এজেন্টদের স্বাক্ষর :

১...............................(প্রার্থী...............................) ২...............................(প্রার্থী...............................)

৩...............................(প্রার্থী...............................) ৪...............................(প্রার্থী...............................)

৫...............................(প্রার্থী...............................) ৬...............................(প্রার্থী...............................)

৭...............................(প্রার্থী...............................) ৮...............................(প্রার্থী...............................)

৯...............................(প্রার্থী...............................)

নিম্নলিখিত পোলিং এজেন্ট(গণ) এই ঘোষণাপত্রে তাঁদের স্বাক্ষর দিতে অসম্মত হয়েছেন :

১..............................(প্রার্থী.................................)   ২..............................(প্রার্থী.................................)

৩..............................(প্রার্থী.................................)   ৪..............................(প্রার্থী.................................)

স্বাক্ষর ....

তারিখ..   প্রিসাইডিং অফিসার

তৃতীয় ভাগ

ভোটগ্রহণের শেষে ঘোষণা

যে সকল পোলিং এজেন্ট ভোটগ্রহণের শেষে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে উপস্থিত ছিলেন এবং যাঁদের স্বাক্ষর নিচে দেওয়া আছে, আমি তাঁদের ১৯৬১ সালের নির্বাচন পরিচালনা নিয়মাবলির ৪৯ এস (২) নিয়ম অনুযায়ী ১৭গ নিদর্শে বিধৃত 'অংশ ১ - গৃহীত ভোটের হিসাব'-এর প্রত্যেকটি লিখনের প্রত্যয়িত প্রতিলিপি দিয়েছি।

স্বাক্ষর.......................................

তারিখ............................ প্রিসাইডিং অফিসার

সময়...............................

গৃহীত ভোটের হিসাবের (১৭গ নিদর্শের অংশ ১) মধ্যে যে সব লিখন রয়েছে সেগুলির প্রত্যয়িত প্রতিলিপি পেলাম।

পোলিং এজেন্টদের স্বাক্ষর :

১..............................(প্রার্থী................................) ২..............................(প্রার্থী................................)

৩..............................(প্রার্থী................................) ৪..............................(প্রার্থী................................)

৫..............................(প্রার্থী................................) ৬..............................(প্রার্থী................................)

৭..............................(প্রার্থী................................) ৮..............................(প্রার্থী................................)

৯..............................(প্রার্থী................................)

ভোটগ্রহণের শেষে উপস্থিত নিম্নলিখিত পোলিং এজেন্টগণ ১৭গ নিদর্শের অংশ ১-এর প্রত্যয়িত প্রতিলিপি গ্রহণ করার জন্য রসিদ দিতে অস্বীকার করেন এবং সেই কারণে তাঁদের ওই নিদর্শের প্রত্যয়িত প্রতিলিপি দেওয়া হয়নি।

১..............................(প্রার্থী................................) ২..............................(প্রার্থী................................)

৩..............................(প্রার্থী................................) ৪..............................(প্রার্থী................................)

৫..............................(প্রার্থী................................) ৬..............................(প্রার্থী................................)

৭..............................(প্রার্থী................................) ৮..............................(প্রার্থী................................)

৯..............................(প্রার্থী................................)

স্বাক্ষর.......................................

তারিখ............................ প্রিসাইডিং অফিসার

সময়...............................

চতুর্থ ভাগ
ভোটযন্ত্র সিল করার পর ঘোষণা

ভোটগ্রহণ শেষ হলে ভোটযন্ত্রের কন্ট্রোল ইউনিট ও ব্যালট ইউনিটের বহনকারী বাক্সগুলিকে আমি আমার সিল দিয়েছি এবং ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে উপস্থিত পোলিং এজেন্টদের সিল দিতে দিয়েছি।

....

তারিখ.............................   প্রিসাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর

সময়...............................

নিম্নলিখিত পোলিং এজেন্টগণ তাঁদের সিল লাগিয়েছেন।

পোলিং এজেন্টদের স্বাক্ষর :

১..............................(প্রার্থী................................)   ২..............................(প্রার্থী................................)

৩..............................(প্রার্থী................................)   ৪..............................(প্রার্থী................................)

৫..............................(প্রার্থী................................)   ৬..............................(প্রার্থী................................)

নিম্নোক্ত পোলিং এজেন্টগণ তাঁদের সিল লাগাতে অস্বীকার করেছেন বা সিল লাগাতে চাননি।

১..............................(প্রার্থী................................)   ২..............................(প্রার্থী................................)

৩..............................(প্রার্থী................................)   ৪..............................(প্রার্থী................................)

স্বাক্ষর.......................................

তারিখ...................................   প্রিসাইডিং অফিসার

অনুবন্ধ ৭

(প্রথম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১.১২)

প্রিসাইডিং অফিসারের ডায়েরি

১। নির্বাচনকেন্দ্রের নাম (বড় হাতের অক্ষরে)

২। ভোটগ্রহণের তারিখ

৩। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের নম্বর ও নাম

কোথায় অবস্থিত

ক) সরকারি অথবা আধা-সরকারি ভবন

খ) বেসরকারি ভবন

গ) অস্থায়ী কাঠামো

৪। স্থানীয়ভাবে পোলিং অফিসার নিযুক্ত হলে, তার সংখ্যা

৫। যথাযথভাবে নিযুক্ত পোলিং অফিসারের অনুপস্থিতির জন্য পোলিং অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে কিনা এবং হলে সেই নিয়োগের কারণ

৬। বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্র

ক) ব্যবহৃত নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের সংখ্যা

খ) ব্যবহৃত নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের ক্রমিক নং (গুলি)

গ) ব্যবহৃত ভোটপত্র ইউনিটের সংখ্যা

ঘ) ব্যবহৃত ভোটপত্র ইউনিটের ক্রমিক নং (গুলি)

৭। (ক) ব্যবহৃত কাগজের সিলের সংখ্যা

(খ) ব্যবহৃত কাগজের সিলের ক্রমিক নং (গুলি)

৭ক। (১) সরবরাহকৃত স্পেশ্যাল ট্যাগের সংখ্যা

(২) সরবরাহকৃত স্পেশ্যাল ট্যাগের ক্রমিক নং (গুলি)

(৩) ব্যবহৃত স্পেশ্যাল ট্যাগের সংখ্যা

(৪) ব্যবহৃত স্পেশ্যাল ট্যাগের ক্রমিক নং (গুলি)

(৫) ফেরত দেওয়া অব্যবহৃত স্পেশ্যাল ট্যাগের ক্রমিক নং (গুলি)

৭খ। যেসব ভোটকেন্দ্রে ভিভিপ্যাট ব্যবহার করা হয় সেখানে প্রযোজ্য

(১) ব্যবহৃত প্রিন্টার-এর সংখ্যা

(২) ব্যবহৃত প্রিন্টার (গুলির)-এর ক্রমিক নং (গুলি)

৮। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের জন্য যে সকল প্রার্থী পোলিং এজেন্ট নিযুক্ত করেছেন তাঁদের সংখ্যা

৯। (ক) ভোটগ্রহণ পর্ব শুরুর সময় উপস্থিত পোলিং এজেন্টদের সংখ্যা

(খ) দেরিতে আসা পোলিং এজেন্টদের সংখ্যা

(খ) ভোটগ্রহণ পর্ব শেষ হওয়ার সময় উপস্থিত পোলিং এজেন্টদের সংখ্যা

১০। (ক) ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের জন্য নির্ধারিত নির্বাচকের মোট সংখ্যা

(খ) নির্বাচক তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপি অনুযায়ী যে সমস্ত নির্বাচককে ভোট দিতে দেওয়া হয়েছে তার সংখ্যা

(গ) নির্বাচক নিবন্ধ (নিদর্শ ১৭ক) অনুযায়ী যাঁরা ভোট দিয়েছেন তাঁদের মোট সংখ্যা

(ঘ) ভোটযন্ত্রে গৃহীত ভোটের সংখ্যা

(ঙ) ভোটদানে অস্বীকৃত ভোটারের সংখ্যা, যদি থাকে

প্রথম পোলিং অফিসারের স্বাক্ষর নির্বাচক নিবন্ধের দায়িত্বপ্রাপ্ত পোলিং অফিসারের স্বাক্ষর

১১। যে সব নির্বাচক ভোট দিয়েছেন তাঁদের সংখ্যা

পুরুষ..............................

মহিলা..............................

তৃতীয় লিঙ্গ.........................

মোট..................................

১২। চ্যালেঞ্জ ভোট -

অনুমতিপ্রাপ্ত নির্বাচকের সংখ্যা...

অনুমতি দেওয়া হয়নি এমন নির্বাচকের সংখ্যা..................................

বাজেয়াপ্ত অর্থের পরিমাণ (টাকায়)..

১৩। যে সব ব্যক্তি নির্বাচনীকৃত্য শংসাপত্র (ই ডি সি) দেখিয়ে ভোট দিয়েছেন তাঁদের সংখ্যা

১৩ক। যেসব ওভারসিজ ভোটার ভোট দিয়েছেন তাঁদের সংখ্যা

১৪। যেসব নির্বাচক সঙ্গীর সাহায্য নিয়ে ভোট দিয়েছেন তাঁদের সংখ্যা

১৫। যেসব প্রতিনিধি ভোটদাতা (প্রক্সি) ভোট দিয়েছেন তাঁদের সংখ্যা

১৬। টেন্ডার ভোটের সংখ্যা

১৭। নির্বাচকের সংখ্যা -

(ক) যাঁদের কাছ থেকে বয়স সম্পর্কিত ঘোষণা গ্রহণ করা হয়েছে.......................................

(খ) যাঁরা এ ধরনের ঘোষণা পেশ করতে অসম্মত হয়েছে..

১৮। ভোটগ্রহণ স্থগিত করা প্রয়োজন হয়েছিল কি না এবং যদি তা করা হয়ে থাকে তাহলে এরূপ স্থগিতকরণের কারণসমূহ :

১৯। প্রতি দু-ঘন্টায় প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা -

সকাল ৭টা থেকে ৯টা

সকাল ৯টা থেকে ১১টা

সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা

দুপুর ১টা থেকে বিকাল ৩টা

বিকাল ৩টা থেকে বিকাল ৫টা

(ভোট শুরু এবং শেষ হওয়ার নির্ধারিত সময়ের উপর নির্ভর করে প্রয়োজনমত পরিবর্তন করা যেতে পারে)

১৯খ। ভিজিট শিট অনুযায়ী ভোটকেন্দ্রে ভিজিটর বা অতিথির বিবরণ

ক্রম নং	পরিদর্শনকারী আধিকারিকের নাম (অবজার্ভার/ডি ই ও/আর ও/এ আর ও/সেক্টর ম্যাজিস্ট্রেট/জোনাল ম্যাজিস্ট্রেট/পেট্রোলিং ম্যাজিস্ট্রেট)	পরিদর্শনের সময়	ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ (শান্তিপুর্ণ/যদি কোনো ঘটনা ঘটে থাকে)	পরিদর্শনের সময় পর্যন্ত গৃহীত ভোটের সংখ্যা	
				নির্দশ ১৭ অনুযায়ী	ই ভি এম অনুযায়ী

২০। (ক) ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার সময় লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা যত জন নির্বাচকদের হাতে চিরকুট দেওয়া হয়েছে তার সংখ্যা

(খ) শেষতম নির্বাচক ভোট দেওয়ার পর ভোটগ্রহণ পর্ব শেষ হওয়ার সময়

২১। বিশদ তথ্য সহ নির্বাচনী অপরাধের বিবরণ

যতগুলি অপরাধমূলক ঘটনা ঘটেছে -

(ক) ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ১০০ মিটারের মধ্যে ভোট প্রার্থনা

(খ) জাল ভোটদান

(গ) ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে কোনোও বিজ্ঞপ্তির তালিকা বা অন্য কোনোও নথি প্রতারণামূলকভাবে বিকৃত করা, নষ্ট করা বা অপসারণ করা

(ঘ) ভোটদাতাদের ঘুষ দেওয়া

(ঙ) ভোটদাতা ও অন্যান্য ব্যক্তিদের ভীতিপ্রদর্শন

(চ) বুথ দখল

২২। নিম্নোক্ত কোনোও কারণে ভোটগ্রহণ বিঘ্নিত বা বাধা প্রাপ্ত হয়ে থাকলে —

(১) দাঙ্গা

(২) প্রকাশ্যে হিংসাত্মক ঘটনা

(৩) প্রাকৃতিক দুর্যোগ

(৪) বুথ দখল

(৫) ভোটযন্ত্র বিকল হওয়া

(৬) অন্য কোনো কারণ-

উপরোক্ত বিষয়ে বিশদ বিবরণ দিন।

২৩। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ব্যবহৃত ভোটযন্ত্র কোনও কারণে কালুষিত হয়ে থাকলে —

(ক) প্রিসাইডিং অফিসারের হেফাজত থেকে বেআইনি অপসারণ

(খ) দুর্ঘটনাবশত বা ইচ্ছাকৃতভাবে নষ্ট বা ধ্বংসপ্রাপ্ত

(গ) বিকৃত বা ক্ষতিগ্রস্ত

বিশদ বিবরণ দিন

২৪। প্রার্থী / এজেন্ট গুরুতর অভিযোগ করলে তার বিবরণ

২৫। আইনশৃঙ্খলা ভঙ্গের ঘটনার সংখ্যা

২৬। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভুলত্রুটি ও বেনিময় কিছু ঘটে থাকলে তার বিবরণ

২৭। ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার আগে, ভোট চলাকালীন প্রয়োজনে নতুন একটি ভোটযন্ত্র ব্যবহার করার সময় এবং ভোটগ্রহণের শেষে প্রয়োজন অনুযায়ী ঘোষণা করা হয়েছে কিনা

স্থান :

তারিখ :

প্রিসাইডিং অফিসার

ভোটযন্ত্র, পরিদর্শন শিট ও অন্যান্য সিল করা কাগজপত্রের সঙ্গে এই ডায়েরিটি রিটার্নিং অফিসারের কাছে পাঠাতে হবে।

অনুবন্ধ ৮

(প্রথম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১.১২)

১৭গ নিদর্শ

(৪৯ এস এবং ৫৬ গ (২) নিয়ম দ্রষ্টব্য)

অংশ ১ - গৃহীত ভোটের হিসাব

.... নির্বাচন কেন্দ্র থেকে .... লোকসভা / .... বিধানসভা / .... কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল বিধানসভা নির্বাচন।

ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের নম্বর ও নাম ....

ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ব্যবহৃত ভোটযন্ত্রের পরিচিতি সূচক নম্বর -

নিয়ন্ত্রণ ইউনিট নম্বর ....

ভোটপত্র ইউনিট নম্বর ....

ভিভিপ্যাট ....

১। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে মোট নির্বাচকের সংখ্যা

২। নির্বাচক নিবন্ধে (১৭ক নিদর্শে) নথিভুক্ত নির্বাচকের মোট সংখ্যা

৩। ৪৯ও নিয়মের অধীনে ভোটাধিকার প্রয়োগ না করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এমন ভোটারদের সংখ্যা

৪। ৪৯এম নিয়মানুসারে যাঁদের ভোট দিতে দেওয়া হয়নি তার সংখ্যা

৫। ৪৯ এম এ (ডি) নিয়মানুসারে নথিভুক্ত টেস্ট ভোট যা বিয়োগ করতে হবে

(ক) বিয়োগযোগ্য মোট টেস্ট ভোটার সংখ্যা

মোট সংখ্যা	১৭ ক নিদর্শে নির্বাচকের ক্রমিক সংখ্যা (সমূহ)
....	....

(খ) যে প্রার্থী (দের) পক্ষে টেস্ট ভোট পড়েছে

ক্রমিক নং	প্রার্থীর নাম	ভোট সংখ্যা
....	....	....
....	....	....

৬। ভোটযন্ত্র অনুযায়ী প্রদত্ত ভোটের মোট সংখ্যা ....

৭। ২ দফায় লিখিত মোট ভোটসংখ্যা থেকে ৩ দফায় উল্লেখিত ভোট দিতে অস্বীকৃত ভোটারের সংখ্যা বাদ দিলে এবং তার থেকে ৪ দফায় লিখিত নির্বাচক সংখ্যা বাদ দিলে (অর্থাৎ ২-৩-৪) যে সংখ্যা আসবে সেই সংখ্যা ৬ দফায় প্রাপ্ত মোট ভোটসংখ্যার সঙ্গে মিলছে অথবা কোনো গরমিল দেখা গেছে ....

৮। ৪৯পি নিয়মের অধীনে টেন্ডার ভোটপত্র দেওয়া হয়েছে এমন ভোটদাতার সংখ্যা ....

৯। টেন্ডার ভোটপত্রের সংখ্যা

	মোট	ক্রমিক নং থেকে	ক্রমিক নং পর্যন্ত
(ক) ব্যবহারের জন্য গৃহীত	....	....	....
(খ) নির্বাচকদের দেওয়া হয়েছে	....	....	....
(গ) অব্যবহৃত ও ফেরত দেওয়া হয়েছে	....	....	....

পোলিং এজেন্টদের স্বাক্ষর

১০। কাগজের সিলের হিসাব

১। ব্যবহারের জন্য সরবরাহকৃত কাগজের সিল : মোট সংখ্যা .... ১. ....
ক্রমিক নং. .... থেকে .... পর্যন্ত

২। ব্যবহৃত কাগজের সিল : মোট সংখ্যা .... ২. ....
ক্রমিক নং. .... থেকে .... পর্যন্ত

৩। অব্যবহৃত ও রিটার্নিং অফিসারকে ফেরতযোগ্য কাগজের সিল :
মোট সংখ্যা .... ৩. ....
ক্রমিক নং. .... থেকে .... পর্যন্ত

৪। নষ্ট হওয়া কাগজের সিল (যদি থাকে) : মোট সংখ্যা .... ৪. ....
ক্রমিক নং. .... থেকে .... পর্যন্ত

৫. ....

৬. ....

তারিখ ....

স্থান ....

প্রিসাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর

ভোটগ্রহণ কেন্দ্র নং ....

অংশ ২ — গণনার ফলাফল

প্রার্থীর ক্রমিক নং	প্রার্থীর নাম	কন্ট্রোল ইউনিটে প্রদর্শিত ভোটের সংখ্যা	অংশ ১-এর ৫ দফা অনুযায়ী বিয়োগযোগ্য ভোটের সংখ্যা	বৈধ ভোটের সংখ্যা (৩-৪)
১	২	৩	৪	৫
১.				
২.				
৩.				
৪.				
৫.				
এন.	নোটা			
মোট				

উপরে প্রদর্শিত মোট ভোটসংখ্যা অংশ ১-এর ৬ দফায় প্রাপ্ত মোট ভোটসংখ্যার সঙ্গে মিলছে কিনা অথবা এই দুয়ের মধ্যে কোনো গরমিল দেখা গেছে

তারিখ ....

স্থান ....

গণনা তত্ত্বাবধায়কের স্বাক্ষর

প্রার্থী / নির্বাচনী এজেন্ট / গণনা এজেন্ট-এর নাম	সম্পূর্ণ স্বাক্ষর
১.	
২.	
৩.	
৪.	
৫.	
৬.	
৭.	

তারিখ.................................

স্থান ....

রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর

অনুবন্ধ ৯

(প্রথম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১.১২)

বিভিন্ন পর্যায়ে প্রিসাইডিং অফিসার যে সমস্ত কাজ সম্পন্ন করবেন তার রূপরেখা

১। নিয়োগের সময়

২। ভোটগ্রহণের আগের দিন

৩। ভোটগ্রহণের দিন ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে পৌঁছানোর পর

৪। ভোটগ্রহণ চলাকালীন

৫। ভোটগ্রহণ সমাপ্ত হওয়ার পর

১। নিয়োগের সময়

১.১ নিয়োগের আদেশ যখন পাবেন তখন সাবধানতার সঙ্গে মিলিয়ে নিন ও পরীক্ষা করে নিন —

(ক) আপনার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের নাম ও নম্বর

(খ) যে বিধানসভা নির্বাচনক্ষেত্রে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রটি অবস্থিত তার নাম

(গ) আপনার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রটি ঠিক কোথায় অবস্থিত

এই তথ্যগুলি আপনার নিয়োগের আদেশনামায় থাকবে। আপনি ওই আদেশনামায় আপনার পোলিং অফিসারদের নামও দেখতে পাবেন। তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করুন এবং তাঁদের বাড়ির ও অফিসের ঠিকানা আপনার কাছে রাখুন এবং আপনার বাড়ির ও অফিসের ঠিকানা তাঁদের দিন।

যতগুলি সম্ভব প্রশিক্ষণ ক্লাসে যোগ দিন যাতে ইভিএম ও ভিভিপ্যাট চালনা সম্পর্কে আপনি পুরোপুরি অবহিত হতে পারেন। আপনার স্মৃতি অতীত অভিজ্ঞতার ওপর ভরসা রাখবেন না কারণ তারা বিশ্বাসঘাতকতা করতেও পারে। সময়ে সময়ে নির্দেশাবলি যথেষ্ট পরিমাণ পরিবর্তিতও হচ্ছে।

১.২ নিম্নলিখিত পুস্তিকাগুলি যত্নসহকারে পড়ুন

(ক) প্রিসাইডিং অফিসারদের জন্য নির্দেশ পুস্তিকা

(খ) ই ভি এম এবং ভিভিপ্যাট নির্দেশিকা

(ঘ) প্রিসাইডিং অফিসারকে লিখিত প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলি সমন্বিত রিটার্নিং অফিসারের চিঠি

১.৩ নির্বাচন কার্যে ব্যবহৃত জিনিসপত্রের সঙ্গে পরিচিত হোন।

১.৪ কীভাবে ও কোন পদ্ধতিতে (CU) এর (BU) সংযুক্ত ও বিযুক্ত করা হয় এবং নিয়ন্ত্রণ ইউনিট (সি ইউ) বন্ধ ও সিল করা হয় এবং ভিভিপ্যাট ড্রপ বক্স কীভাবে সিল করতে হয় তা যত্নসহকারে শিখে নিন।

১.৫ বিভিন্ন সংবিধিবদ্ধ ও অসংবিধিবদ্ধ নিদর্শ মন দিয়ে পড়ুন।

১.৬ **১ অনুবন্ধে** উল্লেখিত ১৯৫০ ও ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের প্রাসঙ্গিক ধারাসমূহ এবং **২ অনুবন্ধে** উল্লেখিত ১৯৬১ সালের নির্বাচন পরিচালনা নিয়মাবলির অধীনে প্রাসঙ্গিক নিয়মগুলি যত্নসহকারে পড়ুন। যদি কোনো বিষয়ে সংশয় থেকে থাকে, তবে রিটার্নিং অফিসারকে জিজ্ঞাসা করে আপনার সংশয় নিরসন করুন। কখনও মনে সংশয় রাখবেন না।

২। ভোটগ্রহণের আগের দিন

২.১ ভোটগ্রহণের দিনের আগের দিনে আপনাকে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ব্যবহারের জন্য জিনিসপত্র সংগ্রহ করতে হবে। আপনি অনুগ্রহ করে দেখে নেবেন যে—

(ক) আপনাকে যে নিয়ন্ত্রণ ইউনিট, ভোটপত্র ইউনিট(গুলি) এবং ভিভিপ্যাট দেওয়া হয়েছে সেগুলি আপনার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের জন্য কিনা। প্রতিটি ইউনিটের পিছনের দিকের ধাতব প্লেট/ বারকোডের সঙ্গে ট্যাগের উপরে লেখা ইউনিট আই ডি মিলিয়ে নিন।

(খ) নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের 'ক্যান্ড সেট সেকশন' যথাযথ সিল করা আছে কি না এবং সেখানে দৃঢ়ভাবে অ্যাড্রেস ট্যাগ লাগানো আছে কিনা।

(গ) নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের ব্যাটারিটি পুরোপুরি সচল কি না।

(ঘ) ভোটপত্র ইউনিট(গুলি)-এর ডানদিকে উপরে ও নিচে যথাযথ সিল করা আছে কি না এবং সেখানে 'অ্যাড্রেস ট্যাগ' দৃঢ়ভাবে লাগানোর আছে কি না।

(ঙ) প্রতিটি ভোটপত্র ইউনিটে সঠিক ভোটপত্র লাগানো আছে কি না ও ভোটপত্র আবরকের নিচে সেগুলি সুবিন্যস্ত রয়েছে কিনা।

(চ) স্লাইড / থাম্বহুইল সুইচ ভোটপত্র ইউনিটে সঠিক অবস্থানে আছে কিনা।

(ছ) ৩ অনুবন্ধে উল্লেখিত সমস্ত জিনিস আপনাকে প্রয়োজনীয় পরিমাণে দেওয়া হয়েছে কিনা।

(জ) কাগজের সিলের ক্রমিক সংখ্যা মিলিয়ে নিন।

(ঝ) নির্বাচক তালিকা পরীক্ষা করে নিশ্চিত হোন যে —

১) সম্পূর্ণ তালিকার প্রতিলিপিগুলি দেওয়া হয়েছে কি না,

২) তালিকার অংশ নম্বর প্রিসাইডিং অফিসারের জন্য নির্দিষ্ট ভোটকেন্দ্রের অনুরূপ কিনা,

৩) ব্যবহার্য নির্বাচক তালিকার প্রতিলিপিগুলির পৃষ্ঠাঙ্কন ক্রমানুসারে রয়েছে কিনা,

৪) ভোটদাতাদের মুদ্রিত ক্রমিক সংখ্যা সংশোধন করা হয়নি ও তার পরিবর্তে নতুন কোনো নম্বরও দেওয়া হয়নি।

(ঞ) আপনাকে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তালিকার যে প্রতিলিপি দেওয়া হয়েছে তা মিলিয়ে দেখে নিন। তালিকায় দেওয়া প্রার্থীদের নাম, ছবি ও প্রতীক অবশ্যই মিলিয়ে দেখতে হবে এবং ভোটপত্র ইউনিটের ভোটপত্রে যে ক্রমানুসারে নাম ও প্রতীক দেওয়া আছে, ঠিক সেই ক্রমানুসারেই যেন থাকে। নিম্নোক্ত তালিকাটি আপনার হাতে এসেছে কি না তাও দেখে নিন

১) ভোটকেন্দ্রের এলাকা নির্ধারণ করে নোটিস

২) এ এস ডি, এ আই এস এবং সি এস ভি তালিকা

(ট) আপনাকে অমোচনীয় কালির যে শিশি দেওয়া হয়েছে তাতে যথেষ্ট পরিমাণ কালি রয়েছে কি না এবং ছিপিটি যথাযথভাবে বন্ধ কি না তা দেখে নেবেন; যদি বন্ধ না থাকে তবে ছিপিটি মোম দিয়ে পুনরায় সিল করুন।

(ঠ) তীরচিহ্নযুক্ত রবার স্ট্যাম্প ও আপনার পেতলের সিলমোহরটি পরীক্ষা করে নিন। তীরচিহ্নযুক্ত রবার স্ট্যাম্পের দু-দিকেই সিল রয়েছে কি না এবং স্ট্যাম্প প্যাড সিক্ত রয়েছে কি না দেখে নিন। যদি আপনার ভোটগ্রহণ কেন্দ্র কোনো অস্থায়ী মন্ডপে অবস্থিত হওয়ার কথা হয়, তবে নির্বাচনী কাগজপত্র রাখার জন্য পর্যাপ্ত আয়তনের লোহার বাক্স সংগ্রহ করুন।

(ড) যদি যাতায়াতের কর্মসূচি, ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে পৌঁছানোর যাত্রাপথ বিষয়ে আপনার কোনো সংশয় থেকে থাকে তবে সে বিষয়ে পরিষ্কার জেনে নিন এবং ভোটগ্রহণই কেন্দ্রে পৌঁছানোর সময়, যাত্রারম্ভের স্থান ও পরিবহনের ব্যবস্থা বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে নিন।

২.২ (ক) ভোটকেন্দ্রে পৌঁছানোর জন্য আপনাকে ও আপনার দলকে যে নির্দিষ্ট গাড়িটি দেওয়া হয়েছে সেটি ব্যবহার করুন।

(খ) ভোটগ্রহণের দিনের আগের দিন বিকাল ৪টার মধ্যে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে পৌঁছে যান এবং দেখে নিন যে—

(১) ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের বাইরে ভোটদাতাদের অপেক্ষা করার জন্য এবং পুরুষ ও মহিলা ভোটদাতাদের পৃথক সারির জন্য পর্যাপ্ত স্থান আছে কি না,

(২) সেখানে ভোটদাতাদের প্রবেশ ও নির্গমণের আলাদা পথ রয়েছে কি না,

(৩) ভোটগ্রহণ এলাকা ও ভোটদাতাদের বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ সহ একটি বিজ্ঞপ্তি সহজে চোখে পড়ে এমন স্থানে রাখা হয়েছে কি না,

(৪) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তালিকার প্রতিলিপি সহজে চোখে পড়ে এমন স্থানে রাখা হয়েছে কি না।

(গ) ভোটদাতাদের শনাক্ত করার কাজে সহায়তার জন্য মহিলা সহকারী সহ প্রয়োজনীয় লোকজন নিয়োগ করুন।

(ঘ) আপনি, আপনার পোলিং অফিসারগণ ও প্রার্থীদের পোলিং এজেন্টগণ কোথায় বসবেন এবং ভোটযন্ত্রের কন্ট্রোল ইউনিট কোথায় রাখা হবে তা ঠিক করুন।

(ঙ) ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে যদি কোনো রাজনৈতিক দলের কোনো নেতার ছবি থেকে থাকে তবে তা সরিয়ে দিন বা সম্পূর্ণ ঢেকে দিন।

২.৩ আপনাকে প্রদত্ত ভোটযন্ত্র, ভিভিপ্যাট ও ভোটগ্রহণের জিনিসপত্র ভোটগ্রহণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সবসময় আপনার দায়িত্বে রাখবেন এবং ভোট শেষ হবার পরে আপনাকেই ভোটযন্ত্র, ভিভিপ্যাট ও জিনিসপত্র জমা দিতে হবে। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে পৌঁছানোর মুহূর্ত থেকে হয় আপনি নতুবা আপনার মনোনীত কোনো একজন পোলিং অফিসার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোটযন্ত্র, ভিভিপ্যাট ও ভোটের জিনিসপত্রের দায়িত্বে থাকবেন। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে আপনি নিজে বা আপনার মনোনীত পোলিং অফিসার ব্যতীত ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে কর্তব্যরত পুলিশ প্রহরী অথবা অন্য কোনো ব্যক্তির কাছে ভোটযন্ত্র, ভিভিপ্যাট ও ভোটগ্রহণের জিনিসপত্রের দায়িত্ব দেওয়া ঠিক নয়।

৩। ভোটগ্রহণের দিন ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে পৌঁছানোর পর

৩.১ আপনি ও আপনার দলের অন্যান্য সদস্য ভোটগ্রহণের দিনের আগের দিন ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে পৌঁছাবেন। ভোটযন্ত্র এবং জিনিসগুলি হাতে পেলে পরীক্ষা করে দেখুন।

৩.২ পোলিং এজেন্টদের নিয়োগপত্র পরীক্ষা করে দেখুন এবং তাদের কাছে ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ১২৮ ধারার বিধানাবলি ব্যাখ্যা করুন। তাঁদের জন্য আসন নির্দিষ্ট করুন ও যাতায়াতের জন্য পাস দিন। চতুর্থ অধ্যায়ে উল্লেখিত ঘোষণা পাঠ করুন।

৩.৩ যদি আপনার দলের কোনো একজন পোলিং অফিসার উপস্থিত না হন তবে একজন পোলিং অফিসার নিয়োগের ব্যবস্থা করুন।

৩.৪ ভোটগ্রহণ শুরুর নির্ধারিত সময়ের ৯০ মিনিট আগে মহড়া ভোট পরিচালনার জন্য ভোটযন্ত্র ও ভিভিপ্যাট স্থাপনের কাজ শুরু করুন।

৩.৫ মহড়া ভোটের পর, নিয়ন্ত্রণ ইউনিট ও ভিভিপ্যাট সিল করার আগে নিয়ন্ত্রণ ইউনিট থেকে মহড়া ভোটের সমস্ত তথ্য (ডেটা) মুছে ফেলুন এবং ভিভিপ্যাট ড্রপ বক্স থেকে পেপার স্লিপগুলি বের করে ফেলুন। ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত পোলিং এজেন্টদের স্বাক্ষর নেওয়ার পর মহড়া ভোটের শংসাপত্র প্রস্তুত করুন। পোলিং এজেন্টদের সকলে অনুপস্থিত থাকলে বা একজন মাত্র পোলিং এজেন্ট উপস্থিত থাকলে রিটার্নিং অফিসারকে তা জানান।

৩.৬ সবুজ কাগজের সিল লাগান এবং নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের ফলাফল শাখা বন্ধ করুন। ভিভিপ্যাট ড্রপ বক্স সিল করুন।

৩.৭ এমনভাবে অমোচনীয় কালির দোয়াত রাখুন যাতে কালি পড়ে না যায়।

৪। **ভোটগ্রহণ চলাকালীন**

৪.১ ভোটগ্রহণ যেন নিশ্চিতভাবে নির্ধারিত সময়েই শুরু হয় সে বিষয়টি সুনিশ্চিত করবেন। এমনকি যদি সমস্ত প্রথাগত কাজকর্ম সম্পূর্ণ নাও হয়ে থাকে, তথাপি কিছু ভোটদাতাকে নির্ধারিত সময়ে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রবেশ করতে দিন।

৪.২ ভোটগ্রহণ চলাকালীন কিছু অস্বাভাবিক জটিল ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। পোলিং অফিসারদের স্বাভাবিক কর্তব্য পালন করতে দিয়ে আপনি নিজে এইসব ঘটনার মোকাবিলা করুন। এ ধরনের বিষয়গুলি হল —

(ক) কোনো ভোটদাতাকে চ্যালেঞ্জ করা (অধ্যায় ৪),

(খ) অপ্রাপ্তবয়স্কদের দ্বারা ভোটদান (অধ্যায় ৪),

(গ) অন্ধ ও অশক্ত ভোটদাতাদের ভোটদান (অধ্যায় ৫),

(ঘ) নির্বাচকের ভোট দিতে না চাওয়া (অধ্যায় ৫),

(ঙ) টেন্ডার ভোট (অধ্যায় ৫),

(চ) ভোটের গোপনীয়তা লঙ্ঘন (অধ্যায় ৫),

(ছ) বুথে বিশৃঙ্খল আচরণ এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ব্যক্তিবর্গের অপসারণ (অধ্যায় ৪),

(জ) দাঙ্গা অথবা অন্য কোনো কারণে ভোটগ্রহণ স্থগিত রাখা (অধ্যায় ৬),

(ঝ) ভিভিপ্যাটের কাগজের চিরকুটের উপর মুদ্রিত বিবরণ সম্পর্কিত অভিযোগ (অধ্যায় ৪),

৪.৩ আপনার ডায়েরির ১৯ দফায় লেখার জন্য প্রতি দু-ঘণ্টা অন্তর ভোটগ্রহণ সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করুন। যে সকল নির্বাচিক ব্রেইল ভোটপত্র ব্যবহার করে ভোট দিয়েছেন তাঁদের সম্পর্কেও তথ্যাদি সংগ্রহ করুন।

৪.৪ যদি কিছু দেরিতেও শুরু হয়ে থাকে তবুও নির্ধারিত সময়ে ভোটগ্রহণ সমাপ্ত করুন। ঐ সময় সারিতে দাঁড়ানো ব্যক্তিদের আপনার স্বাক্ষরিত চিরকুট দিন। নির্দিষ্ট সময়ের পরে সারিতে আর যাতে কেউ না দাঁড়ায় তা নিশ্চিত করুন।

৫। **ভোটগ্রহণ সমাপ্ত হওয়ার পর**

৫.১ ৭ অধ্যায়ে প্রদত্ত নির্দেশ অনুযায়ী ভোটযন্ত্র ও ভিভিপ্যাট বন্ধ করুন ও সিল করুন।

৫.২ নির্বাচকের সচিত্র-পরিচয়পত্র (এপিক) ছাড়া বিকল্প নথি দেখিয়ে যে-সকল ব্যক্তি ভোট দিয়েছেন তাঁরা সহ যেসকল মহিলা ভোটার ভোট দিয়েছেন, এবং যাঁরা ব্রেইল ভোটপত্রে ভোট দিয়েছেন, এবং এ এস ডি তালিকাতে নাম রয়েছে এমন যাঁরা ভোট দিয়েছেন তাঁদের সংখ্যা হিসাব করুন।

৫.৩ ১৭গ নিদর্শ (প্রদত্ত ভোটের হিসাব ও কাগজের সিলের হিসাব) পূরণ করুন। ভোটগ্রহণের শেষে ৭ অধ্যায়ে উল্লেখিত ঘোষণাপত্রে রসিদ নিয়ে উপস্থিত প্রতিটি পোলিং এজেন্টকে ১৭গ নিদর্শের একটি করে প্রত্যয়িত প্রতিলিপি দিন। তারপর ঘোষণার অন্যান্য অংশ সম্পূর্ণ করুন।

৫.৪ প্রিসাইডিং অফিসারের ডায়েরি সম্পূর্ণ করুন।

৫.৫ ৭ অধ্যায়ের নির্দেশিকা অনুযায়ী সমস্ত নির্বাচনী কাগজপত্র সিল করুন।

৫.৬ সিল করা ভোটযন্ত্র, ভিভিপ্যাট এবং নির্বাচনী কাগজপত্রের সিল করা প্যাকেট জমা দেবার জন্য সংগ্রহ কেন্দ্রে ফিরে যাওয়ার যাত্রাসূচি অনুসরণ করুন। সংগ্রহকেন্দ্রে ভোটযন্ত্র ও অন্যান্য প্যাকেট অক্ষত অবস্থায় জমা দেওয়া ও রসিদ গ্রহণ করা আপনার ব্যক্তিগত দায়িত্ব।

অনুবন্ধ ১০

(প্রথম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১.১২)

প্রিসাইডিং অফিসারের জন্য চেক মেমো

দফা	কী করতে হবে	মন্তব্য
১	রিটার্নিং অফিসারের কাছ থেকে সমস্ত প্রাসঙ্গিক নির্দেশাবলি গ্রহণ করা ও সেগুলি হেফাজতে রাখা।	গৃহীত ও রক্ষিত হয়েছে কি না?
২	ভোট কর্মীদলের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া এবং তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখা।	করা হয়েছে কি না?
৩	নির্বাচন সংক্রান্ত জিনিসপত্র, এ এস ডি ভোটারের তালিকা সংগ্রহ।	নির্বাচনের সমস্ত জিনিসপত্র যথেষ্ট পরিমাণে ও পর্যাপ্ত সংখ্যায় সংগৃহীত হয়েছে কি না?
৪	ব্যালটিং ইউনিট, কন্ট্রোল ইউনিট, ভিভিপ্যাট, নির্বাচন তালিকার চিহ্নিত প্রতিলিপি, তীর চিহ্নযুক্ত রবার স্ট্যাম্প, সবুজ কাগজের সিল, নির্বাচক নিবন্ধবহি, ভোটার স্লিপ ইত্যাদি পরীক্ষা করে দেখা।	করা হয়েছে কি না?
৫	ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোটদাতাদের জন্য পৃথক প্রবেশ ও প্রস্থান পথ রাখা।	সুনিশ্চিত করা হয়েছে কিনা?
৬	ভোটগ্রহণের এলাকা নির্দিষ্ট করে ও ভোটদাতার সংখ্যা সংবলিত বিজ্ঞপ্তি এবং প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তালিকার একটি প্রতিলিপি প্রদর্শন করা।	করা হয়েছে কি না?
৭	ভোটদান কক্ষে ব্যালটিং ইউনিট (গুলি) এবং ভিভিপ্যাট রাখার পর কন্ট্রোল ইউনিট, ব্যালটিং ইউনিট (গুলি) এবং ভিভিপ্যাটকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করা। কন্ট্রোল ইউনিট ও ভিভিপ্যাটের সুইচ অন করা।	করা হয়েছে কি না?
৮	মহড়া ভোট করে দেখানো এবং কন্ট্রোল ইউনিটের ফলাফলের সঙ্গে ভিভিপ্যাট পেপার স্লিপ মিলিয়ে দেখা। 'ক্লিয়ার' বোতাম টিপে কন্ট্রোল ইউনিটের তথ্য মুছে দেওয়া। 'মক পল স্লিপ' স্ট্যাম্প লাগানোর পর ভিভিপ্যাট পেপার স্লিপগুলো কালো খামে ভরে ফেলা। মহড়া ভোটের শংসাপত্র প্রস্তুত করা।	করা হয়েছে কি না?
৯	নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের 'রেজাল্ট' কক্ষে সবুজ কাগজের সিল লাগানো। পোলিং এজেন্টদের সবুজ পেপার সিল-এর নম্বর লিখে নিতে দেওয়া।	করা হয়েছে কি না?

১০	সবুজ কাগজের সিল, অ্যাড্রেস ট্যাগ ও স্পেশাল ট্যাগ ব্যবহার করে নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের ফলাফল কক্ষকে সিল করা। অ্যাড্রেস ট্যাগ ব্যবহার করে ভিভিপ্যাটের ড্রপ বক্স সিল করা।	করা হয়েছে কি না?
১১	ভোটগ্রহণের শুরুতেই ঘোষণাপত্র প্রস্তুত করতে হবে।	প্রস্তুত করা হয়েছে কি না?
১২	ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার সময় প্রিসাইডিং অফিসার কর্তৃক ভোট গ্রহণের গোপনীয়তা সংক্রান্ত ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ১২৮ ধারার সংস্থানগুলি পাঠ করা।	করা হয়েছে কি না?
১৩	পোলিং এজেন্টদের ব্যালট ইউনিট (গুলি), নিয়ন্ত্রণ ইউনিট ও ভিভিপ্যাটের ক্রমিক নম্বর লিখে নিতে অনুমতি দেওয়া।	অনুমতি দেওয়া হয়েছে কিনা?
১৪	নির্বাচকের বাম তর্জনীতে অমোচনীয় কালি লাগিয়ে দেওয়া এবং নির্বাচক নিবন্ধবহিতে (নিদর্শ ১৭ক) তাঁর স্বাক্ষর / টিপসই নেওয়া। ১৭ ক নিদর্শে (নির্বাচক নিবন্ধবহি) প্রথম ভোটদাতা স্বাক্ষর করার পূর্বে প্রথম পোলিং অফিসার প্রিসাইডিং অফিসারের সঙ্গে সেটি পরীক্ষা করে দেখে নেবেন এবং ১৭ক নিদর্শে কালি দিয়ে লিখবেন যে, "**কন্ট্রোল ইউনিটের 'টোটাল' পরীক্ষা করা দেখা হয়েছে এবং সেখানে 'শূন্য' দেখা গেছে**"।	যথাযথভাবে করা হয়েছে কিনা?
১৫	অপ্রাপ্তবয়স্ক ভোটদাতার কাছ থেকে ঘোষণা সংগ্রহ।	নেওয়া হয়েছে কিনা?
১৬	প্রিসাইডিং অফিসারের ডায়েরি পূরণ করে চলা।	যখনই ঘটনাগুলি ঘটছে তখনই সেগুলি নথিভুক্ত করা হয়েছে কি না?
১৭	ভিজিট শিট রক্ষণাবেক্ষণ করা।	রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে কিনা?
১৮	নির্ধারিত সময়ে ভোটগ্রহণ বন্ধ করা।	করা হয়েছে কিনা?
১৯	সমস্ত পোলিং এজেন্টদের ১৭গ নিদর্শে নথিভুক্ত ভোটের হিসাবের প্রতিলিপি সরবরাহ করা।	করা হয়েছে কিনা?
২০	**ভোট গ্রহণের দিন প্রিসাইডিং অফিসারের কাছ থেকে ই ভি এম - ভিভিপ্যাট বিষয়ে প্রতিবেদন (অংশ-১ থেকে অংশ-৪) সংগ্রহ।**	**করা হয়েছে কিনা এবং নেওয়া হয়েছে কিনা?**
২১	ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার সময় ঘোষণাপত্র পূরণ করা।	করা হয়েছে কি না?
২২	ই ভি এম এবং ভিভিপ্যাট ও নির্বাচনী কাগজপত্র সিল করা।	নির্দেশ অনুসারে তা করা হয়েছে কি না?

অনুবন্ধ ১১

(দ্বিতীয় অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ২.১২)

পোলিং এজেন্ট / রিলিভিং এজেন্টদের যাতায়াতের শিট

ক্রম নং	সংসদীয় নির্বাচন ক্ষেত্রের নম্বর ও নাম	বিধানসভা অংশের নাম	প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম	পোলিং এজেন্ট/ রিলিভিং এজেন্টের নাম	প্রবেশের সময়	স্বাক্ষর	প্রস্থানের সময়	স্বাক্ষর
১									
২									
৩									

প্রিসাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর

অনুবন্ধ ১২

প্রবেশপত্রের নমুনা

(নির্বাচনের দিন প্রিসাইডিং অফিসার কর্তৃক প্রদেয়)

ক্রমিক নং

প্রবেশপত্র

বিধানসভা নির্বাচনক্ষেত্রের নম্বর ও নাম —

ভোটগ্রহণকেন্দ্রের নম্বর ও নাম —

প্রার্থীর নাম —

পোলিং এজেন্টের নাম —

রিলিফ এজেন্ট থাকলে তাঁর নাম —

প্রিসাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর

অনুবন্ধ ১৩

পোলিং এজেন্টকে প্রদত্ত প্রবেশপত্রের হিসাব

১। বিধানসভা নির্বাচনক্ষেত্রের নম্বর ও নাম

২। ভোটগ্রহণকেন্দ্রের নম্বর ও নাম

৩। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা

৪। নির্বাচনী সামগ্রীর সঙ্গে প্রাপ্ত প্রবেশপত্রের সংখ্যা

৫। পোলিং এজেন্টদের প্রদত্ত প্রবেশপত্রসমূহের বিস্তারিত বিবরণ

প্রার্থীর নাম	প্রবেশপত্র দেওয়া হয়েছে কিনা	পোলিং এজেন্ট/রিলিফ পোলিং এজেন্টের স্বাক্ষর

৬। অব্যবহৃত প্রবেশপত্রসমূহ

প্রিসাইডিং অফিসারের
স্বাক্ষর ও সিল

অনুবন্ধ ১৪

(অধ্যায়-৪, অনুচ্ছেদ ৪.৩.১)

অনুপস্থিত/স্থানান্তরিত/মৃতের তালিকায় (এ এস ডি তালিকা) নাম রয়েছে এমন নির্বাচকের প্রদত্ত ঘোষণাপত্রের নিদর্শ

আমি এতদ্দ্বারা ঐকান্তিকভাবে ঘোষণা করছি ও হলফ করে বলছি যে, যোগ্যতা নির্ধারক দিন হিসাবে ২০............ সালের .... মাসের পয়লা তারিখে প্রস্তুত / সংশোধিত .... নির্বাচনক্ষেত্রের বর্তমান নির্বাচক তালিকার .... অংশের ক্রমিক সংখ্যা ....-তে যে ব্যক্তির নাম রয়েছে, আমিই সেই ব্যক্তি। আমি এই বিষয়ে অবহিত যে, নির্বাচনে জালিয়াতির বিষয়টি ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৭১ঘ ধারার অধীনে একটি নির্বাচনী অপরাধ বলে গণ্য করা হয়।

....

নর্বাচকের স্বাক্ষর / টিপসই

নাম ....

শংসিত করা হচ্ছে যে, উপরে উল্লিখিত নামধারী নির্বাচক আমার সামনে উপরোক্ত ঘোষণা করেছেন এবং সেটিতে স্বাক্ষর করেছেন।

....

প্রিসাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর

....

ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের নম্বর ও নাম

তারিখ ....

অনুবন্ধ ১৫

(অধ্যায়-৫, অনুচ্ছেদ ৫.৮.২)

নির্বাচকের বয়স সম্পর্কিত ঘোষণাপত্রের নিদর্শ

আমি ঐকান্তিকভাবে ঘোষণা করছি এবং হলফ করে বলছি যে, ২০................ সালের .... মাসের পয়লা তারিখে, অর্থাৎ যে যোগ্যতা নির্ধারক দিনের ভিত্তিতে নির্বাচনক্ষেত্রের বর্তমান নির্বাচক তালিকা প্রস্তুত / সংশোধন করা হয়, সেই তারিখে আমার বয়স ১৮ বছরের বেশি ছিল।

নির্বাচক তালিকায় কোনো নাম অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে অথবা নির্বাচক তালিকার প্রস্তুতি, পরিমার্জন বা সংশোধনের বিষয়ে কোনো অসত্য ঘোষণার জন্য ১৯৫০ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ৩১ ধারার দণ্ডমূলক সংস্থানসমূহের বিষয়ে আমি অবহিত আছি।

নির্বাচকের স্বাক্ষর / টিপসই ....

পিতা/মাতা/স্বামীর নাম ....

নির্বাচক তালিকার অংশ সংখ্যা ....

নির্বাচকের ক্রমিক সংখ্যা ....

তারিখ ....

শংসিত করা হচ্ছে যে, উপরোক্ত নামধারী নির্বাচক উপরোল্লিখিত ঘোষণাটি আমার সামনে করেছেন এবং স্বাক্ষর করেছেন।

প্রিসাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর ....

ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের নম্বর ও নাম ....

তারিখ ....

অনুবন্ধ ১৬

(অধ্যায়-৫, অনুচ্ছেদ ৫.৮.৩)

নির্ধারিত বয়সের চেয়ে কমবয়সী নির্বাচক সংক্রান্ত তালিকা

.... (নির্বাচনক্ষেত্রের নাম)-র নির্বাচন

ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের নম্বর ও নাম ....

অংশ-১

যেসকল ভোটারের কাছ থেকে বয়স সংক্রান্ত ঘোষণাপত্র নেওয়া হয়েছে তাঁদের তালিকা

ক্রমিক নং	নির্বাচকের নাম	নির্বাচক তালিকায় উল্লিখিত অংশ নং ও ক্রমিক নং	নির্বাচক তালিকায় উল্লিখিত বয়স	প্রিসাইডিং অফিসার কর্তৃক অনুমিত বয়স
১	২	৩	৪	৫
১.				
২.				
৩.				
৪.				

অংশ-২

যেসকল নির্বাচক তাঁদের বয়স সংক্রান্ত ঘোষণাপত্র দিতে অস্বীকার করেছেন তাঁদের তালিকা

ক্রমিক নং	নির্বাচকের নাম	নির্বাচক তালিকায় উল্লিখিত অংশ নং ও ক্রমিক নং	নির্বাচক তালিকায় উল্লিখিত বয়স	প্রিসাইডিং অফিসার কর্তৃক অনুমিত বয়স
১	২	৩	৪	৫
১.				
২.				
৩.				

তারিখ

প্রিসাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর ও সিল

অনুবন্ধ ১৭

(অধ্যায়-৫, অনুচ্ছেদ ৫.৯.২)

৪৯ এম এ নিয়মের অধীনে ঘোষণা

.... সাধারণ / উপনির্বাচন

সংসদীয় / বিধানসভা নির্বাচনক্ষেত্রের নাম ও ক্রমিক সংখ্যা ....

ভোটকেন্দ্রের নাম ও নম্বর ....

১৯৬১ সালের নির্বাচন পরিচালনা নিয়মাবলির ৪৯ এম এ নিয়মের অধীনে টেস্ট ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে নির্বাচকের পূরণ করা ঘোষণা নিদর্শ

১। আমি এতদ্দ্বারা ১৯৬১ সালের নির্বাচন পরিচালনা নিয়মাবলির ৪৯ এম এ নিয়মের (১) নং উপ-নিয়মের অধীনে ঐকান্তিকভাবে ঘোষণা করছি ও হলফ করে বলছি যে, আমি ব্যালটিং ইউনিটে আমার পছন্দের যে প্রার্থীর নাম ও প্রতীকের পাশের নীল বোতামে চাপ দিয়ে ভোট দিয়েছি, ব্যালটিং ইউনিট সংলগ্ন প্রিন্টারে যে চিরকুট বেরিয়েছে তাতে সেই প্রার্থীর বদলে অন্য একজন প্রার্থীর নাম ও / বা প্রতীক দেখা গেছে। আমার অভিযোগ যে সত্য ও প্রকৃত তা প্রমাণ করে দেখানোর জন্য আমি একটি পরীক্ষামূলক ভোট প্রদানে প্রস্তুত।

২। আমি এ বিষয়ে অবহিত যে, ১৯৫১ সালের জন প্রতিনিধিত্ব আইনের ২৬ ধারার অধীনে নিযুক্ত প্রিসাইডিং অফিসারের কাছে উপরোক্ত ১নং অনুচ্ছেদে প্রদত্ত আমার ঘোষণা যদি ভুল বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে আমি ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৭৭ ধারায় বর্ণিত শাস্তির সংস্থান অনুযায়ী ছয় মাস পর্যন্ত কারাবাস, অথবা এক হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা, অথবা উভয় শাস্তিই পেতে পারি।

নির্বাচকের স্বাক্ষর / টিপসই

নির্বাচকের নাম ....

পিতা/মাতা/স্বামীর নাম ....

নির্বাচক তালিকার অংশ নং-..

ঐ অংশে নির্বাচকের ক্রমিক সংখ্যা......................................

নির্বাচক নিবন্ধে (১৭ক নিদর্শ) ক্রমিক সংখ্যা ....

তারিখ..........................

শংসিত করা হচ্ছে যে, উপরে উল্লেখিত নামধারী নির্বাচক আমার সামনে উপরোক্ত ঘোষণা করেছেন এবং তাতে স্বাক্ষর করেছেন।

প্রিসাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর

তারিখ............................

অনুবন্ধ ১৮

(অধ্যায়-৫, অনুচ্ছেদ ৫.২.৫)

অন্ধ ও অশক্ত নির্বাচকের সঙ্গীর ঘোষণা

.... বিধানসভা (.. লোকসভা নির্বাচনকেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত)

ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ক্রমিক নং ও নাম ....

আমি .... পিতার নাম .... বয়স ....

ঠিকানা .... এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে;

(ক) আমি আজ .... তারিখে অন্য কোনো ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে অন্য কোনো নির্বাচকের সঙ্গী হিসেবে কাজ করিনি।

(খ) আমি .... -এর তরফে যে ভোট দেব তা গোপন রাখবো।

সঙ্গীর স্বাক্ষর

সম্পূর্ণ ঠিকানা দিতে হবে

অনুবন্ধ ১৯

(অধ্যায়-৫, অনুচ্ছেদ ৫.৭.৩)

রসিদ বই

অনুবন্ধ-৮ (অধ্যায় ১৮, অনুচ্ছেদ ৫) **চ্যালেঞ্জ ফি-র রসিদ** বই নং .... পৃষ্ঠা নং .... ১৯৬১ সালের নির্বাচন পরিচালনা নিয়মাবলির ৩৬নং নিয়ম অনুযায়ী প্রার্থী/ নির্বাচন এজেন্ট/ পোলিং এজেন্ট শ্রী ....-এর কাছ থেকে চ্যালেঞ্জ ফি বাবদ ২ টাকা (দুই টাকা) মাত্র গৃহীত হলো। তারিখ .... লোকসভা/বিভানসভা নির্বাচনক্ষেত্রের ....নং ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের প্রিসাইডিং অফিসার	অনুবন্ধ-৮ (অধ্যায় ১৮, অনুচ্ছেদ ৫) **সরকারি খাতে বাজেয়াপ্ত** **প্রিসাইডিং অফিসার** ১৯৬১ সালের নির্বাচন পরিচালনা নিয়মাবলির ৩৬(৫)নং নিয়মের অধীনে ২ টাকা (দুই টাকা) মাত্র ফেরত পেলাম। তারিখ .... প্রার্থী / নির্বাচনী এজেন্ট / পোলিং এজেন্টদের নাম ও স্বাক্ষর	**চ্যালেঞ্জ ফি-র রসিদ** বই নং .... পৃষ্ঠা নং .... **লোকসভা/বিধানসভার নির্বাচন ক্ষেত্রের .... নং ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের প্রিসাইডিং অফিসারের অফিস** ১৯৬১ সালের নির্বাচন পরিচালনা নিয়মাবলির ৩৬ নং নিয়ম অনুযায়ী প্রার্থী/ নির্বাচনী এজেন্ট/ পোলিং এজেন্ট শ্রী ....-এর কাছ থেকে চ্যালেঞ্জ ফি বাবদ ২ টাকা (দুই টাকা) মাত্র গৃহীত হলো। স্থান .... তারিখ .... প্রিসাইডিং অফিসার

অনুবন্ধ-৮ (অধ্যায় ১৮, অনুচ্ছেদ ৫) **চ্যালেঞ্জ ফি-র রসিদ** বই নং .... পৃষ্ঠা নং .... ১৯৬১ সালের নির্বাচন পরিচালনা নিয়মাবলির ৩৬নং নিয়ম অনুযায়ী প্রার্থী/ নির্বাচন এজেন্ট/ পোলিং এজেন্ট শ্রী ....-এর কাছ থেকে চ্যালেঞ্জ ফি বাবদ ২ টাকা (দুই টাকা) মাত্র গৃহীত হলো। তারিখ .... লোকসভা/বিভানসভা নির্বাচনক্ষেত্রের ....নং ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের প্রিসাইডিং অফিসার	অনুবন্ধ-৮ (অধ্যায় ১৮, অনুচ্ছেদ ৫) **সরকারি খাতে বাজেয়াপ্ত** **প্রিসাইডিং অফিসার** ১৯৬১ সালের নির্বাচন পরিচালনা নিয়মাবলির ৩৬(৫)নং নিয়মের অধীনে ২ টাকা (দুই টাকা) মাত্র ফেরত পেলাম। তারিখ .... প্রার্থী / নির্বাচনী এজেন্ট / পোলিং এজেন্টদের নাম ও স্বাক্ষর	**চ্যালেঞ্জ ফি-র রসিদ** বই নং .... পৃষ্ঠা নং .... **লোকসভা/বিধানসভার নির্বাচন ক্ষেত্রের .... নং ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের প্রিসাইডিং অফিসারের অফিস** ১৯৬১ সালের নির্বাচন পরিচালনা নিয়মাবলির ৩৬ নং নিয়ম অনুযায়ী প্রার্থী/ নির্বাচনী এজেন্ট/ পোলিং এজেন্ট শ্রী ....-এর কাছ থেকে চ্যালেঞ্জ ফি বাবদ ২ টাকা (দুই টাকা) মাত্র গৃহীত হলো। স্থান .... তারিখ .... প্রিসাইডিং অফিসার

অনুবন্ধ ২০

(অধ্যায়-৫, অনুচ্ছেদ ৫.৭.৪)

থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের নিকট অভিযোগপত্র

থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক (স্টেশন হাউস অফিসার) সমীপে

....

বিষয় - .... লোকসভা নির্বাচনকেন্দ্রের অন্তর্গত .... বিধানসভা। .... নির্বাচনকেন্দ্রে (নং ও নাম) ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে জাল ভোট দেবার চেষ্টা।

ভোটগ্রহণের তারিখ ....

মহাশয়,

আমি জানাতে চাই যে শ্রী ....-এর পুত্র এবং .... ঠিকানার অধিবাসী শ্রী .... যে ব্যক্তিকে সমর্পণ করা হচ্ছে তাঁর পরিচয় চ্যালেঞ্জ করেছেন। ওই ব্যক্তি নির্বাচনকেন্দ্রে নির্বাচন তালিকার .... অংশে .... ক্রমিক সংখ্যায় উল্লিখিত নির্বাচক হিসাবে নিজেকে দাবি করেন। তিনি নিজেকে এই নির্বাচক হিসাবে প্রতিপন্ন করতে পারেননি। আমার মতে তিনি প্রতারক। আমি আপনাকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৭১ এফ ধারা অনুযায়ী তাঁর বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

আপনার ভবদীয়
স্বাক্ষর
প্রিসাইডিং অফিসার

স্থান ....

তারিখ ....

প্রতিলিপি প্রেরণ করা হলো -

.... বিধানসভা নির্বাচনকেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসার

.... লোকসভা নির্বাচনকেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসার

প্রিসাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর

রসিদ

প্রিসাইডিং অফিসার .... তারিখের ....ঘটিকায় উপরের চিঠি এবং ঐ চিঠিতে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে আমার হস্তে সমর্পণ করলেন।

এখানে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের পদনাম দিতে হবে।

স্বাক্ষর

অনুবন্ধ ২১

(অধ্যায়-১, অনুচ্ছেদ ১.৮.১৩)

ভোট চলাকালীন সি ইউ, বি ইউ, ভিভিপ্যাট অচল হলে / ত্রুটি দেখা দিলে তার নিরসন করা ত্রুটি নিরসনের জন্য ভোটকর্মীদের প্রস্তুত করা — পরামর্শসমূহ

ভোট চলাকালীন এমন কিছু অপ্রত্যাশিত অসুবিধা দেখা দিতে পারে, যেগুলি নিরসনের জন্য বিশেষ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। সেগুলি হলো —

ক) সি ইউ বা বি ইউ সঠিকভাবে কাজ না করলে: (১) সি ইউ-এর সুইচ বন্ধ করে দিতে হবে এবং পুনরায় তা চালানো যাবে না। (২) ইভিএম ও ভিভিপ্যাটের সম্পূর্ণ সেটটিকে বদলে দিয়ে তার পরিবর্তে আরেক সেট বি ইউ, সি ইউ এবং ভিভিপ্যাট লাগাতে হবে। (৩) তবে, এক্ষেত্রে মহড়া ভোটের সময় নোটা সহ প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে মাত্র একটি করে ভোট দিতে হবে। (৪) ভিভিপ্যাট ড্রপ বাক্স থেকে মুদ্রিত কাগজের স্লিপ সরিয়ে নিয়ে এবং মহড়া ভোটের সমস্ত তথ্য মুছে দেওয়ার পর নতুন ই ভি এম-এর সেটে পুনরায় ভোট শুরু করতে হবে।

খ) সি ইউ-র ডিসপ্লে প্যানেল-এ "লিঙ্ক এরর" দেখালে (১) চোখে দেখে পরীক্ষা করে দেখুন যে কেবল বা তারের সংযোগ ঠিক আছে কি না (কানেক্টরটি খুলবেন না ও পুনরায় সংযুক্ত করবেন না); (২) এর পরেও যদি "লিঙ্ক এরর" লেখাটি থাকে, তাহলে ই ভি এম ও ভিভিপ্যাট-এর সম্পূর্ণ সেটটি বদলে নিন।

গ) সি ইউ-র ডিসপ্লে প্যানেলে যদি "চেঞ্জ ভিভিপ্যাট ব্যাটারি" লেখা দেখায় সেক্ষেত্রে সি ইউ-এর সুইচ বন্ধ করে দিন এবং ভিভিপ্যাট-এর পাওয়ার প্যাকটি বদলে নিন। সি ইউ-র সুইচ বন্ধ না করে কোনোমতেই যাতে পাওয়ার প্যাকটি বদল করা না হয় সে বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে হবে। এই ক্ষেত্রে মহড়া ভোটের কোনো প্রয়োজন নেই।

ঘ) যদি সি ইউ-র ডিসপ্লে প্যানেলে "ভিভিপ্যাট এরর ২.১-২.১৪" লেখা দেখায় এবং প্রিসাইডিং অফিসার বি ইউ চালু করার বোতামটি না টেপেন সেক্ষেত্রে সি ইউ-র সুইচ বন্ধ করুন এবং অচল ভিভিপ্যাট ইউনিটটির পরিবর্তে নতুন ভিভিপ্যাট ইউনিট লাগান। কন্ট্রোল ইউনিট-এর সুইচ বন্ধ না করে যাতে কোনমতেই ভিভিপ্যাট ইউনিটটি বদলানো না হয়, তা সুনিশ্চিত করতে হবে। এই ক্ষেত্রে মহড়া ভোটের কোনো প্রয়োজন নেই।

ঙ) যদি মুদ্রিত কাগজের স্লিপটি কেটে না পড়ে যায় এবং কাগজের রোলের সঙ্গে লেগে থাকে তাহলে প্রিন্টারটি বদলে দিন, কিন্তু সেটিকে জোর করে ড্রপ বক্সে ফেলার কোনো চেষ্টা করা যাবে না। সেটিকে সেভাবে লেগে থাকতে দিতে হবে, কারণ ব্যালট স্লিপ গণনার সময় সেটিকে গণনা করা হবে না। এইরকম কোনো ঘটনা ঘটলে তার সম্পূর্ণ বিবরণ নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে প্রিসাইডিং অফিসারের ডায়রিতে লিপিবদ্ধ করতে হবে —

১। ঘটনার তারিখ ও সময়।

২। ভিভিপ্যাটটি বদলানোর পর যে ভোটদাতাকে ভোট দিতে দেওয়া হয়েছিল, সেই ভোটারের নাম এবং ভোটার তালিকার অংশে তাঁর ক্রমিক নম্বর।

৩। ভিভিপ্যাট বদলানোর পর সেই ভোটার ভোট দিয়েছিলেন নাকি ভোট না দিয়েই চলে যান।

৪। এই ঘটনা ঘটার আগে পর্যন্ত প্রদত্ত মোট ভোটের সংখ্যা।

চ) ভোটদানের পর যদি কোনো ভোটার অভিযোগ করেন যে প্রিন্টারে মুদ্রিত কাগজের স্লিপে যে প্রার্থীর নাম ও প্রতীকচিহ্ন দেখা যাচ্ছে তাঁকে তিনি ভোট দেননি ২০১৩-র নির্বাচন পরিচালনা (সংশোধন) নিয়মাবলির ৪৯ এম এ নিয়মের অধীনস্থ সংস্থান অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে

১। ঘোষণা নিদর্শে অভিযোগকারীর স্বাক্ষর / টিপসই সহ তাঁর কাছ থেকে একটি ঘোষণা গ্রহণ করুন;

২। অভিযোগকারী ও সেইমুহূর্তে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে উপস্থিত পোলিং এজেন্টদের সঙ্গে ভোটদান কক্ষে যান;

৩। ভোটারকে তাঁর পছন্দের প্রার্থীর পক্ষে একটি পরীক্ষামূলক ভোট দিতে বলা হবে এবং ১৭ক নিদর্শে সেই নির্বাচকের নামের পাশে দ্বিতীয়বার অন্তর্ভুক্তি করতে হবে;

৪। প্রিন্টারে সঠিকভাবে কাগজের স্লিপ মুদ্রিত হচ্ছে কিনা তা সতর্কতার সঙ্গে দেখুন;

৫। যদি অভিযোগকারীর অভিযোগ সত্য হয়, তাহলে প্রিসাইডিং অফিসার তৎক্ষণাৎ তা রিটার্নিং অফিসারকে জানাবেন এবং ভোট গ্রহণকেন্দ্রে ভোটগ্রহণ বন্ধ রাখবেন;

৬। যদি নির্বাচকের অভিযোগ অসত্য হয়, তাহলে উক্ত নির্বাচকের নামের দ্বিতীয় অন্তর্ভুক্তির পাশে যে প্রার্থীর জন্য পরীক্ষামূলক ভোট নেওয়া হলো ১৭ক নিদর্শে তাঁর নাম ও ক্রমিক নম্বর উল্লেখ করে এই সংক্রান্ত মন্তব্য লিখতে হবে এবং সেই মন্তব্যের স্থানে তাঁর স্বাক্ষর বা টিপসই নিতে হবে। পরে ১৭ নিদর্শের অংশ ১-এর ৫ম দফায় এই পরীক্ষামূলক ভোট সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

অনুবন্ধ ২২

(অধ্যায়-৭, অনুচ্ছেদ ৭.৬)

নির্দশ এম২১— ভোট শেষে নির্বাচন সংক্রান্ত রেকর্ড ও ভোটসামগ্রী ফেরত দেওয়ার রসিদ

(দুই প্রস্থ প্রস্তুত করতে হবে)

.... লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত .... বিধানসভা কেন্দ্রের .... নম্বর ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের প্রিসাইডিং অফিসার কর্তৃক ফেরত দেওয়া ব্যবহৃত ভোটযন্ত্র (গুলি), মুখবন্ধ খাম এবং অন্যান্য জিনিসের বিবরণ সংক্রান্ত বিবৃতি।

ক। বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্র (গুলি) :

(১) সিল-করা ভোটযন্ত্র (গুলি) :

(ক) সিল করা সি ইউ-র সংখ্যা : সংখ্যা

(খ) সিল করা বি ইউ-র সংখ্যা : সংখ্যা

(গ) সিল করা ভিভিপ্যাটের সংখ্যা: সংখ্যা

(২) অব্যবহৃত ভোটযন্ত্র (গুলি) :

(ক) অব্যবহৃত সি ইউ-র সংখ্যা : সংখ্যা

(খ) অব্যবহৃত বি ইউ-র সংখ্যা : সংখ্যা

(গ) অব্যবহৃত ভিভিপ্যাটের সংখ্যা : সংখ্যা

খ। মোড়ক বা প্যাকেট :

(১) প্রথম প্যাকেট : ই ভি এম সংক্রান্ত কাগজপত্র

১) নথিভুক্ত ভোটের হিসাব (১৭গ নির্দশ) সম্বলিত মুখ খোলা খাম

২) প্রিসাইডিং অফিসারের রিপোর্ট ১ (মহড়া ভোটের শংসাপত্র), ২ ও ৩ সম্বলিত মুখ খোলা খাম

৩) মহড়া ভোটের ভিভিপ্যাটের মুদ্রিত চিরকুটগুলি মুখ বন্ধ কালো রঙের খামে রাখতে হবে

যুগপৎ নির্বাচনের ক্ষেত্রে, বিধানসভা ভোটে ব্যবহৃত ই ভি এম-এর জন্য গোলাপি রঙের ই ভি এম সংক্রান্ত কাগজপত্রের আলাদা প্রথম প্যাকেট।

(২) দ্বিতীয় প্যাকেট : স্ক্রুটিনি কভার

১) প্রিসাইডিং অফিসারের ডায়েরি সম্বলিত মুখ খোলা খাম

২) ১৭ক নির্দশ সম্বলিত মুখ বন্ধ খাম

৩) ভিজিট শিট সম্বলিত মুখ খোলা খাম

৪) ১৪ক নির্দশে অন্ধ ও অশক্ত নির্বাচকদের তালিকা এবং তাঁদের সঙ্গীদের ঘোষণা সম্বলিত মুখ খোলা খাম

(৩) তৃতীয় প্যাকেট : সংবিধিবদ্ধ খাম

১) নির্বাচক তালিকা চিহ্নিত প্রতিলিপি এবং সি এস ভি তালিকা, যদি থাকে, সম্বলিত সিল করা খাম

২) ভোটার স্লিপ সম্বলিত সিল করা খাম

৩) অব্যবহৃত টেন্ডার ভোটপত্র সম্বলিত সিল করা খাম

৪) ব্যবহৃত টেন্ডার ভোটপত্র ও ১৭ খ নির্দশের তালিকা সম্বলিত সিল করা খাম

৫) ১৪ নির্দশে চ্যালেঞ্জ ভোটের তালিকা সম্বলিত সিল করা খাম

(৪) চতুর্থ প্যাকেট : অসংবিধিবদ্ধ খাম

১) নির্বাচক তালিকার প্রতিলিপি বা প্রতিলিপিসমূহ (চিহ্নিতপ্রতিলিপি ব্যতীত) সম্বলিত খোলা মুখ খাম

২) ১০নং নির্দশে পোলিং এজেন্টদের নিয়োগপত্রসমূহ ও পোলিং এজেন্টদের নিয়োগের হিসাব সম্বলিত মুখ খোলা খাম

৩) ১২খ নিদর্শে নির্বাচনকৃত্য শংসাপত্র সম্বলিত মুখ খোলা গ্রাম

৪) প্রিসাইডিং অফিসারের ঘোষণা সম্বলিত মুখ খোলা গ্রাম

৫) চ্যালেঞ্জ ভোটের ক্ষেত্রে টাকা, যদি থাকে ও রসিদ বই সম্বলিত মুখ খোলা খাম

৬) (অ) অব্যবহৃত এবং নষ্ট হয়ে যাওয়া কাগজের সিল এবং (আ) অব্যবহৃত এবং নষ্ট হয়ে যাওয়া স্পেশ্যাল ট্যাগ সম্বলিত খোলা মুখ খাম

৭) অব্যবহৃত ভোটার স্লিপ সম্বলিত খোলা মুখ খাম

৮) নির্বাচকের নিজের বয়স সংক্রান্ত ঘোষণাপত্র ও যেসব নির্বাচক নিজের বয়স সংক্রান্ত ঘোষণাপত্র দিতে অস্বীকার করেছেন তাঁদের তালিকা সম্বলিত খাম

৯) ৪৯ এম এ নিয়মের (টেস্ট ভোট) নির্বাচক কর্তৃক প্রদত্ত ঘোষণা নিদর্শ সম্বলিত খাম

১০) এ এস ডি তালিকায় যাঁদের নাম আছে সেইসব নির্বাচকদের ঘোষণা নিদর্শ সম্বলিত খাম

১১) থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের কাছে প্রেরিত অভিযোগপত্র সম্বলিত খাম

যুগপৎ নির্বাচনের ক্ষেত্রে, প্রিসাইডিং অফিসারের ঘোষণাপত্র সংবলিত গোলাপি খামটি এই চতুর্থ প্যাকেটে রাখতে হবে।

(৫) পঞ্চম প্যাকেট : হ্যান্ডবুক, নির্দেশাবলি ও অন্যান্য

১) প্রিসাইডিং অফিসারের হ্যান্ডবুক।

২) বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্র ও ভিভিপ্যাট ব্যবহারের নির্দেশাবলি, (অ) ই ভি এম এবং ভিভিপ্যাটে কীভাবে ভোট দিতে হবে সেই বিষয়ক পোস্টার, (আ) ই ভি এম এবং ভিভিপ্যাট ব্যবহারের বিষয়ে প্রিসাইডিং অফিসারের পুস্তিকা, (ই) ই ভি এম এবং ভিভিপ্যাটের ত্রুটি নিরসন

৩) সিল করা খামে থাকবে (অ) কালি পড়ে যাওয়া বা উবে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে গলিত মোম দিয়ে ঢাকনাটিকে কার্যকরভাবে বন্ধ করা অমোচনীয় কালির শিশি এবং (আ) কালির প্যাড।

(৬) ষষ্ঠ প্যাকেট : অন্যান্য সামগ্রী

১) ৭ক নিদর্শে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তালিকা

২) প্রার্থীদের স্বাক্ষরের ফটোকপি

৩) অন্যান্য অব্যবহৃত নিদর্শ

৪) প্রিসাইডিং অফিসারের ধাতব সিল

৫) টেন্ডার ভোটপত্রে ছাপ দেওয়ার জন্য তীরচিহ্নযুক্ত রবার স্ট্যাম্প

৬) অমোচনীয় কালির শিশি রাখার কাপ

(৭) ব্যবহৃত ও বাকি স্টেশনারি জিনিসপত্র নেওয়ার জন্য দুটো বাক্স

গ। ভোটিং কম্পার্টমেন্ট : সংখ্যা

ঘ। ভোটকর্মীদের টি এ দেওয়ার অ্যাকুইটেন্স রোল, যদি থাকে, : সংখ্যা

ফেরত দেওয়া হলো — দায়িত্ব বুঝে নেওয়া হলো

প্রিসাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর — রিসিভিং অফিসারের নাম ও স্বাক্ষর

ভোটগ্রহণ কেন্দ্র নং.......................

অনুবন্ধ ২৩

(অধ্যায়-২, অনুচ্ছেদ ২.৩.৬)

ভোটদান কক্ষ - ব্যালটিং ইউনিটগুলির পরিমাপ ও বিন্যাস তিনদিকে - ওয়েব ক্যামেরার সামনে

রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের নাম -

বিধানসভা / লোকসভা নির্বাচনক্ষেত্রের নাম -

বিধানসভা / লোকসভা নির্বাচনক্ষেত্রের নম্বর -

নির্বাচনের তারিখ -

ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের নাম -

রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের নাম -

বিধানসভা / লোকসভা নির্বাচনক্ষেত্রের নাম -

বিধানসভা / লোকসভা নির্বাচনক্ষেত্রের নম্বর -

নির্বাচনের তারিখ -

ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের নাম -

ভোটদান কক্ষের অবশিষ্ট দুটি দিকে

भारत निर्वाचन आयोग

मतदान कम्पार्टमेंट

ভারতের নির্বাচন কমিশন

ভোটদান কক্ষ

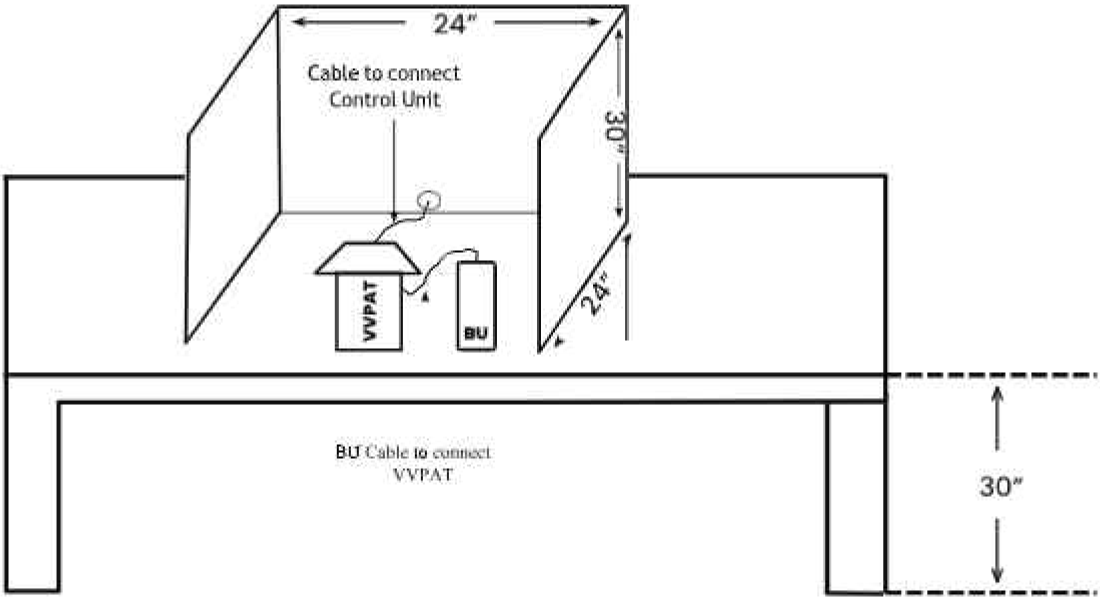

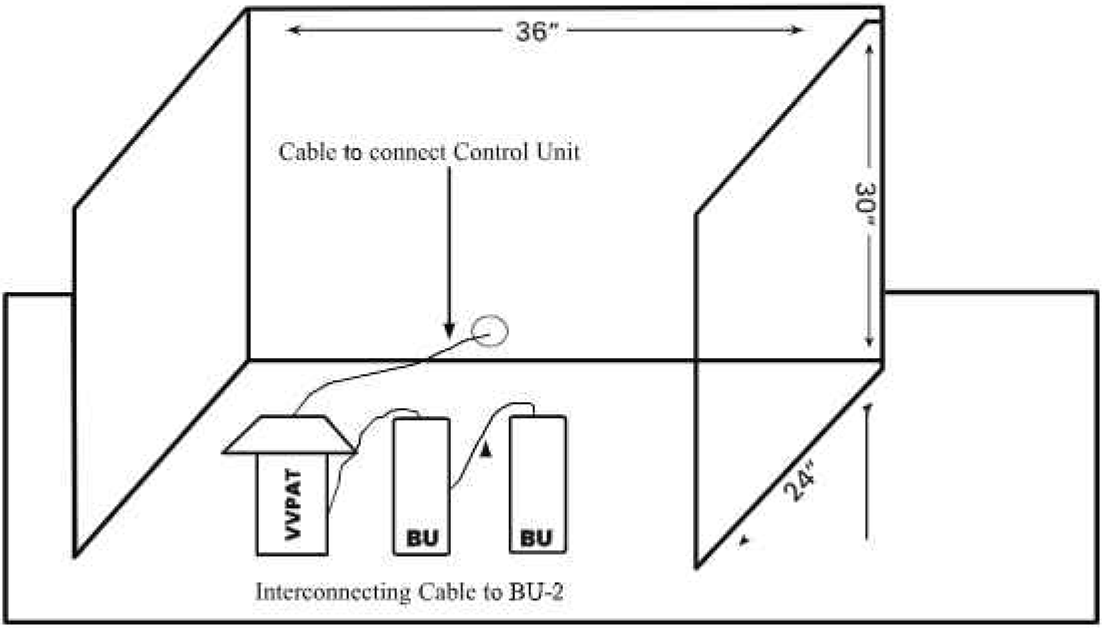

CASCADING OF TWO BALLOT UNITS

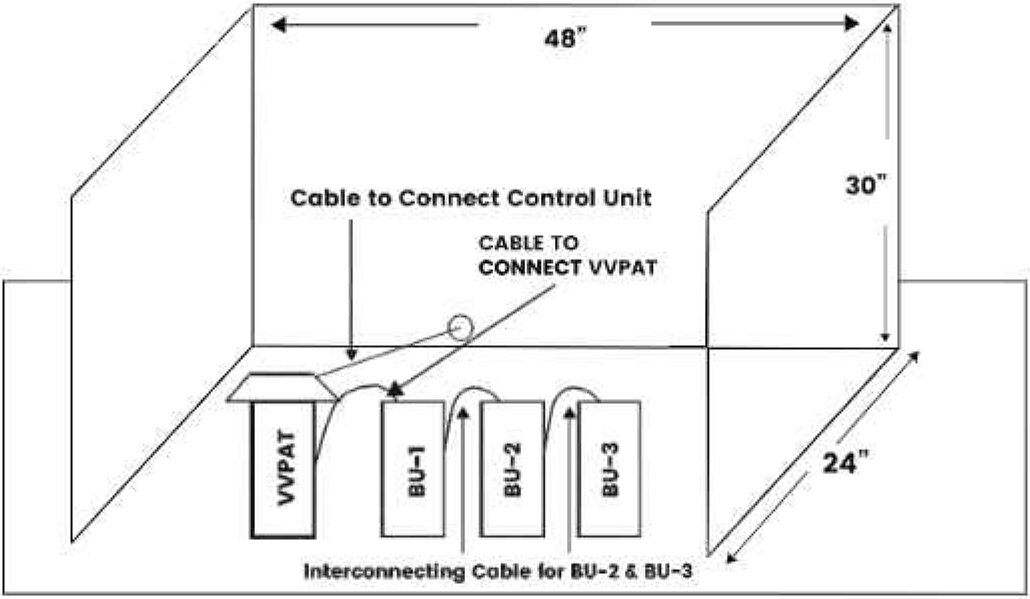

CASCADING OF THREE BALLOT UNITS

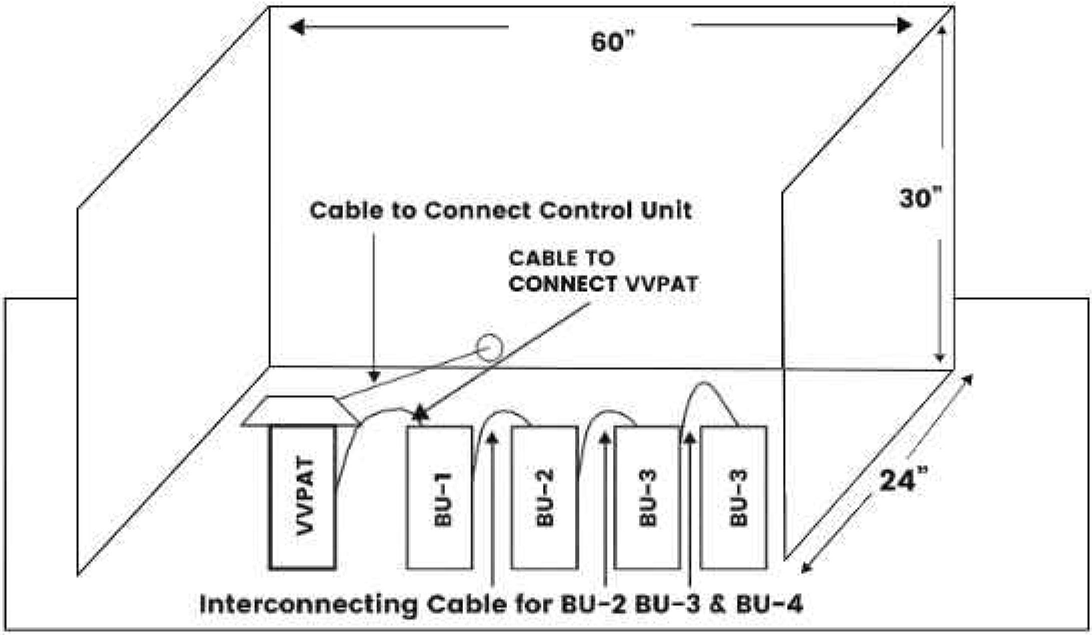

CASCADING OF FOUR BALLOT UNITS